দারিদ্র্য , সতীত্ব এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষকের প্রতি আনুগত্যের ব্রত দ্বারা , অনেক ক্যাথলিক খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা স্বামীদের ধর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আনন্দ দিয়ে শেষ হয় , ছাড়াও একটি উপাধি গ্রহণ করেন যা স্বামী সম্প্রদায়ের দশটি উপবিভাগের একটির সাথে তাঁর আনুষ্ঠানিক সংযোগ নির্দেশ করে। এই দশনামি বা

দশটি উপাধির মধ্যে রয়েছে গিরি (পর্বত), যার সাথে শ্রী যুক্তেশ্বর , এবং তাই আমিও জড়িত। অন্যান্য শাখাগুলির মধ্যে রয়েছে সাগর (সমুদ্র), ভারতী (ভূমি), অরণ্য (বন), পুরী (ভূমি), তীর্থ (তীর্থস্থান) এবং সরস্বতী (প্রকৃতির জ্ঞান)।

আনন্দ) অর্জনের প্রতিনিধিত্ব করে - প্রেম , প্রজ্ঞা , ভক্তি , সেবা , যোগ - এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যের মাধ্যমে , যা তার সমুদ্র , পর্বত , আকাশের অসীম বিশালতায় প্রকাশিত হয়।

সমগ্র মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ , এবং ব্যক্তিগত বন্ধন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের আদর্শ , বেশিরভাগ স্বামীকে ভারতে , অথবা মাঝে মাঝে বিদেশে মানবিক ও শিক্ষামূলক কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত হতে পরিচালিত করে। জাতি , ধর্ম , শ্রেণী , বর্ণ , লিঙ্গ বা বর্ণের সমস্ত কুসংস্কার উপেক্ষা করে , একজন স্বামী মানব ভ্রাতৃত্বের নীতি অনুসরণ করেন। তার লক্ষ্য হল আত্মার সাথে পরম ঐক্য। "আমিই তিনি" এই চিন্তায় তার জাগ্রত এবং নিদ্রিত চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি তৃপ্তির সাথে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান , কিন্তু এর নয়। এইভাবেই তিনি তার স্বামী উপাধিকে ন্যায্যতা দিতে পারেন - যিনি ঐক্য অর্জন করতে চান। স্ব বা স্ব -এর সাথে । এটা বলা বাহুল্য যে , আনুষ্ঠানিকভাবে উপাধিপ্রাপ্ত সকল স্বামী তাদের উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমানভাবে সফল হন না।

শ্রী যুক্তেশ্বর একজন স্বামী এবং যোগী উভয়ই ছিলেন। প্রাচীন ধর্মের সাথে তার সংযোগের কারণে একজন স্বামী , যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন , তিনি সর্বদা যোগী হন না। যে কেউ ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের বৈজ্ঞানিক কৌশল অনুশীলন করেন তিনি একজন যোগী; তিনি বিবাহিত বা অবিবাহিত হতে পারেন , হয় একজন পার্থিব মানুষ হতে পারেন অথবা আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় সম্পর্কযুক্ত হতে পারেন। একজন স্বামী সম্ভবত কেবল শুষ্ক যুক্তির পথ অনুসরণ করতে পারেন , ঠান্ডা ত্যাগ ; কিন্তু একজন যোগী নিজেকে একটি নির্দিষ্ট , ধাপে ধাপে পদ্ধতিতে নিযুক্ত করেন যার মাধ্যমে শরীর ও মন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় এবং আত্মা মুক্ত হয়। আবেগগত কারণে বা বিশ্বাসের দ্বারা কোনও কিছুকে হালকাভাবে না নিয়ে , একজন যোগী প্রাথমিক ঋষিদের দ্বারা প্রথম রূপরেখা তৈরি করা একটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষিত অনুশীলনের অনুশীলন করেন। যোগ ভারতের প্রতিটি যুগে এমন পুরুষ তৈরি করেছে যারা সত্যিকার অর্থে মুক্ত , সত্যিকার অর্থে যোগী-খ্রিস্ট হয়ে উঠেছে।

অন্য যেকোনো বিজ্ঞানের মতো , যোগব্যায়াম সকল পরিবেশ ও সময়ের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কিছু অজ্ঞ লেখকের দ্বারা প্রবর্তিত তত্ত্ব যে যোগব্যায়াম "পশ্চিমাদের জন্য অনুপযুক্ত ", তা সম্পূর্ণ মিথ্যা , এবং দুঃখজনকভাবে অনেক আন্তরিক শিক্ষার্থীকে এর বহুমুখী আশীর্বাদ লাভ থেকে বিরত রেখেছে। যোগব্যায়াম হল চিন্তাভাবনার স্বাভাবিক অস্থিরতাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি পদ্ধতি , যা অন্যথায় নিরপেক্ষভাবে প্রতিরোধ করে সকল মানুষকে , সকল দেশের, তাদের আত্মার প্রকৃত স্বরূপের আভাস থেকে বিরত রাখতে। যোগ কোন বাধা জানতে পারে না পূর্ব ও পশ্চিম সূর্যের আরোগ্য ও ন্যায়সঙ্গত আলোর চেয়েও বেশি কিছু নয়। যতক্ষণ মানুষের অস্থির চিন্তাভাবনা সহ একটি মন থাকবে , ততক্ষণ যোগ বা নিয়ন্ত্রণের সর্বজনীন প্রয়োজন থাকবে।

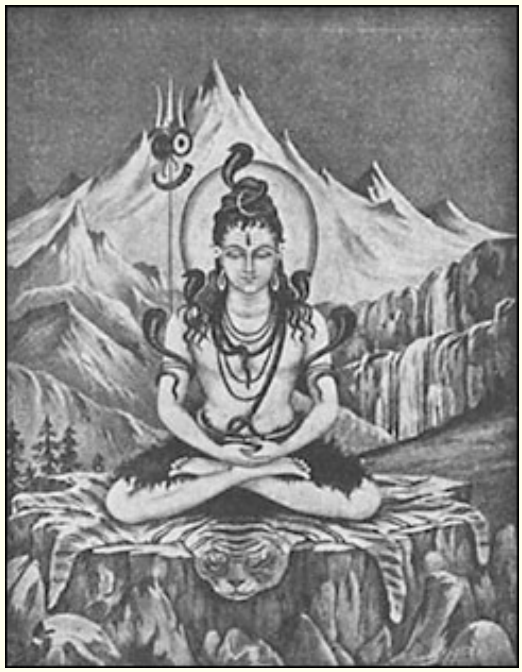

"দ্বারা খ . কে. মিত্র ভিতরে “কল্যাণ - কল্পতুর -

দ্য প্রভু ভি তার দিক এএস শিবা

> কৃষ্ণের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন, শিব হলেন ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকৃতির (স্রষ্টা -রক্ষক -ধ্বংসকারী) শেষ দিকের নাম। মায়া বা মোহের বিনাশকারী শিবকে শাস্ত্রে প্রতীকীভাবে ত্যাগীদের প্রভু, যোগীদের রাজা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হিন্দু শিল্পকলায় তাঁকে সর্বদা চুলে অমাবস্যা এবং ফণাযুক্ত সাপের মালা পরিহিত অবস্থায় দেখানো হয়, যা মন্দ পরাজিত এবং নিখুঁত জ্ঞানের প্রাচীন প্রতীক। তাঁর কপালে সর্বজ্ঞতার "একক" চোখ খোলা।

প্রাচীন ঋষি পতঞ্জলি "যোগ" কে "মনের ওঠানামার নিয়ন্ত্রণ" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। **[24-4]** তাঁর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সুদৃঢ় ব্যাখ্যা, যোগসূত্র, হিন্দু দর্শনের ছয়টি পদ্ধতির মধ্যে একটি। **[24-5]** পাশ্চাত্য দর্শনের বিপরীতে, ছয়টি হিন্দু ব্যবস্থা কেবল তাত্ত্বিক নয় বরং ব্যবহারিক শিক্ষাকেও ধারণ করে। প্রতিটি কল্পনাযোগ্য তত্ত্বতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পাশাপাশি, ছয়টি ব্যবস্থা দুঃখকষ্টের স্থায়ী অপসারণের লক্ষ্যে ছয়টি নির্দিষ্ট শাখা প্রণয়ন করে এবং চিরন্তন আনন্দের অর্জন।

ছয়টি ব্যবস্থার সাথে সংযোগকারী সাধারণ সূত্র হল এই ঘোষণা যে পরম বাস্তবতার জ্ঞান ছাড়া মানুষের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভব নয়। পরবর্তী উপনিষদগুলি ছয়টি ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্রকে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অর্জনের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে সমর্থন করে । যোগের ব্যবহারিক কৌশলগুলির মাধ্যমে, মানুষ চিরতরে অনুমানের শূন্য রাজ্য ছেড়ে যায় এবং অভিজ্ঞতায় প্রকৃত সারাংশকে উপলব্ধি করে।

পতঞ্জলির বর্ণিত যোগ পদ্ধতি অষ্টমুখী পথ নামে পরিচিত। প্রথম ধাপ, (১) যম এবং (২) নিয়ম, দশটি নেতিবাচক এবং ইতিবাচক নীতি পালনের প্রয়োজন - অন্যের ক্ষতি করা থেকে

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] (or [illegible] [illegible]); [illegible] [illegible] a [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

পরবর্তী ধাপগুলি হল (৩) আসন (ডান ভঙ্গি); মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে এবং ধ্যানের জন্য শরীরকে একটি আরামদায়ক অবস্থানে দৃঢ় রাখতে হবে; (৪) প্রাণায়াম *(* প্রাণ নিয়ন্ত্রণ, সূক্ষ্ম জীবনী স্রোত); এবং (৫) প্রত্যাহার (বাহ্যিক বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহার করা)।

শেষ ধাপগুলি হল যোগের সঠিক রূপ : (৬) ধারণ (একনিষ্ঠতা); মনকে এক চিন্তায় আটকে রাখা ; (৭) ধ্যান (ধ্যান), এবং (৮) সমাধি (অতিচেতন উপলব্ধি)। এটি যোগের অষ্টগুণ পথ ২৪-৬। যা কৈবল্যের *(পরমতা)* চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে, এমন একটি শব্দ যা আরও বোধগম্যভাবে "সমস্ত বৌদ্ধিক ধারণার বাইরে সত্যের উপলব্ধি" হিসাবে বলা যেতে পারে।

"কোনটি বড় ," কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, "স্বামী না যোগী?" যদি এবং যখন ঈশ্বরের সাথে চূড়ান্ত একত্ব অর্জন করা হয়, তখন বিভিন্ন পথের পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে ভগবদ গীতা উল্লেখ করে যে যোগের পদ্ধতিগুলি সর্বব্যাপী। এর কৌশলগুলি কেবল নির্দিষ্ট ধরণের এবং স্বভাবের জন্য নয়, যেমন সন্ন্যাস জীবনের দিকে ঝুঁকে থাকা কয়েকজনের জন্য ; যোগের কোনও আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু যোগিক বিজ্ঞান একটি সর্বজনীন চাহিদা পূরণ করে, তাই এর একটি স্বাভাবিক সার্বজনীন প্রযোজ্যতা রয়েছে।

একজন প্রকৃত যোগী পৃথিবীতে কর্তব্যপরায়ণ থাকতে পারেন; সেখানে তিনি জলের উপর মাখনের মতো, অসংযত ও অশান্ত মানবতার সহজে মিশ্রিত দুধের মতো নন। নিজের পার্থিব দায়িত্ব পালন করাই প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর পথ, যদি যোগী , অহংকারপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সাথে মানসিকভাবে জড়িত না থেকে, ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত হাতিয়ার হিসেবে তার ভূমিকা পালন করেন।

আজ আমেরিকান, ইউরোপীয় বা অন্যান্য অ-হিন্দু সমাজে এমন অনেক মহান আত্মা বাস করছেন যারা , যদিও তারা কখনও যোগী এবং স্বামী শব্দগুলি শোনেননি, তবুও তারা সেই শব্দগুলির প্রকৃত উদাহরণ। মানবজাতির প্রতি তাদের নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে, অথবা আবেগ এবং চিন্তাভাবনার উপর তাদের আয়ত্তের মাধ্যমে, অথবা ঈশ্বরের প্রতি তাদের একনিষ্ঠ প্রেমের মাধ্যমে, অথবা তাদের একাগ্রতার মহান শক্তির মাধ্যমে, তারা এক অর্থে যোগী ; তারা নিজেদের জন্য যোগ-আত্ম-এর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। নিয়ন্ত্রণ। এই মানুষগুলো আরও উচ্চতায় উঠতে পারত যদি তাদের যোগের সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান শেখানো হত, যা একজনের মন এবং জীবনের আরও সচেতন দিকনির্দেশনা সম্ভব করে তোলে।

কিছু পশ্চিমা লেখক যোগব্যায়ামকে ভাসা ভাসা ভুল বুঝিয়েছেন, কিন্তু এর সমালোচকরা কখনও এর অনুশীলনকারীরা। মধ্যে অনেক চিন্তাশীল শ্রদ্ধাঞ্জলি থেকে যোগব্যায়াম মে থাকা উল্লেখ করা হয়েছে এক দ্বারা ডঃ . গ. জি. জং, দ্য বিখ্যাত সুইস মনোবিজ্ঞানী।

"যখন কোন ধর্মীয় পদ্ধতি নিজেকে 'বৈজ্ঞানিক' হিসেবে প্রমাণ করে, তখন পশ্চিমা বিশ্বে এটির জনসাধারণ নিশ্চিত হতে পারে। যোগব্যায়াম এই প্রত্যাশা পূরণ করে," ডঃ জং লিখেছেন। **24-7** "নতুনের আকর্ষণ এবং অর্ধ-বোধগম্যের আকর্ষণ ছাড়াও, যোগব্যায়ামের অনেক অনুসারী থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা প্রদান করে এবং এইভাবে 'তথ্যের' বৈজ্ঞানিক চাহিদা পূরণ করে,

[illegible], [illegible], [illegible], [

[illegible]

[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

[illegible] **24-9**

24-1 : [illegible]

24-2 : [illegible]

24-3 : [illegible]

24-4 : [illegible]

[illegible]

24-5 : [illegible]

24-6 : [illegible]

24-7 : [illegible]

24-8 : [illegible]

দীর্ঘায়ু। হাথা হল দরকারী , এবং উৎপাদন করে দর্শনীয় শারীরিক ফলাফল , কিন্তু এই শাখা এর যোগব্যায়াম হল সামান্য ব্যবহৃত দ্বারা যোগী আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রতি আকৃষ্ট।

24-9 : প্লেটোর আটলান্টিসের টিমাইয়াসের গল্পে , তিনি বাসিন্দাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নত অবস্থার কথা বলেছেন। প্রকৃতির এক বিপর্যয়ের মাধ্যমে প্রায় ৯৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হারিয়ে যাওয়া মহাদেশটি বিলুপ্ত হয়ে যায় বলে বিশ্বাস করা হয় ; তবে কিছু অধিবিদ্যা লেখক , অবস্থা যে দ্য আটলান্টিন ছিল ধ্বংস যেমন ক ফলাফল এর তাদের অপব্যবহার এর পারমাণবিক ক্ষমতা। দুই ফরাসি লেখকরা সম্প্রতি "আটলান্টিসের গ্রন্থপঞ্জি " নামে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করেছে , যেখানে ১৭০০ টিরও বেশি ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য উল্লেখ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায় : ২৫

[illegible]

"অনন্ত পারে না জীবিত ; দ্য বালি এর তার কর্ম জন্য এই জীবন আছে দৌড় বাইরে। "

একদিন সকালে যখন আমি গভীর ধ্যানে বসেছিলাম , তখন এই অকথ্য কথাগুলি আমার অন্তরের চেতনায় পৌঁছেছিল। স্বামী ধর্মে প্রবেশের কিছুক্ষণ পরেই , আমি আমার জন্মস্থান গোরক্ষপুরে আমার বড় ভাই অনন্তের অতিথি হিসেবে গিয়েছিলাম। হঠাৎ অসুস্থতা তাকে বিছানায় বন্দী করে রেখেছিল ; আমি তাকে স্নেহের সাথে সেবা করেছিলাম।

সেই গম্ভীর অন্তরের ঘোষণা আমাকে দুঃখে ভরিয়ে দিল। আমার মনে হলো গোরক্ষপুরে আর বেশিক্ষণ থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয় , কেবল আমার অসহায় দৃষ্টির সামনে থেকে আমার ভাইকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আত্মীয়স্বজনদের অবোধ্য সমালোচনার মধ্যে , আমি প্রথম উপলব্ধ নৌকায় ভারত ত্যাগ করি। এটি বার্মা এবং চীন সাগর ধরে জাপানে ভ্রমণ করে। আমি কোবেতে নেমে পড়ি , যেখানে আমি মাত্র কয়েক দিন কাটিয়েছি। আমার হৃদয় এত ভারী ছিল যে আমি দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে পারছিলাম না।

ভারত ফেরার পথে নৌকাটি সাংহাইতে পৌঁছায়। সেখানে জাহাজের চিকিৎসক ডাঃ মিশ্র আমাকে বেশ কয়েকটি কিউরিও শপে নিয়ে যান , যেখানে আমি শ্রী যুক্তেশ্বর , আমার পরিবার এবং বন্ধুদের জন্য বিভিন্ন উপহার বেছে নিয়েছিলাম। অনন্তের জন্য আমি একটি বড় খোদাই করা বাঁশের টুকরো কিনেছিলাম। চীনা বিক্রেতা আমাকে বাঁশের স্যুভেনিরটি দেওয়ার সাথে সাথে আমি এটি মেঝেতে ফেলে চিৎকার করে বলি , "আমি এটি আমার প্রিয় মৃত ভাইয়ের

[illegible]!"

[illegible] [illegible] [illegible] [

যখন আমাদের নৌকা কলকাতায় পৌঁছালো , ডঃ মিশ্র আবার আমার সাথে গেলেন। আমার ছোট ভাই বিষ্ণু ডকে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষা করছিল।

"আমি জানি অনন্ত এই জীবন থেকে চলে গেছে ," বিষ্ণু কথা বলার আগেই আমি তাকে বললাম। "অনন্ত কখন মারা গেছে , দয়া করে আমাকে আর এখানকার ডাক্তারকে বলো। "

বিষ্ণু নামকরণ করা হয়েছে দ্য তারিখ , কোনটি ছিল দ্য খুব দিন যে আমি ছিল কেনা দ্য স্যুভেনির ভিতরে সাংহাই।

"এই দেখো!" ডঃ মিশ্র বীর্যপাত করলেন। "এই কথাটা যেন আর না শোনা যায় ! অধ্যাপকরা মেডিকেল কোর্সে মানসিক টেলিপ্যাথির উপর এক বছরের অধ্যয়ন যোগ করবেন , যা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দীর্ঘ !"

গুরপার রোডের আমাদের বাড়িতে ঢুকতেই বাবা আমাকে উষ্ণভাবে জড়িয়ে ধরলেন। "তুমি এসেছো," তিনি কোমলভাবে বললেন। তার চোখ থেকে দুটি বড় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সাধারণত অপ্রকাশিতভাবে , তিনি আগে কখনও আমাকে এই স্নেহের চিহ্ন দেখাননি। বাহ্যিকভাবে গম্ভীর বাবা , ভেতরে তিনি ছিলেন গলিত হৃদয়ের অধিকারী। এর ক মা। ভিতরে সব তার লেনদেন সঙ্গে দ্য পরিবার , তার দ্বৈত পিতামাতার ভূমিকা ছিল স্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

অনন্তের মৃত্যুর পরপরই , আমার ছোট বোন নলিনীকে এক ঐশ্বরিক আরোগ্যের মাধ্যমে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। গল্পটি বলার আগে , আমি তার পূর্ববর্তী জীবনের কয়েকটি পর্যায় উল্লেখ করব।

নলিনীর সাথে আমার শৈশবের সম্পর্কটা খুব একটা সুখের ছিল না। আমি খুব রোগা ছিলাম ; সে আরও রোগা ছিল। একটা অচেতন উদ্দেশ্য বা "জটিলতার" কারণে , যা মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের সনাক্ত করতে কোনও অসুবিধা হবে না , আমি প্রায়শই আমার বোনকে তার মৃতদেহের চেহারা নিয়ে উত্তেজিত করতাম। তার প্রতিক্রিয়াগুলি চরম যৌবনের নির্মম স্পষ্টতার সাথে সমানভাবে মিশে ছিল।

মাঝে মাঝে মা হস্তক্ষেপ করতেন , ছোটবেলার ঝগড়ার অবসান ঘটাতেন , সাময়িকভাবে , আমার কানে , বড় কানের মতো , একটা আলতো বাক্স লাগিয়ে।

সময় কেটে গেল ; নলিনীর বাগদান হয়েছিল কলকাতার এক তরুণ চিকিৎসক পঞ্চানন বোসের সাথে। বাবার কাছ থেকে তিনি উদার যৌতুক পেয়েছিলেন , সম্ভবত (যেমন আমি বোনকে বলেছিলাম) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। হবু বর তার ভাগ্যের জন্য নিজেকে একটি মানুষের শিমের খুঁটির সাথে মিশ্রিত করে।

বিস্তারিত করা বিবাহ আচার -অনুষ্ঠান ছিল উদযাপিত ভিতরে বকেয়া সময়। চালু দ্য বিবাহ রাত , আমি যোগদান করেছেন দ্য আমাদের কলকাতার বাড়ির বসার ঘরে আত্মীয়স্বজনের বিশাল ও আনন্দঘন দল। বর একটি বিশাল সোনালী ব্রোকেডেড বালিশের উপর হেলান দিয়ে বসে ছিল , তার পাশে নলিনী। একটি অসাধারণ বেগুনি সিল্কের শাড়ি হায় , তার কৌণিকতা পুরোপুরি লুকাতে পারিনি। আমি আমার নতুন বালিশের আড়ালে নিজেকে আড়াল করেছিলাম। শ্যালকের দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসল। বিয়ের দিন পর্যন্ত সে নলিনীকে কখনও দেখেনি , যখন সে অবশেষে জানতে পারল যে বিবাহের লটারিতে সে কী পাচ্ছে।

২৫-১।

আমার সহানুভূতি অনুভব করে , ডঃ বোস নলিনীর দিকে আঙুল তুলে বললেন , এবং আমার কানে ফিসফিসিয়ে বললেন , "বল, এটা কী ?"

"কেন, ডাক্তার ," আমি উত্তর দিলেন , "এটা হল ক কঙ্কাল জন্য তোমার পর্যবেক্ষণ !"

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে , আমার শ্যালক এবং আমি আমাদের সমবেত আত্মীয়দের সামনে যথাযথ সাজসজ্জা বজায় রাখতে বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম।

বছর গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, ডঃ বোস আমাদের পরিবারের কাছে নিজেকে খুব প্রিয় করে তুলেছিলেন, যারা অসুস্থতা দেখা দিলেই তাঁর সাথে দেখা করতেন। তিনি এবং আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠি, প্রায়শই একসাথে মজা করতাম, সাধারণত নলিনীকে আমাদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নিযুক্ত করা হত।

"এটা একটা চিকিৎসাগত কৌতূহল," আমার শ্যালক একদিন আমাকে বললেন। "আমি তোমার পাতলা বোন-কড লিভার অয়েল, মাখন, মাল্ট, মধু, মাছ, মাংস, ডিম, টনিক সবকিছুই চেষ্টা করে দেখেছি। তবুও সে এক ইঞ্চির একশো ভাগও ফুলে উঠতে পারেনি।" আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

কয়েকদিন পর আমি বোসের বাড়িতে গেলাম। সেখানে আমার কাজ শেষ হতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লেগেছিল; আমি চলে যাচ্ছি, অলক্ষিতভাবে, আমার মনে হয়েছিল, নলিনী। সদর দরজার কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, আন্তরিক কিন্তু আদেশমূলক।

"ভাই, এখানে এসো। এবার তুমি আমাকে স্লিপ দেবে না। আমি তোমার সাথে কথা বলতে

চাই।" আমি সিঁড়ি বেয়ে তার ঘরে গেলাম। অবাক হলাম, সে কেঁদে ফেলল।

"প্রিয় ভাই," সে বলল, "চল, পুরনো কুঠারটা পুঁতে ফেলি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার পা এখন আধ্যাত্মিক পথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমি সব দিক দিয়ে তোমার মতো হতে চাই।" সে আশার সাথে আরও বলল, "তুমি এখন দেখতে শক্তপোক্ত; তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো? আমার স্বামী আমার কাছে আসে না, আর আমি তাকে খুব ভালোবাসি! কিন্তু আমি ঈশ্বর-উপলব্ধিতে আরও বেশি অগ্রগতি করতে চাই, এমনকি যদি আমাকে ২৫-২ বছর ধরে রোগা থাকতে হয়। এবং অপ্রিয়।"

তার অনুরোধে আমার হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শিত হয়েছিল। আমাদের নতুন বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে; একদিন সে আমার শিষ্য হতে অনুরোধ করে।

"তোমার যেভাবে ইচ্ছা আমাকে প্রশিক্ষণ দাও। আমি টনিকের পরিবর্তে ঈশ্বরের উপর ভরসা করি।" সে এক মুঠো ওষুধ জড়ো করে ছাদের ড্রেনে ঢেলে দিল।

যেমন ক পরীক্ষা এর তার বিশ্বাস, আমি জিজ্ঞাসা করা তার থেকে বাদ দেওয়া থেকে তার খাদ্যাভ্যাস সব মাছ, মাংস, এবং ডিম।

বেশ কয়েক মাস পর, যখন নলিনী আমার বর্ণিত বিভিন্ন নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করেছিল এবং অসংখ্য অসুবিধা সত্ত্বেও তার নিরামিষ খাবার মেনে চলেছিল, আমি তার সাথে দেখা করতে গেলাম।

"দিদি, তুমি বিবেকবানভাবে আধ্যাত্মিক আদেশ পালন করে আসছো; তোমার পুরস্কার নিকটবর্তী।" আমি দুষ্টুমি করে হেসে বললাম। "তুমি কতটা মোটা হতে চাও - আমাদের মাসির মতো মোটা, যে বছরের পর বছর ধরে তার পা দেখেনি?"

"না! কিন্তু আমি দীর্ঘ থেকে থাকা যেমন স্থূলকায় যেমন তুমি "হয়।"

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম। "ঈশ্বরের কৃপায়, আমি যেমন সবসময় সত্য বলেছি, এখনও

সত্যই বলছি। " [২৫-৩] ঐশ্বরিক আশীর্বাদের মাধ্যমে , আজ থেকে তোমার দেহের ওজন সত্যিই বদলে যাবে ; এক মাসের মধ্যে এর ওজন আমার শরীরের ওজনের সমান হবে। "

আমার হৃদয়ের এই কথাগুলো পূর্ণতা পেল। ত্রিশ দিনের মধ্যে নলিনীর ওজন আমার ওজনের সমান হয়ে গেল। নতুন গোলাকার ভাব তাকে সৌন্দর্য দান করল ; তার স্বামী গভীর প্রেমে পড়ে গেল। তাদের বিবাহ , এভাবেই শুরু হয়েছিল

অশুভভাবে , পরিণত বাইরে থেকে থাকা আদর্শভাবে খুশি।

জাপান থেকে ফিরে আসার পর, আমি জানতে পারি যে আমার অনুপস্থিতিতে নলিনী টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। আমি তার বাড়িতে ছুটে যাই , এবং তাকে কেবল কঙ্কাল অবস্থায় দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যাই। সে কোমায় ছিল।

"অসুখে তার মন বিভ্রান্ত হওয়ার আগে ," আমার শ্যালক আমাকে বলেছিলেন , "তিনি প্রায়শই বলতেন : 'ভাই মুকুন্দ যদি এখানে থাকতেন , তাহলে আমার এত খারাপ হতো না। '" তিনি হতাশার সাথে আরও যোগ করলেন , "অন্যান্য ডাক্তাররা এবং আমি নিজেই দেখা না আশা। রক্ত আমাশয় আছে সেট মধ্যে , পরে তার দীর্ঘ লড়াই সঙ্গে টাইফয়েড। "

আমার প্রার্থনায় আমি স্বর্গ ও পৃথিবীকে নাড়তে শুরু করলাম। একজন অ্যাংলো - ইন্ডিয়ান নার্সের সাথে , যিনি আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন , আমি আমার বোনকে নিরাময়ের বিভিন্ন যোগব্যায়াম কৌশল প্রয়োগ করলাম। রক্ত আমাশয় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু ডঃ বোস দুঃখের সাথে মাথা নাড়লেন। "তার আর রক্তপাতের বাকি নেই। "

"সে সুস্থ হয়ে উঠবে ," আমি দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলাম। "সাত দিনের মধ্যে

তার জ্বর চলে যাবে। "

এক সপ্তাহ পরে নলিনীকে চোখ খুলে আমার দিকে ভালোবাসার সাথে তাকিয়ে থাকতে দেখে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। সেই দিন থেকে তার দ্রুত আরোগ্য লাভ হয়। যদিও সে তার স্বাভাবিক ওজন ফিরে পেয়েছে , তবুও তার প্রায় মারাত্মক রোগের একটি দুঃখজনক ক্ষত ছিল: তার পা অবশ হয়ে গেছে। ভারতীয় এবং ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা তাকে আশাহীন পঙ্গু ঘোষণা করেন।

প্রার্থনার মাধ্যমে তার জীবনের জন্য যে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়েছিলাম , তা আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। আমি গেলাম শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্তেশ্বরের সাহায্য চাইতে। নলিনীর দুর্দশার কথা বলার সময় তার চোখ গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে।

"তোমার বোনের পা এক মাসের শেষে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। " তিনি আরও বললেন, "ওকে তার ত্বকের পাশে , দুই ক্যারেটের মুক্তাবিহীন একটি ব্যান্ড পরতে দাও , যা একটি ক্ল্যাপ দিয়ে আটকে থাকবে। "

আমি সিজদা করা আমি নিজেই এ তার পা সঙ্গে আনন্দিত স্বস্তি।

"স্যার , আপনি একজন গুরু; তার আরোগ্য লাভের কথা আপনার যথেষ্ট , কিন্তু আপনি যদি জোর করেন তবে আমি অবিলম্বে তাকে একটি মুক্তা কিনে দেব। "

আমার গুরু মাথা নাড়লেন। "হ্যাঁ , তাই করো।" তিনি নলিনীর শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সঠিকভাবে বর্ণনা করলেন , যাকে তিনি কখনও দেখেননি।

"স্যার ," আমি জিজ্ঞাসা করলেন , "হয় এই একটি জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ? তুমি করা না জানা তার জন্ম দিন অথবা ঘন্টা। "

শ্রীযুক্তেশ্বর হাসলেন। "একটি গভীর জ্যোতিষশাস্ত্র আছে, যা ক্যালেন্ডার এবং ঘড়ির সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না। প্রতিটি মানুষ স্রষ্টার একটি অংশ, বা মহাজাগতিক মানুষের; তার একটি স্বর্গীয় দেহের পাশাপাশি একটি পৃথিবীও রয়েছে। মানুষের চোখ শারীরিক রূপ দেখে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ চোখ আরও গভীরভাবে প্রবেশ করে, এমনকি সেই সর্বজনীন প্যাটার্ন পর্যন্তও যা প্রতিটি মানুষ একটি অবিচ্ছেদ্য এবং স্বতন্ত্র অংশ।"

আমি ফিরে এসেছে থেকে কলকাতা এবং কেনা ক মুক্তা জন্য নলিনী। ক মাস পরে, তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত পা ছিল

[illegible]

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

"[illegible]," [illegible]
"[illegible]"

25-1 : [illegible]

25-2 : [illegible]

25-3 : [illegible] WHO [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

[illegible]

[illegible] 26-1 [illegible]

[illegible]

" [illegible]," [illegible]

: "[illegible]

[illegible] 26-5 [illegible]

[illegible]: "[illegible]

[illegible]: "[illegible]

মাধ্যমে মুক্তি অর্জন করা সম্ভব । " ২৬-৯

ক্রিয়া যোগ জানতেন , অথবা এর অনুরূপ একটি কৌশল, যার মাধ্যমে তিনি জীবনধারাকে ইন্দ্রিয়ের দিকে এবং ইন্দ্রিয়ের দিকে পরিবর্তন করতে পারতেন। তাই তিনি বলতে সক্ষম হয়েছিলেন : "সত্যিই , আমি খ্রীষ্টে আমাদের আনন্দের দ্বারা প্রতিবাদ করি , আমি প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করি । " **26-10** প্রতিদিন তাঁর দৈহিক জীবনীশক্তি প্রত্যাহার করে, তিনি যোগের মাধ্যমে খ্রীষ্টচেতনার আনন্দের (চিরন্তন আনন্দের) সাথে এটিকে একত্রিত করেছিলেন। সেই আনন্দময় অবস্থায় , তিনি ছিলেন

সচেতনভাবে সচেতন এর থাকা মৃত থেকে দ্য বিভ্রান্তিকর ইন্দ্রিয়গত বিশ্ব এর মায়া।

ঈশ্বর -সংযোগের প্রাথমিক অবস্থায় (সবিকল্প সমাধি) ভক্তের চেতনা মহাজাগতিক আত্মার সাথে মিশে যায়; তার জীবনীশক্তি শরীর থেকে প্রত্যাহার করা হয়, যা "মৃত" বা গতিহীন এবং অনমনীয় বলে মনে হয়। যোগী তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকেন, যেমন তিনি উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থায় (নির্বিকল্প সমাধি) অগ্রসর হন, তবে, তিনি শারীরিকভাবে স্থির না হয়ে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করেন, এবং তার সাধারণ জাগ্রত চেতনায়, এমনকি পার্থিব কর্তব্য পালনের মধ্যেও। **26-11**

" ক্রিয়া যোগ এমন একটি হাতিয়ার যার মাধ্যমে মানব বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা যায়," শ্রী যুক্তেশ্বর তাঁর ছাত্রদের ব্যাখ্যা করেছিলেন। "প্রাচীন যোগীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে মহাজাগতিক চেতনার রহস্য শ্বাস -প্রশ্বাসের দক্ষতার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। এটি বিশ্বের জ্ঞানের ভাণ্ডারে ভারতের অনন্য এবং অমর অবদান। জীবনীশক্তি, যা সাধারণত হৃদস্পন্দন বজায় রাখার জন্য নিমগ্ন, শ্বাসের অবিরাম চাহিদাগুলিকে শান্ত এবং স্থির করার পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চতর কার্যকলাপের জন্য মুক্ত করতে হবে। "

ক্রিয়া যোগী মানসিকভাবে তার জীবনীশক্তিকে ছয়টি মেরুদণ্ড কেন্দ্রের (মধ্যস্থ, জরায়ুমুখ, পৃষ্ঠীয়, কটিদেশীয়, ত্রিকাস্থি এবং কোকিজিয়াল প্লেক্সাস) চারপাশে ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী করে ঘুরতে পরিচালিত করেন, যা রাশিচক্রের বারোটি জ্যোতিষ চিহ্ন, প্রতীকী মহাজাগতিক পুরুষের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মানুষের সংবেদনশীল মেরুদণ্ডের চারপাশে শক্তির আধ মিনিটের ঘূর্ণন তার বিবর্তনে সূক্ষ্ম অগ্রগতিকে প্রভাবিত করে; ক্রিয়া করার সেই আধ মিনিটের সমান এক বছরের প্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক বিকাশ।

সর্বজ্ঞ আধ্যাত্মিক চোখের সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান ছয়টি (বারোটি ধ্রুবতারাশি) অভ্যন্তরীণ নক্ষত্রপুঞ্জ সহ মানুষের জ্যোতিষ ব্যবস্থা ভৌত সূর্য এবং বারোটি রাশির সাথে আন্তঃসম্পর্কিত। এইভাবে সমস্ত মানুষ একটি অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাচীন ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন যে বারো বছরের চক্রে মানুষের পার্থিব এবং স্বর্গীয় পরিবেশ তাকে তার প্রাকৃতিক পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ধর্মগ্রন্থগুলি বলে যে মানুষের মহাজাগতিক চেতনা প্রকাশ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মানব মস্তিষ্ককে নিখুঁত করার জন্য দশ লক্ষ বছরের স্বাভাবিক, রোগমুক্ত বিবর্তনের প্রয়োজন।

এক হাজার ক্রিয়া অনুশীলন করলে যোগী একদিনে এক হাজার বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের সমতুল্য লাভ করেন: এক বছরে ৩,৬৫,০০০ বছরের বিবর্তন। তিন বছরে, একজন ক্রিয়া যোগী বুদ্ধিমান আত্ম -প্রচেষ্টার মাধ্যমে একই ফলাফল অর্জন করতে পারেন যা প্রকৃতি দশ লক্ষ বছরে অর্জন করে। অবশ্যই, ক্রিয়া সংক্ষিপ্ত পথটি কেবল গভীরভাবে বিকশিত যোগীরাই নিতে পারেন। একজন গুরুর নির্দেশনায়, এই ধরনের যোগীরা নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে সৃষ্ট শক্তি গ্রহণের জন্য তাদের শরীর এবং মস্তিষ্ককে সাবধানতার সাথে প্রস্তুত করেছেন।

ক্রিয়া শিক্ষানবিস তার যোগব্যায়াম মাত্র চৌদ্দ থেকে আঠাশ বার, দিনে দুবার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible]", [illegible] [illegible] [illegible]

নিজেকে অগভীর অহংকার হিসেবে চিহ্নিত করে , মানুষ এই ধারণাকে মেনে নেয় যে সে নিজেই চিন্তা করে , ইচ্ছা করে , অনুভব করে, খাবার হজম করে এবং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে , প্রতিফলনের মাধ্যমে কখনও স্বীকার করে না (শুধুমাত্র সামান্যই যথেষ্ট !) যে তার সাধারণ জীবনে সে অতীত কর্ম (কর্ম) এবং প্রকৃতির পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। অথবা পরিবেশ। প্রতিটি মানুষের বৌদ্ধিক প্রতিক্রিয়া , অনুভূতি , মেজাজ এবং অভ্যাস অতীতের কারণগুলির প্রভাব দ্বারা সীমাবদ্ধ , তা সে এই জীবনের হোক বা পূর্ববর্তী জীবনের। তবে , এই ধরণের প্রভাবের ঊর্ধ্বে উচ্চতর তাঁর রাজকীয় আত্মা। ক্ষণস্থায়ী সত্য এবং স্বাধীনতাকে ত্যাগ করে , ক্রিয়া যোগী সমস্ত মোহের ঊর্ধ্বে তাঁর অবাধ সত্তায় প্রবেশ করেন। সমস্ত শাস্ত্রই মানুষকে ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ নয় , বরং একটি জীবন্ত আত্মা বলে ঘোষণা করে ; ক্রিয়া দ্বারা তাকে শাস্ত্রীয় সত্য প্রমাণ করার একটি পদ্ধতি দেওয়া হয়।

"বাহ্যিক আচার -অনুষ্ঠান অজ্ঞতা ধ্বংস করতে পারে না , কারণ তারা পারস্পরিক বিরোধী নয় ," শঙ্কর তাঁর বিখ্যাত " সেঞ্চুরি অফ ভার্সেস " -এ লিখেছেন । "কেবলমাত্র উপলব্ধিযোগ্য জ্ঞান অজ্ঞতাকে ধ্বংস করে ... জ্ঞান অনুসন্ধান ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে উদ্ভূত হতে পারে না। 'আমি কে? এই মহাবিশ্বের জন্ম কীভাবে হয়েছিল ? এর স্রষ্টা কে ? এর বস্তুগত কারণ কী ?' এই ধরণের অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে। " বুদ্ধির কাছে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই ; তাই ঋষিরা যোগকে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের কৌশল হিসেবে বিকশিত করেছিলেন।

ক্রিয়া যোগ হল প্রকৃত "অগ্নি আচার " যা প্রায়শই ভগবদ গীতায় প্রশংসা করা হয়েছে । যোগের শুদ্ধিকরণ অগ্নি চিরন্তন আলোকসজ্জা নিয়ে আসে , এবং তাই বাহ্যিক এবং কম কার্যকর ধর্মীয় অগ্নি অনুষ্ঠান থেকে অনেক আলাদা , যেখানে সত্যের উপলব্ধি প্রায়শই পোড়ানো হয় , ধূপের সাথে গম্ভীর মন্ত্রের সাথে !

উন্নত যোগী , তার সমস্ত মন , ইচ্ছাশক্তি এবং অনুভূতিকে শারীরিক আকাঙ্ক্ষার সাথে মিথ্যা পরিচয় থেকে বিরত রেখে , মেরুদণ্ডের মন্দিরে অবস্থিত অতিচেতন শক্তির সাথে তার মনকে একত্রিত করে , এইভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে এই পৃথিবীতে বাস করে , অতীতের আবেগ দ্বারা বা নতুন মানব প্রেরণার নতুন অজ্ঞতা দ্বারা প্ররোচিত নয়। এই ধরনের যোগী তার পরম আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ করে , অক্ষয় আনন্দময় আত্মার চূড়ান্ত আশ্রয়ে নিরাপদে।

যোগী তার গোলকধাঁধায় ভরা মানবিক আকাঙ্ক্ষাকে অতুলনীয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একত্ববাদী অগ্নিকুণ্ডে উৎসর্গ করেন। এটিই প্রকৃত যোগিক অগ্নিকাণ্ড , যেখানে অতীত ও বর্তমানের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ঐশ্বরিক প্রেম দ্বারা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরম শিখা সমস্ত মানবিক উন্মাদনার বলিদান গ্রহণ করে , এবং মানুষ আবর্জনা থেকে মুক্ত। তার হাড় থেকে সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত মাংস অপসারণ করা হয় , তার কর্মিক কঙ্কাল জ্ঞানের অ্যান্টিসেপটিক সূর্যে রঞ্জিত হয় , অবশেষে সে পরিষ্কার হয় , মানুষ এবং স্রষ্টার সামনে নিষ্পাপ।

যোগের নিশ্চিত ও পদ্ধতিগত কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করে , ভগবান কৃষ্ণ নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে প্রযুক্তিগত যোগীর প্রশংসা করেছেন : "যোগী দেহ -শাসনকারী তপস্বীদের চেয়েও মহান , জ্ঞানের পথ (জ্ঞান যোগ) বা কর্মের পথ (কর্ম যোগ) অনুসারীদের চেয়েও মহান ; হে শিষ্য অর্জুন , তুমি যোগী হও !" **26-14**

26-1 : [illegible]

26-2 : [illegible] ,

[illegible]:[illegible]. [illegible]-[illegible]:

[illegible]

[illegible]:[illegible]-[illegible]

26-4 মানব ধর্ম শাস্ত্রের লেখক। প্রচলিত আইনের এই প্রতিষ্ঠানগুলি আজও ভারতে কার্যকর। ফরাসি পণ্ডিত লুই জ্যাকলিয়ট লিখেছেন যে মনুর জন্মের তারিখ "ভারতের পূর্ব -ঐতিহাসিক সময়ের রাতে হারিয়ে গেছে ; এবং না পণ্ডিত আছে সাহসী থেকে প্রত্যাখ্যান করা তাকে দ্য শিরোনাম এর দ্য সর্বাধিক প্রাচীন আইন প্রণেতা ভিতরে দ্য পৃথিবী। " ভিতরে লা বাইবেল ড্যান্স *L'inde* , পৃষ্ঠা 33-37, জ্যাকলিওট সমান্তরাল পাঠ্য উল্লেখগুলি পুনরুত্পাদন করে প্রমাণ করেন যে জাস্টিনিয়ানের রোমান কোড মনুর আইনগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে।

26-5 : দ্য শুরু এর দ্য বস্তুবাদী যুগ , অনুসারে থেকে হিন্দু শাস্ত্রসম্মত হিসাব , ছিল ৩১০২ খ্রিস্টপূর্ব এই ছিল দ্য শুরুতে দ্য অবরোহী দ্বাপাড়া বয়স (দেখুন পাতা ১৭৪ _)। আধুনিক পণ্ডিত , আনন্দের সাথে বিশ্বাস করা যে ১০ ,০০০ বছর আগে সব পুরুষদের ছিল

ডুবে যাওয়া ভিতরে ক বর্বর পাথর বয়স , সংক্ষেপে বরখাস্ত করা যেমন "পৌরাণিক কাহিনী " সব রেকর্ড এবং ঐতিহ্য এর খুব প্রাচীন সভ্যতা ভারত , চীন , মিশর এবং অন্যান্য দেশে।

26-6 : পতঞ্জলির সূত্রাবলী , *II:1.* ক্রিয়া যোগ শব্দ ব্যবহার করে , পতঞ্জলি যে কৌশলটি শেখানো হয়েছিল তার মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্দেশ করছিলেন ? দ্বারা বাবাজি , অথবা এক খুব অনুরূপ থেকে এটা। যে এটা ছিল ক নির্দিষ্ট কৌশল এর জীবন নিয়ন্ত্রণ হল প্রমাণিত দ্বারা পতঞ্জলির সূত্র II:49।

26-7 : পতঞ্জলির সূত্র , আমি:২৭।

26-8 : "ভিতরে দ্য শুরু ছিল দ্য শব্দ , এবং দ্য শব্দ ছিল সঙ্গে ঈশ্বর , এবং দ্য শব্দ ছিল ঈশ্বর। .... সব জিনিসপত্র ছিল তৈরি দ্বারা

তার কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয়নি। " - যোহন ১:১-৩। বেদের "ওম " (ওম) পবিত্র শব্দ , হয়ে ওঠে। আমিন এর দ্য মুসলিমরা , হাম এর দ্য তিব্বতীরা , এবং আমীন এর দ্য খ্রিস্টানরা (তার অর্থ ভিতরে হিব্রু থাকা অবশ্যই , "যিনি আমেন , বিশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী , ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি , তিনি এই কথা বলেন। " - প্রকাশিত বাক্য ৩ :১৪।

26-9 : অ্যাফোরিজম দ্বিতীয় :৪৯..

26-10 : আমি করিন্থীয়দের ১৫ :৩১. "আমাদের আনন্দিত " হল দ্য সঠিক অনুবাদ ; না , যেমন সাধারণত দেওয়া , "তোমার আনন্দিত। " সেন্ট পল খ্রীষ্ট চেতনার সর্বব্যাপী উপস্থিতির কথা বলছিল ..

26-11 : কল্প অর্থ সময় অথবা যুগ। সবিকল্প অর্থ বিষয় থেকে সময় অথবা পরিবর্তন ; কিছু লিঙ্ক সঙ্গে প্রকৃতি অথবা পদার্থ অবশেষ।

নির্বিকল্প অর্থ নিরবধি , অপরিবর্তনীয় ; এই হল দ্য সর্বোচ্চ অবস্থা এর সমাধি।

26-12 : অনুসারে থেকে দ্য লিংকন লাইব্রেরি এর অপরিহার্য তথ্য , পি . ১০৩০, দ্য দৈত্য কাছিম জীবন মধ্যে ২০০ এবং ৩০০ বছর।

26-13 : শেক্সপিয়ার : সনেট

#146। 26-14: ভগবদ্গীতা ,

VI:46 |

অধ্যায় : ২৭

প্রতিষ্ঠা ক যোগব্যায়াম স্কুল এ রাঁচি

"কেন হয় তুমি বিমুখ থেকে সাংগঠনিক কাজ ?"

মাস্টার্স প্রশ্ন চমকে উঠা আমি ক বিট। এটা হল সত্য যে আমার ব্যক্তিগত দণ্ড এ দ্য
সময় ছিল যে

সংগঠন ছিল "ভিংগ" বাসা। "

"এটা একটা অকৃতজ্ঞ কাজ , স্যার ," আমি উত্তর দিলাম। "নেতা যাই করুক বা না করুক , তার সমালোচনা হয়ই। "

"তুমি কি শুধু নিজের জন্যই পুরো ঐশ্বরিক চান্না (দুধ দই) চাও?" আমার গুরুর জবাবের সাথে ছিল এক কঠোর দৃষ্টি। "যদি উদার হৃদয়ের গুরুদের একটি দল অন্যদের কাছে তাদের জ্ঞান পৌঁছে দিতে ইচ্ছুক না হতো , তাহলে কি তুমি বা অন্য কেউ যোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে পারতে ?" তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বর হলেন মধু , সংগঠন হল মৌচাক; উভয়ই প্রয়োজনীয়। অবশ্যই , আত্মা ছাড়া যেকোনো রূপই অকেজো , কিন্তু কেন তুমি আধ্যাত্মিক অমৃত দিয়ে পূর্ণ মৌচাক শুরু করবে না ?"

তাঁর পরামর্শ আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। যদিও আমি কোনও বাহ্যিক উত্তর দিইনি , তবুও আমার বুকে এক দৃঢ় সংকল্প জেগে ওঠে : আমি যতদূর সম্ভব আমার সহকর্মীদের সাথে আমার গুরুর চরণে যে অটুট সত্য শিখেছি তা ভাগ করে নেব। "প্রভু ," আমি প্রার্থনা করেছিলাম , "আমার ভক্তির পবিত্র স্থানে তোমার প্রেম চিরকাল জ্বলুক , এবং আমি যেন অন্যদের হৃদয়ে সেই প্রেম জাগ্রত করতে সক্ষম হই। "

আগেরবার, আমি সন্ন্যাসীদের সাথে যোগদানের আগে , শ্রী যুক্তেশ্বর একটি অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করেছিলেন।

"তোমার বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর সাহচর্য তুমি কীভাবে মিস করবে !" তিনি বলেছিলেন। "তুমি কি একমত নও যে, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য দরকারী কাজে নিয়োজিত পরিবারের সদস্য ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে ?"

"মহাশয় ," আমি আতঙ্কিত হয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম , "আপনি জানেন যে এই জীবনে আমার আকাঙ্ক্ষা কেবল মহাজাগতিক প্রিয়তমাকে গ্রহণ করা। "

মাস্টার এত আনন্দের সাথে হেসেছিলেন যে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তাঁর মন্তব্যটি কেবল আমার বিশ্বাসের পরীক্ষা হিসাবে করা হয়েছিল।

"মনে রেখো ," সে ধীরে ধীরে বলেছিল , "যে ব্যক্তি তার পার্থিব কর্তব্য ত্যাগ করে , সে কেবল একটি বৃহত্তর পরিবারের প্রতি কোন ধরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেই নিজেকে ন্যায্যতা দিতে পারে। "

যুবসমাজের জন্য সর্বাত্মক শিক্ষার আদর্শ সবসময়ই আমার হৃদয়ের কাছাকাছি ছিল। আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম যে সাধারণ শিক্ষার শুষ্ক ফলাফল কেবল শরীর ও বুদ্ধির বিকাশের লক্ষ্যে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ , যার উপলব্ধি ছাড়া কোনও মানুষ সুখের কাছে পৌঁছাতে পারে না , এখনও সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমের অভাব। আমি এমন একটি স্কুল খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম যেখানে ছোট ছেলেরা পূর্ণ পুরুষত্বের স্তরে বিকশিত হতে পারে। সেই দিকে আমার প্রথম পদক্ষেপ ছিল বাংলার একটি ছোট্ট গ্রামাঞ্চল , ডিহিকায় সাতটি শিশুকে নিয়ে।

এক বছর পর, ১৯১৮ সালে, কাসিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর উদারতার মাধ্যমে , আমি আমার দ্রুত বর্ধনশীল দলটিকে রাঁচিতে স্থানান্তর করতে

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

যোগদা মঠ , গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরে আত্ম -উপলব্ধি ফেলোশিপের সুন্দর আশ্রম। ১৯৩৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি যোগব্যায়াম কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

যোগদা সৎ-সংগ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবনটি ১৯১৮ সালে ছেলেদের জন্য একটি যোগব্যায়াম স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল , যেখানে ব্যাকরণ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এর সাথে যুক্ত রয়েছে জনহিতকর লাহিড়ী মহাশয় মিশন।

একদিন আমার বাবা রাঁচিতে এসেছিলেন পিতৃতুল্য আশীর্বাদ প্রদান করতে , যা দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখা হয়েছিল কারণ আমি বেঙ্গল -নাগপুর রেলওয়েতে তার পদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে কষ্ট দিয়েছিলাম।

"বাছা ," সে বলল, "আমি এখন তোমার জীবনের পছন্দের সাথে একমত। এই সুখী , উৎসুক তরুণদের মাঝে তোমাকে দেখে আমার আনন্দ হয় ; তুমি রেলের সময়সূচীর প্রাণহীন পরিসংখ্যানের চেয়ে বরং এখানেই আছো। " সে আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসা এক ডজন ছোট বাচ্চার দিকে হাত নাড়ল। "আমার মাত্র আটটি বাচ্চা ছিল ," সে পলকহীন চোখে লক্ষ্য করল , "কিন্তু আমি তোমার জন্য অনুভব করতে পারি !"

আমাদের হাতে বিশাল ফলের বাগান এবং পঁচিশ একর উর্বর জমি থাকায় , ছাত্রছাত্রী , শিক্ষক এবং আমি এই আদর্শ পরিবেশে বাইরের কাজকর্মের অনেক আনন্দের সময় উপভোগ করেছি। আমাদের অনেক পোষা প্রাণী ছিল , যার মধ্যে একটি ছোট হরিণও ছিল যা শিশুরা বেশ পছন্দ করত। আমিও হরিণটিকে এত পছন্দ করতাম যে আমি এটিকে আমার ঘরে ঘুমাতে দিতাম।

ভোরের আলোয়, ছোট্ট প্রাণীটি সকালের আদরের জন্য আমার বিছানায় ছুটে আসত।

একদিন আমি রাঁচি শহরে কিছু কাজে যাওয়ায় , স্বাভাবিকের চেয়ে আগে পোষা প্রাণীটিকে খাবার দিয়েছিলাম। যদিও আমি ছেলেদের সাবধান করেছিলাম যে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা যেন হরিণটিকে খাবার না দেয় , তাদের মধ্যে একজন অবাধ্য ছিল ,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

তিনি স্বর্গদূতের মতো হাসলেন। "প্রিয়তম এখন আগের চেয়েও বেশি আমার সাথে আছেন।" তাঁর পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস আমার মন ও আত্মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তিনি আরও বললেন, "আমি এখনও দুটি পেনশন উপভোগ করছি - একটি এখানে ভাগবতীর কাছ থেকে, এবং একটি উপর থেকে।" স্বর্গের দিকে আঙুল তুলে, সাধক এক আনন্দে ডুবে গেলেন, তাঁর মুখ এক ঐশ্বরিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হল - আমার প্রশ্নের একটি প্রশস্ত উত্তর।

প্রণবানন্দের ঘরে অনেক গাছপালা এবং বীজের প্যাকেট দেখে আমি তাদের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলাম।

"[illegible] [illegible] [illegible] [

"'স্বার্থপর হইও না ,' তিনি বললেন , 'আমার জন্য দুঃখ করো না। আমি দীর্ঘদিন ধরে আনন্দের সাথে তোমাদের সকলের সেবা করে আসছি ; এখন আনন্দ করো এবং আমার মঙ্গল কামনা করো। আমি আমার মহাজাগতিক প্রেয়সীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। ' ফিসফিসিয়ে প্রণবানন্দজী আরও বললেন , 'আমি শীঘ্রই পুনর্জন্ম লাভ করব। অনন্ত আনন্দের অল্প সময় উপভোগ করার পর, আমি ফিরে আসব।' পৃথিবীতে নেমে বাবাজির সাথে যোগ দিন। ২৭-৮ তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে কখন এবং কোথায় আমার আত্মা একটি নতুন দেহে আবদ্ধ হয়েছে।

"সে কেঁদেছিল আবার , 'সানন্দন , এখানে আমি লাথি মারা দ্য ফ্রেম দ্বারা দ্য দ্বিতীয় ক্রিয়া যোগব্যায়াম । ২৭-৯

"তিনি আমাদের সামনের সমুদ্রের দিকে তাকালেন এবং আশীর্বাদ করলেন। আধ্যাত্মিক চোখের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তিনি অচল হয়ে পড়লেন। বিভ্রান্ত জনতা যখন ভাবছিল যে তিনি আনন্দের সাথে ধ্যান করছেন, তখন তিনি ইতিমধ্যেই মাংসের তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তার আত্মাকে মহাজাগতিক বিশালতায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। শিষ্যরা পদ্মভঙ্গিতে বসে তার দেহ স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু এটি আর উষ্ণ মাংস ছিল না। কেবল একটি শক্ত কাঠামো অবশিষ্ট ছিল; ভাড়াটিয়া অমর তীরে পালিয়ে গিয়েছিল। "

আমি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কোথায় প্রণবানন্দ ছিল থেকে থাকা পুনর্জন্ম।

"এটা একটা পবিত্র বিশ্বাস যা আমি কাউকে বলতে পারব না," সানন্দন উত্তর দিল। "হয়তো তুমি অন্য কোন উপায় খুঁজে পেতে পারো। "

বহু বছর পরে আমি স্বামী কেশবানন্দের ২৭-১০ থেকে আবিষ্কার করলাম নতুন দেহে জন্মের কয়েক বছর পর প্রণবানন্দ হিমালয়ের বদ্রীনারায়ণে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে মহান বাবাজির আশেপাশের সাধুসন্তদের দলে যোগ দিয়েছিলেন।

27-1 : বিদ্যালয়, বিদ্যালয়। ব্রহ্মচর্য এখানে মানুষের জীবনের বৈদিক পরিকল্পনার চারটি স্তরের একটিকে বোঝায়, যার মধ্যে রয়েছে যে এর (১) দ্য ব্রহ্মচারী ছাত্র (ব্রহ্মচারী); (২) দ্য গৃহকর্তা সঙ্গে জাগতিক দায়িত্ব (গৃহস্থ); দ্য সন্ন্যাসী (বানপ্রস্থ); (৪) দ্য বন। বাসিন্দা অথবা পরিব্রাজক, (৩) বিনামূল্যে থেকে সব পার্থিব উদ্বেগ (সন্ন্যাসী)। এই আদর্শ পরিকল্পনা এর জীবন, যখন না ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে ভিতরে আধুনিক ভারত, এখনও আছে অনেক ধর্মপ্রাণ অনুসারী। দ্য চার পর্যায় হয় একজন গুরুর আজীবন নির্দেশনায় ধর্মীয়ভাবে পরিচালিত।

27-2 : ক সংখ্যা এর আমেরিকান ছাত্র এছাড়াও আছে আয়ত্ত করা বিভিন্ন আসন অথবা ভঙ্গি, সহ বার্নার্ড কোল, লস অ্যাঞ্জেলেসের আত্ম-উপলব্ধি ফেলোশিপ শিক্ষার একজন প্রশিক্ষক।

27-3 : মার্ক ১০ :২৯- ৩০..

27-4 : যোগোদা : যোগব্যায়াম, ইউনিয়ন, সম্প্রীতি, ভারসাম্য; দা, যে কোনটি প্রদান করে। সৎ -সঙ্গ : বসে, সত্য; সাঙ্গা, ফেলোশিপ। মধ্যে পশ্চিম, থেকে এড়িয়ে চলুন দ্য ব্যবহার এর ক সংস্কৃত নাম, দ্য যোগোদা সৎ-সঙ্গ আন্দোলন আছে হয়েছে ডাকা দ্য আত্ম-উপলব্ধি ফেলোশিপ।

27-5 : দ্য কার্যক্রম এ রাঁচি হয় বর্ণিত আরও সম্পূর্ণরূপে ভিতরে অধ্যায় ৪০। দ্য লক্ষ্মণপুর স্কুল হল ভিতরে দ্য সক্ষম চার্জ মিঃ জি.সি. দে, বি.এ. এর চিকিৎসা বিভাগটি ডঃ এস.এন. পাল এবং শশী ভূষণ মল্লিক দ্বারা সুদক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়।

27-6 : এক এর লাহিড়ী মহাশয়ের প্রিয় মন্তব্য, দেওয়া যেমন উৎসাহ জন্য তার

ছাত্রদের অধ্যবসায়। ক মুক্ত অনুবাদ হল : "প্রচেষ্টা , প্রচেষ্টা , একদিন দেখো ! ঐশ্বরিক লক্ষ্য !"

27-7 : অর্থাৎ , দাও উপরে দ্য শরীর।

27-8 : লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু , WHO হল এখনও জীবিত। (দেখুন অধ্যায় ৩৩ । _ _)

27-9 লাহিড়ী মহাশয়ের শেখানো দ্বিতীয় ক্রিয়া , যে ভক্ত এটি আয়ত্ত করেছেন তাকে ত্যাগ করতে এবং ফিরে যেতে সক্ষম করে। শরীর সচেতনভাবে এ যেকোনো সময়। উন্নত যোগী ব্যবহার দ্য দ্বিতীয় ক্রিয়া কৌশল সময় দ্য শেষ প্রস্থান এর মৃত্যু , ক মুহূর্তটি তারা সর্বদা আগে থেকেই জানে।

27-10 : আমার সভা সঙ্গে কেশবানন্দ হল বর্ণিত ভিতরে অধ্যায় ৪২ । _ _

[illegible]: [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

"[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

"হ্যাঁ ," আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। "যদি দ্য স্বর্গীয় বাবা ধার দেয় তার সাহায্য , আমি ইচ্ছাশক্তি চেষ্টা করুন থেকে খুঁজে বের করা তুমি। "

গ্রীষ্মের ছুটিতে , আমি একটি ছোট ভ্রমণে বের হলাম। কাশীকে আমার সাথে নিতে না পারার জন্য অনুতপ্ত হয়ে , যাওয়ার আগে আমি তাকে আমার ঘরে ডেকেছিলাম এবং সাবধানে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে , সমস্ত প্ররোচনার বিরুদ্ধে , স্কুলের আধ্যাত্মিক স্পন্দনে থাকতে। আমার মনে হয়েছিল যে যদি সে বাড়ি না যায় , তাহলে আসন্ন বিপর্যয় এড়াতে পারে।

আমি চলে যেতে না যেতেই কাশীর বাবা রাঁচিতে এসে পৌঁছালেন। পনেরো দিন ধরে তিনি তার ছেলের ইচ্ছা ভঙ্গ করার চেষ্টা করেছিলেন , ব্যাখ্যা করে যে কাশী যদি তার মাকে দেখতে মাত্র চার দিনের জন্য কলকাতায় যায় , তারপর সে ফিরে আসতে পারত। কাশী বারবার অস্বীকৃতি জানাল। বাবা অবশেষে বললেন যে তিনি ছেলেটিকে নিয়ে যাবেন। পুলিশের সাহায্যে তাকে চলে যেতে হল। এই হুমকি কাশীকে বিরক্ত করেছিল , যে স্কুলের প্রতি কোনও প্রতিকূল প্রচারের কারণ হতে রাজি ছিল না। সে স্কুল ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় দেখতে পেল না।

কয়েকদিন পর আমি রাঁচিতে ফিরে আসি। কাশীকে সরিয়ে নেওয়ার খবর শুনে আমি তৎক্ষণাৎ কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। সেখানে আমি একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে যাই। খুব অদ্ভুতভাবে , গাড়িটি যখন গঙ্গার উপর হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে যাচ্ছিল , তখন আমি কাশীর বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের শোকার্ত পোশাকে দেখতে পাই। ড্রাইভারকে থামতে চিৎকার করে আমি ছুটে বেরিয়ে এসে হতভাগ্য বাবার দিকে তাকাই।

"মি . খুনি ," আমি কেঁদেছিল কিছুটা অযৌক্তিকভাবে , "তুমি আছে নিহত আমার ছেলে !"

কাশীকে জোর করে কলকাতায় নিয়ে এসে বাবা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি কতটা ভুল করেছেন। ছেলেটি সেখানে থাকাকালীন কয়েকদিন ধরে দূষিত খাবার খেয়েছিল , কলেরায় আক্রান্ত হয়েছিল এবং মারা গিয়েছিল।

কাশীর প্রতি আমার ভালোবাসা , আর মৃত্যুর পর তাকে খুঁজে পাওয়ার অঙ্গীকার , আমাকে দিনরাত তাড়া করে তাড়া করে বেড়াত। আমি যেখানেই যাই না কেন , তার মুখ আমার সামনে ভেসে উঠত। অনেক দিন আগে আমি আমার হারানো মায়ের খোঁজ করার সময়ও আমি তাকে স্মরণীয়ভাবে খুঁজে বের করতে শুরু করি।

কাশী , হারিয়ে গেছে এবং পুনরাবিষ্কৃত

আমার ভাই বিষ্ণু ; শ্রীরামপুরের মতিলাল মুখার্জি , শ্রীযুক্তেশ্বরের অত্যন্ত অগ্রসর শিষ্য ; আমার বাবা ; মিঃ রাইট ; আমি; তুলসী নারায়ণ বসু ; রাঁচির স্বামী সত্যানন্দ

১৯২০ সালের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় উদারপন্থী কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের একটি দল বোস্টন , যেখানে আমি আমেরিকায় আমার প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলাম। (বাম থেকে ডানে) রেভারেন্ড ক্লে ম্যাককাউলি , রেভারেন্ড টি . রোন্ডা উইলিয়ামস , প্রফেসর এস . উশিগাসাকি , রেভারেন্ড জাবেজ টি . সান্ডারল্যান্ড , আমি, রেভারেন্ড চ্যাস . ডব্লিউ . ওয়েন্ডে , রেভারেন্ড স্যামুয়েল এ . এলিয়ট , রেভারেন্ড বেসিল মার্টিন , রেভারেন্ড।
ক্রিস্টোফার জে . রাস্তা , রেভ. স্যামুয়েল এম . ক্রোথার্স।

আমার মনে হয়েছিল যে ঈশ্বর আমাকে যুক্তির শক্তি দিয়েছেন , তাই আমাকে অবশ্যই এটি ব্যবহার করতে হবে এবং আমার শক্তিকে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে যাতে ছেলেটির জ্যোতির্বিদ্যার অবস্থান জানতে পারি এমন সূক্ষ্ম নিয়মগুলি আবিষ্কার করতে পারি। সে ছিল অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত এক আত্মা , আমি বুঝতে পেরেছিলাম - জ্যোতির্বিদ্যার জ্যোতির্বিদ্যার লক্ষ লক্ষ আলোকিত আত্মার মধ্যে কোথাও ভাসমান এক আলোর দল। আমি কীভাবে তার সাথে তাল মেলাবো? তাকে, অন্যান্য আত্মার এত স্পন্দিত

আলোর মাঝে?

ব্যবহার ক গোপন যোগব্যায়াম কৌশল , আমি সম্প্রচারিত আমার ভালোবাসা থেকে কাশীর আত্মা মাধ্যমে দ্য মাইক্রোফোন এর

আধ্যাত্মিক চোখ , ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থান। উত্থিত হাত এবং আঙ্গুলের অ্যান্টেনা দিয়ে , আমি প্রায়শই পরিণত আমি নিজেই গোলাকার এবং গোলাকার , চেষ্টা করা থেকে অবস্থান নির্ণয় করা দ্য দিকনির্দেশনা ভিতরে কোনটি সে ভ্রূণ হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ করেছি। আমি আশা করেছিলাম আমার হৃদয়ের একাগ্রতা -সুরিত রেডিওতে তার কাছ থেকে সাড়া পাব। **28-1**

আমি স্বজ্ঞাতভাবে অনুভব করেছিলাম যে কাশী শীঘ্রই পৃথিবীতে ফিরে আসবে , এবং যদি আমি তাকে আমার ডাক অবিরামভাবে সম্প্রচার করতে থাকি , তবে তার আত্মা সাড়া দেবে। আমি জানতাম যে কাশীর পাঠানো সামান্যতম আবেগ আমার আঙ্গুল , হাত , বাহু , মেরুদণ্ড এবং স্নায়ুতে অনুভূত হবে।

কাশীর মৃত্যুর পর প্রায় ছয় মাস ধরে আমি অবিচলভাবে যোগ পদ্ধতি অনুশীলন করেছিলাম। একদিন সকালে কলকাতার জনাকীর্ণ বউবাজার এলাকায় কয়েকজন বন্ধুর সাথে হাঁটতে হাঁটতে , আমি স্বাভাবিকভাবেই আমার হাত তুলেছিলাম। প্রথমবারের মতো , সাড়া পাওয়া গেল। আমার আঙ্গুল এবং হাতের তালু দিয়ে বৈদ্যুতিক আবেগ প্রবাহিত হতে দেখে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। এই স্রোতগুলি আমার চেতনার গভীর থেকে একটি অপ্রতিরোধ্য চিন্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল : "আমি কাশী; আমি কাশী; আমার কাছে এসো!"

আমার হৃদপিণ্ডের রেডিওতে মনোযোগ দেওয়ার সাথে সাথে ভাবনাটা প্রায় শোনা যাচ্ছিল। কাশীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ , সামান্য কর্কশ ফিসফিসানি , ২৮-২ আমি বারবার তার ডাক শুনতে পেলাম। আমার এক সঙ্গী , প্রকাশ দাস , ২৮-৩, এর হাত ধরে ফেললাম। এবং তার দিকে আনন্দের সাথে হাসল।

"এটা চেহারা যেমন যদিও আমি আছে অবস্থিত কাশী !"

বন্ধুদের অগোছালো আনন্দ আর পথচারীদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আমি এদিক -ওদিক ঘুরতে লাগলাম। "সার্পেনটাইন লেন " নামক একটি কাছাকাছি পথের দিকে মুখ করার সময়ই আমার আঙ্গুলের মধ্যে বৈদ্যুতিক স্পন্দন অনুভূত হচ্ছিল। অন্য দিকে ঘুরলেই জ্যোতিষ্ক স্রোত অদৃশ্য হয়ে গেল ।

"আহ," আমি চিৎকার করে বললাম, "কাশীর আত্মা নিশ্চয়ই এমন কোন মায়ের গর্ভে বাস করছে যার বাড়ি এই গলিতে। "

আমি আর আমার সঙ্গীরা সার্পেন্টাইন লেনের কাছাকাছি চলে এলাম ; আমার উঁচু করা হাতের কম্পন আরও তীব্র হয়ে উঠল , আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। যেন চুম্বকের টানে আমি রাস্তার ডান দিকে চলে গেলাম। একটা নির্দিষ্ট বাড়ির প্রবেশপথে পৌঁছানোর পর , নিজেকে স্তব্ধ অবস্থায় পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তীব্র উত্তেজনার মধ্যে , নিঃশ্বাস আটকে দরজায় ধাক্কা দিলাম। আমার মনে হল আমার দীর্ঘ , কঠিন এবং অবশ্যই অস্বাভাবিক অনুসন্ধানের সফল পরিণতি এসে গেছে !

দরজাটা খুলে দিল এক চাকর , যে আমাকে বললো তার মনিব বাড়িতে আছেন। সে দ্বিতীয় তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমার দিকে জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে হাসলো। আমি বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে আমার প্রশ্নটা করবো , একই সাথে প্রাসঙ্গিক এবং অযৌক্তিক।

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

সংস্করণ গাইতে শুরু করি , "তোমার ভালোবাসার প্রদীপ জ্বালাও। " ভোলা এবং আমি বিদ্যালয়ের মাঠে হেঁটে যাওয়ার সময় আনন্দে স্তব্ধ হয়ে গেয়েছিলাম।

রাঁচি স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রায় দুই বছর পর , আমাদের শিক্ষাগত আদর্শ নিয়ে আলোচনা করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শান্তিনিকেতনে তাঁর সাথে দেখা করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। আমি আনন্দের সাথে গিয়েছিলাম। আমি যখন প্রবেশ করি তখন কবি তাঁর অধ্যয়ন কক্ষে বসে ছিলেন ; তখন আমার মনে হয়েছিল , আমাদের প্রথম সাক্ষাতের মতোই , তিনিও ততটাই আকর্ষণীয় ছিলেন। অসাধারণ পুরুষত্বের এক নমুনা যা যেকোনো চিত্রশিল্পীই চাইতে পারেন। তার সুন্দরভাবে খোদাই করা মুখ , একজন অভিজাত ব্যক্তিত্ব , লম্বা চুল এবং ঝরঝরে দাড়ি দিয়ে তৈরি। বড় , গলে যাওয়া চোখ ; একটি দেবদূতের হাসি ; এবং একটি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমার সামনে দৃশ্যটি যেন এক প্রাচীন আশ্রমের মতো ছিল - আনন্দিত গায়ক যিনি তাঁর ভক্তদের দ্বারা বেষ্টিত , সকলেই ঐশ্বরিক প্রেমে আচ্ছন্ন। ঠাকুর প্রতিটি বন্ধনকে সম্প্রীতির দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন। কখনও দৃঢ়তার সাথে নয় , তিনি এক অপ্রতিরোধ্য চুম্বকত্বের মাধ্যমে হৃদয়কে আকর্ষণ করেছিলেন এবং আকর্ষণ করেছিলেন। প্রভুর বাগানে ফুটে ওঠা বিরল কবিতার ফুল , প্রাকৃতিক সুবাসে অন্যদের আকর্ষণ করে !

তাঁর সুরেলা কণ্ঠে , রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন রচিত কিছু অসাধারণ কবিতা আমাদের শোনালেন। তাঁর ছাত্রদের আনন্দের জন্য লেখা তাঁর বেশিরভাগ গান এবং নাটক শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছে। আমার কাছে তাঁর পংক্তিগুলির সৌন্দর্য নিহিত , প্রায় প্রতিটি কবিতায় ঈশ্বরকে উল্লেখ করার তাঁর শিল্পের মধ্যে। "গানের আনন্দে মাতাল ," তিনি লিখেছিলেন , "আমি নিজেকে ভুলে যাই এবং তোমাকে বন্ধু বলে ডাকি , যিনি আমার প্রভু। "

পরের দিন , দুপুরের খাবারের পর , আমি কবিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে বিদায় জানালাম। আমি আনন্দিত যে তার ছোট্ট স্কুলটি এখন একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় , "বিশ্বভারতী " তে পরিণত হয়েছে , যেখানে সকল দেশের পণ্ডিতরা একটি আদর্শ পরিবেশ খুঁজে পেয়েছেন।

"যেখানে মন ভয়মুক্ত এবং মাথা উঁচুতে থাকে ; যেখানে জ্ঞান মুক্ত ; "
যেখানে পৃথিবী সংকীর্ণ ঘরোয়া দেয়াল দ্বারা টুকরো টুকরো হয়ে
যায়নি ;
কোথায় শব্দ আসা বাইরে থেকে দ্য গভীরতা এর সত্য ;
কোথায় অক্লান্ত প্রচেষ্টাশীল প্রসারিত এর অস্ত্র দিকে পরিপূর্ণতা ;
যেখানে যুক্তির স্পষ্ট স্রোত মৃত অভ্যাসের বিষণ্ন মরুভূমির বালিতে তার পথ
হারিয়ে ফেলেনি ;
যেখানে তোমার দ্বারা মনকে নিরন্তর বিস্তৃত চিন্তা ও কর্মের দিকে
পরিচালিত করা হয় ;
স্বাধীনতার সেই স্বর্গে , হে আমার পিতা , আমার দেশকে জাগ্রত
কর!” ২৯-৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

29-1 : দ্য ইংরেজী লেখক এবং প্রচারক , বন্ধ বন্ধু এর মহাত্মা গান্ধী। জনাব . অ্যান্ড্রুজ হল সম্মানিত ভিতরে ভারত জন্য তার তার দত্তককৃত জমিতে অনেক সেবা।

29-2 : "আত্মা প্রায়শই জন্মগ্রহণ করেছে , অথবা, যেমন হিন্দুরা বলে , 'হাজার হাজার জন্মের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের পথে ভ্রমণ করেছে '" . . . সেখানে হল কিছুই না এর কোনটি সে আছে না অর্জিত দ্য জ্ঞান ; না আশ্চর্য যে সে হল সক্ষম থেকে স্মরণ করা . . . " সে আগে যা জানত। কারণ অনুসন্ধান এবং শেখাই সবকিছুর স্মৃতি। " - এমারসন ।

29-3 : [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

অধ্যায় : ৩০

[illegible]

মহান ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় একটি মনোরম গল্প লিখেছিলেন, " দ্য থ্রি হার্মিটস "। তার বন্ধু নিকোলাস রোয়েরিচ [৩০-১] গল্পটির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ করেছেন :

"একটি দ্বীপে তিনজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী থাকতেন। তারা এতটাই সরল ছিলেন যে তারা কেবল একটি প্রার্থনাই করতেন : 'আমরা তিনজন; তুমি তিনজন - আমাদের প্রতি দয়া করো !' এই সরল প্রার্থনার সময় মহান অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল। "

"স্থানীয় বিশপ [30-2] তিনজন সন্ন্যাসী এবং তাদের অগ্রহণযোগ্য প্রার্থনার কথা শুনতে পেয়ে তিনি তাদের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে তাদের ধর্মীয় প্রার্থনা শেখানো যায়। তিনি দ্বীপে পৌঁছে সন্ন্যাসীকে বলেন যে তাদের স্বর্গীয় প্রার্থনা অসম্মানজনক, এবং তাদের অনেক প্রচলিত প্রার্থনা শেখান। এরপর বিশপ একটি নৌকায় করে চলে যান। তিনি জাহাজের পিছনে পিছনে একটি উজ্জ্বল আলো দেখতে পান। যখন এটি কাছে আসে , তখন তিনি তিনজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পান, যারা হাত ধরে তরঙ্গের উপর দিয়ে ছুটে আসছেন এবং জাহাজটিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছেন।

"'আপনার শেখানো প্রার্থনাগুলি আমরা ভুলে গেছি,' তারা বিশপের কাছে পৌঁছানোর সময় চিৎকার করে বলেছিল , 'এবং আপনাকে সেগুলি পুনরাবৃত্তি করতে বলার জন্য তাড়াহুড়ো করে এসেছি। ' বিস্মিত বিশপ মাথা নাড়লেন।

"'প্রিয়জন,' তিনি বিনয়ের সাথে উত্তর দিলেন, 'তোমাদের পুরনো

প্রার্থনা মেনে চল!'" তিনজন সাধু কীভাবে জলের উপর দিয়ে

হেঁটেছিলেন ?

কিভাবে করেছিল খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত করা তার ক্রুশবিদ্ধ শরীর ?

কিভাবে করেছিল লাহিড়ী মহাশয় এবং শ্রী যুক্তেশ্বর সম্পাদন করা তাদের অলৌকিক ঘটনা ?

আধুনিক বিজ্ঞান এখনও কোন উত্তর দিতে পারেনি; যদিও পারমাণবিক বোমার আবির্ভাব এবং রাডারের বিস্ময়ের সাথে সাথে, বিশ্ব -মনের পরিধি হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈজ্ঞানিক শব্দভাণ্ডারে "অসম্ভব " শব্দটি ক্রমশ কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible] : "[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]; [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible] , [illegible] [illegible] , [illegible] [illegible] ; [illegible] [illegible] [illegible]

ক গুরু এবং শিষ্য

বন। আশ্রম ছিল দ্য প্রাচীন আসন এর শেখা , ধর্মনিরপেক্ষ এবং ঐশ্বরিক , জন্য দ্য যৌবন

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] **30-4** [illegible]

[illegible]

"[illegible]," [illegible] " [illegible] “[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]

"ইলেকট্রনের জেকিল -হাইড গুণ আবিষ্কারের জন্য , যা ১৯২৪ সালে ফরাসি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদ ডি ব্রোগলি কর্তৃক করা ভবিষ্যদ্বাণীকে সমর্থন করেছিল এবং দেখিয়েছিল যে ভৌত প্রকৃতির সমগ্র জগতের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব রয়েছে , ডঃ ডেভিসন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন। "

"জ্ঞানের ধারা ," স্যার জেমস জিন্স " দ্য মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স "-এ লিখেছেন , "একটি অ-যান্ত্রিক বাস্তবতার দিকে এগিয়ে চলেছে ; মহাবিশ্ব একটি মহান যন্ত্রের চেয়ে একটি মহান চিন্তার মতো দেখতে শুরু করে। " বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এইভাবে বেদ থেকে একটি পাতার মতো শোনাচ্ছে ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] '[illegible]-[illegible]' [illegible] [illegible]; [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

"প্রভু," আমি প্রার্থনা করলেন, "আমি আমি মৃত অথবা জীবিত?"

আলোর এক ঝলমলে খেলা পুরো দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। একটা মৃদু গর্জনকারী কম্পন শব্দে রূপ নিল:

"আলোর সাথে জীবন বা মৃত্যুর কী সম্পর্ক? আমার আলোর প্রতিমূর্তিতে আমি তোমাকে তৈরি করেছি। জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক মহাজাগতিক স্বপ্নের অন্তর্গত। তোমার স্বপ্নহীন সত্তাকে দেখ! জাগো, আমার সন্তান, জাগো!

মানুষের জাগরণের ধাপ হিসেবে, প্রভু বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করেন তাঁর সৃষ্টির গোপন রহস্যগুলি সঠিক সময়ে এবং স্থানে আবিষ্কার করতে। অনেক আধুনিক আবিষ্কার মানুষকে ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত এক শক্তি-আলোর বিচিত্র প্রকাশ হিসাবে মহাবিশ্বকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। গতি চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন, রাডার, আলোক-বৈদ্যুতিক কোষের বিস্ময় - পারমাণবিক শক্তির সর্বদর্শী "বৈদ্যুতিক চোখ", সবকিছুই আলোর তড়িৎ চৌম্বকীয় ঘটনার উপর ভিত্তি করে।

চলচ্চিত্র শিল্প যেকোনো অলৌকিক ঘটনা চিত্রিত করতে পারে। চিত্তাকর্ষক দৃশ্যমান দৃষ্টিকোণ থেকে, কোনও আশ্চর্যের ছবি তোলার ক্ষেত্রে বাধা নেই। একজন মানুষের স্বচ্ছ জ্যোতির্বিদ্যা শরীর তার স্থূল শারীরিক রূপ থেকে উঠে আসতে দেখা যায়, সে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে পারে, মৃতদের পুনরুত্থিত করতে পারে, বিকাশের প্রাকৃতিক ক্রম বিপরীত করতে পারে এবং সময় ও স্থানের সাথে তাণ্ডব চালাতে পারে। আলোকচিত্রগুলিকে তার ইচ্ছামতো একত্রিত করে, আলোকচিত্রী আলোক বিস্ময় অর্জন করেন যা একজন প্রকৃত মাস্টার প্রকৃত আলোক রশ্মি দিয়ে তৈরি করেন।

চলচ্চিত্রের প্রাণবন্ত চিত্রগুলি সৃষ্টির অনেক সত্য তুলে ধরে। মহাজাগতিক পরিচালক তাঁর নিজস্ব নাটক লিখেছেন এবং শতাব্দীর প্রতিযোগিতার জন্য অসাধারণ অভিনেতাদের একত্রিত করেছেন। অনন্তকালের অন্ধকার কুঠুরি থেকে, তিনি ধারাবাহিক যুগের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁর সৃজনশীল রশ্মি ঢেলে দেন এবং ছবিগুলি মহাকাশের পর্দায় নিক্ষিপ্ত হয়। চলচ্চিত্রের চিত্রগুলি যেমন বাস্তব বলে মনে হয়, কিন্তু কেবল আলো এবং ছায়ার সংমিশ্রণ, তেমনি সর্বজনীন বৈচিত্র্যও একটি বিভ্রান্তিকর আভাস। গ্রহ-গোলক, তাদের অসংখ্য জীবনের রূপ সহ, একটি মহাজাগতিক গতি চিত্রের চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, পাঁচটি ইন্দ্রিয় উপলব্ধির সাথে সাময়িকভাবে সত্য কারণ দৃশ্যগুলি অসীম সৃজনশীল রশ্মি দ্বারা মানুষের চেতনার পর্দায় নিক্ষেপ করা হয়।

একজন সিনেমার দর্শক উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেন যে, পর্দার সমস্ত চিত্রই একটি চিত্রহীন আলোর রশ্মির মাধ্যমে ফুটে উঠছে। একইভাবে রঙিন সার্বজনীন নাটকটি একটি মহাজাগতিক উৎসের একক সাদা আলো থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। অকল্পনীয় দক্ষতার সাথে ঈশ্বর তাঁর মানব সন্তানদের জন্য একটি বিনোদন মঞ্চস্থ করছেন, তাদের অভিনেতা এবং তাঁর গ্রহ-নাট্যে দর্শক হিসেবে তৈরি করছেন।

একদিন আমি ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রের একটি নিউজরিল দেখার জন্য একটি চলচ্চিত্রের ঘরে প্রবেশ করি। পশ্চিমে তখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল; নিউজরিলটি এত বাস্তবতার সাথে হত্যাকাণ্ডটি রেকর্ড করেছিল যে আমি ব্যথিত মন নিয়ে থিয়েটার ছেড়ে চলে গেলাম।

"প্রভু," আমি প্রার্থনা করলেন, "কেন বন্ধু তুমি অনুমতি দেওয়া যেমন কষ্ট পাচ্ছো?"

আমার তীব্র অবাক করে দিয়ে, তাৎক্ষণিকভাবে উত্তরটি আসল ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রের একটি দৃশ্যের আকারে এসেছিল। মৃত এবং মৃতদেহে ভরা সংগ্রামের ভয়াবহতা, হিংস্রতায় অনেক বেশি।

যেকোনো প্রতিনিধিত্ব এর দ্য নিউজরিল।

"মনোযোগ দিয়ে দেখো !" একটা মৃদু কণ্ঠ আমার ভেতরের চেতনায় কথা বলল। "তুমি দেখতে পাবে যে ফ্রান্সে এখন যে দৃশ্যগুলো অভিনীত হচ্ছে সেগুলো আসলে কিয়ারোস্কুরোর নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলো মহাজাগতিক চলচ্চিত্র , যতটা বাস্তব এবং ততটাই অবাস্তব যতটা তুমি থিয়েটার নিউজরিল দেখেছো - নাটকের ভেতরে একটা নাটক। "

আমার হৃদয় তখনও সান্ত্বনা পায়নি। ঐশ্বরিক কণ্ঠস্বর বলে চলল : "সৃষ্টি আলো এবং ছায়া উভয়ই , অন্যথায় কোনও চিত্রই সম্ভব নয়। মায়ার ভালো এবং মন্দকে সর্বদা শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে। যদি এই পৃথিবীতে আনন্দ নিরন্তর থাকত , তাহলে মানুষ কি কখনও অন্যের খোঁজ করত ? দুঃখ ছাড়া সে মনে করতেও চায় না যে সে তার চিরন্তন আবাস ত্যাগ করেছে। যন্ত্রণা স্মৃতির একটি অনুপ্রেরণা। পরিত্রাণের পথ হল জ্ঞান ! মৃত্যুর ট্র্যাজেডি অবাস্তব ; যারা এতে কাঁপে তারা একজন অজ্ঞ অভিনেতার মতো যে মঞ্চে ভয়ে মারা যায় যখন তার উপর খালি কার্তুজ ছাড়া আর কিছুই গুলি করা হয় না। আমার ছেলেরা আলোর সন্তান ; তারা চিরকাল ভ্রমে ঘুমাবে না। "

মায়ার শাস্ত্রীয় বিবরণ পড়েছিলাম , তবুও ব্যক্তিগত দর্শন এবং তার সাথে আসা সান্ত্বনার বাণীগুলির সাথে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল তা আমাকে সেগুলি দেয়নি। যখন একজন ব্যক্তি অবশেষে নিশ্চিত হন যে সৃষ্টি কেবল একটি বিশাল চলচ্চিত্র , এবং এর মধ্যে নয় , বরং এর বাইরেও তার নিজস্ব বাস্তবতা নিহিত রয়েছে , তখন তার মূল্যবোধ গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়।

এই অধ্যায়টি লেখা শেষ করার সাথে সাথে আমি পদ্মফুলের ভঙ্গিতে আমার বিছানায় বসে পড়লাম। আমার ঘরটি দুটি ছায়াময় প্রদীপের আলোয় আবছাভাবে আলোকিত ছিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম , ছাদে ছোট ছোট সরিষার রঙের আলো জ্বলছে , যা রেডিয়ামের মতো দীপ্তিতে ঝলমল করছে এবং কাঁপছে। বৃষ্টির চাদরের মতো অগণিত পেন্সিল রশ্মি একটি স্বচ্ছ খাদে জড়ো হয়ে নীরবে আমার উপর বর্ষিত হচ্ছে।

তৎক্ষণাৎ আমার দৈহিক দেহ তার স্থূলতা হারিয়ে সূক্ষ্ম গঠনে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বিছানা স্পর্শ করার সময় , ওজনহীন দেহটি সামান্য এবং পর্যায়ক্রমে বাম এবং ডানে সরে যাওয়ার সময় আমি একটি ভাসমান অনুভূতি অনুভব করলাম। আমি ঘরের চারপাশে তাকালাম ; আসবাবপত্র এবং দেয়ালগুলি স্বাভাবিক ছিল , কিন্তু আলোর সামান্য ভর এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ছাদটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"এটা হলো মহাজাগতিক চলচ্চিত্রের প্রক্রিয়া। " আলোর ভেতর থেকে যেন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। "তোমার বিছানার চাদরের সাদা পর্দায় তার আলো ছড়িয়ে দিয়ে , এটা তোমার শরীরের ছবি তৈরি করছে। দেখো , তোমার রূপ আলো ছাড়া আর কিছুই নয় !"

আমি আমার বাহুগুলোর দিকে তাকালাম এবং সেগুলোকে এদিক -ওদিক নাড়ালাম , কিন্তু তাদের ওজন টের পেলাম না। এক আনন্দে ভরে গেল। আমি। এই মহাজাগতিক কাণ্ড এর আলো , প্রস্ফুটিত যেমন আমার শরীর , মনে হচ্ছিল ক ঐশ্বরিক প্রতিরূপ সিনেমা হলের প্রজেকশন বুথ থেকে বেরিয়ে আসা আলোর রশ্মি এবং পর্দায় ছবি হিসেবে প্রকাশিত হওয়া।

অনেকদিন ধরে আমি আমার নিজের শোবার ঘরের আবছা আলোয় থিয়েটারে আমার শরীরের এই

চলচ্চিত্রটি অনুভব করছিলাম। আমি যতই অনেক স্বপ্ন দেখেছি , তবুও কোনটিই এতটা একক ছিল না। যখন আমার দৃঢ় দেহের ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেল , এবং আমার উপলব্ধি আরও গভীর হয়ে উঠল যে সমস্ত বস্তুর সারাংশ হল আলো , আমি প্রাণশক্তির স্পন্দনশীল স্রোতের দিকে তাকালাম এবং অনুনয় -বিনয় করে কথা বললাম।

"ঐশ্বরিক আলো, দয়া করে আমার এই নম্র শারীরিক চিত্রটি তোমার নিজের মধ্যে ফিরিয়ে নাও, ঠিক যেমন এলিজাকে আগুনের শিখা স্বর্গে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। "

এই প্রার্থনা স্পষ্টতই চমকে দেওয়ার মতো ছিল ; আলোর রশ্মি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার শরীর তার স্বাভাবিক ওজন ফিরে পেল এবং বিছানায় ডুবে গেল ; ঝলমলে সিলিং লাইটের ঝাঁক ঝিকিমিকি করে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আমার সময় স্পষ্টতই আসেনি।

"তাছাড়া ," আমি দার্শনিকভাবে ভাবলাম , "নবী এলিজা হয়তো আমার অনুমানে অসন্তুষ্ট হবেন !"

30-1 : এই বিখ্যাত রুশ শিল্পী এবং দার্শনিক আছে হয়েছে জীবিত জন্য অনেক বছর ভিতরে ভারত কাছাকাছি দ্য হিমালয়। "থেকে শিখরগুলি আসে "উদ্ঘাটন " সে আছে লিখিত। "ভিতরে গুহা এবং উপর দ্য শীর্ষ সম্মেলন বাস করত দ্য ঋষি। ওভার দ্য তুষারময় শিখর এর হিমালয় পর্বতমালা উজ্জ্বল আলোয় জ্বলছে , তারার চেয়েও উজ্জ্বল এবং বিদ্যুতের অসাধারণ ঝলকানি। "

30-2 : দ্য গল্প মে আছে ক ঐতিহাসিক ভিত্তি ; একটি সম্পাদকীয় বিঃদ্রঃ অবহিত করে আমাদের যে দ্য বিশপ দেখা দ্য তিন সন্ন্যাসীরা যখন তিনি আর্চেঞ্জেল থেকে স্লোভেটস্কি মঠে যাত্রা করছিলেন , ডিভিনা নদীর মোহনায়।

30-3 : মহান উদ্ভাবক মার্কনি চূড়ান্ত পরিণতির আগে বৈজ্ঞানিক অপ্রতুলতার নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তি করেছিলেন : "অক্ষমতা এর বিজ্ঞান থেকে সমাধান করা জীবন হল পরম। এই ঘটনা হবে থাকা সত্যিকার অর্থে ভীতিকর ছিল এটা না জন্য বিশ্বাস। দ্য রহস্য এর জীবন "এটা অবশ্যই মানুষের চিন্তার সামনে সবচেয়ে স্থায়ী সমস্যা। "

30-4 : ক সূত্র থেকে দ্য দিকনির্দেশনা নেওয়া দ্বারা আইনস্টাইনের প্রতিভা হল দেওয়া দ্বারা দ্য ঘটনা যে সে হল ক জীবনব্যাপী শিষ্য এর দ্য মহান দার্শনিক স্পিনোজা , যার সর্বাধিক বিখ্যাত রচনা হল "জ্যামিতিক ক্রমে প্রদর্শিত নীতিশাস্ত্র "।

30-5 : আমি টিমোথি ৬ :১৫- ১৬।

30-6 : আদিপুস্তক ১ :২৬।

অধ্যায় : ৩১

একটি সাক্ষাৎকার সঙ্গে দ্য পবিত্র মা

"প্রিয় মা , আমি শৈশবে আপনার নবী-স্বামীর কাছে দীক্ষিত হয়েছিলাম। তিনি আমার

[illegible] [illegible] [illegible] [

"পুত্র , তুমি হয় স্বাগতম এখানে। এসো উপরে। "

কাশী মণি একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকলেন , যেখানে একসময় তিনি তার স্বামীর সাথে থাকতেন। আমি সেই মন্দিরটি দেখতে পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি যেখানে অতুলনীয় গুরু বিবাহের মানবিক নাটকটি অভিনয় করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভদ্র মহিলা আমাকে তার পাশে বালিশের আসনে বসতে ইশারা করলেন।

"আমার স্বামীর ঐশ্বরিক মর্যাদা উপলব্ধি করতে আমার অনেক বছর লেগেছে ," সে শুরু করল। "এক রাতে, এই ঘরেই, আমি একটি স্পষ্ট স্বপ্ন দেখলাম। মহিমান্বিত ফেরেশতারা আমার উপরে অকল্পনীয় করুণায় ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। দৃশ্যটি এতটাই বাস্তবসম্মত ছিল যে আমি তৎক্ষণাৎ জেগে উঠলাম ; ঘরটি অদ্ভুতভাবে ঝলমলে আলোয় ঢেকে গেছে।

"আমার স্বামী , পদ্মের ভঙ্গিতে , ঘরের মাঝখানে ভেসে ছিলেন , তাঁর চারপাশে ফেরেশতারা ছিলেন যারা হাতের তালুতে ভাঁজ করে প্রার্থনার মর্যাদা নিয়ে তাঁর উপাসনা করছিলেন। অতিরিক্ত অবাক হয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে আমি এখনও স্বপ্ন দেখছি। "

"'নারী ,' লাহিড়ী মহাশয় বললেন , 'তুমি স্বপ্ন দেখছ না। চিরতরে তোমার ঘুম ত্যাগ করো। ' তিনি ধীরে ধীরে মেঝেতে নেমে আসার সাথে সাথে আমি তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করলাম।

"'প্রভু ,' আমি চিৎকার করে বললাম, 'বারবার আপনার সামনে মাথা নত করছি ! আপনাকে আমার স্বামী হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন ? আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি এই বুঝতে পেরে যে আমি ঐশ্বরিকভাবে জাগ্রত একজনের পাশে অজ্ঞতার মধ্যে ঘুমিয়ে আছি। এই রাত থেকে , আপনি আর আমার স্বামী নন , বরং আমার গুরু। আপনি কি আমার তুচ্ছ আত্মাকে আপনার শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন ?' **31-1**

"গুরু আমাকে আলতো করে স্পর্শ করলেন। 'পবিত্র আত্মা , ওঠো। তুমি গৃহীত হও। ' তিনি ফেরেশতাদের দিকে ইশারা করলেন। 'দয়া করে এই পবিত্র সাধুদের প্রত্যেককে পালাক্রমে প্রণাম করুন। '

"যখন আমি আমার বিনীত কণ্ঠস্বর শেষ করলাম , তখন দেবদূতদের কণ্ঠস্বর একসাথে শোনা গেল , যেন কোনও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সমবেত সুর।

"'ঐশ্বরিক সঙ্গিনী , তুমি ধন্য। আমরা তোমাকে প্রণাম জানাই। ' তারা আমার পায়ে মাথা নত করল এবং দেখো! তাদের উজ্জ্বল রূপগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরটি অন্ধকার হয়ে গেল।

"আমার গুরু জিজ্ঞাসা করা আমি থেকে গ্রহণ করা দীক্ষা মধ্যে ক্রিয়া যোগব্যায়াম ।

"'এর অবশ্যই ,' আমি সাড়া দিয়েছে। 'আমি আমি দুঃখিত না থেকে আছে ছিল এর আশীর্বাদ আগে ভিতরে আমার জীবন।

"'সময়টা তখনো পাকা ছিল না। ' লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনা দিয়ে হেসে বললেন। 'তোমার কর্মের বেশিরভাগ অংশ আমি নীরবে তোমাকে কাজ করতে সাহায্য করেছি। এখন তুমি ইচ্ছুক এবং প্রস্তুত। '

"তিনি আমার কপাল স্পর্শ করলেন। ঘূর্ণায়মান আলোর স্তূপ দেখা দিল ; তেজ ধীরে ধীরে ওপাল-নীল আধ্যাত্মিক চোখে পরিণত হল , সোনালী রঙে আবদ্ধ এবং একটি সাদা পঞ্চভুজাকার তারা দিয়ে কেন্দ্রীভূত।

"'নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে তোমার চেতনাকে অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ করাও। ' আমার গুরুর কণ্ঠে ছিল এক নতুন সুর , দূরবর্তী সঙ্গীতের মতো নরম।

"দৃষ্টি পরে দৃষ্টি ভাঙা যেমন মহাসাগরীয় সার্ফ উপর দ্য তীরে এর আমার আত্মা। দ্য প্যানোরামিক গোলক অবশেষে

[illegible] [illegible] [illegible] [

অধিকারী।

লাহিড়ী মহাশয়ের একমাত্র মহিলা শিষ্যা তাঁর স্ত্রী ছিলেন না ; আমার মা সহ আরও শত শত শিষ্যা ছিলেন। একবার একজন মহিলা চেলা গুরুর কাছে তাঁর ছবি চেয়েছিলেন। তিনি তাকে একটি ছবি দিয়েছিলেন

মুদ্রণ , মন্তব্য করা , "যদি তুমি মনে করা এটা ক সুরক্ষা , তারপর এটা হল তাই ; অন্যথায় এটা হল কেবল ক ছবি।"

কয়েকদিন পর এই মহিলা এবং লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্রবধূ ঘটনাক্রমে গুরুর ছবি ঝুলন্ত একটি টেবিলে ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করছিলেন। হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গেল। প্রচণ্ড ক্রোধের সাথে বেরিয়ে এলো।

"লাহিড়ী মহাশয় , আমাদের রক্ষা করুন !" মহিলারা ছবির সামনে মাথা নত করলেন। তারা যে বইটি পড়ছিলেন তাতে বজ্রপাত হল , কিন্তু দুই ভক্ত অক্ষত ছিলেন।

"আমার মনে হচ্ছিল যেন প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে আমার চারপাশে বরফের চাদর চাপা দেওয়া হয়েছে ," চেলা ব্যাখ্যা করলেন।

লাহিড়ী মহাশয় একজন মহিলা শিষ্যা , অভয়ার সাথে দুটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। তিনি এবং তার স্বামী , যিনি কলকাতার একজন আইনজীবী, একদিন বেনারসের উদ্দেশ্যে রওনা হন, গুরুকে দেখার জন্য। ভারী যানজটের কারণে তাদের গাড়ি বিলম্বিত হয় ; তারা হাওড়া প্রধান স্টেশনে পৌঁছানোর পর বেনারসের ট্রেনের বাঁশি বাজানোর শব্দ শুনতে পান।

অভয়া, কাছাকাছি দ্য টিকিট অফিস , দাঁড়িয়ে চুপচাপ।

"লাহিড়ী মহাশয় , আমি আপনাকে ট্রেন থামানোর জন্য অনুরোধ করছি !" তিনি নীরবে প্রার্থনা করলেন। "আপনার সাথে দেখা করার জন্য আর একদিন অপেক্ষা করার যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারছি না। "

নাক ডাকা ট্রেনের চাকাগুলো এদিক -ওদিক ঘুরতে থাকে , কিন্তু কোন অগ্রগতি দেখা যায়নি। ঘটনাটি দেখার জন্য প্রকৌশলী এবং যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে নেমে আসেন। একজন ইংরেজ রেলওয়ের প্রহরী অভয়া এবং তার স্বামীর কাছে যান। সমস্ত পূর্ববর্তী নজিরের বিপরীতে , তিনি স্বেচ্ছায় তার সেবা প্রদান করেন।

"বাবু ," সে বললেন, "দেও আমি দ্য টাকা। আমি ইচ্ছাশক্তি কেনা তোমার টিকিট যখন তুমি পাওয়া জাহাজে। "

দম্পতি যখন বসে টিকিট পেয়ে গেলেন , ট্রেনটি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। আতঙ্কে , ইঞ্জিনিয়ার এবং যাত্রীরা আবার তাদের জায়গায় উঠে পড়লেন , তারা বুঝতে পারলেন না কীভাবে ট্রেন শুরু হয়েছে , আর কেনই বা থামিয়েছিল , তাও জানতে পারিনি।

বেনারসে লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়িতে পৌঁছে , অভয় নীরবে গুরুকে প্রণাম করলেন এবং তাঁর পা স্পর্শ করার চেষ্টা করলেন।

"নিজেকে সামলাও , অভয়া," সে বলল। "তুমি আমাকে বিরক্ত করতে কত ভালোবাসো ! যেন তুমি পরের ট্রেনে এখানে আসতে পারতে না !"

অভয়া আরেকটি স্মরণীয় অনুষ্ঠানে লাহিড়ী মহাশয়ের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এবার তিনি ট্রেনের মাধ্যমে নয় , বরং সারস পাখির মাধ্যমে তাঁর মধ্যস্থতা চান।

"আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমার নবম সন্তান বেঁচে থাকে। " তিনি বললেন ,

"আমার আটটি বাচ্চা জন্ম নিয়েছে ; জন্মের পরপরই সবাই মারা গেছে। "

দ্য মাস্টার হাসল সহানুভূতির সাথে। "তোমার আসছে শিশু ইচ্ছাশক্তি লাইভ। অনুগ্রহ করে অনুসরণ করা আমার নির্দেশাবলী

[illegible] [illegible] [illegible] [

রাখো। '

"আমি অবাক হইনি দেখে যে আমার নিয়োগকর্তাও অনিচ্ছা সত্ত্বেও , মালিকের নির্দেশ অনুসরণ করছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কী দেখছি। "

"'[illegible],' [illegible] [illegible], '[illegible] [illegible] [illegible] [

পদার্থ কেবল জমাটবদ্ধ শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় , পূর্ণ -আলোকিত প্রভুরা পদার্থ - নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তত্ত্ব থেকে অনুশীলনে অনেক আগেই চলে এসেছেন।

ত্রৈলঙ্গ সর্বদা সম্পূর্ণ নগ্ন থাকত। বেনারসের উৎপীড়িত পুলিশ তাকে একটি বিভ্রান্তিকর সমস্যাগ্রস্ত শিশু হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। স্বর্গীয় স্বামী , ইডেন উদ্যানের আদি আদমের মতো , তার নগ্নতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান ছিলেন। তবে পুলিশ এটি সম্পর্কে বেশ সচেতন ছিল এবং অযৌক্তিকভাবে তাকে কারাগারে পাঠায়। এর ফলে সাধারণ লজ্জার সৃষ্টি হয় ; বিশাল দেহ

শীঘ্রই ত্রৈলঙ্গাকে কারাগারের ছাদে , তার স্বাভাবিক সম্পূর্ণরূপে দেখা গেল। তার সেলটি , যা এখনও সুরক্ষিতভাবে তালাবদ্ধ ছিল , তার পালানোর উপায় সম্পর্কে কোনও ধারণা দেয়নি।

নিরুৎসাহিত আইন কর্মকর্তারা আবারও তাদের কর্তব্য পালন করলেন। এবার স্বামীর সেলের সামনে একজন প্রহরী মোতায়েন করা হল। মে আবারও ঠিক আগে অবসর নিলেন। শীঘ্রই ছাদের উপর তার উদাসীন হাঁটার মধ্যে ত্রৈলঙ্গাকে দেখা গেল। ন্যায়বিচার অন্ধ ; বোকা পুলিশ তাকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উদাহরণ।

মহান যোগী একটি অভ্যাসগত নীরবতা বজায় রেখেছিলেন। **31-4** তার গোলাকার মুখ এবং বিশাল , পিপা -সদৃশ পেট থাকা সত্ত্বেও , ত্রৈলঙ্গা কেবল মাঝে মাঝেই খেতেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে খাবার না খাওয়ার পর , তিনি ভক্তদের দ্বারা তাকে নিবেদিত এক পাত্রে ঘন দুধ দিয়ে উপবাস ভাঙতেন। এক সন্দেহবাদী একবার ত্রৈলঙ্গাকে ভণ্ড হিসেবে প্রকাশ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। দেয়াল সাদা করার জন্য ব্যবহৃত ক্যালসিয়াম - চুনের মিশ্রণের একটি বড় বালতি স্বামীর সামনে রাখা হয়েছিল।

"প্রভু ," বস্তুবাদী ভণ্ড শ্রদ্ধার সাথে বললেন , "আমি আপনার জন্য কিছু ঝোলানো দুধ এনেছি। দয়া করে এটি পান করুন। "

ত্রৈলঙ্গা নির্বিঘ্নে শেষ ফোঁটা পর্যন্ত জ্বলন্ত চুনের পাত্রটি শুষে নিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুষ্কৃতী যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

"সাহায্য , স্বামী , সাহায্য !" সে কেঁদে উঠল। "আমি আমি উপর আগুন! ক্ষমা করুন আমার দুষ্ট পরীক্ষা !"

মহান যোগী তার অভ্যাসগত নীরবতা ভাঙলেন। "বিদ্রূপকারী ," তিনি বললেন , "তুমি যখন আমাকে বিষ দিয়েছিলে তখন বুঝতে পারোনি যে আমার জীবন তোমার নিজের জীবন এবং আমার জীবন এক। ঈশ্বর আমার পেটে আছেন , যেমন সৃষ্টির প্রতিটি পরমাণুতে , এই জ্ঞান না থাকলে, চুন আমাকে মেরে ফেলত। এখন যেহেতু তুমি বুমেরাং এর ঐশ্বরিক অর্থ জানো , আর কখনও কারো সাথে চালাকি করো না। "

দ্য ভালোভাবে পরিষ্কার করা পাপী , আরোগ্যপ্রাপ্ত দ্বারা ত্রৈলঙ্গার শব্দ , ঝিমিয়ে পড়া দুর্বলভাবে দূরে।

যন্ত্রণার এই বিপরীতমুখী পরিবর্তন প্রভুর কোনও ইচ্ছার কারণে হয়নি , বরং ন্যায়বিচারের নিয়মের অবিচল প্রয়োগের মাধ্যমে ঘটেছে যা সৃষ্টির সবচেয়ে দূরবর্তী ঘূর্ণায়মান কক্ষপথকে সমর্থন করে। ত্রৈলঙ্গের মতো ঈশ্বর -উপলব্ধির মানুষরা ঐশ্বরিক আইনকে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হতে দেন ; তারা অহংকারের সমস্ত বাধাদানকারী ক্রসক্রন্টকে চিরতরে বিতাড়িত করেছেন।

ধার্মিকতার স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় , যা প্রায়শই অপ্রত্যাশিত মুদ্রায় পরিশোধ করা হয় , যেমন ত্রৈলঙ্গা এবং তার সম্ভাব্য খুনির ক্ষেত্রে , মানবিক অন্যায়ের প্রতি আমাদের তাড়াহুড়ো করা ক্ষোভকে প্রশমিত করে। "প্রতিশোধ আমার ; আমিই প্রতিশোধ নেব , প্রভু বলেন। " ৩১-৫ মানুষের ক্ষণস্থায়ী সম্পদের কী প্রয়োজন ? মহাবিশ্ব প্রতিশোধের জন্য যথাযথভাবে ষড়যন্ত্র করে। নিস্তেজ মন ঐশ্বরিক

ন্যায়বিচার, প্রেম, সর্বজ্ঞতা, অমরত্বের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে। "বাতাসপূর্ণ শাস্ত্রীয় অনুমান!" এই সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, ভয়াবহ মহাজাগতিক দৃশ্যের আগে, ঘটনাবলীর একটি ধারা জাগিয়ে তোলে যা তার নিজস্ব জাগরণ নিয়ে আসে।

যিরূশালেমে তাঁর বিজয়ী প্রবেশের সময় খ্রীষ্ট আধ্যাত্মিক আইনের সর্বশক্তিমানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। শিষ্যরা এবং জনতা আনন্দে চিৎকার করে চিৎকার করে বলছিল, "স্বর্গে শান্তি, এবং সর্বোচ্চে মহিমা," কিছু ফরীশী এই অসম্মানজনক দৃশ্যের অভিযোগ করেছিল। "প্রভু," তারা প্রতিবাদ করেছিল, "আপনার শিষ্যদের তিরস্কার করুন।"

"আমি তোমাদের বলছি," যীশু উত্তর দিলেন , "যদি এরা চুপ করে থাকে , তাহলে পাথরগুলো তখনই চিৎকার করে উঠবে। " **31-6**

ফরীশীদের প্রতি এই তিরস্কারের মাধ্যমে , খ্রিস্ট ইঙ্গিত করছিলেন যে ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার কোনও রূপক বিমূর্ততা নয় , এবং একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ , যদিও তার জিহ্বা তার শিকড় থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয় , তবুও তিনি তার কথা এবং তার প্রতিরক্ষা সৃষ্টির ভিত্তি , বিশ্বজনীন ব্যবস্থাতেই খুঁজে পাবেন।

"তুমি কি ভাবছো ," যীশু বলছিলেন , "শান্তির লোকদের চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য ? তুমি কি আশা করতে পারো যে তুমিও ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর , যার পাথরগুলিও তাঁর মহিমা এবং তাঁর সর্বব্যাপী উপস্থিতির গান গায়। তুমি কি দাবি করবে যে মানুষ স্বর্গে শান্তির সম্মানে উদযাপন করবে না , বরং পৃথিবীতে যুদ্ধের জন্য চিৎকার করার জন্য দলে দলে একত্রিত হবে ? তাহলে হে ফরীশীরা , পৃথিবীর ভিত্তি ভেঙে ফেলার জন্য তোমাদের প্রস্তুতি নাও ; কারণ কেবল ভদ্র মানুষ নয় , বরং পাথর, মাটি , জল, আগুন এবং বাতাস তোমাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে , তাঁর সুশৃঙ্খল সম্প্রীতির সাক্ষ্য দেবে। "

খ্রিস্টতুল্য যোগী ত্রৈলঙ্গের কৃপা আমার সাজো মামার উপর একবার বর্ষিত হয়েছিল । একদিন সকালে কাকা বেনারসের ঘাটে ভক্তদের ভিড়ে ঘেরা গুরুকে দেখতে পেলেন। তিনি ত্রৈলঙ্গের খুব কাছে যেতে সক্ষম হন , যার পা তিনি বিনীতভাবে স্পর্শ করেছিলেন। কাকা নিজেকে তাৎক্ষণিকভাবে একটি যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে মুক্ত পেয়ে অবাক হয়ে যান। **31-7**

এই মহান যোগীর একমাত্র জীবিত শিষ্যা হলেন একজন মহিলা , শঙ্করী মাই জিউ। ত্রৈলঙ্গের শিষ্যদের একজনের কন্যা , তিনি শৈশব থেকেই স্বামীর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি বদ্রীনাথ , কেদারনাথ , অমরনাথ এবং পশুপতিনাথের কাছে একগুচ্ছ নির্জন হিমালয় গুহায় চল্লিশ বছর ধরে বসবাস করেছিলেন। ১৮২৬ সালে জন্মগ্রহণকারী এই ব্রহ্মচারিণী (মহিলা তপস্বী) এখন শতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছেন। চেহারায় বয়স হয়নি , তবে তিনি তার কালো চুল , ঝলমলে দাঁত এবং আশ্চর্যজনক শক্তি ধরে রেখেছেন। তিনি প্রতি কয়েক বছর অন্তর অন্তর মেলা বা ধর্মীয় মেলায় যোগদানের জন্য তার নির্জনতা থেকে বেরিয়ে আসেন ।

এই মহিলা সাধু প্রায়শই লাহিড়ী মহাশয়ের সাথে দেখা করতে যেতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে একদিন , কলকাতার কাছে বারাকপুর বিভাগে , যখন তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের পাশে বসে ছিলেন , তখন তাঁর মহান গুরু বাবাজি চুপচাপ ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাদের উভয়ের সাথে কথা বলেন।

একবার তার গুরু ত্রৈলঙ্গ , তার স্বাভাবিক নীরবতা ত্যাগ করে , জনসমক্ষে খুব স্পষ্টভাবে লাহিড়ী মহাশয়কে সম্মান করেছিলেন। বেনারসের একজন শিষ্য আপত্তি জানান।

"স্যার ," সে বললেন, "কেন করা তুমি , ক স্বামী এবং ক ত্যাগ করা , প্রদর্শনী যেমন সম্মান থেকে ক গৃহকর্তা ?"

"আমার পুত্র ," ত্রৈলঙ্গ উত্তর দিলেন , "লাহিড়ী মহাশয় একজন দিব্য বিড়ালের

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

31-4 : [illegible] WHO [illegible] *monos* , "[illegible]", [illegible] *monk, monism,* [illegible]

31-5 : [illegible]

31-6 : [illegible]

31-7 : [illegible] "[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

গুরু দীর্ঘ নীরবতায় ডুবে গেলেন , তাঁর হাঁটুর উপর পবিত্র গ্রন্থটি খোলা ছিল।

"আমিও একই রকম অলৌকিক ঘটনা দেখার সৌভাগ্য পেয়েছি। " অবশেষে আমার গুরু গম্ভীরভাবে বললেন। "লাহিড়ী মহাশয় আমার এক বন্ধুকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছিলেন। "

আমার পাশের ছোট ছেলেরা গভীর আগ্রহে হাসল। আমার মধ্যেও ছেলেটির যথেষ্ট উপস্থিতি ছিল, কেবল দর্শনই নয় , বিশেষ করে , শ্রী যুক্তেশ্বরের কাছে যে কোনও গল্প শোনানোর জন্য।

সম্পর্কে তার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা সঙ্গে তার গুরু।

"আমার বন্ধু রাম এবং আমি অবিচ্ছেদ্য ছিলাম," গুরু শুরু করলেন। "যেহেতু তিনি লাজুক এবং একান্ত ছিলেন, তাই তিনি আমাদের গুরু লাহিড়ী মহাশয়ের সাথে কেবল মধ্যরাত এবং ভোরের সময় দেখা করতে বেছে নিয়েছিলেন, যখন দিনের শিষ্যদের ভিড় অনুপস্থিত ছিল। রামের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে, আমি একটি আধ্যাত্মিক পথ হিসেবে কাজ করেছি যার মাধ্যমে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্পদ প্রকাশ করেছিলেন। আমি তাঁর আদর্শ সাহচর্যে অনুপ্রেরণা পেয়েছি।" স্মৃতিতে আমার গুরুর মুখ নরম হয়ে গেল।

"রাম হঠাৎ করেই এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন," শ্রী যুক্তেশ্বর আরও বললেন। "তিনি এশিয়াটিক কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। যেহেতু আমাদের গুরু গুরুতর অসুস্থতার সময় চিকিৎসকদের সেবায় কখনও আপত্তি করেননি, তাই দুজন বিশেষজ্ঞকে ডাকা হয়েছিল। আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করার জন্য তীব্র তাড়াহুড়োর মধ্যে, আমি সাহায্যের জন্য লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করছিলাম। আমি দ্রুত তার বাড়িতে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গল্পটি বললাম।"

"'দ্য ডাক্তার হয় দেখা রমা। তিনি ইচ্ছাশক্তি থাকা আচ্ছা। আমার গুরু হাসল আনন্দের সাথে।

"আমি ফিরে এসেছে সঙ্গে ক আলো হৃদয় থেকে আমার বন্ধুর বিছানার পাশে, কেবল থেকে খুঁজে বের করা তাকে ভিতরে ক মৃত্যুবরণকারী অবস্থা।

"'সে এক বা দুই ঘন্টার বেশি টিকতে পারবে না,' একজন চিকিৎসক হতাশার ভঙ্গিতে আমাকে বললেন। আমি আবারও লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে ছুটে গেলাম।"

"'ডাক্তাররা বিবেকবান মানুষ। আমি নিশ্চিত রাম ভালো হয়ে যাবে।' মাস্টার আমাকে নির্দ্বিধায় বিদায় জানালেন।

"রামার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম দুজন ডাক্তারই চলে গেছেন। একজন আমার জন্য একটি চিরকুট রেখে গেছেন: 'আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার কেস আশাহীন।'"

"আমার বন্ধুটি আসলে একজন মৃতপ্রায় মানুষের ছবি ছিল। লাহিড়ী মহাশয়ের কথা কীভাবে সত্যি হতে পারে তা আমি বুঝতে পারিনি, তবুও রামের দ্রুত ভাটা পড়া জীবনের দৃশ্য আমার মনে বারবার ইঙ্গিত দিচ্ছিল: 'এখন সব শেষ।' বিশ্বাস এবং শঙ্কিত সন্দেহের সমুদ্রে এভাবে ছুঁড়ে ফেলে, আমি যতটা সম্ভব আমার বন্ধুর সেবা করেছি। সে চিৎকার করে বলে উঠল:

"'যুক্তেশ্বর, দৌড় থেকে মাস্টার এবং বলো তাকে আমি আমি চলে গেছে। জিজ্ঞাসা করুন তাকে থেকে আশীর্বাদ করা আমার শরীর আগে এর শেষ আচার।

সঙ্গে এইগুলো শব্দ রাম দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রচণ্ডভাবে এবং দিয়েছে উপরে দ্য ভূত। ৩২-
২

"আমি তাঁর প্রিয় রূপের জন্য এক ঘন্টা কেঁদেছিলাম। সর্বদা নীরবতার প্রেমিক, এখন তিনি মৃত্যুর সম্পূর্ণ নীরবতা অর্জন করেছেন। আরেকজন শিষ্য এসেছিলেন; আমি তাকে ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়িতে থাকতে বললাম। অর্ধ-বিস্মিত হয়ে আমি আমার গুরুর কাছে ফিরে গেলাম।"

"'কিভাবে হল রাম এখন ? লাহিড়ী মহাশয়ের মুখ ছিল পুষ্পস্তবক অর্পণ করা ভিতরে হাসি।

"'স্যার , আপনি শীঘ্রই দেখতে পাবেন তিনি কেমন আছেন ,' আমি আবেগাপ্লুত হয়ে বললাম। 'কয়েক ঘন্টার মধ্যে আপনি তার মৃতদেহ দেখতে পাবেন , শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে। ' আমি ভেঙে পড়লাম এবং খোলাখুলিভাবে হাহাকার করলাম।

"'যুক্তেশ্বর , নিয়ন্ত্রণ নিজেকে। বসুন শান্তভাবে এবং ধ্যান করো। আমার গুরু অবসরপ্রাপ্ত মধ্যে সমাধি । দ্য

বিকেল আর রাত কেটে গেল অবিরাম নীরবতার মধ্যে ; আমি ভেতরের প্রশান্তি ফিরে পেতে ব্যর্থ হয়েছি।

"ভোরের দিকে লাহিড়ী মহাশয় আমার দিকে সান্ত্বনার দৃষ্টিতে তাকালেন। 'আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি এখনও বিরক্ত। তুমি গতকাল কেন ব্যাখ্যা করোনি যে তুমি রামকে কিছু ঔষধের আকারে বাস্তব সাহায্য দেওয়ার আশা করেছিলে ?' গুরু একটি কাপ আকৃতির প্রদীপের দিকে ইঙ্গিত করলেন যাতে অপরিশোধিত ক্যাস্টর অয়েল ছিল। 'প্রদীপ থেকে একটি ছোট বোতল ভরে দাও; রামের মুখে সাত ফোঁটা দাও। '

"'স্যার ,'" আমি প্রতিবাদ করা , 'সে আছে হয়েছে মৃত থেকে গতকাল দুপুর। এর কি ব্যবহার হল দ্য তেল এখন ?

"'কিছু মনে করো না ; আমি যা চাই তাই করো। ' লাহিড়ী মহাশয়ের প্রফুল্ল মেজাজ বোধগম্য ছিল না ; আমি তখনও শোকের অদম্য যন্ত্রণায় ভুগছিলাম। অল্প পরিমাণে তেল ঢেলে আমি রামের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

"মৃত্যুর হাততালিতে আমার বন্ধুর শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ভয়াবহ অবস্থার দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে , আমি আমার ডান আঙুল দিয়ে তার ঠোঁট খুললাম এবং আমার বাম হাত এবং কর্কের সাহায্যে তার দাঁতে ফোঁটা ফোঁটা তেল লাগাতে সক্ষম হলাম। "

"সপ্তম ফোঁটা যখন তার ঠান্ডা ঠোঁট স্পর্শ করল , তখন রমা প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে লাগল। অবাক হয়ে উঠে বসতে বসতে তার পেশীগুলি মাথা থেকে পা পর্যন্ত কম্পিত হতে লাগল।

"'আমি লাহিড়ী মহাশয়কে আলোর ঝলকের মধ্যে দেখেছি ,' তিনি চিৎকার করে বললেন। 'তিনি সূর্যের মতো উজ্জ্বল ছিলেন। 'ওঠো; তোমার ঘুম ত্যাগ করো ,' তিনি আমাকে আদেশ দিলেন। 'যুক্তেশ্বরের সাথে আমার সাথে দেখা করতে এসো। '"

"আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যখন রাম নিজেকে সাজিয়েছিলেন এবং সেই মারাত্মক অসুস্থতার পরে আমাদের গুরুর বাড়িতে হেঁটে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছিলেন। সেখানে তিনি কৃতজ্ঞতার অশ্রু নিয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের সামনে নিজেকে প্রণাম করেছিলেন। "

"দ্য মাস্টার ছিল পাশে নিজে সঙ্গে আনন্দ। তার চোখ ঝিকিমিকি এ আমি দুষ্টুমি করে।

"'যুক্তেশ্বর ,' তিনি বললেন , 'এখন থেকে তুমি অবশ্যই এক বোতল ক্যাস্টর অয়েল সাথে করে নিয়ে যেতে ভুল করবে না ! যখনই তুমি কোন মৃতদেহ দেখবে , কেবল তেলটি প্রয়োগ করবে ! কেন, সাত ফোঁটা প্রদীপ তেল অবশ্যই যমের শক্তিকে ব্যর্থ করবে !' **32-3**

"'গুরুজী , তুমি হয় উপহাস করা আমি। আমি করো না বোঝা ; অনুগ্রহ করে বিন্দু বাইরে দ্য প্রকৃতি এর আমার ত্রুটি।

"'আমি তোমাকে দুবার বলেছিলাম যে রাম সুস্থ হয়ে উঠবেন ; তবুও তুমি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারোনি ,' লাহিড়ী মহাশয় ব্যাখ্যা করলেন। 'আমি বলতে চাইনি যে ডাক্তাররা তাকে আরোগ্য করতে সক্ষম হবেন ; আমি কেবল বলেছিলাম যে তারা উপস্থিত

ছিলেন। আমার দুটি বক্তব্যের মধ্যে কোনও কার্যকারণগত সম্পর্ক ছিল না। আমি চিকিৎসকদের সাথে হস্তক্ষেপ করতে চাইনি ; তাদেরও বেঁচে থাকতে হবে। ' আনন্দে গর্জে ওঠা কণ্ঠে আমার গুরু আরও যোগ করলেন , 'সর্বদা জেনে রাখো যে অক্ষয় পরমাত্মা **32-4**
ডাক্তার হোক বা না হোক , যে কাউকে সুস্থ করতে পারে ।

"'আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি ,' অনুতপ্ত স্বরে স্বীকার করলাম। 'আমি এখন জানি যে তোমার সরল কথাটি সমগ্র বিশ্বজগতের সাথে আবদ্ধ। '"

শ্রী যুক্তেশ্বর যখন অসাধারণ গল্পটি শেষ করলেন , তখন মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের একজন এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন যা একটি শিশুর কাছ থেকে দ্বিগুণ বোধগম্য ছিল।

"স্যার ," সে বললেন, "কেন করেছিল তোমার গুরু ব্যবহার ক্যাস্টর তেল ?"

"বাছা , তেল দেওয়ার আর কোনও অর্থ ছিল না , কেবল এইটুকুই যে আমি কিছু বস্তুগত আশা করেছিলাম এবং লাহিড়ী মহাশয় আমার বৃহত্তর বিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ প্রতীক হিসেবে নিকটবর্তী তেলটি বেছে নিয়েছিলেন। গুরু রামকে মৃত্যুবরণ করতে দিয়েছিলেন , কারণ আমি আংশিকভাবে সন্দেহ করেছিলাম। কিন্তু দিব্য গুরু জানতেন যে যেহেতু তিনি বলেছিলেন যে শিষ্য সুস্থ হয়ে উঠবেন , তাই আরোগ্য অবশ্যই ঘটবে , যদিও তাকে রামকে মৃত্যু থেকে আরোগ্য করতে হবে , যা সাধারণত শেষ রোগ !"

শ্রী যুক্তেশ্বর বরখাস্ত দ্য সামান্য দল , এবং ইশারা করা আমি থেকে ক কম্বল আসন এ তার পা।

"যোগানন্দ ," তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীরতার সাথে বললেন , "জন্ম থেকেই তুমি লাহিড়ী মহাশয়ের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের দ্বারা বেষ্টিত। মহান গুরু আংশিক নির্জনতায় তাঁর মহৎ জীবনযাপন করেছিলেন এবং তাঁর অনুসারীদের তাঁর শিক্ষার চারপাশে কোনও সংগঠন গড়ে তোলার অনুমতি দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তবুও , তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

"'আমার মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ,' তিনি বলেছিলেন , 'আমার জীবন লেখা হবে যোগের প্রতি গভীর আগ্রহের কারণে যা পশ্চিমারা প্রকাশ করবে। যোগিক বার্তা বিশ্বকে ঘিরে ফেলবে এবং মানবজাতির সেই ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে যা এক পিতার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত হয়। '"

"আমার পুত্র যোগানন্দ ," শ্রী যুক্তেশ্বর বলতে লাগলেন , "তোমাকে অবশ্যই সেই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার এবং সেই পবিত্র জীবন লেখার ক্ষেত্রে তোমার ভূমিকা পালন করতে হবে। "

১৮৯৫ সালে লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর ১৯৪৫ সালে এই বর্তমান বইটি লেখার সমাপ্তি ঘটে। ১৯৪৫ সালও যে নতুন বছর হিসেবে এসেছে , তাতে আমি অবাক না হয়ে পারছি না। একটি নতুন যুগ - বিপ্লবী পারমাণবিক শক্তির যুগ। সমস্ত চিন্তাশীল মন শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের জরুরি সমস্যাগুলির দিকে আগের চেয়েও বেশি ঝুঁকবে , পাছে শারীরিক শক্তির ক্রমাগত ব্যবহার সমস্ত মানুষকে সমস্যাগুলির সাথে তাড়িয়ে দেয়।

যদিও সময় বা বোমার আঘাতে মানবজাতি এবং তার কর্মগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় , তবুও সূর্য তার গতিপথে বিচলিত হয় না ; তারাগুলি তাদের অবিচলিত জাগরণ বজায় রাখে। মহাজাগতিক নিয়মকে থামানো বা পরিবর্তন করা যায় না , এবং মানুষ নিজেকে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলাই ভালো করবে। যদি মহাজাগতিক শক্তির বিরুদ্ধে হয় , যদি সূর্য গ্রহগুলির সাথে যুদ্ধ না করে বরং তারাগুলিকে তাদের সামান্য নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার জন্য যথাসময়ে অবসর নেয় , তাহলে আমাদের মেল করা মুষ্টির কী লাভ ? এর থেকে কি আসলেই কোন শান্তি বেরিয়ে আসবে ? নিষ্ঠুরতা নয় বরং সদিচ্ছা সর্বজনীন শিরাগুলিকে সজ্জিত করে ; শান্তিতে থাকা মানবতা বিজয়ের অন্তহীন ফল জানতে পারবে , রক্তের মাটিতে লালিত যেকোনো ফল থেকে স্বাদে মিষ্টি।

[illegible]

যদিও ভারতের সভ্যতা অন্য যেকোনো সভ্যতার চেয়ে প্রাচীন, খুব কম ঐতিহাসিকই উল্লেখ করেছেন যে জাতীয়ভাবে বেঁচে থাকার তার কৃতিত্ব কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং চিরন্তন সত্যের প্রতি নিষ্ঠার একটি যৌক্তিক ঘটনা যা ভারত প্রতিটি প্রজন্মে তার সেরা পুরুষদের মাধ্যমে প্রদান করেছে। অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা, যুগের আগে অক্ষমতা - ধূলিমলিন পণ্ডিতরা কি সত্যিই আমাদের বলতে পারেন যে কতজন? - ভারত সময়ের চ্যালেঞ্জের সবচেয়ে যোগ্য উত্তর দিয়েছে।

বাইবেলের গল্প[৩২-৫] সদোম নগরীতে দশজন ধার্মিক লোক থাকলে তাকে রক্ষা করার জন্য প্রভুর কাছে আব্রাহামের আবেদন এবং "দশজনের জন্য আমি এটি ধ্বংস করব না" এই ঐশ্বরিক উত্তরটি ব্যাবিলন, মিশর এবং একসময় তার সমসাময়িক অন্যান্য শক্তিশালী জাতির বিস্মৃতি থেকে ভারতের মুক্তির আলোকে নতুন অর্থ অর্জন করে। প্রভুর উত্তর স্পষ্টভাবে দেখায় যে একটি ভূমি তার বস্তুগত অর্জনের দ্বারা নয়, বরং মানুষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দ্বারা বেঁচে থাকে।

এই বিংশ শতাব্দীতে, অর্ধেক শেষ হওয়ার আগে দুবার রক্তে রঞ্জিত, ঐশ্বরিক বাণী আবার শোনা যাক: যে জাতি দশজন পুরুষকে ঘুষের অযোগ্য বিচারকের চোখে মহান করে তুলতে পারে না, সে জাতি ধ্বংসের মুখোমুখি হবে না। এই ধরণের প্ররোচনা মেনে নিয়ে, ভারতবর্ষ সময়ের হাজারো কৌশলের সামনে নিজেকে অবুঝ প্রমাণ করেছে। প্রতি শতাব্দীতে আত্ম-উপলব্ধিকারী গুরুরা তার মাটিকে পবিত্র করেছেন; লাহিড়ী মহাশয় এবং তাঁর শিষ্য শ্রীযুক্তেশ্বরের মতো আধুনিক খ্রিস্টতুল্য ঋষিরা ঘোষণা করেছেন যে যোগ বিজ্ঞান মানুষের সুখ এবং জাতির দীর্ঘায়ুর জন্য যেকোনো বস্তুগত অগ্রগতির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন এবং তাঁর সার্বজনীন মতবাদ সম্পর্কে খুব কম তথ্যই কখনও মুদ্রিত হয়েছে। তিন দশক ধরে ভারত, আমেরিকা এবং ইউরোপে, আমি তাঁর যোগব্যায়ামের মুক্তির বার্তার প্রতি গভীর এবং আন্তরিক আগ্রহ খুঁজে পেয়েছি; গুরুদেবের জীবনের একটি লিখিত বিবরণ, যেমনটি তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এখন পশ্চিমে প্রয়োজন, যেখানে মহান আধুনিক যোগীদের জীবন খুব কম জানা যায়।

গুরুর জীবনী নিয়ে ইংরেজিতে দু-একটি ছোট পুস্তিকা ছাড়া আর কিছুই লেখা হয়নি।

বাংলায় একটি জীবনী, শ্রী শ্রী[৩২-৬] শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় ১৯৪১ সালে আবির্ভূত হন। এটি আমার শিষ্য স্বামী সত্যানন্দ লিখেছিলেন, যিনি বহু বছর ধরে রাঁচিতে আমাদের বিদ্যালয়ের আচার্য (আধ্যাত্মিক গুরু) ছিলেন। আমি তাঁর বই থেকে কয়েকটি অংশ অনুবাদ করেছি এবং লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি নিবেদিত এই বিভাগে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছি।

প্রাচীন বংশের এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ পরিবারে লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়েছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮২৮ সালে। তাঁর জন্মস্থান ছিল বাংলার কৃষ্ণনগরের কাছে নদীয়া জেলার ঘুর্নি গ্রামে। তিনি ছিলেন সম্মানিত গৌরমোহন লাহিড়ীর দ্বিতীয় স্ত্রী মুক্তাকশীর কনিষ্ঠ পুত্র। (তিন পুত্রের জন্মের পর তার প্রথম স্ত্রী তীর্থযাত্রার সময় মারা যান।) ছেলেটির মা তার শৈশবেই মারা যান; তার সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়, কেবল এই তথ্য ছাড়া যে তিনি ভগবান শিবের একজন প্রবল ভক্ত ছিলেন, [৩২-৭] শাস্ত্রে "যোগীদের রাজা" হিসেবে মনোনীত।

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

৩২-১: জন ১১:১-৪ ।

৩২-২: ক কলেরা শিকার হল প্রায়শই যুক্তিসঙ্গত এবং

সম্পূর্ণরূপে সচেতন ঠিক উপরে থেকে দ্য মুহূর্ত এর মৃত্যু।

৩২-৩: মৃত্যুর দেবতা।

৩২-৪: আক্ষরিক অর্থে ,

"সর্বোচ্চ "প্রাণ। "

৩২-৫: আদিপুস্তক

১৮:২৩-৩২।

৩২-৬: শ্রী , ক উপসর্গ অর্থ "পবিত্র ," হল সংযুক্ত (সাধারণত দুবার অথবা তিনবার) থেকে নাম এর দুর্দান্ত ভারতীয় শিক্ষক।

৩২-৭: ঈশ্বরের ত্রিমূর্তীর একজন - ব্রহ্মা , বিষ্ণু , শিব - যাদের সার্বজনীন কাজ যথাক্রমে সৃষ্টি , সংরক্ষণ এবং লয় -পুনঃস্থাপন। শিব (কখনও কখনও শিব বানান করা হয়), পুরাণে ত্যাগীদের প্রভু হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে , প্রদর্শিত হয় ভিতরে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার ভক্ত অধীনে বিভিন্ন দিক , যেমন যেমন মহাদেব , দ্য জট পাকানো তপস্বী , এবং মহাজাগতিক নৃত্যশিল্পী নটরাজ।

অধ্যায় : ৩৩

বাবাজি , দ্য যোগী -খ্রিস্ট এর আধুনিক ভারত

বদ্রীনারায়ণের নিকটবর্তী উত্তর হিমালয়ের পাহাড়গুলি এখনও লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজির জীবন্ত উপস্থিতি দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। নির্জন গুরু শতাব্দী ধরে , সম্ভবত সহস্রাব্দ ধরে তার শারীরিক রূপ ধরে রেখেছেন। মৃত্যুহীন বাবাজি একজন অবতার । এই সংস্কৃত শব্দের অর্থ "অবতরণ"; এর মূল হল 'অব" , "নিচে " এবং 'ত্রি ",

"অবতীর্ণ হওয়া "। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে , অবতার বলতে দেবত্বের দেহে অবতরণকে বোঝায়।

"বাবাজির আধ্যাত্মিক অবস্থা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে ," শ্রী যুক্তেশ্বর আমাকে ব্যাখ্যা করলেন। "মানুষের বামন দৃষ্টি তার অতীন্দ্রিয় নক্ষত্রকে ভেদ করতে পারে না। অবতারের প্রাপ্তির কল্পনা করারও ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। এটি অকল্পনীয়। "

উপনিষদে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিটি স্তরকে সূক্ষ্মভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। একজন সিদ্ধ *("*সিদ্ধ সত্তা *")* জীবন্মুক্ত *("*জীবিত অবস্থায় মুক্ত *")* অবস্থা থেকে " জীবনের অবস্থা " পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে। একজন পরমুক্ত ("সর্বোচ্চ মুক্ত " - মৃত্যুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা); পরেরটি সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে গেছে মায়াবী দাসত্ব এবং তার পুনর্জন্মের চক্র। অতএব , পরমুক্ত খুব কমই কোনও শারীরিক দেহে ফিরে আসে ; যদি সে ফিরে আসে , তবে সে একজন অবতার, জগতের উপর অতিপ্রাকৃত আশীর্বাদের এক ঐশ্বরিক নিযুক্ত মাধ্যম।

একটি অবতার হল বিষয়বস্তুবিহীন থেকে দ্য সর্বজনীন অর্থনীতি ; তার বিশুদ্ধ শরীর , দৃশ্যমান যেমন ক আলো চিত্র , হল বিনামূল্যে

[illegible] [illegible] [illegible] [

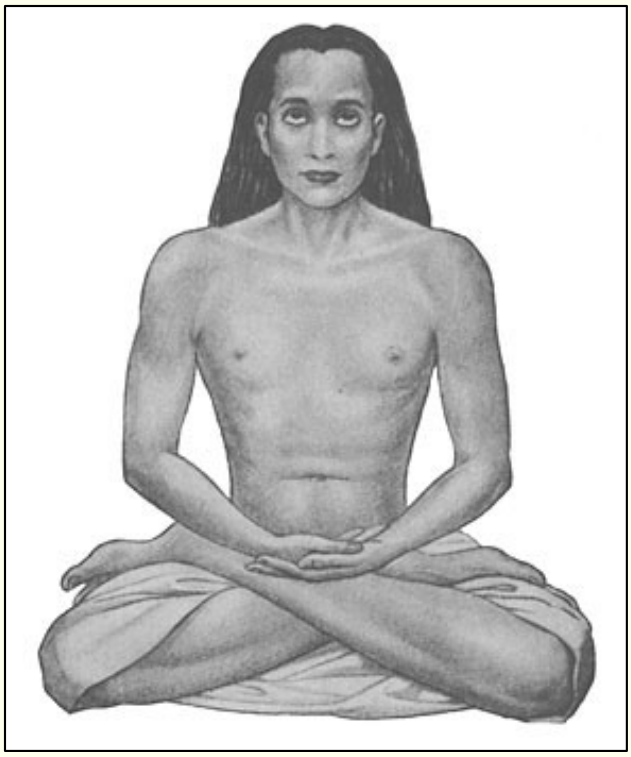

বাবাজি , দ্য মহাবতার
গুরু এর লাহিড়ী মহাশয়

আমি আছে সাহায্য করেছে একটি শিল্পী থেকে আঁকা ক সত্য সাদৃশ্য এর দ্য দুর্দান্ত যোগী-খ্রিস্ট এর আধুনিক ভারত।

মহাবতার খ্রীষ্টের সাথে অবিরাম যোগাযোগে আছেন ; একসাথে তারা মুক্তির স্পন্দন প্রেরণ করেন এবং এই যুগের জন্য মুক্তির আধ্যাত্মিক কৌশল পরিকল্পনা করেছেন। এই দুই পূর্ণ -আলোকিত প্রভুর কাজ - একজন দেহের সাথে , এবং একজন দেহবিহীন - জাতিগুলিকে আত্মঘাতী যুদ্ধ , জাতিগত বিদ্বেষ , ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা এবং বস্তুবাদের বুমেরাং -অশুভতা ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করা। বাবাজি আধুনিক সময়ের প্রবণতা সম্পর্কে , বিশেষ করে পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব এবং জটিলতা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত এবং পশ্চিম এবং প্রাচ্যে সমানভাবে যোগের আত্ম -মুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

বাবাজির কোনও ঐতিহাসিক উল্লেখ নেই , এতে আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। মহান গুরু কোনও শতাব্দীতে কখনও প্রকাশ্যে আবির্ভূত হননি ; প্রচারের ভুল ব্যাখ্যামূলক ঝলক তাঁর সহস্রাব্দ পরিকল্পনায় কোনও স্থান নেই। স্রষ্টার মতো , একমাত্র কিন্তু নীরব শক্তি , বাবাজি একটি নীরব অস্পষ্টতায় কাজ করেন।

খ্রিস্ট এবং কৃষ্ণের মতো মহান নবীরা একটি নির্দিষ্ট এবং দর্শনীয় উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আসেন ; এটি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই তারা চলে যান। বাবাজির মতো অন্যান্য অবতাররা এমন কাজ করেন যা ইতিহাসের যেকোনো অসাধারণ ঘটনার চেয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের ধীর বিবর্তনীয় অগ্রগতি নিয়ে বেশি চিন্তিত। এই ধরনের গুরুরা সর্বদা জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখেন এবং ইচ্ছামত অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এই কারণে , এবং যেহেতু তারা সাধারণত তাদের শিষ্যদের তাদের সম্পর্কে নীরবতা বজায় রাখার নির্দেশ দেন , তাই অনেক

উচ্চমানের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বিশ্ব -অজানা থেকে যান। আমি এই পৃষ্ঠাগুলিতে বাবাজির জীবনের কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছি - কেবল কয়েকটি তথ্য যা তিনি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা উপযুক্ত এবং সহায়ক বলে মনে করেন।

না সীমাবদ্ধকরণ তথ্য সম্পর্কে বাবাজির পরিবার অথবা জন্মস্থান , প্রিয় থেকে দ্য বিশ্লেষক এর হৃদয় , আছে কখনও হয়েছে

আবিষ্কার করলেন। তাঁর বক্তৃতা সাধারণত হিন্দিতে, কিন্তু তিনি যেকোনো ভাষায় সহজেই কথা বলতে পারেন। তিনি বাবাজির (শ্রদ্ধেয় পিতা) সরল নাম গ্রহণ করেছেন; লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যরা তাঁকে যে অন্যান্য সম্মানসূচক উপাধি দিয়েছেন তা হল মহামুনি বাবাজি মহারাজ (সর্বোচ্চ পরমানন্দময় সন্ত), মহা যোগী (যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ), ত্রম্বক বাবা এবং শিব বাবা (শিবের অবতারদের উপাধি)। আমরা যদি একজন পৃথিবীমুক্ত গুরুকে না জানি, তাহলে কি এটা গুরুত্বপূর্ণ?

"যখনই কেউ শ্রদ্ধার সাথে বাবাজির নাম উচ্চারণ করে," লাহিড়ী মহাশয় বলেন, "সেই ভক্ত তাৎক্ষণিকভাবে আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ লাভ করেন।"

মৃত্যুহীন গুরুর শরীরে বয়সের কোনও চিহ্ন নেই; তিনি পঁচিশ বছরের যুবক বলে মনে হচ্ছে। ফর্সা ত্বক, মাঝারি গড়ন এবং উচ্চতার বাবাজির সুন্দর, শক্তিশালী দেহে এক স্পষ্ট উজ্জ্বলতা বিকিরণ করে। তাঁর চোখ কালো, শান্ত এবং কোমল; তাঁর লম্বা, উজ্জ্বল চুল তামাটে রঙের। একটি খুব অদ্ভুত তথ্য হল যে বাবাজির সাথে তাঁর শিষ্য লাহিড়ী মহাশয়ের অসাধারণ মিল রয়েছে। মিলটি এতটাই আকর্ষণীয় যে, তাঁর পরবর্তী বছরগুলিতে, লাহিড়ী মহাশয় যুবক চেহারার বাবাজির পিতা হয়ে থাকতে পারেন।

স্বামী কেবলানন্দ, আমার সাধু সংস্কৃত গৃহশিক্ষক, ব্যয় করা কিছু সময় সঙ্গে বাবাজি ভিতরে দ্য হিমালয়।

"অতুলনীয় গুরু তার দল নিয়ে পাহাড়ের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করেন," কেবলানন্দ আমাকে বললেন। "তার ছোট দলে দুজন অত্যন্ত উন্নত আমেরিকান শিষ্য রয়েছে। বাবাজি কিছুক্ষণ এক জায়গায় থাকার পর, তিনি বলেন: 'দেরা ডান্ডা উথাও' ('আসুন আমরা আমাদের শিবির এবং কর্মীদের তুলে নিই।') তিনি একটি প্রতীকী ডান্ডা (বাঁশের লাঠি) বহন করেন। তার কথাগুলি তার দলের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার সংকেত। তিনি সর্বদা এই জ্যোতির্ ভ্রমণের পদ্ধতি ব্যবহার করেন না; কখনও কখনও তিনি এক শিখর থেকে অন্য শিখরে পায়ে হেঁটে যান।"

"বাবাজি যখন ইচ্ছা তখনই অন্যরা তাকে দেখতে বা চিনতে পারে। তিনি জানেন যে বিভিন্ন ভক্তদের কাছে তিনি কিছুটা ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হতেন - কখনও দাড়ি-গোঁফ ছাড়া, আবার কখনও তাদের সাথে। যেহেতু তাঁর ক্ষয়প্রাপ্ত দেহের কোনও খাবারের প্রয়োজন হয় না, তাই গুরু খুব কমই খান। দর্শনার্থী শিষ্যদের প্রতি সামাজিক সৌজন্য হিসেবে, তিনি মাঝে মাঝে ফল, অথবা দুধ এবং পরিষ্কার মাখন দিয়ে রান্না করা ভাত গ্রহণ করেন।

"বাবাজির জীবনের দুটি আশ্চর্যজনক ঘটনা আমার জানা আছে," কেবলানন্দ আরও বললেন। "এক রাতে তাঁর শিষ্যরা একটি পবিত্র বৈদিক অনুষ্ঠানের জন্য জ্বলন্ত একটি বিশাল আগুনের চারপাশে বসে ছিলেন। গুরু হঠাৎ একটি জ্বলন্ত কাঠ ধরে আগুনের কাছে থাকা একটি চেলার খালি কাঁধে হালকা আঘাত করলেন।

"'স্যার, কিভাবে নিষ্ঠুর! লাহিড়ী মহাশয়, WHO ছিল বর্তমান, তৈরি এই প্রতিবাদ।

"'তোমার কি তার অতীত কর্মের নিয়ম অনুসারে, তোমার চোখের সামনে তাকে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখতে ভালো হতো?'"

"এই কথাগুলো বলে বাবাজি চেলার বিকৃত কাঁধে তার আরোগ্যকারী হাত রাখলেন। 'আমি আজ

[illegible]'

"[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

"নিদ্রাহীন সাধক " রাম গোপালের সাথে রণবাজপুরে আমার সফর , ৩৩-৩ তিনি বাবাজির সাথে তার প্রথম সাক্ষাতের বিস্ময়কর গল্পটি বর্ণনা করলেন।

"আমি মাঝে মাঝে আমার নির্জন গুহা ছেড়ে বেনারসে লাহিড়ী মহাশয়ের পায়ের কাছে বসতাম," রাম গোপাল আমাকে বলেছিলেন। "এক মধ্যরাতে যখন আমি তাঁর শিষ্যদের একটি দলের সাথে নীরবে ধ্যান করছিলাম , তখন গুরু একটি আশ্চর্যজনক অনুরোধ করলেন।

"'রাম গোপাল,' সে বললেন, 'যাও এ একবার থেকে দ্য দশাসমেধ স্নান ঘাট ।

"আমি শীঘ্রই নির্জন স্থানে পৌঁছে গেলাম। রাত ছিল উজ্জ্বল চাঁদের আলো এবং ঝলমলে তারার আলোয়। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে নীরবে বসে থাকার পর , আমার দৃষ্টি আমার পায়ের কাছে একটি বিশাল পাথরের টুকরোর দিকে আকৃষ্ট হল। পাথরটি ধীরে ধীরে উপরে উঠে গেল , একটি ভূগর্ভস্থ গুহা প্রকাশ করল। পাথরটি যখন কোনও অজানা উপায়ে ভারসাম্য বজায় রাখল, তখন গুহা থেকে বাতাসে এক তরুণী এবং অসাধারণ সুন্দরী মহিলার আবৃত রূপ ভেসে উঠল। একটি নরম বলয় দ্বারা বেষ্টিত , সে ধীরে ধীরে আমার সামনে নেমে এলো এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল , এক অভ্যন্তরীণ আনন্দে নিমজ্জিত। অবশেষে সে নাড়া দিল এবং মৃদুভাবে কথা বলল। "

"'আমি মাতাজি, ৩৩-৪ বাবাজির বোন। আমি তাকে এবং লাহিড়ী মহাশয়কে আজ রাতে আমার গুহায় আসতে বলেছি , একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে।

"একটি ধূসর আলো গঙ্গার উপর দিয়ে দ্রুত ভেসে উঠছিল ; অস্বচ্ছ জলে অদ্ভুত আলোক প্রতিফলিত হচ্ছিল। এটি আরও কাছে আসতে থাকে , অবশেষে একটি অন্ধ ঝলকের সাথে এটি দেখা দেয়। " মাতাজীর পাশ থেকে লাহিড়ী মহাশয়ের মানব রূপে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে সংকুচিত করলেন। তিনি মহিলা সাধুর পায়ে বিনীতভাবে প্রণাম করলেন।

"আমার বিভ্রান্তি থেকে সেরে ওঠার আগেই , আকাশে একদল রহস্যময় আলোর ঘূর্ণিঝড় দেখতে পেয়ে আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম। দ্রুত নেমে এসে , জ্বলন্ত ঘূর্ণিটি আমাদের দলের কাছে এসে এক সুন্দর যুবকের শরীরে রূপ নিল , যাকে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম , বাবাজি। তিনি দেখতে লাহিড়ী মহাশয়ের মতো , একমাত্র পার্থক্য হল বাবাজি দেখতে অনেক কম বয়সী ছিলেন এবং তাঁর চুল লম্বা , উজ্জ্বল ছিল। "

"লাহিড়ী মহাশয় , মাতাজী এবং আমি গুরুর পায়ে নতজানু হয়েছিলাম। তাঁর দিব্য দেহ স্পর্শ করার সাথে সাথে আমার সত্তার প্রতিটি কোষে আনন্দের এক অলৌকিক অনুভূতি শিহরিত হয়েছিল। "

"'ধন্য বোন ,' বাবাজি বললেন , 'আমি আমার রূপ ত্যাগ করে অনন্ত স্রোতে ডুবে যেতে চাইছি। '

"'আমি ইতিমধ্যেই আপনার পরিকল্পনাটি আভাস পেয়েছি , প্রিয় প্রভু। আমি আজ রাতে আপনার সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। কেন আপনি আপনার শরীর ত্যাগ করবেন ?' মহিমান্বিত মহিলাটি অনুনয় করে তার দিকে তাকালেন।

"'কি হল দ্য পার্থক্য যদি আমি পরিধান করা ক দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য তরঙ্গ উপর দ্য মহাসাগর এর আমার আত্মা ?

"[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

"[illegible]

[illegible]'"

"[illegible]

"[illegible]

"'[illegible]

"[illegible]

"'[illegible]

"[illegible]," [illegible] "[illegible] - [illegible], **33-6** [illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible] [illegible]:[illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible] [illegible]:[illegible]- [illegible]

33-3 : [illegible] WHO [illegible] [illegible] [illegible]

যেমন অনেক দূরে উন্নত আধ্যাত্মিকভাবে যেমন তার ভাই। সে দশাসমেধ ঘাটের কাছে
একটি লুকানো ভূগর্ভস্থ গুহায় পরমানন্দে রয়ে গেছে ।

33-5 : এই ঘটনা মনে করিয়ে দেয় এক এর থেলস। দ্য দুর্দান্ত গ্রীক দার্শনিক
শেখানো যে সেখানে ছিল না পার্থক্য মধ্যে জীবন ও মৃত্যু। "তাহলে কেন ," একজন
সমালোচক জিজ্ঞাসা করলেন , "তুমি কি মরো না ?" "কারণ," থেলস উত্তর দিলেন , "এতে কোন
পার্থক্য নেই। "

33-6 : "সত্যিই , প্রকৃতপক্ষে , আমি বলা প্রতি তুমি , যদি ক মানুষ রাখা আমার বলা (থাকুন
অবিচলভাবে ভিতরে দ্য খ্রীষ্ট চেতনা), সে করবে

.কখনোই না দেখা মৃত্যু। " - জন ৮:৫১

অধ্যায় : ৩৪

বস্তুগতকরণ ক প্রাসাদ ভিতরে দ্য হিমালয়

"লাহিড়ী মহাশয়ের সাথে বাবাজির প্রথম সাক্ষাতের গল্পটি একটি মনোমুগ্ধকর গল্প , এবং এমন কয়েকটি গল্পের মধ্যে একটি যা আমাদের মৃত্যুহীন গুরুর একটি বিশদ আভাস দেয়। "

এই কথাগুলো ছিল স্বামী কেবলানন্দের একটি আশ্চর্যজনক গল্পের ভূমিকা। তিনি যখন প্রথমবার এটি বর্ণনা করেছিলেন , তখন আমি আক্ষরিক অর্থেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আরও অনেকবার আমি আমার ভদ্র সংস্কৃত শিক্ষককে গল্পটি পুনরাবৃত্তি করতে প্ররোচিত করেছিলাম , যা পরে শ্রী যুক্তেশ্বর আমাকে প্রায় একই ভাষায় বলেছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের এই দুই শিষ্যই তাদের গুরুর মুখ থেকে সরাসরি এই অসাধারণ গল্পটি শুনেছিলেন।

"বাবাজির সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার তেত্রিশ বছর বয়সে ," লাহিড়ী মহাশয় বলেছিলেন। "১৮৬১ সালের শরৎকালে আমি দানাপুরে মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সরকারি হিসাবরক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলাম। একদিন সকালে অফিস ম্যানেজার আমাকে ডেকে পাঠালেন।

"'লাহিড়ী ,' সে বলল, 'আমাদের প্রধান অফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। তোমাকে রানিখেতে বদলি করা হবে , যেখানে ৩৪-১ সেনা মোতায়েন করা হবে। এখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

"একজন চাকরের সাথে, আমি ৫০০ মাইল ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। ঘোড়া এবং বগিতে ভ্রমণ করে , আমরা ত্রিশ দিনের মধ্যে হিমালয়ের রানিখেতে পৌঁছেছিলাম। ৩৪ -২

"আমার অফিসের দায়িত্ব খুব একটা কঠিন ছিল না ; আমি বহু ঘন্টা ধরে সুন্দর পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে পেরেছিলাম। আমার কাছে একটা গুজব এসেছিল যে মহান সাধুরা তাদের উপস্থিতি দিয়ে এই অঞ্চলকে আশীর্বাদ করেছেন ; তাদের দেখার জন্য আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল। একদিন দুপুরে একটা ঘোরাঘুরির সময় , দূর থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি দ্রোঙ্গিরি পর্বতে আমার জোরে আরোহণ করতে থাকলাম। জঙ্গলের উপর অন্ধকার নেমে আসার আগে হয়তো আমি আর আমার পদক্ষেপগুলি ফিরে পেতে পারব না এই ভেবে আমাকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

"অবশেষে আমি একটা ছোট্ট পরিষ্কার জায়গায় পৌঁছালাম , যার দুপাশে গুহা ছিল। পাথুরে পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল এক হাসিখুশি যুবক , স্বাগত জানাতে হাত বাড়িয়ে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম , তার তামাটে রঙের চুল ছাড়া , তার আমার সাথে অসাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে। "

"'লাহিড়ী , তুমি আছে এসো! দ্য সাধু সম্বোধিত আমি স্নেহের সাথে ভিতরে হিন্দি। 'বিশ্রাম এখানে ভিতরে এই গুহা। এটা

ছিল আমি WHO ডাকা তুমি।

"আমি প্রবেশ করেছে ক সুন্দর সামান্য গুহা কোনটি ধারণকৃত বেশ কিছু পশমী কম্বল এবং ক অল্প কিছু কামান্ডুলাস
(ভিক্ষা করা বাটি)।

"'লাহিড়ী , করা তুমি মনে রাখবেন যে সিট ? দ্য যোগী তীক্ষ্ণ থেকে ক ভাঁজ করা কম্বল ভিতরে এক কোণ।

"'না , স্যার। ' আমার অভিযানের অদ্ভুততায় কিছুটা হতবাক হয়ে আমি বললাম , 'আমাকে এখনই চলে যেতে হবে , রাত নামার আগেই। সকালে আমার অফিসে কাজ আছে।'

"রহস্যময় সাধু ইংরেজিতে উত্তর দিলেন , 'অফিসটি আপনার জন্য আনা হয়েছিল , আপনাকে অফিসের জন্য নয়। '"

"আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে এই বন তপস্বী কেবল ইংরেজিতেই কথা বলেন না , বরং খ্রীষ্টের বাণীও ব্যাখ্যা করেন। " <u>**34-3**</u>

"'আমি দেখছি আমার টেলিগ্রাম কার্যকর হয়েছে। ' যোগীর মন্তব্যটি আমার কাছে বোধগম্য ছিল না ; আমি তার অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম।

"'আমি উল্লেখ করা থেকে দ্য টেলিগ্রাম যে তলব করা হয়েছে তুমি থেকে এইগুলো বিচ্ছিন্ন যন্ত্রাংশ। এটা ছিল আমি WHO তোমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মনকে নীরবে পরামর্শ দিয়েছি যে তোমাকে রানিখেতে বদলি করা হোক। যখন কেউ মানবজাতির সাথে তার ঐক্য অনুভব করে , তখন সমস্ত মনই প্রেরণকারী স্টেশন হয়ে ওঠে যার মাধ্যমে সে কাজ করতে পারে। "হবে। " সে আস্তে আস্তে বলল , 'লাহিড়ী , এই গুহাটা নিশ্চয়ই তোমার পরিচিত মনে হচ্ছে ?'

"আমি যখন বিভ্রান্ত নীরবতা বজায় রাখছিলাম , তখন সাধু এগিয়ে এসে আমার উপর আলতো করে আঘাত করলেন।" কপাল। তার চৌম্বকীয় স্পর্শে , আমার মস্তিষ্কে এক আশ্চর্য স্রোত বয়ে গেল , আমার পূর্ববর্তী জীবনের মিষ্টি বীজ -স্মৃতিগুলিকে মুক্ত করে দিল।

"'মনে আছে!' আনন্দের কান্নায় আমার কণ্ঠস্বর আধো আধো রুদ্ধ হয়ে গেল। 'তুমি আমার গুরু বাবাজি , যিনি সর্বদা আমার ! অতীতের দৃশ্যগুলো আমার মনে স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে ; এখানে এই গুহায় আমি আমার শেষ অবতারের বহু বছর কাটিয়েছি !' অবর্ণনীয় স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললে , আমি অশ্রুসিক্তভাবে আমার গুরুর পা জড়িয়ে ধরলাম।

"'তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম - তোমার আমার কাছে ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলাম !' বাবাজির কণ্ঠে স্বর্গীয় প্রেমের সুর ভেসে এলো। 'তুমি সরে গিয়ে উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে। মৃত্যুর পরের জীবন। তোমার কর্মের জাদুর কাঠি তোমাকে স্পর্শ করেছিল , আর তুমি চলে গিয়েছিলে ! যদিও তুমি আমার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিলে , আমি কখনো তোমার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলিনি ! আমি তোমাকে সেই আলোকিত জ্যোতিষ্ক সমুদ্রের উপর দিয়ে অনুসরণ করেছিলাম যেখানে মহিমান্বিত দেবদূতরা পাল তোলে। অন্ধকার , ঝড় , উত্থান এবং আলোর মধ্য দিয়ে আমি তোমাকে অনুসরণ করেছিলাম , যেমন একটি মা পাখি তার বাচ্চাদের রক্ষা করে। যখন তুমি

[illegible]

[illegible]

"'[illegible]

"'[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"'[illegible]

"[illegible]

"'[illegible]

"[illegible]

"'[illegible]

"[illegible] **34-4**
[illegible]

"[illegible]

ঝলমলে অর্ধেক লাল হয়ে গিয়েছিল। "

অলংকরণের খিলানগুলিতে বিশাল আকার এবং দীপ্তির হীরা , মুক্তা , নীলকান্তমণি এবং পান্না স্থাপন করা হয়েছিল।

"আমি আমার সঙ্গীকে অনুসরণ করে একটি প্রশস্ত অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ করলাম। ধূপ এবং গোলাপের গন্ধ বাতাসে ভেসে উঠল ; ম্লান বাতিগুলি বহু রঙের আভা ছড়িয়ে দিল। ভক্তদের ছোট ছোট দল , কেউ কেউ ফর্সা , কেউ কেউ কালো, সঙ্গীতের সাথে জপ করছিল , অথবা ধ্যানের ভঙ্গিতে বসেছিল , এক অন্তর্নিহিত শান্তিতে ডুবে ছিল। পরিবেশে এক প্রাণবন্ত আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছিল।

"'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] '[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

"[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]

জায়গায় ছিল জল , পাহাড়ি ঝর্ণার মতো স্বচ্ছ।

"'খুব কম মানুষই জানে যে ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে জাগতিক পরিপূর্ণতার রাজ্য অন্তর্ভুক্ত ,' বাবাজি পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'ঐশ্বরিক রাজ্য পার্থিব পর্যন্ত বিস্তৃত , কিন্তু পরেরটি , মায়াময় হওয়ায় , বাস্তবতার সারাংশ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। '

"'প্রিয় গুরু , শেষ রাত তুমি প্রদর্শিত জন্য আমি দ্য লিঙ্ক এর সৌন্দর্য ভিতরে স্বর্গ এবং পৃথিবী ! আমি

হারিয়ে যাওয়া প্রাসাদের স্মৃতি মনে করে হেসে উঠলাম ; নিশ্চয়ই কোনও সাধারণ যোগী এর চেয়ে চিত্তাকর্ষক বিলাসবহুল পরিবেশের মধ্যে আত্মার মহৎ রহস্যে দীক্ষা লাভ করেননি! আমি শান্তভাবে তাকিয়ে রইলাম। বর্তমান দৃশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীতে। নীচু মাটি , আকাশী ছাদ, আদিম আশ্রয় প্রদানকারী গুহাগুলি - সবকিছুই আমার চারপাশের সেরাফিক সাধুদের জন্য এক সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে মনে হচ্ছিল।

"সেই বিকেলে আমি আমার কম্বলের উপর বসেছিলাম , অতীত জীবনের উপলব্ধির সংযোগে পবিত্র হয়ে। আমার দিব্য গুরু এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আমি নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় প্রবেশ করলাম , সাত দিন ধরে অটুটভাবে এর আনন্দে মগ্ন রইলাম। আত্ম -জ্ঞানের ধারাবাহিক স্তর অতিক্রম করে , আমি বাস্তবতার অমর জগতে প্রবেশ করলাম। সমস্ত মায়াবী সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে গেল ; আমার আত্মা মহাজাগতিক আত্মার চিরন্তন বেদিতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। অষ্টম দিনে আমি আমার গুরুর পায়ে পড়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি আমাকে এই পবিত্র প্রান্তরে সর্বদা তাঁর কাছে রাখেন।

মানুষের জগতে মিশে যেতে হবে। '

"'একটি গভীর উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে যে এবার তুমি আমার সাথে দেখা করোনি , যতক্ষণ না তুমি ইতিমধ্যেই একজন বিবাহিত পুরুষ , সামান্য ব্যবসায়িক দায়িত্ব নিয়ে। হিমালয়ে আমাদের গোপন দলে যোগদানের চিন্তাভাবনা তোমাকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে ; তোমার জীবন জনাকীর্ণ মার্কেটে , আদর্শ যোগী -গৃহকর্তার উদাহরণ হিসেবে কাজ করছে। "

"'অনেক বিভ্রান্ত জাগতিক পুরুষ ও নারীর আর্তনাদ মহাপুরুষদের কানে পৌঁছায়নি ,' তিনি আরও বলেন। ' ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে অসংখ্য আন্তরিক সাধকদের আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা প্রদানের জন্য আপনাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। পারিবারিক বন্ধন এবং ভারী জাগতিক কর্তব্যের দ্বারা ভারগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার কাছ থেকে নতুন হৃদয় কেড়ে নেবে , আপনার মতো একজন গৃহস্থের কাছ থেকে। আপনাকে অবশ্যই তাদের নির্দেশ দিতে হবে যে সর্বোচ্চ যোগিক অর্জনগুলি পারিবারিক পুরুষের জন্য বাধাগ্রস্ত নয়। এমনকি পৃথিবীতেও , যে যোগী ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা আসক্তি ছাড়াই বিশ্বস্ততার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেন , তিনি জ্ঞানার্জনের নিশ্চিত পথে হাঁটেন। "

"কোনও প্রয়োজনই তোমাকে পৃথিবী ত্যাগ করতে বাধ্য করে না , কারণ ভেতর থেকে তুমি ইতিমধ্যেই এর প্রতিটি কর্মের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেছ। এই পৃথিবীর নয় , তোমাকে এখনও এতে থাকতে হবে। এখনও অনেক বছর বাকি আছে যখন তোমাকে তোমার পরিবার, ব্যবসা , নাগরিক এবং আধ্যাত্মিক কর্তব্যগুলো সততার সাথে পালন করতে হবে। ঐশ্বরিক আশার এক মিষ্টি নতুন নিঃশ্বাস জাগতিক মানুষের শুষ্ক হৃদয়ে প্রবেশ করবে। তোমার ভারসাম্যপূর্ণ জীবন থেকে, তারা বুঝতে পারবে যে মুক্তি বাইরের ত্যাগের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ ত্যাগের উপর নির্ভরশীল। "

"হিমালয়ের উঁচু নির্জন স্থানে আমার গুরুর কথা শুনার সময় আমার পরিবার , অফিস, পৃথিবী কতই না দূরবর্তী মনে হচ্ছিল। তবুও তাঁর কথায় অবিচল সত্যের ধ্বনি ছিল ; আমি বিনয়ের সাথে এই আশীর্বাদপুষ্ট শান্তির আশ্রয়স্থল ত্যাগ করতে রাজি হয়েছিলাম। বাবাজি আমাকে প্রাচীন কঠোর নিয়মগুলি শিখিয়েছিলেন যা গুরু থেকে শিষ্যে যোগবিদ্যার সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণ করে। "

"' কেবলমাত্র যোগ্য চেলাদেরকেই ক্রিয়া চাবি প্রদান করো,' বাবাজি বললেন। 'যে ব্যক্তি অনুসন্ধানে সর্বস্ব উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করে এর দ্য ঐশ্বরিক হল উপযুক্ত থেকে খুলে ফেলা দ্য চূড়ান্ত রহস্য এর জীবন মাধ্যমে দ্য বিজ্ঞান এর ধ্যান।

"'দেবদূত গুরু, আপনি যেমন ইতিমধ্যেই হারিয়ে যাওয়া ক্রিয়া শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে মানবজাতির উপকার করেছেন, তেমনি শিষ্যত্বের কঠোর প্রয়োজনীয়তা শিথিল করে কি আপনি সেই উপকার বৃদ্ধি করবেন না?' আমি তাকিয়ে রইলাম।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] '[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [

"উচ্চ উৎসাহের মেজাজে , আমি হিমালয়ে আমার অলৌকিক অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করতে অনুপ্রাণিত বোধ করলাম। ছোট্ট দলটি বিনয়ের সাথে অবিশ্বাস্য ছিল। "

"'লাহিড়ী ,' একজন লোক শান্ত স্বরে বলল , 'ঐ বিরল পাহাড়ি বাতাসে তোমার মন চাপের মধ্যে ছিল। এটা কোন দিবাস্বপ্নের কথা তুমি বলেছ। '

"জ্বলন্ত সঙ্গে দ্য উৎসাহ এর সত্য , আমি কথা বললেন ছাড়া বকেয়া ভাবলাম। 'যদি আমি কল তাকে, আমার গুরু ইচ্ছাশক্তি

উপস্থিত হওয়া ঠিক ভিতরে এই ঘর।

"প্রত্যেকের চোখেই আগ্রহ ঝলমল করছিল ; এতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না যে দলটি এমন অদ্ভুত উপায়ে একজন সাধুর দেহ ধারণ দেখার জন্য আগ্রহী ছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও , আমি একটি শান্ত ঘর এবং দুটি নতুন পশমী কম্বল চেয়েছিলাম। "

"'প্রভু আকাশ থেকে আবির্ভূত হবেন ,' আমি বললাম। 'দরজার বাইরে চুপচাপ থাকো ; আমি শীঘ্রই তোমাকে ফোন করব। '"

"আমি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ডুবে গেলাম , বিনীতভাবে আমার গুরুকে ডাকলাম। অন্ধকার ঘরটি শীঘ্রই ম্লান শ্রবণশক্তির চাঁদের আলোয় ভরে গেল ; বাবাজির উজ্জ্বল মূর্তি আবির্ভূত হল।

"'লাহিড়ী , তুমি কি আমাকে তুচ্ছ কাজের জন্য ডাকছো ?' প্রভুর দৃষ্টি ছিল কঠোর। 'সত্য আন্তরিক অনুসন্ধানকারীদের জন্য , অলস কৌতূহলীদের জন্য নয়। দেখলে বিশ্বাস করা সহজ; তাহলে অস্বীকার করার কিছু নেই। "
"অতিপ্রাকৃত সত্য তাদেরই প্রাপ্য এবং আবিষ্কার করা যায় যারা তাদের স্বাভাবিক বস্তুবাদী সংশয়কে কাটিয়ে ওঠে। " তিনি গম্ভীরভাবে যোগ করলেন , 'আমাকে যেতে দাও!'

"আমি তাঁর পায়ে বিনীতভাবে পড়ে গেলাম। 'পবিত্র গুরু , আমি আমার গুরুতর ভুল বুঝতে পারছি ; আমি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এই আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ মনে বিশ্বাস তৈরি করার জন্যই আমি আপনাকে ডেকেছিলাম। যেহেতু আপনি আমার প্রার্থনায় সদয়ভাবে উপস্থিত হয়েছেন , দয়া করে আমার বন্ধুদের আশীর্বাদ না করে চলে যাবেন না। অবিশ্বাসী হলেও , অন্তত তারা আমার অদ্ভুত দাবির সত্যতা তদন্ত করতে ইচ্ছুক ছিল। "

"'খুব ভালো ; আমি কিছুক্ষণ থাকব। আমি চাই না তোমার কথা তোমার বন্ধুদের সামনে অপমানিত হোক।' বাবাজির মুখ নরম হয়ে গেল , কিন্তু তিনি মৃদুভাবে বললেন , 'এখন থেকে, আমার ছেলে, যখন তোমার প্রয়োজন হবে তখনই আমি আসব , আর যখন তুমি আমাকে ডাকবে তখনই নয়। **34-10** '

"আমি যখন দরজা খুললাম, তখন ছোট্ট দলটির মধ্যে একটা তীব্র নীরবতা বিরাজ করছিল। যেন তাদের ইন্দ্রিয়কে অবিশ্বাস করে , আমার বন্ধুরা কম্বলের সিটে থাকা উজ্জ্বল মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে রইল। "

"'এটা গণ-সম্মোহন !' একজন লোক জোরে হেসে উঠল। 'আমাদের অজান্তে কেউ এই ঘরে প্রবেশ করতে পারত না!'

"বাবাজি হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন এবং প্রত্যেককে তার শরীরের উষ্ণ , শক্ত মাংস স্পর্শ করার জন্য ইশারা করলেন। সন্দেহ দূর হয়ে গেল , আমার বন্ধুরা বিস্ময়ে অনুতপ্ত হয়ে মেঝেতে প্রণাম করল। "

"' হালুয়া **34-11.html** যাক "প্রস্তুত থাকো। " বাবাজি এই অনুরোধ করেছিলেন , আমি জানতাম, তাঁর শারীরিক বাস্তবতা সম্পর্কে দলটিকে আরও নিশ্চিত করার জন্য। যখন পোরিজ ফুটছিল , তখন ঐশ্বরিক গুরু স্নেহের সাথে কথা বলছিলেন। এই সন্দেহবাদী থমাসদের ধর্মপ্রাণ

[illegible]

"'[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

কি হল ক অলৌকিক ঘটনা? - 'এটা ?' "
ক তিরস্কার , 'এই একটি
অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ উপর
"মানবজাতি।

এডওয়ার্ড তরুণ , ভিতরে রাত চিন্তাভাবনা । -

34-6 : দ্য তত্ত্ব এর দ্য পারমাণবিক গঠন এর পদার্থ ছিল ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভিতরে দ্য প্রাচীন ভারতীয় বৈসেসিকা এবং ন্যায় "সেখানে হয় বিশাল পৃথিবী সব স্থাপন করা হয়েছে দূরে মধ্যে দ্য ফাঁপা এর প্রতিটি পরমাণু , বহুমুখী যেমন দ্য মটস ভিতরে ক সূর্যকিরণ। " - যোগ বশিষ্ঠ।

34-7 : শারীরিক , মানসিক , এবং আধ্যাত্মিক কষ্ট ; প্রকাশিত , যথাক্রমে , ভিতরে রোগ , ভিতরে মনস্তাত্ত্বিক অপ্রতুলতা অথবা "জটিল", এবং আত্মা -অজ্ঞতায়।

34-8 : অধ্যায় দ্বিতীয় :৪০।

34-9 : ক শহর কাছাকাছি বেনারস।

34-10 : ভিতরে দ্য পথ থেকে দ্য অসীম , এমনকি আলোকিত মাস্টার্স মত লাহিড়ী মহাশয় মে কষ্ট পাওয়া থেকে একটি অতিরিক্ত এর উদ্যম , এবং বিষয়বস্তু হওয়া থেকে শৃঙ্খলা। ভিতরে দ্য ভাগবদ গীতা , আমরা পড়া অনেক অনুচ্ছেদ কোথায় দ্য ঐশ্বরিক গুরু কৃষ্ণ দেয় শাস্তি ভক্তদের রাজপুত্র , অর্জুনের কাছে।

34-11 : ক পোরিজ তৈরি এর ক্রিম এর গম ভাজা ভিতরে মাখন , এবং সেদ্ধ সঙ্গে দুধ।

34-12 : লাহিড়ী মহাশয় এখানে যে ব্যক্তিটির কথা বলছেন , মৈত্র , তিনি পরবর্তীতে আত্ম -উপলব্ধিতে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠেন। আমি দেখা মৈত্র শীঘ্রই পরে আমার স্নাতক থেকে উচ্চ স্কুল ; সে পরিদর্শন করেছেন দ্য মহামণ্ডল আশ্রম ভিতরে আমি যখন বেনারসে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে মোরাদাবাদে দলের সামনে বাবাজির রূপায়ণের কথা বলেছিলেন। "অলৌকিক ঘটনার ফলে," মৈত্র আমাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন , "আমি লাহিড়ী মহাশয়ের আজীবন শিষ্য হয়েছি। "

অধ্যায় : ৩৫

দ্য খ্রিস্টতুল্য জীবন এর লাহিড়ী মহাশয়

"এইভাবে আমাদের সকল ধার্মিকতা পূর্ণ করা উচিত। "[৩৫-১] যোহন বাপ্তিস্মদাতার প্রতি এই কথাগুলিতে এবং যোহনকে বাপ্তিস্ম দিতে বলার মাধ্যমে , যীশু তাঁর গুরুর ঐশ্বরিক অধিকার স্বীকার করছিলেন।

প্রাচ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাইবেলের এক শ্রদ্ধাশীল অধ্যয়ন থেকে ,[৩৫-২] এবং স্বজ্ঞাত ধারণা থেকে , আমি নিশ্চিত যে যোহন ব্যাপটিস্ট ছিলেন , পূর্বজন্মে , খ্রিস্টের গুরু। বাইবেলে এমন অসংখ্য অনুচ্ছেদ রয়েছে যা থেকে অনুমান করা যায় যে যোহন এবং যীশু তাদের শেষ অবতারে যথাক্রমে এলিজা এবং তার শিষ্য এলিশা ছিলেন। (ওল্ড টেস্টামেন্টের এই বানানগুলি। গ্রীক অনুবাদকরা নামগুলিকে এলিয়াস এবং এলিসাস হিসাবে বানান করেছেন ; নতুন টেস্টামেন্টে এগুলি এই পরিবর্তিত রূপে পুনরায় আবির্ভূত হয়।)

পুরাতন নিয়মের একেবারে শেষের দিকে এলিয় এবং ইলীশায়ের পুনর্জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে : "দেখ, প্রভুর মহান ও ভয়ঙ্কর দিন আসার আগে আমি তোমাদের কাছে এলিয় নবীকে পাঠাব। "[৩৫-৩] এইভাবে "প্রভুর আগমনের পূর্বে " প্রেরিত যোহন (এলিয়) একটু আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন খ্রীষ্টের জন্য একজন ঘোষক হিসেবে কাজ করার জন্য। একজন স্বর্গদূত পিতা জাকারিয়ার কাছে আবির্ভূত হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তার আসন্ন পুত্র যোহন আর কেউ হবেন না বরং এলিয়াহ (ইলিয়াস) হবেন।

"কিন্তু দ্য ফেরেশতা বলেন প্রতি তাকে , ভয় না , জাকারিয়াস : জন্য তোমার প্রার্থনা হল শুনেছি ; এবং তোমার স্ত্রী এলিজাবেথ

[illegible]

[illegible] **35-4** [illegible] , [illegible] [illegible] [illegible]

মহাশয় , একজন আদর্শ গৃহস্থ হিসেবে নীরবে জীবনযাপন করে , তাঁর সহজাত মহিমা গোপন করতে পারেননি। ধীরে ধীরে , ভারতের প্রতিটি প্রান্ত থেকে , ভক্ত -মৌমাছিরা মুক্ত প্রভুর ঐশ্বরিক অমৃতের সন্ধান করতে শুরু করে।

ইংরেজ অফিস সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তার কর্মচারীর মধ্যে এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন , যাকে তিনি স্নেহের সাথে "এক্সট্যাটিক বাবু " বলে ডাকতেন।

"মহাশয় , আপনি দুঃখিত দেখাচ্ছে। সমস্যাটা কী ?" লাহিড়ী মহাশয় একদিন সকালে তার নিয়োগকর্তার কাছে এই সহানুভূতিশীল প্রশ্নটি করেছিলেন।

"আমার স্ত্রী ভিতরে ইংল্যান্ড হল সমালোচনামূলকভাবে অসুস্থ। আমি আমি ছিঁড়ে যাওয়া দ্বারা উদ্বেগ। "

"আমি তোমাকে তার সম্পর্কে কিছু বলব।" লাহিড়ী মহাশয় ঘর থেকে বেরিয়ে একটি নির্জন স্থানে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। ফিরে এসে তিনি সান্ত্বনামূলক হেসে বললেন।

"তোমার স্ত্রীর অবস্থা ভালো হচ্ছে ; সে এখন তোমাকে চিঠি লিখছে।" সর্বজ্ঞ যোগী চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেন।

"উচ্ছ্বসিত বাবু , আমি ইতিমধ্যেই জানি যে তুমি কোন সাধারণ মানুষ নও। তবুও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে , ইচ্ছা করলেই তুমি সময় এবং স্থানকে তাড়িয়ে দিতে পারো!"

অবশেষে প্রতিশ্রুত চিঠিটি এসে পৌঁছালো। অবাক সুপারিনটেনডেন্ট দেখতে পেলেন যে এতে কেবল তার স্ত্রীর আরোগ্যের সুসংবাদই ছিল না , বরং সেই একই বাক্যাংশও ছিল যা কয়েক সপ্তাহ আগে লাহিড়ী মহাশয় পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

স্ত্রী কয়েক মাস পর ভারতে আসেন। তিনি অফিসে যান , যেখানে লাহিড়ী মহাশয় চুপচাপ তার ডেস্কে বসে ছিলেন। মহিলাটি শ্রদ্ধার সাথে তার কাছে যান।

"মহাশয় ," সে বলল, "কয়েক মাস আগে লন্ডনে আমার অসুস্থ শয্যায় বসে আমি আপনার রূপ , মহিমান্বিত আলোয় আলোকিত, যা আমি দেখেছিলাম। সেই মুহূর্তে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম ! এর কিছুক্ষণ পরেই , আমি দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করে ভারতে পৌঁছাতে সক্ষম হলাম। "

ক্রিয়া দীক্ষার জন্য মহান গুরুর কাছে প্রার্থনা করতেন । এই আধ্যাত্মিক কর্তব্য এবং তাঁর ব্যবসায়িক ও পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি , মহান গুরু শিক্ষার প্রতিও উৎসাহী ছিলেন। তিনি অনেক অধ্যয়ন গোষ্ঠী সংগঠিত করেছিলেন এবং বেনারসের বাঙ্গালিটোলা অংশে একটি বৃহৎ উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। শাস্ত্রের উপর তাঁর নিয়মিত বক্তৃতাগুলি তাঁর " গীতা সমাবেশ " নামে পরিচিত হয়ে ওঠে , যেখানে অনেক সত্য -সন্ধানী আগ্রহের সাথে উপস্থিত থাকতেন।

এই বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে , লাহিড়ী মহাশয় এই সাধারণ চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে চেয়েছিলেন : "ব্যবসায়িক এবং সামাজিক কর্তব্য পালনের পর , ভক্তিমূলক ধ্যানের সময় কোথায় ?" মহান গৃহস্থ -গুরুর সুরেলা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন হাজার হাজার প্রশ্নবিদ্ধ হৃদয়ের নীরব অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র একটি শালীন বেতন , মিতব্যয়ী , অহংকারী , সকলের জন্য সহজলভ্য , গুরু স্বাভাবিকভাবে এবং আনন্দের সাথে পার্থিব জীবনের পথে এগিয়ে যান।

যদিও লাহিড়ী মহাশয় পরমেশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন , তবুও তিনি সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন , তাদের বিভিন্ন গুণাবলী নির্বিশেষে। যখন তাঁর ভক্তরা তাঁকে প্রণাম করতেন , তখন তিনি তাদের সামনে মাথা নত করতেন। শিশুসুলভ নম্রতার সাথে , গুরু প্রায়শই অন্যদের পা স্পর্শ করতেন , কিন্তু খুব কমই তাদেরকে একই রকম সম্মান প্রদর্শন করতে দিতেন , যদিও গুরুর প্রতি এই ধরনের শ্রদ্ধা একটি প্রাচীন প্রাচ্যের রীতি। কাস্টম।

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সকলের জন্য ক্রিয়া দীক্ষার দান। বিশ্বাস। কেবল হিন্দুরাই নয় , মুসলিম ও খ্রিস্টানরাও তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন। একত্ববাদী এবং দ্বৈতবাদী , সকল ধর্মের বা প্রতিষ্ঠিত

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

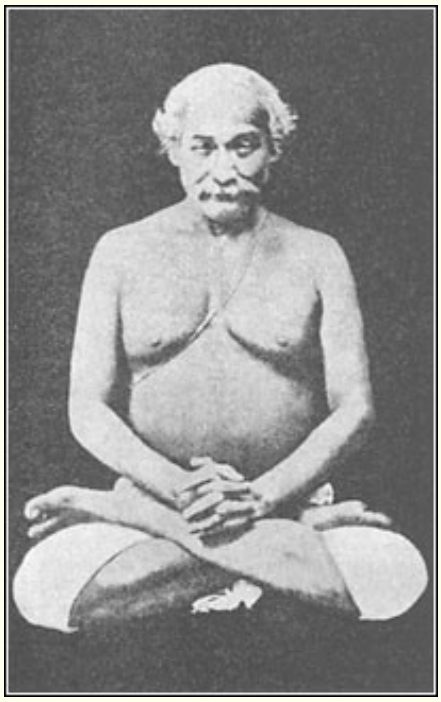

লাহিড়ি মহাশয়
শিষ্য এর বাবাজি

এবং গুরু এর শ্রী যুক্তেশ্বর

একদিন একদল শিষ্যের সামনে, যারা ভগবদগীতার ব্যাখ্যা শুনছিলেন, তাঁর সর্বব্যাপী উপস্থিতি প্রদর্শিত হয়েছিল। তিনি যখন সমস্ত স্পন্দনশীল সৃষ্টিতে কুটস্থ চৈতন্য বা খ্রীষ্ট চেতনার অর্থ ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে বললেন:

"আমি আমি ডুবে যাওয়া ভিতরে দ্য দেহ এর অনেক আত্মা বন্ধ দ্য উপকূল এর জাপান!"

পরের দিন সকালে চেলারা একটি সংবাদপত্রে পড়েন যেখানে আগের দিন জাপানের কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়া অনেক লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

লাহিড়ী মহাশয়ের দূরবর্তী শিষ্যদের প্রায়শই তাঁর আচ্ছন্ন উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হত। "যারা ক্রিয়া অনুশীলন করে আমি সর্বদা তাদের সাথে আছি," তিনি চেলাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যারা তাঁর কাছে থাকতে পারেনি। "আমি তোমাদের বিস্তৃত উপলব্ধির মাধ্যমে মহাজাগতিক গৃহে পরিচালিত করব।"

স্বামী সত্যানন্দকে একজন ভক্ত বলেছিলেন যে, বেনারসে যেতে না পেরে, তিনি স্বপ্নে সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া দীক্ষা লাভ করেছেন। লাহিড়ী মহাশয় তাঁর প্রার্থনার উত্তরে চেলাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন।

যদি কোন শিষ্য তার পার্থিব কোন কর্তব্য অবহেলা করতেন, তাহলে গুরু তাকে আস্তে আস্তে সংশোধন করতেন এবং শাসন করতেন।

"লাহিড়ী মহাশয়ের কথা ছিল মৃদু এবং আরোগ্যকারী, এমনকি যখন তাকে একজন চেলার দোষ সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে বাধ্য করা হয়েছিল," শ্রী যুক্তেশ্বর একবার

আমাকে বলেছিলেন। তিনি দুঃখের সাথে আরও যোগ করেছিলেন , "আমাদের গুরুর বকাঝকা থেকে কোনও শিষ্য কখনও পালিয়ে যায়নি। " আমি হাসি থামাতে পারিনি , কিন্তু আমি সত্যই শ্রী যুক্তেশ্বরকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে , তীক্ষ্ণ বা

না , তার প্রতি শব্দ ছিল সঙ্গীত থেকে আমার কান।

লাহিড়ী মহাশয় সাবধানতার সাথে ক্রিয়াকে চারটি প্রগতিশীল দীক্ষায় ভাগ করেছিলেন।[৩৫-১৫] ভক্তের সুনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক অগ্রগতি প্রকাশের পরই তিনি তিনটি উচ্চতর কৌশল প্রদান করেন। একদিন একজন চেলা, যিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তার মূল্য যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না, তিনি তার পক্ষে কণ্ঠস্বর দিলেন অসন্তোষ।

"গুরু," সে বললেন, "নিশ্চয়ই আমি আমি প্রস্তুত এখন জন্য দ্য দ্বিতীয় দীক্ষা।"

এই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল একজন বিনয়ী শিষ্য্যা, বৃন্দা ভগতকে, যিনি ছিলেন বেনারসের একজন ডাকপিয়ন।

"ব্রিন্ডা, আমার পাশে এখানে বসো।" মহান গুরু তার দিকে স্নেহের সাথে হাসলেন। "আমাকে বলো, তুমি কি ক্রিয়া - এর দ্বিতীয় কৌশলের জন্য প্রস্তুত ?"

ছোট্ট ডাকপিয়নটি হাত জোড় করে প্রার্থনা করল। "গুরুদেব," সে আতঙ্কিত স্বরে বলল, "আর দীক্ষা নেওয়ার দরকার নেই, দয়া করে ! আমি কীভাবে উচ্চতর শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারি ? আজ আমি আপনার আশীর্বাদ চাইতে এসেছি, কারণ প্রথম ঐশ্বরিক ক্রিয়া আমাকে এমন নেশায় ভরে দিয়েছে যে আমি আমার চিঠিগুলো পৌঁছে দিতে পারছি না !"

"বৃন্দা ইতিমধ্যেই আত্মার সমুদ্রে সাঁতার কাটছে।" লাহিড়ী মহাশয়ের এই কথা শুনে, তার অন্য শিষ্য মাথা নিচু করে ফেললেন।

"গুরু," সে বললেন, "আমি দেখা আমি আছে হয়েছে ক দরিদ্র কর্মী, খোঁজা দোষ সঙ্গে আমার সরঞ্জাম।"

ডাকপিয়ন, যিনি একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, পরবর্তীতে ক্রিয়ার মাধ্যমে তার অন্তর্দৃষ্টি এতটাই বিকশিত করেছিলেন যে পণ্ডিতরা মাঝে মাঝে শাস্ত্রীয় বিষয়গুলির উপর তার ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। পাপ এবং বাক্য গঠন উভয় ক্ষেত্রেই নির্দোষ, ছোট্ট বৃন্দা বিদ্বান পণ্ডিতদের কাছে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের অসংখ্য বেনারস শিষ্য ছাড়াও, ভারতের দূর-দূরান্ত থেকে শত শত লোক তাঁর কাছে আসতেন। তিনি নিজেও বেশ কয়েকবার বাংলায় ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁর দুই ছেলের শ্বশুরবাড়িতেও গিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর উপস্থিতির আশীর্বাদে, বাংলা ছোট ছোট ক্রিয়াদলের মধুচক্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কৃষ্ণনগর এবং বিষ্ণুপুর জেলায়, আজও অনেক নীরব ভক্ত আধ্যাত্মিক ধ্যানের অদৃশ্য স্রোতকে প্রবাহিত করে চলেছেন।

ক্রিয়া গ্রহণকারী অনেক সাধুর মধ্যে বেনারসের প্রসিদ্ধ স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী এবং উচ্চ মর্যাদার দেওগড়ের তপস্বী বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছু সময়ের জন্য লাহিড়ী মহাশয় বেনারসের মহারাজা ঈশ্বরী নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের পুত্রের ব্যক্তিগত শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। গুরুর আধ্যাত্মিক অর্জনকে স্বীকৃতি দিয়ে, মহারাজা এবং তার পুত্র উভয়েই ক্রিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যেমন মহারাজা জোতিন্দ্র মোহন ঠাকুরও করেছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের প্রভাবশালী জাগতিক অবস্থানের অধিকারী বেশ কয়েকজন শিষ্য প্রচারের মাধ্যমে ক্রিয়া বৃত্ত সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী ছিলেন। গুরু তাঁর অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেন। বেনারসের রাজার রাজকীয় চিকিৎসক , একজন চেলা, গুরুর নাম "কাশী বাবা " (বেনারসের মহিমান্বিত) হিসাবে প্রচারের জন্য একটি সংগঠিত প্রচেষ্টা শুরু করেন। [৩৫-১৬] আবার গুরু নিষেধ করলেন।

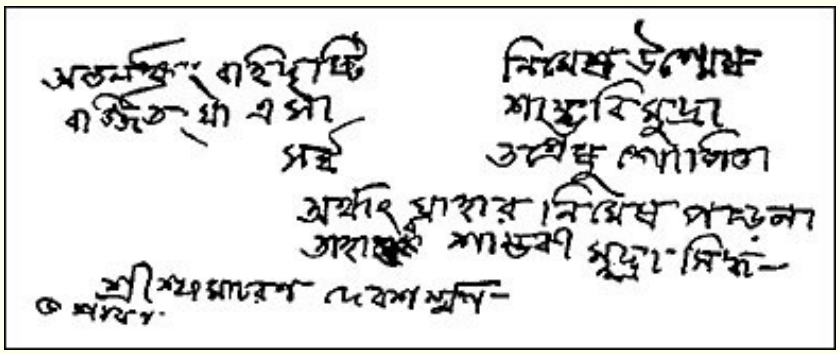

ক্রিয়া ফুলের সুবাস স্বাভাবিকভাবেই ছড়িয়ে পড়ুক , কোনও প্রদর্শন ছাড়াই ," তিনি বললেন। "এর বীজ আধ্যাত্মিকভাবে উর্বর হৃদয়ের মাটিতে শিকড় গাড়বে। "

যদিও মহান গুরু আধুনিক কোনও সংগঠনের মাধ্যমে বা ছাপাখানার মাধ্যমে প্রচারের পদ্ধতি গ্রহণ করেননি , তবুও তিনি জানতেন যে তাঁর বার্তার শক্তি এক অপ্রতিরোধ্য বন্যার মতো উঠে আসবে , যা তার নিজস্ব শক্তিতে মানুষের মনের তীরগুলিকে প্লাবিত করবে। ভক্তদের পরিবর্তিত এবং পবিত্র জীবন ছিল ক্রিয়ার অমর প্রাণশক্তির সহজ গ্যারান্টি ।

ভিতরে ১৮৮৬ , পঁচিশ বছর পরে তার রানিক্ষেত দীক্ষা , লাহিড়ী মহাশয় ছিল অবসরপ্রাপ্ত উপর ক পেনশন।

[৩৫-১৭] দিনের বেলায় তাঁর উপস্থিতির কারণে , শিষ্যদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহান গুরু এখন বেশিরভাগ সময় নীরবে বসে থাকতেন , শান্ত পদ্মের ভঙ্গিতে। তিনি খুব কমই তাঁর ছোট্ট কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেন , এমনকি হাঁটার জন্য বা বাড়ির অন্য অংশে ঘুরতেও। গুরু দর্শনের জন্য (পবিত্র দর্শনের জন্য) প্রায় অবিরাম চেলাদের একটি শান্ত স্রোত আসত।

সকল দর্শকের বিস্ময়ের উদ্রেক করে লাহিড়ী মহাশয়ের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থা শ্বাসকষ্ট , অনিদ্রা , নাড়ি ও হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়া , ঘন্টার পর ঘন্টা অদৃশ্য শান্ত চোখ এবং প্রশান্তির এক গভীর আভা প্রদর্শন করেছিল। কোনও দর্শনার্থী আত্মার উচ্ছ্বাস ছাড়া চলে যেতেন না ; সকলেই জানতেন যে তারা একজন সত্যিকারের ঈশ্বরের লোকের নীরব আশীর্বাদ পেয়েছেন।

গুরু এবার তাঁর শিষ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্যকে কলকাতায় একটি "আর্য মিশন প্রতিষ্ঠান " খোলার অনুমতি দিলেন। এখানে সাধু শিষ্য ক্রিয়া যোগের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং জনসাধারণের উপকারের জন্য কিছু যোগিক ভেষজ প্রস্তুত করেছিলেন। [৩৫-১৮] ওষুধগুলো।

প্রাচীন রীতি অনুসারে , গুরু সাধারণ মানুষকে একটি নিম [৩৫-১৯] বিভিন্ন রোগের নিরাময়ের জন্য তেল। গুরু যখন একজন শিষ্যকে তেলটি পাতন করার জন্য অনুরোধ করতেন , তখন তিনি সহজেই কাজটি সম্পন্ন করতে পারতেন। অন্য কেউ যদি চেষ্টা করতেন , তবে তিনি অদ্ভুত সমস্যার সম্মুখীন হতেন , কারণ প্রয়োজনীয় পাতন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরেও ঔষধি তেলটি প্রায় বাষ্পীভূত হয়ে গিয়েছিল।
স্পষ্টতই দ্য মাস্টার্স আশীর্বাদ ছিল ক প্রয়োজনীয় উপাদান।

অন্তর্লক্ষং বহির্দৃষ্টি নিমেষ উন্মেষ
বর্জিতা যা এসা শাম্ভবি মুদ্রা
সর্ব্ব তন্ত্রেষু গোপিতা
অর্থাৎ যাহার। নিমেষ পড়েনা
তাহাকে শাম্ভবী মুদ্রা সিদ্ধ—
শ্রী শ্যামাচরণ দেবশর্ম্মণ—
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

যুক্তিবাদীরা সর্বদা এই সত্যগুলি পুনরাবিষ্কার করবে ; যোগের সমস্ত পবিত্র গ্রন্থ ধ্বংস করে ফেলুন , যখনই একজন প্রকৃত যোগী আবির্ভূত হবেন যিনি নিজের মধ্যে বিশুদ্ধ ভক্তি এবং ফলস্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান ধারণ করবেন , তখনই এর মৌলিক নিয়মগুলি বেরিয়ে আসবে।"

ঠিক যেমন বাবাজী হলেন শ্রেষ্ঠ অবতারদের মধ্যে একজন , একজন মহাবতার , এবং শ্রী যুক্তেশ্বর হলেন জ্ঞানাবতার বা জ্ঞানের অবতার , তেমনি লাহিড়ী মহাশয়কে যুক্তিসঙ্গতভাবে যোগাবতার বা যোগের অবতার বলা যেতে পারে। গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় গুণের মানদণ্ডে , তিনি সমাজের আধ্যাত্মিক স্তরকে উন্নত করেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের খ্রিস্টের মতো মর্যাদায় উন্নীত করার ক্ষমতা এবং জনসাধারণের মধ্যে সত্যের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে , লাহিড়ী মহাশয় মানবজাতির ত্রাণকর্তাদের মধ্যে স্থান পান।

একজন নবী হিসেবে তাঁর অনন্যতা নিহিত রয়েছে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি , ক্রিয়া , এর উপর তাঁর ব্যবহারিক জোরের মধ্যে , যা প্রথমবারের মতো সকল মানুষের জন্য যোগ স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করে। তাঁর নিজের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি ছাড়াও , যোগাবতার অবশ্যই যোগের প্রাচীন জটিলতাগুলিকে হ্রাস করে সমস্ত বিস্ময়ের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। একটি কার্যকর সরলতা যা সাধারণের বোধগম্যতার বাইরে নয়।

অলৌকিক ঘটনা প্রসঙ্গে লাহিড়ী মহাশয় প্রায়শই বলতেন , "যেসব সূক্ষ্ম আইন সাধারণ মানুষের অজানা , সেগুলোর কার্যকারিতা যথাযথ বৈষম্য ছাড়াই প্রকাশ্যে আলোচনা বা প্রকাশ করা উচিত নয়। " যদি এই পৃষ্ঠাগুলিতে আমি তাঁর সতর্কীকরণমূলক কথাগুলিকে অমান্য করে থাকি , তবে এর কারণ হল তিনি আমাকে একটি অন্তর্নিহিত আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়াও , বাবাজি , লাহিড়ী মহাশয় এবং শ্রীযুক্তেশ্বরের জীবন লিপিবদ্ধ করার সময় , আমি অনেক সত্য অলৌকিক গল্প বাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছি , যেগুলি সূক্ষ্ম দর্শনের একটি ব্যাখ্যামূলক খণ্ড না লিখে অন্তর্ভুক্ত করা খুব কমই সম্ভব হত।

নতুন মানুষের জন্য নতুন আশা ! "ঐশ্বরিক মিলন ," যোগাবতার ঘোষণা করেছিলেন , "স্ব - প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব , এবং হল না নির্ভরশীল উপর ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাস অথবা উপর দ্য স্বেচ্ছাচারী ইচ্ছাশক্তি এর ক মহাজাগতিক একনায়ক। "

ক্রিয়া চাবি ব্যবহারের মাধ্যমে , যারা কোনও মানুষের দেবত্বে বিশ্বাস করতে পারে না , তারা অবশেষে তাদের নিজের পূর্ণ দেবত্ব দেখতে পাবে।

35-1 : ম্যাথু ৩ :১৫।

35-2 : বাইবেলের অনেক অনুচ্ছেদ প্রকাশ করে যে পুনর্জন্মের আইন বোঝা এবং গৃহীত হয়েছিল। পুনর্জন্ম চক্র হল বিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থার জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা যেখানে মানবজাতি পাওয়া যায় , সাধারণ পশ্চিমা তত্ত্বের চেয়ে যা ধরে নেয় যে কিছু (অহংকারের চেতনা) শূন্য থেকে এসেছে , বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এর কাম জন্য ত্রিশ অথবা নব্বই বছর , এবং তারপর ফিরে এসেছে থেকে দ্য আসল শূন্য। দ্য অকল্পনীয় প্রকৃতি এর যেমন মধ্যযুগীয় স্কুলম্যানের হৃদয়কে আনন্দিত করার জন্য শূন্যতা একটি সমস্যা।

35-3 : মালাখি ৪ :৫।

35-4 : "আগে তাকে," অর্থাৎ , "আগে

দ্য প্রভু। " ৩৫-৫: লূক ১ :১৩-

১৭।

৩৫-৬: ম্যাথু ১৭ :১২- ১৩।

৩৫-৭: ম্যাথু ১১ :১৩-১৪ ।

৩৫-৮: জন ১:২১।

৩৫-৯: ॥ রাজারা ২ :৯-১৪ ।

35-10 : ম্যাথু ১৭ :৩.

35-11 : ম্যাথু ২৭ :৪৬- ৪৯।

35-12 : "কিভাবে অনেক প্রকার এর মৃত্যু হয় ভিতরে আমাদের মৃতদেহ ! কিছুই না হল তাতে কিন্তু মৃত্যু। " -মার্টিন লুথার , ভিতরে "টেবিল আলোচনা। "

35-13 : দ্য প্রধান প্রার্থনা এর দ্য মুসলিম , সাধারণত পুনরাবৃত্তি চার অথবা পাঁচ বার প্রতিদিন।

35-14 : "অনুসন্ধান করুন সত্য ভিতরে ধ্যান , না ভিতরে ছাঁচে পড়া বই। দেখুন ভিতরে দ্য আকাশ থেকে খুঁজে বের করা দ্য চাঁদ , না ভিতরে দ্য "পুকুর। " - ফার্সি প্রবাদ।

35-15 : যেমন ক্রিয়া যোগব্যায়াম হল সক্ষম এর অনেক উপবিভাগ , লাহিড়ী মহাশয় বিজ্ঞতার সাথে ছাঁটাই করা বাইরে চার ধাপ কোনটি সে চিহ্নিত যেগুলোতে অপরিহার্য মজ্জা থাকে এবং যা বাস্তব অনুশীলনে সর্বোচ্চ মূল্যবান ছিল।

35-16 : অন্যান্য শিরোনাম দান করা উপর লাহিড়ী মহাশয় দ্বারা তার শিষ্য ছিল যোগীবার (সর্বশ্রেষ্ঠ এর যোগী), যোগীরাজ (রাজা এর যোগী), এবং মুনিবর (সন্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ), যার সাথে আমি যোগাবতার (যোগের অবতার) যোগ করেছি।

35-17 : তিনি ছিল দেওয়া , সব মিলিয়ে , পঁয়ত্রিশ বছর এর সেবা ভিতরে এক বিভাগ এর দ্য সরকার।

35-18 : প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে প্রচুর ভেষজ জ্ঞান পাওয়া যায়। হিমালয়ের ভেষজ পুনরুজ্জীবন চিকিৎসায় ব্যবহৃত হত যা ১৯৩৮ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উপর এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সময় বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৭৭ বছর বয়সী উপাচার্য এর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। থেকে ক অসাধারণ ব্যাপ্তি , দ্য উল্লেখিত পণ্ডিত ফিরে পাওয়া ৪৫ দিনের মধ্যে তার স্বাস্থ্য , শক্তি , স্মৃতিশক্তি , স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ; তৃতীয় জোড়া দাঁতের লক্ষণ দেখা গেল, এবং সমস্ত বলিরেখা অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্য ভেষজ চিকিৎসা , পরিচিত যেমন কায়া কল্পা , হল এক এর ৮০ নবজীবন পদ্ধতি রূপরেখাযুক্ত ভিতরে হিন্দু আয়ুর্বেদ অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞান। পণ্ডিত মালব্য শ্রী কল্পাচার্য স্বামী বেশুন্ডাজীর হাতে চিকিৎসা করিয়েছিলেন , যিনি দাবি করেন যে ১৭৬৬ সাল তাঁর জন্ম সাল। তাঁর কাছে ১০০ বছরেরও বেশি বয়সের প্রমাণ রয়েছে ; অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিকরা মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর বয়স প্রায় ৪০ বছর।

প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থগুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ৮টি শাখায় বিভক্ত করেছে : শল্য (শল্যচিকিৎসা); শল্য (ঘাড়ের উপরের রোগ); কায়াচিকিৎস (ওষুধ সঠিক); ভূতবিদ্যা (মানসিক রোগ); কৌমারা (যত্ন এর শৈশবকাল); আগাদা (বিষবিদ্যা); রসায়ন (দীর্ঘায়ু); বাঘিকরণ (টনিক)। বৈদিক চিকিৎসকরা সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের যন্ত্র ব্যবহার করতেন, প্লাস্টিক সার্জারি ব্যবহার করতেন , বুঝতেন চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে প্রতিহত করা দ্য প্রভাব এর বিষ গ্যাস , সম্পাদিত সিজারিয়ান বিভাগ এবং মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচার , ওষুধের গতিশীলকরণে দক্ষ ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর বিখ্যাত চিকিৎসক হিপোক্রেটিস তাঁর ঔষধের বেশিরভাগ উপাদান হিন্দু উৎস থেকে ধার করেছিলেন।

35-19 : [illegible]

35-20 : "[illegible]" [illegible]

35-21 : [illegible] ..... [illegible]

অধ্যায় : ৩৬

বাবাজির আগ্রহ ভিতরে দ্য পশ্চিম

"গুরু , করেছিল তুমি কখনও দেখা করা বাবাজি ?"

শ্রীরামপুরে গ্রীষ্মের এক শান্ত রাত ছিল ; আশ্রমের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় শ্রীযুক্তেশ্বরের পাশে বসে থাকাকালীন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃহৎ তারাগুলি আমাদের মাথার উপর দিয়ে ঝলমল করছিল।

"হ্যাঁ।" আমার সরাসরি প্রশ্নে গুরু মুচকি হাসলেন ; তাঁর চোখ শ্রদ্ধায় জ্বলজ্বল করে উঠল। "তিনবার আমি অমর গুরুর দর্শন লাভ করে ধন্য হয়েছি। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল এলাহাবাদে একটি কুম্ভমেলায়।"

অনাদিকাল থেকে ভারতে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় মেলাগুলি কুম্ভমেলা নামে পরিচিত ; তারা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যগুলিকে সর্বদা জনতার দৃষ্টিতে রেখে এসেছে। প্রতি ছয় বছরে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা হাজার হাজার সাধু , যোগী, স্বামী এবং সকল ধরণের তপস্বীদের সাথে দেখা করতে সমবেত হন। অনেকেই এমন সন্ন্যাসীরা যারা মেলায় যোগদান এবং পার্থিব পুরুষ ও মহিলাদের উপর তাদের আশীর্বাদ বর্ষণ ছাড়া কখনও তাদের নির্জন আবাসস্থল ত্যাগ করেন না।

"বাবাজির সাথে দেখা হওয়ার সময় আমি স্বামী ছিলাম না ," শ্রী যুক্তেশ্বর আরও বলেন। "কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে ক্রিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাকে ১৮৯৪ সালের জানুয়ারিতে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মেলায় যোগদানের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এটি ছিল আমার প্রথম কুম্ভের অভিজ্ঞতা ; জনতার কোলাহল এবং ঢেউয়ে আমি কিছুটা হতবাক হয়ে গেলাম। চারপাশে আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমি কোনও গুরুর আলোকিত মুখ দেখতে পেলাম না। গঙ্গার তীরে একটি সেতু পার হওয়ার সময় , আমি একজন পরিচিত ব্যক্তিকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম , তার ভিক্ষার পাত্রটি প্রসারিত ছিল।

"'ওহ, এই মেলা তো কোলাহল আর ভিক্ষুকের বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই নয় ,' আমি মোহভঙ্গ হয়ে ভাবলাম। 'আমি ভাবছি যে পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা , যারা ধৈর্য ধরে মানবজাতির ব্যবহারিক কল্যাণের জন্য জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত করছেন , তারা কি ঈশ্বরের কাছে এই অলসদের চেয়ে বেশি খুশি নন যারা ধর্মের দাবি করে কিন্তু ভিক্ষায় মনোনিবেশ করে?'

"সমাজ সংস্কারের উপর আমার জ্বলন্ত চিন্তাভাবনা থামিয়ে দিল একজন লম্বা সন্ন্যাসী , যিনি আমার সামনে এসে থামলেন।

"'মহাশয় ,' সে বলল, 'একজন সাধু

আপনাকে ডাকছেন।' "'সে কে?'"

"'এসো এবং দেখা জন্য তুমি নিজেই।

"ইতস্তত করে অনুসরণ করা এই সংক্ষিপ্ত পরামর্শ , আমি শীঘ্রই পাওয়া গেছে আমি নিজেই কাছাকাছি ক গাছ কার শাখা ছিল

[illegible]

"'[illegible],' [illegible]

[illegible]" "'[illegible],' [illegible]

[illegible], '[illegible]

"[illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

"'[illegible]' [illegible] '[illegible] [illegible]' [illegible] [illegible]

"'[illegible] [illegible] [illegible] [

"আমি বিনীতভাবে বিদায় জানানোর পর , সাধু মৃদু হেসে বললেন। 'তোমার বইটি শেষ হলে , আমি তোমাকে দেখতে যাব ,' তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। 'আজকের জন্য বিদায়। '

কুম্ভমেলায় সেই অসাধারণ সাধুর গল্পটি সবার সামনে তুলে ধরি । "

"'ওহ, তুমি কি তাকে চিনতে পারোনি ?' লাহিড়ী মহাশয়ের চোখ হাসিতে নাচছিল। 'আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি পারোনি , কারণ সে তোমাকে বাধা দিয়েছে। তিনি আমার অতুলনীয় গুরু , স্বর্গীয় বাবাজি !'

"'বাবাজি !' আমি অবাক হয়ে আবার বললাম। 'যোগী-খ্রিস্ট বাবাজি ! অদৃশ্য -দৃশ্যমান ত্রাণকর্তা বাবাজি ! ওহ, যদি আমি কেবল অতীতের কথা স্মরণ করতে পারতাম এবং আবারও তাঁর উপস্থিতিতে থাকতে পারতাম , তাঁর পদ্মের প্রতি আমার ভক্তি প্রকাশ করতে পারতাম। পা !

"'কখনই না মন,' লাহিড়ী মহাশয় বলেন সান্ত্বনামূলকভাবে। 'সে আছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে দেখা তুমি আবার।

"'গুরুদেব , দিব্য গুরু আমাকে তোমাকে একটা বার্তা দিতে বলেছেন। 'লাহিড়ীকে বলো ,' তিনি বললেন , 'এই জীবনের সঞ্চিত শক্তি এখন শেষ হয়ে আসছে ; এটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। '

"এই রহস্যময় কথাগুলো বলার সাথে সাথে লাহিড়ী মহাশয়ের দেহটি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে তার চারপাশের সবকিছু নীরব হয়ে গেল ; তার হাসিমুখ অবিশ্বাস্যভাবে কঠোর হয়ে উঠল। কাঠের মূর্তির মতো , তার আসনে বিষণ্ণ এবং অচল , তার দেহ রঙহীন হয়ে গেল। আমি ভীত ও হতবাক হয়ে গেলাম। জীবনে কখনও এই আনন্দিত আত্মাকে এত ভয়াবহ গম্ভীরতা প্রকাশ করতে দেখিনি। উপস্থিত অন্যান্য শিষ্যরা ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

"তিন ঘন্টা সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে কেটে গেল। তারপর লাহিড়ী মহাশয় তার স্বাভাবিক , প্রফুল্ল আচরণ পুনরায় শুরু করলেন এবং প্রতিটি চেলার সাথে স্নেহের সাথে কথা বললেন। সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। "

"আমার গুরুর প্রতিক্রিয়া দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে বাবাজির বার্তা ছিল একটি স্পষ্ট সংকেত যা লাহিড়ী মহাশয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দেহ শীঘ্রই অক্ষত হয়ে যাবে। তাঁর অসাধারণ নীরবতা প্রমাণ করেছিল যে আমার গুরু তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন , বস্তুজগতের প্রতি তাঁর আসক্তির শেষ রজ্জুটি কেটে ফেলেছিলেন এবং আত্মায় তাঁর চিরজীবী পরিচয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বাবাজির মন্তব্য ছিল তাঁর বলার ধরণ : 'আমি সর্বদা তোমার সাথে থাকব। '

"যদিও বাবাজি এবং লাহিড়ী মহাশয় সর্বজ্ঞ ছিলেন এবং আমার বা অন্য কোনও মধ্যস্থতার মাধ্যমে তাদের একে অপরের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন ছিল না , তবুও মহাপুরুষরা প্রায়শই মানব নাটকে ভূমিকা পালন করতে আত্মসমর্পণ করেন। মাঝে মাঝে তারা তাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সাধারণ উপায়ে বার্তাবাহকদের মাধ্যমে প্রেরণ করেন, যাতে তাদের কথার চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা পরবর্তীতে গল্পটি শিখতে পারে এমন বিস্তৃত মানুষের মধ্যে আরও বেশি ঐশ্বরিক বিশ্বাস জাগ্রত করতে পারে। "

"আমি শীঘ্রই বেনারস ত্যাগ করলাম এবং বাবাজির অনুরোধে শ্রীরামপুরে শাস্ত্রীয় লেখার কাজ শুরু করলাম ," শ্রী যুক্তেশ্বর আরও বললেন। "আমি আমার কাজ শুরু করার সাথে সাথেই অমর গুরুকে উৎসর্গীকৃত একটি কবিতা রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার কলম থেকে সুরেলা পংক্তিগুলি অনায়াসে প্রবাহিত হচ্ছিল , যদিও এর আগে কখনও আমি

[illegible]"

"[illegible] [illegible] [illegible] [

"[illegible] [illegible] [illegible] [

[[[[[[[[[[[]'

"'[[[[[[, [[[[[[[[[[[[[[?' [[[[[[[[[[[[[[[['[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[['

"'[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[' [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[['[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[['

"এই অকপট ব্যাখ্যায় আমি তাৎক্ষণিকভাবে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। আমি তাঁর পায়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম ; পরমেশ্বর গুরু আমার কাঁধে সদয়ভাবে হাত বুলিয়ে দিলেন। "

"'বাচ্চা , তোমাকে আরও ধ্যান করতে হবে ,' তিনি বললেন। 'তোমার দৃষ্টি এখনও নিখুঁত হয়নি - তুমি আমাকে সূর্যের আলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখতে পাওনি। ' স্বর্গীয় বাঁশির কণ্ঠে এই কথাগুলি বলতে বলতে বাবাজি লুকানো দীপ্তিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

"আমার গুরুকে দেখার জন্য বেনারসে এটাই ছিল আমার শেষ ভ্রমণ ," শ্রী যুক্তেশ্বর উপসংহারে বললেন। "কুম্ভমেলায় বাবাজি যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন , লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহস্থ -অবতার শেষের দিকে। ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মে তাঁর দৃঢ় দেহে পিঠে একটি ছোট ফোঁড়া তৈরি হয়েছিল। তিনি ল্যান্সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন ; তিনি তাঁর কিছু শিষ্যের মন্দ কর্ম নিজের শরীরে তৈরি করছিলেন। অবশেষে কয়েকজন চেলা খুব জেদী হয়ে উঠলেন ; গুরু রহস্যময়ভাবে উত্তর দিলেন :

"'দ্য শরীর আছে থেকে খুঁজে বের করা ক কারণ থেকে যাও ; আমি ইচ্ছাশক্তি থাকা সম্মত থেকে যাই হোক না কেন তুমি চাই থেকে করো।

"কিছুক্ষণ পরেই অতুলনীয় গুরু বেনারসে তাঁর দেহত্যাগ করলেন। আর তাঁর ছোট্ট পার্লারে তাঁকে খুঁজতে হবে না ; তাঁর সর্বব্যাপী নির্দেশনায় আমি আমার জীবনের প্রতিটি দিনকে ধন্য মনে করি। "

বহু বছর পর , স্বামী কেশবানন্দের মুখ থেকে ,[৩৬-৬] একজন উন্নত শিষ্য হিসেবে , আমি লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যু সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর বিবরণ শুনেছি।

"আমার গুরু দেহত্যাগ করার কয়েকদিন আগে ," কেশবানন্দ আমাকে বলেছিলেন , "আমি যখন হরিদ্বারে আমার আশ্রমে বসেছিলাম , তখন তিনি আমার সামনে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

"'এসো এ একবার থেকে বেনারস। সঙ্গে এইগুলো শব্দ লাহিড়ী মহাশয় অদৃশ্য হয়ে গেল।

"আমি তৎক্ষণাৎ বেনারসের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ নিলাম। আমার গুরুর বাড়িতে আমি অনেক শিষ্যকে জড়ো হতে দেখলাম। সেদিন ঘন্টার পর ঘন্টা [৩৬-৭] গুরু গীতা ব্যাখ্যা করলেন ; তারপর তিনি আমাদের সহজভাবে সম্বোধন করলেন।

"'আমি আমি যাচ্ছে বাড়ি।

"কাঁদো এর যন্ত্রণা ভাঙা বাইরে মত একটি অপ্রতিরোধ্য টরেন্ট।

"'সান্ত্বনা পাও ; আমি আবার উঠবো।' এই উচ্চারণের পর লাহিড়ী মহাশয় তিনবার তাঁর দেহকে একটি বৃত্তে ঘুরিয়েছিলেন , পদ্মভঙ্গিতে উত্তর দিকে মুখ করে মহিমান্বিতভাবে চূড়ান্ত মহাসমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন । [36-8]

"লাহিড়ী মহাশয়ের সুন্দর দেহ , ভক্তদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় , অত্যন্ত গম্ভীরভাবে দাহ করা হয়েছিল " "পবিত্র গঙ্গার ধারে মণিকর্ণিকা ঘাটে গৃহস্থের আচার অনুষ্ঠান ,"

কেশবানন্দ আরও বলেন। "পরের দিন , সকাল দশটা নাগাদ , যখন আমি বেনারসে ছিলাম , তখন আমার ঘরটি এক বিরাট আলোয় ভরে উঠল। দেখো ! আমার সামনে লাহিড়ী মহাশয়ের রক্তমাংসের রূপ দাঁড়িয়ে ছিল ! এটি দেখতে হুবহু তাঁর বৃদ্ধ দেহের মতো , তবে এটি আরও তরুণ এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আমার দিব্য গুরু আমার সাথে কথা বললেন।

"'কেশবানন্দ ,' তিনি বললেন , 'এটা আমি। আমার দাহ করা দেহের ছিন্ন পরমাণু থেকে , আমি একটি পুনর্নির্মিত রূপ পুনরুত্থিত করেছি। পৃথিবীতে আমার গৃহস্থালির কাজ শেষ হয়েছে ; কিন্তু আমি পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করি না। এখন থেকে আমি হিমালয়ে বাবাজির সাথে এবং ব্রহ্মাণ্ডে বাবাজির সাথে কিছু সময় কাটাব। "

"আমাকে আশীর্বাদের কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে , পরম প্রভু অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আশ্চর্যজনক অনুপ্রেরণা আমার হৃদয়কে পূর্ণ করে তুলল ; আমি আত্মায় উন্নীত হয়েছিলাম , এমনকি খ্রীষ্ট এবং কবীরের শিষ্যরাও **36-9** যখন তারা শারীরিক মৃত্যুর পর তাদের জীবিত গুরুদের দিকে তাকিয়েছিল।

"যখন আমি আমার নির্জন হরিদ্বার আশ্রমে ফিরে আসি ," কেশবানন্দ আরও বলেন , "আমি আমার গুরুর পবিত্র ভস্ম আমার সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। আমি জানি তিনি স্থানিক -লৌকিক খাঁচা থেকে পালিয়ে এসেছেন ; সর্বব্যাপী পাখিটি মুক্ত হয়েছে। তবুও তাঁর পবিত্র দেহাবশেষ সংরক্ষণ করা আমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়েছিল। "

পুনরুত্থিত গুরুর দর্শনে ধন্য আরেকজন শিষ্য ছিলেন কলকাতা আর্য মিশন ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পঞ্চানন ভট্টাচার্য। ৩৬ -১০

আমি পঞ্চাননের কলকাতার বাড়িতে তার সাথে দেখা করেছিলাম , এবং মাস্টারের সাথে তার বহু বছরের গল্প আনন্দের সাথে শুনেছিলাম। উপসংহারে , তিনি আমাকে তার জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ ঘটনার কথা বলেছিলেন।

"কলকাতায় ," পঞ্চানন বললেন , "তাঁর দাহের পর সকাল দশটায় , লাহিড়ী মহাশয় জীবন্ত মহিমায় আমার সামনে উপস্থিত হলেন। "

"দুই দেহ বিশিষ্ট সন্ত " স্বামী প্রণবানন্দও আমাকে তাঁর নিজস্ব অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন।

"লাহিড়ী মহাশয় তাঁর দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে ," প্রণবানন্দ যখন আমার রাঁচি স্কুলে গিয়েছিলেন , তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমি তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলাম , যেখানে আমাকে অবিলম্বে বেনারসে আসতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তবে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে যেতে পারিনি। যখন আমি আমার ভ্রমণের প্রস্তুতির মাঝামাঝি ছিলাম , সকাল দশটার দিকে , আমার গুরুর উজ্জ্বল মূর্তি দেখে আমি হঠাৎ আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম।

"'কেন?' তাড়াতাড়ি করা থেকে বেনারস ? লাহিড়ী মহাশয় বললেন , হাসছে। 'তুমি করবে খুঁজে বের করা আমি সেখানে না আরও দীর্ঘ।

"তার কথার তাৎপর্য যখন আমার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল , তখন আমি ভেঙে পড়ে কেঁদে ফেললাম , বিশ্বাস করেছিলাম যে আমি তাকে কেবল একটি দর্শনে দেখছি।

"গুরু আমার কাছে সান্ত্বনা দিতে বলতে এলেন। 'এই নাও, আমার মাংস স্পর্শ করো ,' তিনি বললেন। 'আমি চিরকালের মতো বেঁচে আছি। বিলাপ করো না ; আমি কি চিরকাল তোমার সাথে থাকব না ?'"

[illegible]

"[illegible]

এই-কথাটি পূর্ণ হবে যা লেখা আছে , মৃত্যু জয়ে গ্রাস করা হয়েছে। হে মৃত্যু , তোমার হুল কোথায় ? হে মৃতস্থান , তোমার জয় কোথায় ?

……

36-1 : শ্রী যুক্তেশ্বর ছিল পরে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত মধ্যে দ্য স্বামী

অর্ডার দ্বারা দ্য মহন্ত (মঠ মাথা) এর বৌদ্ধ গয়া। ৩৬ -২: "মহান রাজা " - শ্রদ্ধার

উপাধি।

36-3 : ক গুরু সাধারণত উল্লেখ করে থেকে তার নিজস্ব শিষ্য সহজভাবে দ্বারা তার নাম , বাদ দেওয়া যেকোনো শিরোনাম। সুতরাং , বাবাজি বলেন "লাহিড়ী ," "লাহিড়ী মহাশয় " নয়।

36-4 : আক্ষরিক অর্থে , "চিরন্তন ধর্ম ," দ্য নাম দেওয়া থেকে দ্য শরীর এর বৈদিক শিক্ষা। সনাতন ধর্ম আছে আসা থেকে থাকা হিন্দুধর্ম বলা হয় থেকে দ্য সময় এর দ্য গ্রীকরা WHO মনোনীত দ্য মানুষ উপর দ্য ব্যাংক এর দ্য নদী সিন্ধু যেমন ইন্দোস , অথবা হিন্দু । সঠিকভাবে বলতে গেলে , হিন্দু শব্দটি কেবল সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্মের অনুসারীদের বোঝায় । ভারতীয় শব্দটি হিন্দু , মুসলমান এবং ভারতের মাটির অন্যান্য বাসিন্দাদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য (এবং কলম্বাসের বিভ্রান্তিকর ভৌগোলিক ভুলের মাধ্যমে , আমেরিকান মঙ্গোলয়েড আদিবাসীদের জন্যও)।

ভারতের প্রাচীন নাম আর্যাবর্ত , যার আক্ষরিক অর্থ "আর্যদের আবাস "। সংস্কৃত শব্দ " আর্য " এর মূল অর্থ "যোগ্য , পবিত্র , মহৎ"। পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিক নয় , বরং শারীরিক বৈশিষ্ট্য বোঝাতে "আর্য " শব্দটির জাতিগত অপব্যবহারের ফলে মহান প্রাচ্যবিদ , সর্বোচ্চ মুলার , থেকে বলা অদ্ভুতভাবে : "প্রতি আমি একটি নৃতাত্ত্বিক WHO কথা বলে এর একটি আর্য জাতি , আর্য রক্ত , আর্য চোখ এবং চুল , একজন ভাষাবিদ যতটা "পাপী , একজন ডলিকোসেফালিক অভিধান বা ব্র্যাকাইসেফালিক ব্যাকরণের কথা বলেন।

36-5 : পরম-গুরু হল আক্ষরিক অর্থেই "গুরু সর্বোচ্চ " অথবা "গুরু "এর বাইরে " ইঙ্গিতকারী ক লাইন অথবা উত্তরাধিকার এর শিক্ষক। বাবাজি , দ্য গুরু এর লাহিড়ী মহাশয় , ছিল দ্য পরম -গুরু এর শ্রী যুক্তেশ্বর।

36-6 : আমার পরিদর্শন থেকে কেশবানন্দের আশ্রম হল বর্ণিত উপর পৃষ্ঠা। ৪০৫ - ৪০৮।

36-7 : সেপ্টেম্বর ২৬ , ১৮৯৫ হল দ্য তারিখ উপর কোনটি লাহিড়ী মহাশয় বাম তার শরীর। ভিতরে ক অল্প কিছু আরও দিনগুলি সে হবে তার আটষট্টিতম জন্মদিনে পৌঁছেছেন।

36-8 : উত্তর দিকে মুখ করে থাকা এবং দেহ তিনবার ঘোরানো , বৈদিক রীতির অংশ যা গুরুরা আগে থেকেই জানেন কখন দ্য চূড়ান্ত ঘন্টা হল সম্পর্কে থেকে ধর্মঘট জন্য দ্য শারীরিক শরীর। দ্য শেষ ধ্যান , সময় কোনটি দ্য মাস্টার একত্রিত হয় মহাজাগতিক অযুতে নিজেকে মহা , বা মহান , সমাধি বলা হয় ।

36-9 : [illegible]

[illegible] WHO [illegible]:

[illegible]"!

36-10 : [illegible]

36-11 : [illegible] 00:00- [illegible]

অধ্যায় : ৩৭

[illegible]

"আমেরিকা! নিশ্চয়ই এই মানুষগুলো আমেরিকান!" পশ্চিমা মুখের এক প্যানোরামিক দৃষ্টিভঙ্গি আমার ভেতরের দৃষ্টিভঙ্গির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় এই ছিল আমার চিন্তা।

ধ্যানে ডুবে থাকা অবস্থায়, আমি রাঁচি স্কুলের স্টোররুমে কিছু ধুলোবালিযুক্ত বাক্সের পিছনে বসে ছিলাম। ছোটদের সাথে ব্যস্ত বছরগুলিতে একটি ব্যক্তিগত জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল!

দর্শনটি অব্যাহত ছিল; বিশাল জনতা, [৩৭-১] আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, চেতনার মঞ্চ জুড়ে অভিনেতার মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

স্টোররুমের দরজা খুলে গেল; যথারীতি, একজন যুবক আমার লুকানোর জায়গা খুঁজে পেয়েছে। "এখানে এসো, বিমল," আমি আনন্দের সাথে চিৎকার করে বললাম। "তোমার জন্য আমার কাছে খবর আছে: প্রভু আমাকে আমেরিকায় ডাকছেন!" "আমেরিকাতে?" ছেলেটি আমার কথাগুলো এমন সুরে প্রতিধ্বনিত করল যে বোঝা যাচ্ছে আমি "চাঁদের উদ্দেশ্যে" বলেছি।

"হ্যাঁ! আমি কলম্বাসের মতো আমেরিকা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি। সে ভেবেছিল সে ভারত খুঁজে পেয়েছে; অবশ্যই এই দুটি দেশের মধ্যে একটি কর্মিক যোগসূত্র রয়েছে!"

বিমল পালিয়ে গেল; শীঘ্রই দুই পায়ের সংবাদপত্র পুরো স্কুলকে জানিয়ে দিল। [37-2] আমি হতবাক অনুষদকে ডেকে পাঠালাম এবং স্কুলের দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

"আমি জানি তুমি লাহিড়ী মহাশয়ের যোগ শিক্ষার আদর্শকে সর্বদা সামনে রাখবে," আমি বললাম। "আমি তোমাকে ঘন ঘন লিখব; ঈশ্বরের ইচ্ছায়, একদিন আমি ফিরে আসব।"

রাঁচির ছোট্ট ছেলেদের এবং রৌদ্রোজ্জ্বল একরঙা জমির দিকে শেষবারের মতো তাকানোর সময় আমার চোখে জল এসে গেল। আমি জানতাম আমার জীবনের একটি নির্দিষ্ট যুগ এখন শেষ হয়ে গেছে; এখন থেকে আমাকে অনেক দূর দেশে থাকতে হবে। আমার স্বপ্ন দেখার কয়েক ঘন্টা পরে আমি কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পরের দিন আমি আমেরিকায় ধর্মীয় উদারপন্থীদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ভারত থেকে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ পাই। সেই বছর আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় বোস্টনে এটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

আমার মাথা ভিতরে ক ঘূর্ণি , আমি চাওয়া বাইরে শ্রী যুক্তেশ্বর ভিতরে শ্রীরামপুর।

"গুরুজী , আমাকে আমেরিকায় একটি ধর্মীয় সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার জন্য

আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমি কি যাব ?" "আপনার জন্য সমস্ত দরজা খোলা ," গুরু

সহজভাবে উত্তর দিলেন। "এখনই, নইলে কখনই নয়। "

"কিন্তু , স্যার ," আমি বলেন ভিতরে হতাশা , "কি করা আমি জানা সম্পর্কে জনসাধারণের জন্য
কথা বলছি? কদাচিৎ আছে আমি দেওয়া ক বক্তৃতা ,

এবং কখনোই না ভিতরে ইংরেজি। "

"ইংরেজি অথবা না ইংরেজি , তোমার শব্দ উপর যোগব্যায়াম করবে থাকা শুনেছি ভিতরে দ্য পশ্চিম। "

আমি হেসে ফেললাম। "আচ্ছা , প্রিয় গুরুজী , আমার মনে হয় না আমেরিকানরা বাংলা শিখবে ! দয়া করে আমাকে ইংরেজি ভাষার বাধা অতিক্রম করার জন্য আশীর্বাদ করুন। " ৩৭-৩

যখন আমি আমার পরিকল্পনার কথা বাবাকে জানালাম , তখন তিনি একেবারেই হতবাক হয়ে গেলেন। আমেরিকা তার কাছে অবিশ্বাস্যভাবে দূরবর্তী বলে মনে হয়েছিল ; তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি হয়তো আর কখনও আমাকে দেখতে পাবেন না।

"তুমি কিভাবে যেতে পারো ?" সে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল। "তোমাকে কে অর্থায়ন করবে?" যেহেতু সে স্নেহের সাথে আমার পড়াশোনা এবং সারা জীবনের খরচ বহন করেছে , সে নিঃসন্দেহে আশা করেছিল যে তার প্রশ্ন আমার প্রকল্পকে লজ্জাজনকভাবে থামিয়ে দেবে।

"প্রভু অবশ্যই আমাকে অর্থায়ন করবেন। " এই উত্তর দেওয়ার সময় , আমার মনে পড়ল একই রকমের একটি উপহার যা আমি অনেক আগে আগ্রায় আমার ভাই অনন্তকে দিয়েছিলাম। খুব বেশি ছলনা না করে , আমি আরও বললাম, "বাবা , হয়তো ঈশ্বর তোমার মনে আমাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দেবেন। "

"না , কখনোই না!" তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে এ আমি করুণভাবে।

তাই , পরের দিন যখন বাবা আমাকে একটা বড় অঙ্কের চেক দিলেন , তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"আমি তোমাকে এই টাকা দিচ্ছি ," তিনি বললেন , "পিতা হিসেবে নয় , বরং লাহিড়ী মহাশয়ের একজন বিশ্বস্ত শিষ্য হিসেবে। " যাও তারপর থেকে যে অনেক দূরে পশ্চিমা জমি ; ছড়িয়ে পড়া সেখানে দ্য ধর্মহীন শিক্ষা এর ক্রিয়া যোগব্যায়াম । "

বাবা যে নিঃস্বার্থ মনোভাবের সাথে তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাগুলোকে দ্রুত দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন , তাতে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। আগের রাতেই তিনি এই উপলব্ধি করেছিলেন যে বিদেশ ভ্রমণের কোনও সাধারণ ইচ্ছাই আমার ভ্রমণকে অনুপ্রাণিত করছে না।

"হয়তো এই জীবনে আমাদের আর দেখা হবে না। " বাবা , যার বয়স তখন সাতষট্টি , দুঃখের সাথে বললেন।

একটি স্বজ্ঞাত দণ্ড অনুরোধ করা হয়েছে আমি থেকে উত্তর , "নিশ্চয়ই দ্য প্রভু ইচ্ছাশক্তি আনা আমাদের একসাথে একবার আরও। "

যখন আমি গুরুদেব এবং আমার জন্মভূমি ছেড়ে আমেরিকার অজানা উপকূলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম , তখন আমার মনে একটুও ভয়ের অনুভূতি হল না। আমি বস্তুবাদী পাশ্চাত্য পরিবেশ সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছিলাম , যা ভারতের আধ্যাত্মিক পটভূমি থেকে একেবারেই আলাদা , সাধুদের শতবর্ষী আভায় পরিপূর্ণ ছিল। "একজন প্রাচ্য

শিক্ষক যিনি পাশ্চাত্য পরিবেশকে সাহস দেবেন ," আমি ভেবেছিলাম , "যে কোনও হিমালয়ের ঠান্ডার পরীক্ষার বাইরেও কঠোর হতে হবে !"

একদিন ভোরে আমি প্রার্থনা শুরু করলাম , প্রার্থনা চালিয়ে যাওয়ার , এমনকি মৃত্যুবরণ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে , যতক্ষণ না আমি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি তাঁর আশীর্বাদ এবং আশ্বাস চেয়েছিলাম যে আমি আধুনিক উপযোগবাদের কুয়াশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলব না। আমার হৃদয় আমেরিকা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল , কিন্তু আরও দৃঢ়ভাবে ঐশ্বরিক অনুমতির সান্ত্বনা শুনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

[illegible]

"[illegible]!" [illegible]

[illegible] "[illegible], [illegible]" [illegible]

"[illegible] [illegible]: [illegible]"

[illegible]

[illegible]

" [illegible] , [illegible]," [illegible]

[illegible]

"[illegible]," [illegible]

[illegible]" "[illegible]!" [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

বাবাজির সাথে আমার সাক্ষাতের এই গল্পটি আমি এখন পর্যন্ত কাউকে বলিনি। আমার মানব অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র , আমি এটি আমার হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু আমার মনে এই চিন্তা এসেছিল যে এই আত্মজীবনীর পাঠকরা নির্জন বাবাজির বাস্তবতা এবং তাঁর বিশ্ব স্বার্থে বিশ্বাস করতে আরও বেশি আগ্রহী হতে পারেন যদি আমি বর্ণনা করি যে আমি তাকে নিজের চোখে দেখেছি। আমি একজন শিল্পীকে আধুনিক ভারতের মহান যোগী - খ্রিস্টের একটি সত্যিকারের ছবি আঁকতে সাহায্য করেছি ; এটি এই বইতে দেখা যায়।

দ্য প্রাক্কালে এর আমার প্রস্থান জন্য দ্য ইউনাইটেড রাজ্যসমূহ পাওয়া গেছে আমি ভিতরে শ্রী যুক্তেশ্বরের পবিত্র উপস্থিতি।

"ভুলে যাও তুমি হিন্দু হয়ে জন্মেছো , আর আমেরিকান হও না। তাদের দুজনের সেরাটা গ্রহণ করো ," মাস্টার তার শান্ত প্রজ্ঞার ভঙ্গিতে বললেন। "তোমার প্রকৃত সত্ত্বা হও, ঈশ্বরের সন্তান হও। পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তোমার সমস্ত ভাইদের সেরা গুণাবলী তোমার সত্তায় অন্তর্ভুক্ত করো। "

তারপর তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন : "যারা ঈশ্বরের সন্ধানে বিশ্বাস নিয়ে তোমার কাছে আসে, তাদের সকলকে সাহায্য করা হবে। তুমি যখন তাদের দিকে তাকাবে , তোমার চোখ থেকে নির্গত আধ্যাত্মিক প্রবাহ তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে এবং তাদের বস্তুগত অভ্যাস পরিবর্তন করবে , যা তাদেরকে আরও ঈশ্বর -সচেতন করে তুলবে। "

তিনি আরও বলেন, "সৎ আত্মাদের আকর্ষণ করার জন্য তোমাদের ভাগ্য খুবই ভালো। তুমি যেখানেই যাও , এমনকি নির্জন স্থানেও , বন্ধু পাবে। "

তাঁর উভয় আশীর্বাদই প্রকটভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমি একা আমেরিকায় এসেছিলাম , এক নির্জন প্রান্তরে , কোন বন্ধু ছাড়াই , কিন্তু সেখানে আমি হাজার হাজার মানুষকে সময়ের পরীক্ষিত আত্মার শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত দেখতে পেলাম।

১৯২০ সালের আগস্ট মাসে আমি ভারত ত্যাগ করি , " দ্য সিটি অফ স্পার্টা " -তে , যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা প্রথম যাত্রীবাহী নৌকা ছিল। আমার পাসপোর্ট প্রদানের সাথে সম্পর্কিত অনেক "অলৌকিক" জটিলতা, বেশ অলৌকিকভাবে, অপসারণের পরেই আমি পাসপোর্ট বুক করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

দুই মাসের এই ভ্রমণের সময় একজন সহযাত্রী জানতে পারলেন যে আমি বোস্টন কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধি।

"স্বামী যোগানন্দ ," তিনি বললেন , অনেক অদ্ভুত উচ্চারণের মধ্যে প্রথমটিই ছিল আমেরিকানদের দ্বারা উচ্চারিত আমার নাম , "অনুগ্রহ করে যাত্রীদের পরবর্তী বক্তৃতা দিন। " বৃহস্পতিবার রাতে। আমার মনে হয় 'জীবনের যুদ্ধ এবং কীভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় ' শীর্ষক একটি বক্তৃতা আমাদের সকলের জন্য উপকারী হবে। "

হায় ! আমাকে নিজের জীবনের যুদ্ধ নিজেই লড়তে হলো , বুধবার আমি আবিষ্কার করলাম। আমার ধারণাগুলিকে ইংরেজিতে একটি বক্তৃতায় রূপ দেওয়ার মরিয়া চেষ্টায় , অবশেষে আমি সমস্ত প্রস্তুতি ত্যাগ করলাম ; আমার চিন্তাভাবনা , একটা বুনো গাধার মতো , যেন জিনের দিকে তাকিয়ে আছে , ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়মের সাথে কোনও সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানালো। তবে , মাস্টারের অতীতের আশ্বাসের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে , আমি

[illegible]

আমেরিকায় আমার একটি ক্লাসের সামনে আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি। ওয়াশিংটন, ডিসিতে এক হাজার যোগব্যায়াম শিক্ষার্থীর এই ক্লাসটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই মুহূর্তে পরিস্থিতিটা আমার কাছে মজার মনে হচ্ছিল না; রাগের বশে আমি

গুরুদেবের কাছে একটা নীরব প্রার্থনা পাঠালাম। "আপনি পারেন ! কথা বলুন !" তার

কণ্ঠস্বর আমার চেতনার মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে বেজে উঠল।

আমার চিন্তাভাবনা তৎক্ষণাৎ ইংরেজি ভাষার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়ল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেও শ্রোতারা মনোযোগী ছিলেন। বক্তৃতাটি আমাকে আমেরিকার বিভিন্ন দলের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি আমন্ত্রণ এনে দেয়।

এরপর আর মনে করতে পারলাম না যে আমি কোন কথা বলেছিলাম। বেশ কয়েকজন যাত্রীর কাছ থেকে বিচক্ষণতার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি জানতে পারলাম: "আপনি আবেগপ্রবণ এবং সঠিক ইংরেজিতে একটি অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা দিয়েছেন।" এই আনন্দদায়ক সংবাদে আমি বিনীতভাবে আমার গুরুকে তাঁর সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই, নতুন করে উপলব্ধি করি যে তিনি সর্বদা আমার সাথে, সময় এবং স্থানের সমস্ত বাধা ভেঙে ফেলা।

মাঝে মাঝে, সমুদ্র ভ্রমণের বাকি সময়, বোস্টন কংগ্রেসে আসন্ন ইংরেজি-বক্তৃতা পরীক্ষার বিষয়ে আমি কিছু শঙ্কিত অনুভূতি অনুভব করেছি।

"প্রভু," আমি প্রার্থনা করলাম, "দয়া করে আমার অনুপ্রেরণা আপনারই হোক, আবার দর্শকদের হাসির শব্দে নয়!"

স্পার্টা শহর বোস্টনের কাছে নোঙর করে। ৬ অক্টোবর আমি ভাষণ দিয়েছিলাম আমেরিকায় আমার প্রথম বক্তৃতা দিয়ে কংগ্রেসে। এটি সাদরে গৃহীত হয়েছিল; আমি স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেললাম। আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদার সম্পাদক

৩৭-৪_

[illegible] [illegible] [illegible] [

"বিশেষ কিছু রীতিনীতি এবং বিশ্বাসকে সর্বজনীন করা সম্ভব নয়, তবে ধর্মের সাধারণ উপাদানটিকে সর্বজনীন করা যেতে পারে, এবং আমরা সকলকে একইভাবে তা অনুসরণ এবং মেনে চলার জন্য অনুরোধ করতে পারি।"

বাবার উদার অনুদানের কারণে, কংগ্রেস শেষ হওয়ার পরেও আমি আমেরিকায় থাকতে পেরেছিলাম। বোস্টনে চার বছর সুখী জীবন কাটালাম। আমি জনসাধারণের জন্য বক্তৃতা দিয়েছি, ক্লাসে শিক্ষকতা করেছি এবং নিউ ইয়র্ক সিটি কলেজের সভাপতি ডঃ ফ্রেডেরিক বি. রবিনসনের ভূমিকায় "সংস অফ দ্য সোল" নামে একটি কবিতার বই লিখেছি। [৩৭-৫]

১৯২৪ সালের গ্রীষ্মে একটি আন্তঃমহাদেশীয় ভ্রমণ শুরু করে, আমি প্রধান শহরগুলিতে হাজার হাজার মানুষের সামনে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, সুন্দর আলাস্কান উত্তরে ছুটি কাটানোর মাধ্যমে আমার পশ্চিম ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলাম।

১৯২৫ সালের শেষের দিকে উদার হৃদয়ের ছাত্রদের সহায়তায় আমি লস অ্যাঞ্জেলেসের মাউন্ট ওয়াশিংটন এস্টেটে একটি আমেরিকান সদর দপ্তর স্থাপন করি। এই ভবনটি আমি বহু বছর আগে কাশ্মীরে আমার স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি শ্রী যুক্তেশ্বরের কাছে এই দূরবর্তী আমেরিকান কার্যকলাপের ছবি পাঠাতে তাড়াহুড়ো করেছিলাম। তিনি বাংলায় একটি পোস্টকার্ড দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, যার অনুবাদ আমি এখানে দিচ্ছি:

১১তম আগস্ট, ১৯২৬

শিশু এর আমার হৃদয়, ও যোগানন্দ!

তোমার স্কুল এবং ছাত্রদের ছবি দেখে আমার জীবনে যে আনন্দ আসে তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। শব্দ। বিভিন্ন শহরের তোমাদের যোগব্যায়াম শিক্ষার্থীদের দেখে আমি আনন্দে গলে যাচ্ছি। মন্ত্রের স্বীকৃতি, আরোগ্যের কম্পন এবং ঐশ্বরিক আরোগ্য প্রার্থনায় তোমাদের পদ্ধতি দেখে, আমি হৃদয় থেকে তোমাদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। গেট, উপরের দিকে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ এবং সুন্দর দৃশ্য দেখে। মাউন্ট ওয়াশিংটন এস্টেটের নীচে ছড়িয়ে থাকা, আমি নিজের চোখে সবকিছু দেখার জন্য আকুল।

এখানে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। ঈশ্বরের কৃপায়, আপনি সর্বদা সুখে থাকুন।

শ্রী যুক্তেশ্বর গিরি

বছরের পর বছর কেটে গেল। আমি আমার নতুন দেশের প্রতিটি অংশে বক্তৃতা দিয়েছি, এবং শত শত ক্লাব, কলেজ, গির্জা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীতে ভাষণ দিয়েছি। হাজার হাজার আমেরিকান যোগ দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তাদের সকলকে আমি ১৯২৯ সালে প্রার্থনা চিন্তার একটি নতুন বই উৎসর্গ করেছি - হুইস্পার্স ফ্রম ইটারনিটি, আমেলিটা গ্যালি-কারসি-র ভূমিকা সহ। [৩৭-৬] আমি এখানে বইটি থেকে "ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর!" শিরোনামের একটি কবিতা দিচ্ছি, যা এক রাতে আমি যখন বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলাম তখন লেখা হয়েছিল:

থেকে দ্য গভীরতা এর তন্দ্রা ,
জাগরণের সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সাথে সাথে আমি
ফিসফিস করে বলি:
ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
তুমিই খাদ্য , আর যখন আমি তোমার থেকে রাতের
বিচ্ছেদের উপবাস ভাঙি ,
আমি স্বাদ তুমি , এবং মানসিকভাবে বলুন :

ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
আমি যেখানেই যাই না কেন , আমার মনের আলো সর্বদা তোমার উপর
আলোকিত থাকে;
এবং ভিতরে দ্য যুদ্ধ দিন এর কার্যকলাপ
আমার নীরব যুদ্ধের ডাক সর্বদা : ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
ঈশ্বর ! যখন পরীক্ষার উত্তাল ঝড় চিৎকার করে ,
এবং যখন উদ্বেগ আমাকে কাঁদায় ,
আমি ডুবিয়ে মারা তাদের কোলাহল , জোরে জোরে জপ:
ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
যখন আমার মন স্মৃতির সুতো দিয়ে
স্বপ্ন বুনে ,
তারপর উপর যে জাদু কাপড় আমি খুঁজে বের করা এমবসড :
ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
প্রতি রাত , ভিতরে সময় এর গভীরতম ঘুম ,
আমার শান্তির স্বপ্ন এবং ডাক , আনন্দ ! আনন্দ !
আনন্দ ! আর আমার আনন্দ চিরকাল গান গেয়ে আসে :
ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
জাগ্রত , খাওয়া , কাজ করা , স্বপ্ন দেখা , ঘুমানো ,
সেবা করা , ধ্যান করা , জপ করা , ঐশ্বরিক প্রেমে , আমার
আত্মা সর্বদা গুনগুন করে , কেউ শুনেনি :
ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ঈশ্বর !

মাঝে মাঝে - সাধারণত মাসের প্রথম দিনে যখন মাউন্ট ওয়াশিংটন এবং অন্যান্য আত্ম - উপলব্ধি ফেলোশিপ কেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিল জমা হত ! - আমি ভারতের সরল শান্তির কথা আকুলভাবে ভাবতাম। কিন্তু প্রতিদিন আমি পশ্চিম এবং পূর্বের মধ্যে একটি বিস্তৃত বোঝাপড়া দেখতে পেতাম ; আমার আত্মা আনন্দিত হত।

"নির্বাসিতদের জননী ", স্ট্যাচু অফ লিবার্টির গোড়ায় খোদাই করা এমা লাজারাসের বিস্ময়কর লাইনগুলিতে আমি আমেরিকার মহান হৃদয়কে প্রকাশ পেয়েছি :

থেকে তার আলোকবর্তিকা
বিশ্বজুড়ে স্বাগতের ঝলমলে আলো ; তার কোমল চোখ দুটি যমজ
শহরকে ঘিরে থাকা বায়ু - সেতুবদ্ধ বন্দরকে নির্দেশ করে।
"প্রাচীন দেশগুলো , তোমার ঐশ্বর্যময় জাঁকজমক ধরে রাখো !"
নীরব ঠোঁটে সে চিৎকার করে বলে। "তোমার ক্লান্ত , দরিদ্র ,
তোমার স্তব্ধ জনতাকে মুক্ত নিঃশ্বাস নিতে আকুল করে দাও ,
তোমার ভীড়ের তীরের সেই নিকৃষ্ট আবর্জনা। এই
গৃহহীনদের , ঝড়ো হাওয়ার জন্য আমার কাছে পাঠাও ,
আমি সোনার দরজার পাশে আমার বাতি তুলে ধরছি।

37-1 : [illegible]

37-2 : [illegible]

37-3 : [illegible]

37-4 : [illegible]

37-5 : [illegible]

37-6 : [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible] -- [illegible]

"[illegible]" [illegible]

"[illegible] '[illegible]' [illegible]," [illegible]

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]" [illegible], [illegible]

[illegible]

প্রকৃতির উন্নতির পাশাপাশি - তার নতুন বারব্যাঙ্ক জাতের টমেটো , ভুট্টা , স্কোয়াশ , চেরি , বরই, নেকটারিন , বেরি , পপি, লিলি , গোলাপ।

লুথার যখন আমাকে বিখ্যাত আখরোট গাছের সামনে নিয়ে যাচ্ছিলেন , তখন আমি আমার ক্যামেরা ফোকাস করলাম, যে গাছের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে প্রাকৃতিক বিবর্তন দূরবীক্ষণিকভাবে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

"মাত্র ষোল বছরে ," তিনি বললেন , "এই আখরোট গাছটি প্রচুর পরিমাণে বাদাম উৎপাদনের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া গাছটি দ্বিগুণ সময় নিয়ে আসতে পারত। "

Santa Rosa Nov 22
1924

লুথার বারব্যাঙ্ক , প্রিয় বন্ধু , ভঙ্গি সঙ্গে আমি ভিতরে তার সান্তা রোসা বাগান।

বারব্যাঙ্ক 'স সামান্য গৃহীত কন্যা এসেছিল দৌড়ঝাঁপ সঙ্গে তার কুকুর মধ্যে দ্য বাগান।

"সে আমার মানব উদ্ভিদ। " লুথার স্নেহের সাথে তার দিকে হাত নাড়লেন। "আমি এখন মানবতাকে একটি বিশাল উদ্ভিদ হিসেবে দেখি , যার সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন কেবল ভালোবাসা , মহান বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক আশীর্বাদ এবং বুদ্ধিমান ক্রসিং এবং নির্বাচন। আমার নিজের জীবদ্দশায় আমি উদ্ভিদ বিবর্তনে এত আশ্চর্যজনক অগ্রগতি লক্ষ্য করেছি যে , যখনই এর সন্তানদের সরল ও যুক্তিসঙ্গত জীবনযাপনের নীতি শেখানো হবে , তখনই আমি একটি সুস্থ , সুখী পৃথিবীর আশাবাদী। আমাদের অবশ্যই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির ঈশ্বরের কাছে ফিরে যেতে হবে। "

"লুথার , তুমি আমার রাঁচি স্কুলে আনন্দিত হবে , যেখানে বাইরের ক্লাস , আনন্দ ও সরলতার পরিবেশ। "

আমার কথাগুলো বারব্যাঙ্কের হৃদয় -শিশুশিক্ষার সবচেয়ে কাছের সুর স্পর্শ করেছিল। তিনি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন , তার গভীর , প্রশান্ত চোখ থেকে আগ্রহ ঝলমল করছিল।

"স্বামীজি ," তিনি অবশেষে বললেন , "আপনার মতো স্কুলগুলিই ভবিষ্যতের সহস্রাব্দের একমাত্র আশা। আমি আমাদের সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী , যা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সকলের শ্বাসরোধকারী। "

[illegible] [illegible] [illegible] [

"[illegible] [illegible] [illegible] [

দিকগুলি এর যোগব্যায়াম , লুথার মন্তব্য করেছেন ধীরে ধীরে :

"প্রাচ্যে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে যা পশ্চিমারা খুব কমই অন্বেষণ করতে শুরু করেছে। "

প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ , যে তার অনেক ঈর্ষান্বিত গোপন রহস্য তার কাছে উন্মোচিত করেছিল , বারব্যাঙ্ককে সীমাহীন আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা দিয়েছিল।

"মাঝে মাঝে আমি অসীম শক্তির খুব কাছাকাছি অনুভব করি ," সে লজ্জার সাথে বলল। তার সংবেদনশীল , সুন্দরভাবে তৈরি মুখটি তার স্মৃতিতে উদ্ভাসিত। "তারপর আমি আমার চারপাশের অসুস্থ ব্যক্তিদের , সেইসাথে অনেক অসুস্থ গাছপালাকে সুস্থ করতে সক্ষম হয়েছি। "

তিনি আমাকে তার মা সম্পর্কে বলেছিলেন , যিনি একজন আন্তরিক খ্রিস্টান ছিলেন। "তার মৃত্যুর পর অনেকবার ," লুথার বলেছিলেন , "আমি তার দর্শনে আবির্ভাব দেখে ধন্য হয়েছি ; তিনি আমার সাথে কথা বলেছেন। "

আমরা গাড়ি চালিয়েছি পিছনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিকে তার বাড়ি এবং ঐগুলো অপেক্ষা করছি হাজার চিঠিপত্র।

"লুথার ," আমি মন্তব্য করলাম , "পরের মাসে আমি পূর্ব ও পশ্চিমের সত্য -উপহার উপস্থাপনের জন্য একটি পত্রিকা শুরু করছি। দয়া করে আমাকে পত্রিকাটির জন্য একটি ভালো নাম নির্ধারণ করতে সাহায্য করুন। "

আমরা কিছুক্ষণ শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম , এবং অবশেষে পূর্ব -পশ্চিমের বিষয়ে একমত হয়েছিলাম । আমরা তার পড়াশোনায় পুনরায় প্রবেশ করার পর , বারব্যাঙ্ক আমাকে "বিজ্ঞান এবং সভ্যতা " সম্পর্কে তার লেখা একটি প্রবন্ধ দিয়েছিলেন।

"এই ইচ্ছাশক্তি যাও ভিতরে দ্য প্রথম ইস্যু এর পূর্ব -পশ্চিম ," আমি বলেন কৃতজ্ঞতার সাথে।

আমাদের বন্ধুত্ব যত গভীর হতে থাকে , আমি বারব্যাঙ্ককে আমার "আমেরিকান সন্ত " বলে ডাকি। "দেখো একজন মানুষ," আমি উদ্ধৃত করেছিলাম , "যার মধ্যে কোন ছলনা নেই !" তার হৃদয় ছিল অতল গভীর , নম্রতা , ধৈর্য , ত্যাগের সাথে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। গোলাপের মাঝে তার ছোট্ট ঘরটি ছিল অত্যন্ত সরল ; তিনি জানতেন বিলাসিতা কতটা মূল্যহীন , অল্প কিছু সম্পত্তির আনন্দ কতটা। যে বিনয়ের সাথে তিনি তার বৈজ্ঞানিক খ্যাতি ধারণ করেছিলেন তা বারবার আমাকে সেই গাছগুলির কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পাকা ফলের ভারে নত হয়ে যায় ; এটি যে বৃক্ষ শূন্য গর্বে মাথা উঁচু করে , সেই অনুর্বর।

১৯২৬ সালে , যখন আমার প্রিয় বন্ধু মারা যান , তখন আমি নিউ ইয়র্কে ছিলাম। কান্নাজড়িত অবস্থায় আমি ভাবলাম , "ওহ, আমি এখান থেকে সান্তা রোজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে চাইতাম তাকে আরও একবার দেখার জন্য !" সচিব এবং দর্শনার্থীদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে , পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা নির্জনে কাটিয়েছি।

পরের দিন আমি লুথারের একটি বৃহৎ ছবির চারপাশে একটি বৈদিক স্মারক অনুষ্ঠান পরিচালনা করি। হিন্দু ধর্মীয় পোশাক পরিহিত আমার আমেরিকান ছাত্রদের একটি দল , ফুল ,

[illegible]

[illegible]

তার নাম এখন সাধারণ কথার উত্তরাধিকারে চলে এসেছে। "বারব্যাঙ্ক" কে একটি সকর্মক ক্রিয়া হিসেবে তালিকাভুক্ত করে, ওয়েবস্টার'স নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারি এটিকে সংজ্ঞায়িত করে: "(একটি উদ্ভিদ) ক্রস বা কলম করা। অতএব, রূপকভাবে, ভালো বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করে এবং খারাপ বৈশিষ্ট্য প্রত্যাখ্যান করে, অথবা ভালো বৈশিষ্ট্য যোগ করে (যেকোনো কিছু, একটি প্রক্রিয়া বা প্রতিষ্ঠান হিসাবে) উন্নত করা।"

"প্রিয় বারব্যাঙ্ক," সংজ্ঞাটি পড়ার পর আমি কেঁদে ফেললাম, "তোমার নামটিই এখন সদ্ব্যবহারের সমার্থক!"

LUTHER BURBANK

SANTA ROSA, CALIFORNIA

Luther Burbank

38-1 :

[illegible] [illegible] [illegible] [

লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রেমময় বন্ধুদের দ্বারা আমাকে দেওয়া এক বিদায়ী ভোজসভায়, আমি তাদের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবলাম, "প্রভু, যে তোমাকে একমাত্র দাতা হিসেবে স্মরণ করে, তার কখনোই মিষ্টির অভাব হবে না"।

এর বন্ধুত্ব মধ্যে নশ্বর। "

আমি ৯ জুন, ১৯৩৫ তারিখে নিউ ইয়র্ক থেকে জাহাজে করেছিলাম ৩৯-১ ইউরোপে। আমার সাথে দুজন ছাত্র ছিল : আমার সেক্রেটারি, মিঃ সি . রিচার্ড রাইট, এবং সিনসিনাটির একজন বয়স্ক মহিলা, মিস এটি ব্লেচ। আমরা সমুদ্রের শান্তির দিনগুলি উপভোগ করেছি, অতীতের তাড়াহুড়ো করা সপ্তাহগুলির তুলনায় এটি একটি স্বাগত বৈপরীত্য। আমাদের অবসর সময়কাল ক্ষণস্থায়ী ছিল ; আধুনিক নৌকাগুলির গতির কিছু দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে !

অন্যান্য কৌতূহলী পর্যটকদের মতো, আমরাও লন্ডনের বিশাল ও প্রাচীন শহর ঘুরে বেড়ালাম। পরের দিন আমাকে ক্যাক্সটন হলে একটি বিশাল সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যেখানে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড লন্ডনের দর্শকদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। স্কটল্যান্ডে স্যার হ্যারি লডারের এস্টেটে তাঁর অতিথি হিসেবে আমাদের দলটি একটি আনন্দদায়ক দিন কাটিয়েছিল। আমরা শীঘ্রই ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে গেলাম মহাদেশ, কারণ আমি বাভারিয়ায় একটি বিশেষ তীর্থযাত্রা করতে চেয়েছিলাম। এটিই হবে আমার একমাত্র আমার মনে হলো, কোনার্সরিউথের মহান ক্যাথলিক রহস্যবাদী থেরেসা নিউম্যানের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবো।

বহু বছর আগে আমি থেরেসের একটি অসাধারণ বিবরণ পড়েছিলাম। প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যগুলি নিম্নরূপ ছিল :

(1) ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণকারী থেরেসা বিশ বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় আহত হন ; তিনি অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

(2) ১৯২৩ সালে সেন্ট তেরেসার কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি অলৌকিকভাবে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান, "দ্য লিটল ফ্লাওয়ার। " পরবর্তীতে থেরেসা নিউম্যানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাৎক্ষণিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে।

(3) ১৯২৩ সাল থেকে, থেরেসি খাদ্য ও পানীয় থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত ছিলেন, কেবল প্রতিদিন একটি ছোট পবিত্র ওয়েফার গিলে ফেলা ছাড়া।

(4) ১৯২৬ সালে থেরেসের মাথা, বুক, হাত এবং পায়ে স্টিগমাটা বা খ্রিস্টের পবিত্র ক্ষত দেখা দেয়। এরপর প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার, তিনি খ্রিস্টের আবেগের মধ্য দিয়ে গেছেন, তাঁর নিজের শরীরে তাঁর সমস্ত ঐতিহাসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

(5) তার গ্রামের সাধারণ জার্মান ভাষা জানার কারণে, শুক্রবারের সমাধিতে থেরেসি এমন বাক্যাংশ উচ্চারণ করেন যা পণ্ডিতরা প্রাচীন আরামাইক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তার দর্শনের উপযুক্ত সময়ে, তিনি হিব্রু বা গ্রীক ভাষায় কথা বলেন।

(6) দ্বারা গির্জা সংক্রান্ত অনুমতি, থেরেসি আছে বেশ কিছু বার হয়েছে অধীনে বন্ধ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। একটি প্রোটেস্ট্যান্ট জার্মান সংবাদপত্রের সম্পাদক ডঃ ফ্রিটজ গারলিক "ক্যাথলিক জালিয়াতি উন্মোচন " করার জন্য কনার্স্রেউথে গিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তার জীবনী লিখেছিলেন। **39-2**

সর্বদা, পূর্ব হোক বা পশ্চিম, আমি একজন সাধুর সাথে দেখা করার জন্য আগ্রহী ছিলাম।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]," [illegible] [illegible] [illegible]

কারণে এটি গ্রহণ করি ; যদি এটি পবিত্র না হয় , তবে আমি এটি গিলতে পারব না। "

"নিশ্চয়ই তুমি এটার উপর নির্ভর করে বারো বছর বেঁচে থাকতে

পারতে না ?" "আমি ঈশ্বরের আলোতে বেঁচে আছি। " তার উত্তর কত

সহজ, কত আইনস্টাইনের মতো!

"আমি দেখা তুমি উপলব্ধি করা যে শক্তি প্রবাহিত হয় থেকে তোমার শরীর থেকে দ্য ইথার ,
সূর্য , এবং বাতাস। "

[illegible]

"[illegible]

'[illegible] **39-3**

[illegible]

[illegible]

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

ঘাম গ্রন্থিগুলি কাজ করে ; তার ত্বক সর্বদা নরম এবং দৃঢ় থাকে। "

এ দ্য সময় এর বিদায় , আমি প্রকাশ করা থেকে থেরেসি আমার ইচ্ছা থেকে থাকা বর্তমান এ তার ট্রান্স।

"হ্যাঁ , দয়া করে আগামী শুক্রবার কনার্সরিউথে আসুন ," সে সদয়ভাবে বলল। "বিশপ তোমাকে অনুমতি দেবেন। আমি খুব খুশি যে তুমি আইচস্ট্যাটে আমাকে খুঁজে বের করেছো। "

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

থেরেস নিউম্যান

বিখ্যাত ক্যাথলিক কলঙ্কবাদী WHO অনুপ্রাণিত আমার ১৯৩৫ তীর্থযাত্রা
থেকে কনার্সরিউথ , বাভারিয়া

থেরেসের নীচের চোখের পাতা থেকে এক ইঞ্চি প্রশস্তভাবে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তার দৃষ্টি উপরের দিকে কেন্দ্রীভূত ছিল কপালের মধ্যবর্তী আধ্যাত্মিক চোখের দিকে। তার মাথার চারপাশে মোড়ানো কাপড়টি কাঁটার মুকুটের স্টিগমাটা ক্ষত থেকে রক্তে ভিজে গিয়েছিল। বহু বছর আগে যেখানে খ্রিস্টের দেহ সৈনিকের বর্শার আঘাতের চূড়ান্ত অপমান ভোগ করেছিল , সেই স্থানে তার পাশের ক্ষত থেকে সাদা পোশাকটি তার হৃদয়ের উপর লালচে দাগ পড়েছিল।

থেরেসের হাত দুটো মাতৃত্বের ভঙ্গিতে প্রসারিত ছিল , অনুনয় -বিনয় ; তার মুখে যন্ত্রণাদায়ক এবং ঐশ্বরিক উভয় অভিব্যক্তি ছিল। তিনি আরও পাতলা দেখাচ্ছিলেন , অনেক সূক্ষ্ম এবং বাহ্যিক দিক থেকে পরিবর্তিত হয়েছিলেন।
বিদেশী ভাষায় বিড়বিড় করে , সে তার অন্তরের সামনে দৃশ্যমান ব্যক্তিদের সাথে সামান্য কাঁপতে থাকা ঠোঁটে কথা বলছিল।

আমি যখন তার সাথে তাল মিলিয়ে চলছিলাম , তখন আমি তার দর্শনের দৃশ্যগুলি দেখতে শুরু করলাম। সে যীশুকে দেখছিল যখন তিনি ব্যঙ্গাত্মক জনতার মধ্যে ক্রুশ বহন করছিলেন। **39-4** হঠাৎ সে আতঙ্কে মাথা তুলল : প্রভু নিষ্ঠুর ভারে পতিত হয়েছিলেন। দৃষ্টি অদৃশ্য হয়ে গেল। তীব্র করুণার ক্লান্তিতে , থেরেসি তার বালিশের সাথে প্রচণ্ডভাবে লুটিয়ে পড়ল।

এই মুহূর্তে আমি আমার পিছনে একটা জোরে শব্দ শুনতে পেলাম। এক সেকেন্ডের জন্য মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম , দুজন লোক একটি অবনত দেহ বহন করছে। কিন্তু যেহেতু আমি গভীর অচেতন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছিলাম , তাই আমি পতিত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে চিনতে পারিনি। আবার আমি থেরেসের মুখের দিকে তাকালাম , রক্তের স্রোতের নীচে মৃত্যুহীন ফ্যাকাশে , কিন্তু এখন শান্ত , বিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পরে আমি

পিছনে তাকালাম এবং মিঃ রাইটকে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম , যেখান থেকে রক্ত ঝরছে। ঝরছে।

"ডিক," আমি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে উদ্বিগ্নভাবে , "ছিল তুমি দ্য এক WHO পড়ে গেল ?"

"হ্যাঁ , আমি অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এ দ্য ভয়ঙ্কর প্রদর্শনী। "

"আচ্ছা ," আমি বলেন সান্ত্বনা দিয়ে , "তুমি হয় সাহসী থেকে প্রত্যাবর্তন এবং দেখুন উপর দ্য দৃষ্টি আবার। "

ধৈর্য ধরে অপেক্ষারত তীর্থযাত্রীদের লাইনের কথা স্মরণ করে , মিঃ রাইট এবং আমি নীরবে থেরেসাকে বিদায় জানালাম এবং তার পবিত্র উপস্থিতি ত্যাগ করলাম। **39-5**

পরের দিন আমাদের ছোট্ট দলটি দক্ষিণে মোটরগাড়ি চালিয়েছিল , আমরা কৃতজ্ঞ যে আমরা ট্রেনের উপর নির্ভরশীল ছিলাম না , কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যেখানেই ইচ্ছা ফোর্ড থামাতে পারতাম। আমরা প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি ক ভ্রমণ মাধ্যমে জার্মানি , হল্যান্ড , ফ্রান্স , এবং দ্য সুইস আল্পস। ভিতরে ইতালি আমরা তৈরি ক বিশেষ নম্রতার প্রেরিত , সেন্ট ফ্রান্সিসকে সম্মান জানাতে আসিসি ভ্রমণ। ইউরোপীয় ভ্রমণ গ্রিসে শেষ হয়েছিল , যেখানে আমরা এথেনীয় মন্দিরগুলি দেখেছিলাম এবং সেই কারাগারটি দেখেছি যেখানে ভদ্র সক্রেটিস [৩৯-৬] তার মৃত্যু -ঔষধ পান করে ফেলেছিল। গ্রীকরা সর্বত্র যে শৈল্পিকতা দিয়ে আলাবাস্টারে তাদের নিজস্ব কল্পনা তৈরি করেছে , তার জন্য কেউ কেউ প্রশংসায় ভরে যায়।

আমরা রৌদ্রোজ্জ্বল ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে জাহাজে করে ফিলিস্তিনে নেমে পড়লাম। পবিত্র ভূমিতে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ানোর সময় , আমি তীর্থযাত্রার মূল্য সম্পর্কে আগের চেয়েও বেশি নিশ্চিত হয়েছিলাম। আত্মা ফিলিস্তিনে খ্রীষ্ট সর্বব্যাপী ; আমি বেথলেহেম, গেৎশিমানী , ক্যালভারি , পবিত্র জলপাই পর্বত , জর্ডান নদী ও গালিল সাগরের ধারে তাঁর পাশে শ্রদ্ধার সাথে হেঁটেছি।

আমাদের ছোট্ট দলটি জন্মস্থান , যোষেফের কাঠমিস্ত্রির দোকান , লাসারের সমাধি , মার্থা এবং মেরির বাড়ি , শেষ ভোজসভার হল পরিদর্শন করেছিল। প্রাচীনত্ব উন্মোচিত হয়েছিল ; দৃশ্যপটে , আমি সেই ঐশ্বরিক নাটকটি দেখেছি যা খ্রিস্ট একসময় যুগ যুগ ধরে খেলেছেন।

মিশরে , যেখানে আধুনিক কায়রো এবং প্রাচীন পিরামিড রয়েছে। তারপর বিশাল আরব সাগরের উপর দিয়ে সংকীর্ণ লোহিত সাগরের নিচে একটি নৌকা ; দেখুন , ভারত!

39-1 : দ্য অসাধারণ অন্তর্ভুক্তি এখানে এর ক সম্পূর্ণ তারিখ হল বকেয়া থেকে দ্য ঘটনা যে আমার সচিব , জনাব. রাইট , রাখা ক ভ্রমণ ডায়েরি।

39-2 : অন্যান্য বই উপর তার জীবন হয় থেরেসি নিউম্যান : ক কলঙ্কবাদী এর আমাদের দিন , এবং আরও ক্রনিকলস এর থেরেসি নিউম্যান , উভয়ই ফ্রিডরিখ রিটার ভন লামা (মিলওয়াকি : ব্রুস পাব। কোং) দ্বারা।

39-3 : ম্যাথু ৪ :৪। পুরুষের শরীর ব্যাটারি হল না টিকে থাকা দ্বারা স্থূল খাদ্য (রুটি) একা, কিন্তু দ্বারা দ্য কম্পনশীল মহাজাগতিক শক্তি (শব্দ , বা AUM)। অদৃশ্য শক্তি মেডুলা অবলংগাটার দরজা দিয়ে মানবদেহে প্রবাহিত হয়। এই ষষ্ঠ শারীরিক কেন্দ্রটি ঘাড়ের পিছনে পাঁচটি মেরুদণ্ড চক্রের শীর্ষে অবস্থিত (সংস্কৃতে "চাকা " বা বিকিরণকারী শক্তির কেন্দ্র)। মেডুলা হল দেহের সর্বজনীন জীবনীশক্তি

(AUM) সরবরাহের প্রধান প্রবেশদ্বার , এবং এটি সরাসরি মানুষের ইচ্ছাশক্তির সাথে যুক্ত , যা তৃতীয় চোখের সপ্তম বা খ্রিস্ট চেতনা কেন্দ্রে (কুটস্থ) কেন্দ্রীভূত। মধ্যে দ্য ভ্রূ। মহাজাগতিক শক্তি হল তারপর সংরক্ষিত উপরে ভিতরে দ্য মস্তিষ্ক যেমন ক জলাধার এর অসীম সম্ভাবনা , বেদে কাব্যিকভাবে "হাজার পাপড়ি বিশিষ্ট আলোর পদ্ম " হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেল সর্বদাই AUM-□□ "পবিত্র আত্মা " বা অদৃশ্য জীবনীশক্তি হিসেবে উল্লেখ করে যা ঐশ্বরিকভাবে সমস্ত সৃষ্টিকে ধারণ করে। "কি? তুমি কি জানো না যে তোমার দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির যা তোমার মধ্যে আছে , যা তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছ , এবং তুমি তোমার নিজস্ব নও ?" - ১ করিন্থীয় ৬ :১৯।

39-4 : সময় দ্য ঘন্টা পূর্ববর্তী আমার আগমন , থেরেসি ছিল ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ মাধ্যমে অনেক দৃষ্টিভঙ্গি এর দ্য বন্ধ দিনগুলি খ্রীষ্টের মধ্যে জীবন। তার প্রবেশ সাধারণত শুরু হয় সঙ্গে দৃশ্য এর দ্য ঘটনাবলী কোনটি অনুসরণ করেছে দ্য শেষ রাতের খাবার। তার দৃষ্টিভঙ্গি শেষ হয় যীশুর ক্রুশে মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা মাঝে মাঝে তাঁর সমাধিস্থলে।

39-5 : থেরেসি আছে বেঁচে গেছে দ্য নাৎসি নিপীড়ন , এবং হল এখনও বর্তমান ভিতরে কনার্সরিউথ , অনুসারে থেকে ১৯৪৫ আমেরিকান জার্মানি থেকে সংবাদ প্রেরণ।

39-6 : [illegible] "[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]

[illegible] - [illegible]; [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible] **40-1**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]"

"[illegible], [illegible], [illegible], [

[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

বিনিময়ের পর , আমরা তার পায়ে প্রণাম জানালাম , [৪০-৩]-প্রণামের মাধ্যমে বিদায় জানালাম। "এবং একটি পবিত্র সভা এবং অভিবাদনের চিরস্থায়ী স্মৃতি নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যদিও আমি মূলত তাঁর সম্পর্কে আমার বাহ্যিক অনুভূতির কথা লিখি , তবুও আমি সর্বদা সাধুর আসল ভিত্তি - তাঁর আধ্যাত্মিক গৌরব সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। আমি তার শক্তি অনুভব করেছি , এবং সেই অনুভূতি আমার ঐশ্বরিক আশীর্বাদ হিসেবে বহন করব। "

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

মুখোমুখি হয়েছিল তার সমান ছিল। পরীক্ষাটি হবে এইরকম : একজন ব্যক্তি ঘণ্টা বাজাতে শুরু করবেন , 'স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ' দ্বারা রিংয়ের সংখ্যা গণনা করতে হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি কাগজ থেকে পাটিগণিতের একটি দীর্ঘ অনুশীলন নির্দেশ করবেন , যার মধ্যে যোগ , বিয়োগ , গুণ এবং ভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তৃতীয় ব্যক্তি রামায়ণ বা মহাভারত থেকে একটি দীর্ঘ সিরিজ আবৃত্তি করতে থাকবেন। এর কবিতা , কোনটি ছিল থেকে থাকা পুনরুত্পাদন ; ক চতুর্থ হবে সেট সমস্যা ভিতরে যাচাইকরণ কোনটি প্রয়োজনীয় দ্য এর গঠন পদ ভিতরে যথাযথ মিটার উপর ক দেওয়া বিষয় , প্রতিটি লাইন থেকে শেষ ভিতরে ক নির্দিষ্ট শব্দ , ক পঞ্চম মানুষ হবে বহন করা উপর সঙ্গে ক ষষ্ঠটি ছিল একটি ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক , যার সঠিক ভাষাটি বিবাদকারীদের পরিচালিত ক্রমানুসারে উদ্ধৃত করতে হয়েছিল , এবং সপ্তম ব্যক্তি চাকা ঘুরানোর সময় ছিলেন , যার ঘূর্ণনের সংখ্যা গণনা করতে হয়েছিল। দ্য স্মৃতি বিশেষজ্ঞ ছিল একই সাথে থেকে করা সব এইগুলো কীর্তি সম্পূর্ণরূপে দ্বারা মানসিক প্রক্রিয়া , যেমন সে ছিল অনুমোদিত কাগজ -পেন্সিল নেই। ক্ষমতার উপর চাপ নিশ্চয়ই ভয়াবহ ছিল। সাধারণত অবচেতন ঈর্ষার মানুষরা অবমূল্যায়ন করতে পছন্দ করে। যেমন প্রচেষ্টা দ্বারা প্রভাবিত করে থেকে বিশ্বাস করা যে তারা জড়িত করা কেবল দ্য ব্যায়াম এর দ্য নিম্ন কার্যকারিতা এর দ্য মস্তিষ্ক। তবে , এটি স্মৃতির বিশুদ্ধ প্রশ্ন নয়। বৃহত্তর কারণ হল মনের অপরিসীম একাগ্রতা। "

অধ্যায় : ৪১

একটি আইডিল ভিতরে দক্ষিণ ভারত

"তুমি হয় দ্য প্রথম পশ্চিমা, ডিক, কখনও থেকে প্রবেশ করান যে মন্দির। অনেক অন্যান্য আছে চেষ্টা করা হয়েছে ভিতরে বৃথা।"

আমার কথা শুনে মিঃ রাইট চমকে উঠলেন, তারপর খুশি হলেন। আমরা দক্ষিণ ভারতের মহীশূরের পাহাড়ের সুন্দর চামুন্ডি মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছি। সেখানে আমরা সোনার সামনে মাথা নত করেছিলাম এবং রূপা বেদী এর দ্য দেবী চামুন্ডি, পৃষ্ঠপোষক দেবতা এর দ্য পরিবার এর দ্য রাজত্বকারী মহারাজা।

"অনন্য সম্মানের স্মারক হিসেবে," মিঃ রাইট বললেন, সাবধানে কয়েকটি আশীর্বাদপূর্ণ গোলাপের পাপড়ি রেখে, "আমি সর্বদা এই ফুলটি সংরক্ষণ করব, যা পুরোহিত গোলাপ জল ছিটিয়ে দিয়েছেন।"

আমার সঙ্গী এবং আমি [৪১-১] ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসটি মহীশূর রাজ্যের অতিথি হিসেবে কাটিয়েছি। মহারাজা, এইচএইচ শ্রী কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার চতুর্থ, একজন আদর্শ রাজপুত্র যিনি তাঁর জনগণের প্রতি বুদ্ধিমান ভক্তিশীল ছিলেন। একজন ধার্মিক হিন্দু, মহারাজা একজন মুসলিম, দক্ষ মির্জা ইসমাইলকে তাঁর দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায়িত করেছেন। মহীশূরের সত্তর লক্ষ বাসিন্দাকে একটি বিধানসভা এবং একটি আইন পরিষদ উভয় ক্ষেত্রেই জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়।

মহারাজার উত্তরাধিকারী, যুবরাজ মহারাজ, স্যার শ্রী কৃষ্ণ নরসিংহরাজ ওয়াদিয়ার, আমার সচিব এবং আমাকে তাঁর আলোকিত ও প্রগতিশীল রাজ্য পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গত দুই সপ্তাহ ধরে আমি টাউন হল, মহারাজা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল স্কুলে হাজার হাজার মহীশূর নাগরিক এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছি; এবং ব্যাঙ্গালোরে তিনটি গণসভা, ন্যাশনাল হাই স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং চেট্টি টাউন হলে যেখানে তিন হাজারেরও বেশি লোক সমবেত হয়েছিল। উৎসুক শ্রোতারা আমেরিকার আমার আঁকা উজ্জ্বল চিত্রটির প্রশংসা করতে পেরেছিলেন কিনা, আমি জানি না; তবে পূর্ব ও পশ্চিমের সেরা বৈশিষ্ট্যগুলির বিনিময় থেকে যে পারস্পরিক সুবিধাগুলি আসতে পারে তার কথা বলার সময় করতালি সর্বদাই সবচেয়ে বেশি ছিল।

মিঃ রাইট এবং আমি এখন গ্রীষ্মমন্ডলীয় শান্তিতে আরাম করছিলাম। তার ভ্রমণ ডায়েরিতে মহীশূর সম্পর্কে তার অনুভূতির নিম্নলিখিত বিবরণ রয়েছে:

"উজ্জ্বল সবুজ ধানক্ষেত , ঝাঁকড়া আখের টুকরো দিয়ে সাজানো , পাথুরে পাহাড়ের সুরক্ষিত পাদদেশে বাসা বেঁধেছে - পাহাড়গুলো কালো পাথরের মতো পান্নার দৃশ্যের মতো দেখা যায় - এবং রঙের খেলাটি গম্ভীর পাহাড়ের আড়ালে বিশ্রামের সন্ধানে সূর্যের আকস্মিক এবং নাটকীয় অদৃশ্য হওয়ার দ্বারা আরও উন্নত হয়। "

"অনেক আনন্দিত মুহূর্তগুলি আছে হয়েছে ব্যয় করা ভিতরে তাকিয়ে থাকা , প্রায় অনুপস্থিত - মন দিয়ে , এ দ্য সর্বদা -

[illegible]

"[illegible] [illegible]-[illegible]

[illegible]

গ্রানাইটের অনুর্বর পাহাড় সহ অন্যান্য অঞ্চল। হায়দ্রাবাদের ইতিহাস একটি দীর্ঘ , রঙিন গল্প , যা তিন হাজার বছর আগে অন্ধ্র রাজাদের অধীনে শুরু হয়েছিল এবং হিন্দু রাজবংশের অধীনে 1294 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল , যখন এটি মুসলিম শাসকদের একটি বংশের কাছে চলে যায় যারা শাসন করেছিলেন। এই দিন .

সমগ্র ভারতের মধ্যে স্থাপত্য , ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী হায়দ্রাবাদে ইলোরা এবং অজন্তা প্রাচীন শিলা -ভাস্কর্যযুক্ত গুহাগুলিতে পাওয়া যায়। ইলোরার কৈলাস , একটি বিশাল একশিলা মন্দির , যেখানে মাইকেলেঞ্জেলোর অসাধারণ অনুপাতে দেবতা , মানুষ এবং পশুদের খোদাই করা মূর্তি রয়েছে। অজন্তা হল পাঁচটি ক্যাথেড্রাল এবং পঁচিশটি মঠের স্থান ,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

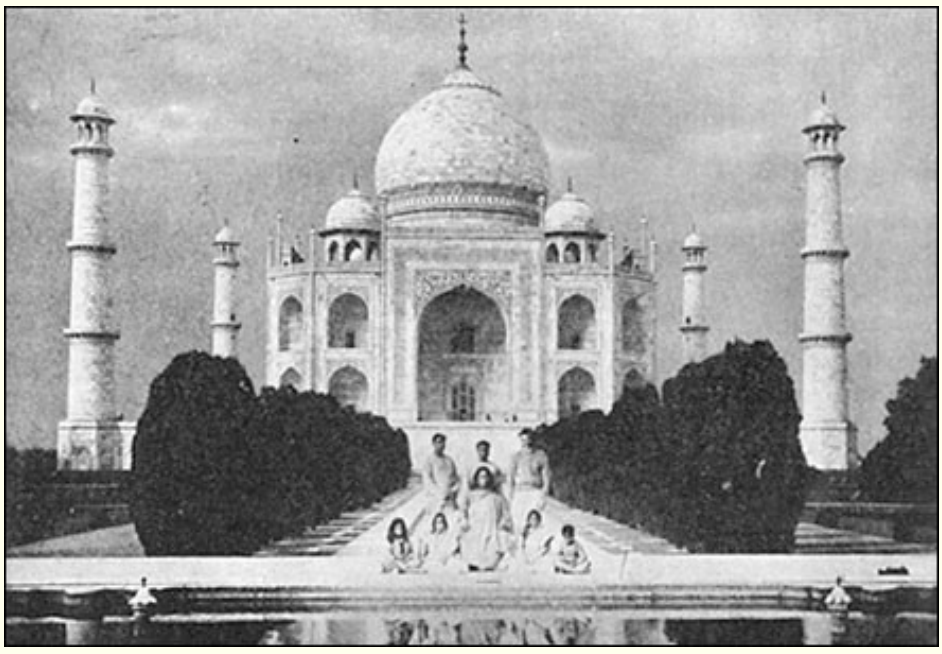

□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ "□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□," □□□ □□□ □□□ □ □□□□□□

অশোক ছিলেন প্রতাপশালী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (গ্রীকদের কাছে স্যান্ড্রোকোটাস নামে পরিচিত) নাতি , যিনি তার যৌবনে মহান আলেকজান্ডারের সাথে দেখা করেছিলেন। পরবর্তীতে চন্দ্রগুপ্ত ভারতে অবশিষ্ট ম্যাসেডোনীয় সেনাদের ধ্বংস করেন , পাঞ্জাবে সেলিউকাসের আক্রমণকারী গ্রীক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং তারপর তার পাটনার দরবারে হেলেনিক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসকে গ্রহণ করেন।

গ্রীক ঐতিহাসিকরা এবং আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানে তার সঙ্গী বা অনুসরণকারী অন্যান্যরা অত্যন্ত আকর্ষণীয় গল্পগুলি সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। অ্যারিয়ান , ডিওডোরোসের আখ্যান , প্লুটার্ক , এবং স্ট্রাবো দ্য ভূগোলবিদ আছে হয়েছে অনূদিত দ্বারা ডঃ . জে. ডব্লিউ . এম'ক্রিন্ডল ৪১-৩ প্রাচীন ভারতবর্ষের উপর আলোকপাত করার জন্য। আলেকজান্ডারের ব্যর্থ আক্রমণের সবচেয়ে প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল হিন্দু দর্শনের প্রতি এবং যোগী ও পবিত্র পুরুষদের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ , যাদের সাথে তিনি সময়ে সময়ে দেখা করতেন এবং যাদের সমাজ তিনি আগ্রহের সাথে চেয়েছিলেন। গ্রীক যোদ্ধা উত্তর ভারতের তক্ষশীলায় পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরেই , তিনি একজন দূত, ওনেসিক্রিটোস , যিনি হেলেনিক স্কুল অফ ডায়োজিনেসের শিষ্য ছিলেন , তাকে একজন ভারতীয় শিক্ষক , ডান্ডামিস , যিনি একজন মহান সন্ন্যাসী ছিলেন , আনতে পাঠান। তক্ষশিলা।

"হে ব্রাহ্মণদের শিক্ষক , তোমার প্রণাম !" ওনেসিক্রিটোস তার বনবাসে ডান্ডামিসের খোঁজ করার পর বললেন। "পরাক্রমশালী দেবতা জিউসের পুত্র , যিনি সকল মানুষের সার্বভৌম প্রভু , আলেকজান্ডার , তোমাকে তার কাছে যেতে বলছেন , এবং যদি তুমি তা মেনে নাও, তাহলে তিনি তোমাকে মহান উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করবেন , কিন্তু যদি তুমি অস্বীকৃতি জানাও , তাহলে সে তোমার মাথা কেটে ফেলবে !"

যোগী এই বাধ্যতামূলক আমন্ত্রণটি শান্তভাবে গ্রহণ করলেন , এবং "তার পাতার বিছানা থেকে মাথাও তুললেন না। "

"আমিও জিউসের পুত্র , যদি আলেকজান্ডার তাই হয় ," তিনি মন্তব্য করেন। "আমি আলেকজান্ডারের কিছুই চাই না , কারণ আমার যা আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট , অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি যে সে তার লোকদের সাথে সমুদ্র ও স্থলে বিনা লাভে ঘুরে বেড়ায় এবং তার বিচরণ কখনও শেষ হয় না। "

"যাও আলেকজান্ডারকে বলো যে , সর্বোচ্চ রাজা ঈশ্বর কখনও অহংকারী অন্যায়ের স্রষ্টা নন, বরং তিনি আলো, শান্তি , জীবন, জল, মানুষের দেহ এবং আত্মার স্রষ্টা ; মৃত্যু যখন সকল মানুষকে মুক্তি দেয় তখন তিনি সকলকে গ্রহণ করেন , কোনওভাবেই মন্দ রোগের শিকার হন না। তিনিই একমাত্র আমার শ্রদ্ধার ঈশ্বর , যিনি হত্যাকে ঘৃণা করেন এবং কোনও যুদ্ধের প্ররোচনা দেন না।

"আলেকজান্ডার কোনও দেবতা নন, কারণ তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে ," ঋষি নীরব অবজ্ঞার সাথে বলতে থাকলেন। "যেহেতু তিনি এখনও অন্তর্নিহিত সিংহাসনে বসেননি , তিনি কীভাবে বিশ্বের প্রভু হতে পারেন ?" সর্বজনীন কর্তৃত্ব ? তিনি এখনও জীবন্তভাবে পাতালে প্রবেশ করেননি , এবং তিনি এর গতিপথও জানেন না দ্য সূর্য মাধ্যমে দ্য কেন্দ্রীয় অঞ্চল এর দ্য পৃথিবী , যখন দ্য জাতিসমূহ উপর এর সীমানা আছে তার নাম তো খুব একটা শুনিনি !"

এই শাস্তির পর, "বিশ্বের প্রভু"-এর কানে আক্রমণ করার জন্য নিঃসন্দেহে সবচেয়ে হিংস্র, ঋষি বিদ্রূপাত্মকভাবে আরও যোগ করলেন, "যদি আলেকজান্ডারের বর্তমান রাজত্ব তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাকে গঙ্গা নদী পার হতে দিন; সেখানে সে এমন একটি অঞ্চল পাবে যা তার সমস্ত লোককে ধরে রাখতে সক্ষম হবে, যদি এই দিকের দেশটি তাকে ধরে রাখার জন্য খুব সংকীর্ণ হয়। **41-4**

"তবে এটা জেনে রাখো যে আলেকজান্ডার যা দেয় এবং তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উপহারগুলি আমার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন; আমি যে জিনিসগুলিকে মূল্যবান মনে করি এবং প্রকৃত ব্যবহার এবং মূল্য খুঁজে পাই তা হল এই পাতাগুলি যা আমার

[illegible]

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

"যার সাথে মানুষ এখনও পরিচিত নয়। " (মানুষ অজানাকে ভয় পায়।)

"কোনটি প্রথমে বিদ্যমান ছিল , দিন না রাত ?"

"দিনটি একদিনেই প্রথম ছিল। " এই উত্তরে আলেকজান্ডার অবাক হয়ে গেলেন ; ব্রাহ্মণ আরও বললেন: "অসম্ভব প্রশ্নের জন্য অসম্ভব উত্তর প্রয়োজন। "

"কিভাবে সেরা মে ক মানুষ তৈরি করা নিজে প্রিয় ?"

"একজন মানুষ যদি প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হয়েও নিজেকে ভীত না করে , তাহলে সে

প্রিয় হবে। " "একজন মানুষ কীভাবে দেবতা হতে পারে ?" **41-5**

"যা করা একজন মানুষের পক্ষে অসম্ভব , তা করে। "

"কোনটি শক্তিশালী , জীবন না মৃত্যু ?"

"জীবন, কারণ এটা ভালুক তাই অনেক মন্দ। "

আলেকজান্ডার ভারত থেকে একজন প্রকৃত যোগীকে তার শিক্ষক হিসেবে বের করে আনতে সফল হন। এই ব্যক্তি ছিলেন স্বামী স্ফিনেস , যাকে গ্রীকরা "কালানোস" বলে ডাকত কারণ কালী রূপে ঈশ্বরের ভক্ত সাধু সকলকে তাঁর শুভ নাম উচ্চারণ করে অভ্যর্থনা জানাতেন।

কালানোস আলেকজান্ডারের সাথে পারস্যে যান। নির্দিষ্ট দিনে , পারস্যের সুসায় , সমগ্র ম্যাসেডোনীয় সেনাবাহিনীর সামনে একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রবেশ করে কালানোস তার বৃদ্ধ দেহ ত্যাগ করেন। ঐতিহাসিকরা সৈন্যদের বিস্ময়ের কথা লিপিবদ্ধ করুন যারা লক্ষ্য করেছিলেন যে যোগীর ব্যথা বা মৃত্যুর কোনও ভয় নেই , এবং আগুনে পুড়ে যাওয়ার সময় তিনি একবারও তার অবস্থান থেকে নড়েননি। চলে যাওয়ার আগে তার দাহের জন্য , কালানোস তার সমস্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের আলিঙ্গন করেছিলেন , কিন্তু আলেকজান্ডারকে বিদায় জানানো থেকে বিরত ছিলেন , যাকে হিন্দু ঋষি কেবল মন্তব্য করেছিলেন :

"আমি করবে দেখা তুমি শীঘ্রই ভিতরে ব্যাবিলন। "

আলেকজান্ডার পারস্য ত্যাগ করেন এবং এক বছর পর ব্যাবিলনে মারা যান। তার ভারতীয় গুরুর কথাই ছিল তার বলার ধরণ যে তিনি জীবন ও মৃত্যুতে আলেকজান্ডারের সাথে উপস্থিত থাকবেন।

গ্রীক ঐতিহাসিকরা ভারতীয় সমাজের অনেক প্রাণবন্ত এবং অনুপ্রেরণামূলক চিত্র আমাদের জন্য রেখে গেছেন। অ্যারিয়ান আমাদের বলেন , হিন্দু আইন জনগণকে রক্ষা করে এবং "নিষেধাজ্ঞা দেয় যে তাদের মধ্যে কেউই , কোনও পরিস্থিতিতে , দাস থাকবে না , বরং তারা নিজেরাই স্বাধীনতা উপভোগ করবে , তারা সকলের সমান অধিকারকে সম্মান করবে। তারা ভেবেছিল , যারা অন্যদের উপর কর্তৃত্ব করতে বা তাদের প্রতি অনুরক্ত হতে শেখেনি , তারা সেই জীবন পাবে যা সমস্ত উত্থানের জন্য সর্বোত্তমভাবে উপযুক্ত। " **41-6**

"ভারতীয়রা ," আরেকটি লেখায় বলা হয়েছে , "সুদের বিনিময়ে টাকা দেয় না , ধার নিতেও জানে না। একজন ভারতীয়ের জন্য অন্যায় করা বা ভোগ করা প্রতিষ্ঠিত রীতির পরিপন্থী , এবং তাই তারা চুক্তি করে না বা জামানতের প্রয়োজন হয় না। " আমাদের বলা

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত , যিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫ সালে আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত করেছিলেন , সাতটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বছর পরে থেকে হাত উপর দ্য লাগাম এর ভারতের সরকার থেকে তার ছেলে। ভ্রমণ থেকে দক্ষিণ ভারতে , চন্দ্রগুপ্ত তাঁর জীবনের শেষ বারো বছর একজন নিঃস্ব তপস্বী হিসেবে কাটিয়েছিলেন , শ্রাবণবেলগোলার একটি পাথুরে গুহায় আত্মোপলব্ধির সন্ধানে , যা এখন মহীশূরের মন্দির হিসেবে সম্মানিত। কাছাকাছি কিছু জায়গা আছে। বিশ্বের বৃহত্তম মূর্তি , ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে জৈনরা সাধু কোমতেশ্বরের সম্মানে একটি বিশাল পাথর থেকে খোদাই করেছিলেন।

মহীশূরের সর্বব্যাপী ধর্মীয় মন্দিরগুলি দক্ষিণের অনেক মহান সাধুর স্মরণ করিয়ে দেয় ভারত। এক এর এইগুলো মাস্টার , থাইউমানভার , আছে বাম আমাদের দ্য অনুসরণ করা চ্যালেঞ্জিং কবিতা :

তুমি করতে পারেন নিয়ন্ত্রণ ক পাগল হাতি ;
তুমি ভাল্লুক এবং বাঘের মুখ বন্ধ করতে পারো ; তুমি সিংহের
পিঠে চড়তে পারো ;
তুমি করতে পারেন খেলা সঙ্গে দ্য কোবরা ;
আলকেমি দিয়ে তুমি তোমার জীবিকা নির্বাহ করতে পারো ;
তুমি মহাবিশ্বে অজ্ঞাতভাবে ঘুরে বেড়াতে পারো ;
তুমি দেবতাদের দাসত্ব করতে পারো ;
তুমি করতে পারেন থাকা কখনও তরুণ ;
তুমি করতে পারেন হাঁটা উপর পানি এবং লাইভ ভিতরে আগুন ;
কিন্তু নিয়ন্ত্রণ এর দ্য মন হল ভালো এবং আরও কঠিন।

ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দর ও উর্বর রাজ্য ত্রাভাঙ্কোরে , যেখানে নদী ও খাল দিয়ে যানবাহন চলাচল করে , মহারাজা প্রতি বছর যুদ্ধ এবং সুদূর অতীতে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের ত্রিভাঙ্কোরের সাথে সংযুক্তির ফলে সৃষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য একটি বংশগত বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেন। প্রতি বছর ছাপ্পান্ন দিন ধরে মহারাজা বৈদিক স্তোত্র এবং পাঠ শোনার জন্য প্রতিদিন তিনবার মন্দিরে যান ; লক্ষদীপম বা লক্ষ লক্ষ আলোকসজ্জার মাধ্যমে মন্দির আলোকিত করার মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মহান হিন্দু আইন প্রণেতা মনু ৪১-৮ একজন রাজার কর্তব্যের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। "তাঁর উচিত ইন্দ্রের (দেবতাদের অধিপতি) মতো সুযোগ-সুবিধা বর্ষণ করা ; সূর্য যেমন জল থেকে বাষ্প গ্রহণ করে , তেমনি মৃদু ও অদৃশ্যভাবে কর আদায় করা ; বাতাস যেমন সর্বত্র প্রবাহিত হয় , তেমনি তাঁর প্রজাদের জীবনে প্রবেশ করা ; যমের (মৃত্যুর দেবতা) মতো সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা ; অপরাধীদের বরুণের (আকাশ ও বায়ুর বৈদিক দেবতা) মতো ফাঁসিতে আবদ্ধ করা ; চন্দ্রের মতো সকলকে সন্তুষ্ট করা , অগ্নির মতো দুষ্ট শত্রুদের পুড়িয়ে ফেলা ; এবং মাটির দেবীর মতো সকলকে সমর্থন করা। "

"যুদ্ধে একজন রাজার বিষাক্ত বা অগ্নিশিখা দিয়ে যুদ্ধ করা উচিত নয় , দুর্বল ,

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

খ্রিস্টীয় যুগের প্রথম শতাব্দীতে। আধুনিক মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অহিংস মহাত্মা গান্ধীর আদর্শগুলি দুর্দান্ত অগ্রগতি অর্জন করেছে ; সাদা রঙের "গান্ধী টুপি " সর্বত্র দেখা যায়। দক্ষিণে সাধারণত মহাত্মা "অস্পৃশ্যদের " জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্দির সংস্কারের পাশাপাশি বর্ণ -প্রথা সংস্কার করেছেন।

মহান আইন প্রণেতা মনু কর্তৃক প্রণীত বর্ণ ব্যবস্থার উৎপত্তি প্রশংসনীয় ছিল। তিনি স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন যে প্রাকৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ চারটি মহান শ্রেণীতে বিভক্ত : যারা তাদের শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে সমাজের সেবা করতে সক্ষম (শূদ্র); যারা ... মানসিকতা , দক্ষতা , কৃষি , ব্যবসা , বাণিজ্য , সাধারণভাবে ব্যবসায়িক জীবন (বৈশ্য); যাদের প্রতিভা প্রশাসনিক , নির্বাহী এবং প্রতিরক্ষামূলক শাসক এবং যোদ্ধা (ক্ষত্রিয়); যারা চিন্তাশীল প্রকৃতির , আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত এবং অনুপ্রেরণাদায়ক (ব্রাহ্মণ)। "জন্ম , ধর্মানুষ্ঠান , অধ্যয়ন বা বংশধর কোনটিই নির্ধারণ করতে পারে না যে একজন ব্যক্তি দ্বিগুণ জন্মগ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ , একজন ব্রাহ্মণ);" মহাভারত ঘোষণা করে , "কেবল চরিত্র এবং আচরণই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। " **41-9** মনু নির্দেশ দিলেন সমাজ তার সদস্যদের জ্ঞান , গুণ , বয়স , আত্মীয়তা বা , পরিশেষে , সম্পদের অধিকারী বলে সম্মান করার জন্য বাধ্য ছিল। বৈদিক ভারতে ধন -সম্পদ সর্বদাই তুচ্ছ করা হত যদি তা জমা করে রাখা হত অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত না। প্রচুর ধন -সম্পদসম্পন্ন অদক্ষ ব্যক্তিদের সমাজে নিম্নপদে নিযুক্ত করা হত।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বর্ণপ্রথা যখন কঠোর হয়ে বংশগত বাধায় পরিণত হয় , তখন গুরুতর অশুভতার উদ্ভব হয়। গান্ধীর মতো সমাজ সংস্কারক এবং ভারতের অসংখ্য সমাজের সদস্যরা আজ জন্মের উপর নয় বরং প্রাকৃতিক যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে বর্ণের প্রাচীন মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারে ধীর কিন্তু নিশ্চিত অগ্রগতি অর্জন করছেন। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির নিজস্ব স্বতন্ত্র দুঃখ -উৎপাদনকারী কর্ম রয়েছে যা মোকাবেলা করতে এবং অপসারণ করতে হবে; ভারতও তার বহুমুখী এবং অভেদ্য চেতনার সাথে জাতি -সংস্কারের কাজে নিজেকে সমর্থ প্রমাণ করবে।

দক্ষিণ ভারত এতটাই মনোমুগ্ধকর যে মিঃ রাইট এবং আমি আমাদের আনন্দঘন সময়কে দীর্ঘায়িত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সময় , তার অনাদি অভদ্রতার কারণে , আমাদের কোনও সৌজন্যমূলক বর্ধন করেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের সমাপনী অধিবেশনে আমার শীঘ্রই বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। মহীশূর সফর শেষে , আমি ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি স্যার সিভি রমনের সাথে আলাপ উপভোগ করেছি। বিজ্ঞান। এই মেধাবী হিন্দু পদার্থবিদকে ১৯৩০ সালে আলোর বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল - "রমন প্রভাব " যা এখন প্রতিটি স্কুলছাত্রের কাছে পরিচিত।

মাদ্রাজের ছাত্র এবং বন্ধুদের ভিড়কে অনিচ্ছাকৃত বিদায় জানিয়ে , মিঃ রাইট এবং আমি উত্তর দিকে রওনা দিলাম। পথে আমরা ৪১-১০ বছর বয়সী সদাশিব ব্রাহ্মণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পবিত্র একটি ছোট্ট মন্দিরের সামনে থামলাম। যার আঠারো শতকের জীবন কাহিনীতে অলৌকিক ঘটনাগুলি ঘনীভূত। পুদুক্কোত্তাইয়ের রাজা কর্তৃক নির্মিত নেরুরে একটি বৃহত্তর সদাশিব মন্দির একটি তীর্থস্থান যা অসংখ্য ঐশ্বরিক আরোগ্যের সাক্ষী হয়েছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

41-3 : [illegible]

[illegible]: [illegible]

41-5 : [illegible]

41-6 : [illegible]

41-7 : [illegible]

অর্জন এবং স্বতন্ত্র মান ভিতরে অর্থনীতি , রাজনৈতিক বিজ্ঞান , সাহিত্য , শিল্প , এবং সামাজিক দর্শন। (লাহোর : মতিলাল বেনারসি দাস , পাবলিশার্স , 1937, 714 পৃ ., $5.00।)

আরেকটি সুপারিশকৃত আয়তন হল ভারতীয় সংস্কৃতি মাধ্যমে দ্য যুগ , দ্বারা এস . ভি। ভেনেশ্বর (নতুন ইয়র্ক : লংম্যানস , সবুজ অ্যান্ড কোং , $৫.০০)।

41-8 : মনু হল দ্য সর্বজনীন আইন প্রণেতা ; না একা জন্য হিন্দু সমাজ , কিন্তু জন্য দ্য বিশ্ব। সব সিস্টেম এর জ্ঞানী সামাজিক নিয়মকানুন এবং এমনকি ন্যায়বিচার হয় নকশা করা পরে মানু। নিৎশে আছে পরিশোধিত দ্য অনুসরণ করা শ্রদ্ধাঞ্জলি : "আমি জানা এর না বই ভিতরে কোনটি তাই অনেক নাজুক এবং দয়া করে জিনিসপত্র হয় বলেন থেকে নারী যেমন ভিতরে দ্য আইন বই এর মনু ; ঐগুলো পুরাতন ধূসর দাড়ি এবং সাধুগণ আছে ক নারীদের প্রতি সাহসিকতার ধরণ যা সম্ভবত অতিক্রম করা সম্ভব নয় ... একটি অতুলনীয় বৌদ্ধিক এবং উন্নত কাজ ... মহৎ মূল্যবোধে পরিপূর্ণ , এটি পরিপূর্ণতার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ , জীবনের প্রতি হ্যাঁ বলার সাথে সাথে , এবং নিজের এবং জীবনের প্রতি কল্যাণের বিজয়ী অনুভূতিতে পরিপূর্ণ ; পুরো বইটির উপর সূর্য জ্বলছে। "

41-9 : "অন্তর্ভুক্তি ভিতরে এক এর এইগুলো চার জাতি মূলত নির্ভরশীল না উপর ক পুরুষের জন্ম কিন্তু উপর তার প্রাকৃতিক ধারণক্ষমতা যেমনটি দেখানো হয়েছে দ্বারা দ্য লক্ষ্য ভিতরে জীবন সে নির্বাচিত থেকে অর্জন করা ," একটি প্রবন্ধ ভিতরে পূর্ব -পশ্চিম জন্য জানুয়ারী , ১৯৩৫, বলে আমাদের. "এই লক্ষ্য হতে পারে থাকা (১) কামা , ইচ্ছা , কার্যকলাপ এর দ্য জীবন এর দ্য ইন্দ্রিয় (শূদ্র পর্যায়), (২) অর্থ , লাভ, পরিপূর্ণকারী কিন্তু নিয়ন্ত্রণকারী ইচ্ছা (বৈশ্য পর্যায়), (৩) ধর্ম , আত্ম -শৃঙ্খলা , দায়িত্বশীল জীবন এবং সঠিক কর্ম (ক্ষত্রিয় পর্যায়), (৪) মোক্ষ , মুক্তি , দ্য জীবন এর আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মীয় শিক্ষাদান (ব্রাহ্মণ পর্যায়)। এইগুলো চার জাতি রেন্ডার করা সেবা মানবজাতির কাছে (১) শরীর , (২) মন, (৩) ইচ্ছাশক্তি , (৪) আত্মা।

প্রকৃতির শাশ্বত গুণ , তম , রজ এবং সত্ত্বের মিল রয়েছে : বাধা , কার্যকলাপ , এবং সম্প্রসারণ ; অথবা, ভর, শক্তি , এবং বুদ্ধিমত্তা। দ্য চার প্রাকৃতিক জাতি হয় চিহ্নিত দ্বারা দ্য গুনাস অ্যাজ (১) তমাস (অজ্ঞতা), (২) তমাস - রাজস (মিশ্রণ এর অজ্ঞতা এবং কার্যকলাপ), (৩) রজস-সত্ত্ব (মিশ্রণ এর ঠিক কার্যকলাপ এবং জ্ঞানদান), (৪) সত্ত্ব (আলোকিতকরণ)। এইভাবে আছে প্রকৃতি চিহ্নিত প্রতি মানুষ সঙ্গে তার জাত , দ্বারা দ্য নিজের মধ্যে একটির প্রাধান্য , অথবা দুটির মিশ্রণ । অবশ্যই প্রতিটি মানুষের তিনটি গুণই বিভিন্ন অনুপাতে থাকে। গুরু সঠিকভাবে একজন মানুষের জাত বা বিবর্তনীয় অবস্থা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।

প্রতি ক নিশ্চিত ব্যাপ্তি , সব ঘোড়দৌড় এবং জাতিসমূহ পর্যবেক্ষণ করা ভিতরে " অনুশীলন , যদি না ভিতরে তত্ত্ব , দ্য বৈশিষ্ট্য এর জাত। কোথায় সেখানে হল দুর্দান্ত লাইসেন্স অথবা তথাকথিত স্বাধীনতা , বিশেষ করে ভিতরে আন্তঃবিবাহ মধ্যে চরমপন্থা ভিতরে দ্য প্রাকৃতিক জাতি , দ্য জাতি হ্রাস পায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। পুরাণ সংহিতা এই ধরণের মিলনের বংশধরদের তুলনা বন্ধ্যা সংকর প্রজাতির সাথে করে , যেমন খচ্চর , যারা নিজস্ব প্রজাতির বংশবৃদ্ধি করতে অক্ষম। কৃত্রিম প্রজাতিগুলি অবশেষে ধ্বংস হয়ে যায়। ইতিহাস প্রচুর প্রমাণ দেয় এর অসংখ্য দুর্দান্ত ঘোড়দৌড় কোনটি না দীর্ঘতর আছে যেকোনো জীবিত প্রতিনিধিরা। দ্য জাত সিস্টেম এর ভারত হল জমা দেওয়া তার দ্বারা সর্বাধিক গভীর চিন্তাবিদরা সঙ্গে থাকা দ্য পরীক্ষা করা অথবা প্রতিরোধমূলক বিরুদ্ধে লাইসেন্স কোনটি আছে

[illegible] [illegible] [illegible] [

"কি হল তোমার প্রশ্ন ?" মাস্টার লাগছিল সম্পর্কে দ্য ঘর যেমন যদিও সে ছিল খোঁজা পালানো।

"গুরুজি , আমি আপনার কাছে হাই স্কুলের ছাত্র হিসেবে এসেছিলাম ; এখন আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ , এমনকি আমার চুল ধূসর বা দুই। যদিও তুমি প্রথম ঘন্টা থেকে আজ পর্যন্ত নীরব স্নেহের বর্ষণ করেছ , তুমি কি বুঝতে পারছো যে একবার কেবল , উপর দ্য দিন এর সভা, আছে তুমি কখনও বললেন, 'আমি ভালোবাসা তুমি ?" আমি লাগছিল এ তাকে অনুনয় বিনয় করে।

গুরু তাঁর দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন। "যোগানন্দ , আমি কি কথার শীতল জগতে সেই উষ্ণ অনুভূতিগুলো তুলে ধরব যা শব্দহীন হৃদয় সবচেয়ে ভালোভাবে সুরক্ষিত করে ?"

"গুরুজী , আমি জানা তুমি ভালোবাসা আমি , কিন্তু আমার নশ্বর কান ব্যথা থেকে শোনা তুমি বলা তাই। "

"তোমার ইচ্ছামতো হোক। আমার বিবাহিত জীবনে আমি প্রায়ই একটা ছেলের জন্য আকুল হয়ে থাকতাম, যোগপথে প্রশিক্ষণ নেব। কিন্তু যখন তুমি আমার জীবনে এলে , আমি সন্তুষ্ট ছিলাম ; তোমার মধ্যেই আমি আমার ছেলেকে খুঁজে পেয়েছি। " দুটি স্পষ্ট অশ্রুবিন্দু। শ্রীযুক্তেশ্বরের চোখে দাঁড়িয়ে রইল। "যোগানন্দ , আমি তোমাকে সবসময় ভালোবাসি। "

"তোমার উত্তর আমার স্বর্গের পাসপোর্ট। " তার কথায় আমার হৃদয় থেকে একটা বোঝা নেমে গেল, চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। প্রায়শই আমি তার নীরবতা দেখে অবাক হতাম। বুঝতে পারছিলাম যে সে আবেগহীন এবং আত্মকেন্দ্রিক। নিজেকে সংযত রেখেছি , তবুও মাঝে মাঝে আমার ভয় হতো যে আমি তাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছি। তার স্বভাব ছিল এক অদ্ভুত , কখনোই পুরোপুরি জানা যায়নি ; এমন এক স্বভাব যা গভীর এবং স্থির , বাইরের জগতের কাছে অগম্য , যার মূল্যবোধ সে অনেক আগেই অতিক্রম করে ফেলেছিল।

কয়েকদিন পর , যখন আমি কলকাতার অ্যালবার্ট হলে বিশাল জনতার সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম , তখন শ্রীযুক্তেশ্বর সন্তোষের মহারাজা এবং কলকাতার মেয়রের সাথে মঞ্চে আমার পাশে বসতে সম্মতি জানালেন। যদিও গুরু আমাকে কোনও মন্তব্য করেননি , তবুও আমি আমার বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে সময়ে তাঁর দিকে তাকাতাম এবং মনে করতাম যে আমি তাঁর চোখে একপ্রকার আনন্দের ঝলক দেখতে পাচ্ছি।

এরপর শ্রীরামপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সামনে একটি বক্তৃতা শুরু হলো। আমি যখন আমার পুরনো সহপাঠীদের দিকে তাকালাম , এবং তারা যখন তাদের নিজস্ব "ম্যাড মঙ্ক "-এর দিকে তাকালো, তখন আনন্দের অশ্রু নির্লজ্জভাবে ফুটে উঠলো। আমার দর্শনের রূপালী ভাষাভাষী অধ্যাপক ডঃ ঘোষাল আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন , আমাদের অতীতের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি দূর করে দিলেন অ্যালকেমিস্ট টাইম।

ডিসেম্বরের শেষে শ্রীরামপুর আশ্রমে শীতকালীন অয়নকাল উৎসব পালিত হয়েছিল। বরাবরের মতো, শ্রীযুক্তেশ্বরের শিষ্যরা দূর -দূরান্ত থেকে সমবেত হয়েছিলেন। ভক্তিমূলক সংকীর্তন , কৃষ্ণদা -র অমৃত-মিষ্টি কণ্ঠে একক সঙ্গীত , তরুণ শিষ্যদের দ্বারা পরিবেশিত একটি ভোজ , আশ্রমের জনাকীর্ণ প্রাঙ্গণে তারার নীচে গুরুদেবের গভীর মর্মস্পর্শী বক্তৃতা - স্মৃতি , স্মৃতি ! বহু বছরের আনন্দময় উৎসব ! তবে, আজ রাতে একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হওয়ার কথা ছিল।

"যোগানন্দ , অনুগ্রহ করে সমাবেশে ইংরেজিতে কথা বলুন। " এই দ্বিগুণ অস্বাভাবিক অনুরোধ করার সময় গুরুদেবের চোখ চকচক করে উঠল ; তিনি কি আমার প্রথম ইংরেজি বক্তৃতার আগে জাহাজের বোর্ডের যে দুর্দশার কথা ভাবছিলেন তার কথা ভাবছিলেন ? আমি আমার ভাই শিষ্যদের শ্রোতাদের গল্পটি বললাম , আমাদের গুরুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করলাম।

"তার সর্বব্যাপী নির্দেশনা কেবল সমুদ্রের স্টিমারে আমার সাথে ছিল না ," আমি উপসংহারে বললাম, "আমেরিকার বিশাল এবং অতিথিপরায়ণ ভূমিতে আমার পনেরো বছর ধরে প্রতিদিনই ছিল। "

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]!"

[illegible]

[illegible]

"[illegible], [illegible]"

"[illegible]"

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□ □□□ □□□, □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]"
[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]," [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]" [illegible]

[illegible]

থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। **42-** ৯.

কেশবানন্দ মাথা নাড়লেন। "ঐ উচ্চ আধ্যাত্মিক উচ্চতায় ," তিনি বললেন , "বন্য পশুরা খুব কমই যোগীদের উপর অত্যাচার করে। একবার জঙ্গলে আমি মুখোমুখি একটি বাঘের মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমার হঠাৎ বীর্যপাতের সময় , প্রাণীটি যেন পাথরে পরিণত হয়েছিল। " স্বামী আবার তার স্মৃতিতে হেসে উঠলেন।

"মাঝে মাঝে আমি বাম আমার নির্জনতা থেকে পরিদর্শন আমার গুরু ভিতরে বেনারস। তিনি ব্যবহৃত থেকে রসিকতা সঙ্গে আমি উপর আমার

অবিরাম ভ্রমণ ভিতরে দ্য হিমালয় মরুভূমি।

"'তোমার পায়ে ঘুরে বেড়ানোর চিহ্ন আছে ,' সে একবার আমাকে বলেছিল। 'আমি খুশি যে পবিত্র হিমালয় তোমাকে মুগ্ধ করার জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত। '"

"অনেকবার," কেশবানন্দ আরও বললেন, "তার মৃত্যুর আগে এবং পরে , লাহিড়ী মহাশয় আমার সামনে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। তার কাছে হিমালয়ের কোন উচ্চতাই দুর্গম নয় !"

দুই ঘন্টা পর তিনি আমাদের ডাইনিং প্যাটিওতে নিয়ে গেলেন। আমি নীরব হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আরও পনেরো কোর্সের খাবার ! ভারতীয় আতিথেয়তায় এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে , আমার ওজন পঞ্চাশ পাউন্ড বেড়ে গেছে ! তবুও আমার সম্মানে অন্তহীন ভোজের জন্য সাবধানে প্রস্তুত করা কোনও খাবার প্রত্যাখ্যান করাকে অভদ্রতার চরম পর্যায়ে বিবেচনা করা হত। ভারতে (অন্য কোথাও , হায় !) একজন সুসজ্জিত স্বামীকে একটি মনোরম দৃশ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। **42-10**

জনাব. রাইট , আমি নিজেই, মিস ব্লেচ -- ভিতরে মিশর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , অনুপ্রাণিত কবি এর বাংলা , এবং নোবেল পুরষ্কারদাতা ভিতরে সাহিত্য

মিঃ রাইট এবং আমি বৃন্দাবনের রাজকীয় আশ্রমে শ্রদ্ধেয় স্বামী কেশবানন্দ এবং একজন শিষ্যের সাথে পোজ দিচ্ছি।

পরে রাতের খাবার , কেশবানন্দ এলইডি আমি থেকে ক নির্জন কোণা।

"তোমার আগমন হল না অপ্রত্যাশিত " সে বলেন। "আমি আছে ক

বার্তা জন্য তুমি। " আমি অবাক হয়েছিলাম ; কেশবানন্দের সাথে

দেখা করার আমার পরিকল্পনার কথা কেউ জানত না।

"গত বছর বদ্রীনারায়ণের কাছে উত্তর হিমালয়ে ঘোরাঘুরি করার সময় ," স্বামী আরও বললেন, "আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। একটি প্রশস্ত গুহায় আশ্রয়স্থল দেখা গেল , যা খালি ছিল , যদিও পাথুরে মেঝের একটি গর্তে আগুনের অঙ্গার জ্বলছিল। এই একাকী আশ্রয়স্থলের বাসিন্দার কথা ভাবতে ভাবতে , আমি আগুনের কাছে বসে রইলাম, আমার দৃষ্টি গুহার সূর্যালোকিত প্রবেশপথের দিকে নিবদ্ধ ছিল।

"'কেশবানন্দ , তুমি এখানে আছো দেখে আমি খুশি। " এই কথাগুলো আমার পেছন থেকে ভেসে এলো। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম , চমকে উঠলাম, আর বাবাজীকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম ! মহান গুরু গুহার এক ফাঁকে নিজেকে অবতীর্ণ করেছিলেন। বহু বছর পর আবার তাঁকে দেখে আনন্দিত হয়ে আমি তাঁর পবিত্র চরণে প্রণাম করলাম।

"'আমি তোমাকে এখানে ডেকেছিলাম ,' বাবাজি বলতে লাগলেন। 'এই কারণেই তুমি পথ হারিয়েছিলে এবং এই গুহায় আমার অস্থায়ী আবাসস্থলে নিয়ে গিয়েছিলে। আমাদের শেষ সাক্ষাতের অনেক দিন হয়ে গেছে ; আমি আবারও তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আনন্দিত। "

"অমর গুরু আমাকে আধ্যাত্মিক সাহায্যের কিছু কথা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন , তারপর

[illegible]: '[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

> [illegible]
> [illegible]

[illegible]:

"[illegible]"

[illegible]

"[illegible]" [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

"প্রভু ," আমি শোকাহত হয়ে বললাম, "আপনি পুরীতে আমার সাথে 'যুদ্ধের ' মধ্যে জড়াতে চান না , যেখানে আপনাকে প্রভুর জীবনের জন্য আমার অবিরাম প্রার্থনা অস্বীকার করতে হবে। তাহলে , আপনার নির্দেশে কি তিনি উচ্চতর দায়িত্ব পালনের জন্য চলে যাবেন ?"

অভ্যন্তরীণ আদেশ মেনে , আমি সেই রাতে পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা হইনি। পরের দিন সন্ধ্যায় আমি ট্রেনের জন্য রওনা দিলাম ; পথে, সাতটা বাজে , হঠাৎ করেই আকাশে কালো জ্যোতিষ্ক মেঘ ঢেকে গেল। **42-** ১১ পরে, যখন ট্রেনটি পুরীর দিকে গর্জন করে এগিয়ে যাচ্ছিল , তখন আমার সামনে শ্রীযুক্তেশ্বরের একটি দর্শন ভেসে উঠল। তিনি বসে ছিলেন , মুখের দিক দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর , দুই পাশে আলো জ্বলছিল।

"সব শেষ?" আমি অনুনয় করে আমার হাত

তুললাম। সে মাথা নাড়ল , তারপর ধীরে

ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে যখন আমি পুরী ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলাম , তখনও আশার আলোয়, তখন একজন অচেনা লোক আমার কাছে এলো।

"তুমি কি শুনেছো যে তোমার প্রভু চলে গেছেন ?" সে আর কোন কথা না বলে আমাকে ছেড়ে চলে গেল; আমি কখনও বুঝতে পারিনি যে সে কে ছিল এবং সে কীভাবে জানত যে আমাকে কোথায় খুঁজে পাবে।

হতবাক হয়ে আমি প্ল্যাটফর্মের দেয়ালের সাথে দুলতে দুলতে বুঝতে পারলাম যে আমার গুরু বিভিন্নভাবে আমাকে এই বিধ্বংসী সংবাদটি জানাতে চাইছেন। বিদ্রোহে উত্তপ্ত আমার আত্মা আগ্নেয়গিরির মতো হয়ে উঠল। পুরীর আশ্রমে পৌঁছানোর সাথে সাথে আমি প্রায় ভেঙে পড়লাম। ভেতরের কণ্ঠস্বর কোমলভাবে পুনরাবৃত্তি করছিল : "নিজেকে সংযত করো। শান্ত হও। "

আমি আশ্রম কক্ষে প্রবেশ করলাম যেখানে গুরুদেবের অকল্পনীয় প্রাণবন্ত দেহ পদ্মভঙ্গিতে বসে ছিল - স্বাস্থ্য এবং প্রেমের প্রতিচ্ছবি। তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে, আমার গুরু জ্বরে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন , কিন্তু তাঁর অনন্তে আরোহণের দিনের আগে, তাঁর দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিল। আমি যতবারই তাঁর প্রিয় রূপের দিকে তাকাই না কেন , আমি বুঝতে পারিনি যে এর জীবন চলে গেছে। তাঁর ত্বক ছিল মসৃণ এবং নরম ; তাঁর মুখে প্রশান্তির এক আনন্দময় অভিব্যক্তি। রহস্যময় আহ্বানের মুহূর্তে তিনি সচেতনভাবে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

"দ্য সিংহ এর বাংলা হল চলে গেছে !" আমি কেঁদেছিল ভিতরে ক স্তব্ধ।

আমি ১০ মার্চ পবিত্র অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেছি। শ্রীযুক্তেশ্বরকে ৪২-১২ তারিখে - সমাহিত করা হয়েছিল। পুরী আশ্রমের বাগানে স্বামীদের প্রাচীন রীতিনীতি অনুসারে তাঁর শিষ্যরা পরে দূর -দূরান্ত থেকে এসেছিলেন তাদের গুরুকে সম্মান জানাতে একটি স্থানীয় বিষুব স্মরণসভায়। কলকাতার শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র অমৃত বাজার পত্রিকা তাঁর ছবি এবং নিম্নলিখিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible], "[illegible]"

42-1 : [illegible]

42-2 : [illegible]

42-3 : [illegible]

42-4 : [illegible]

[illegible]:

[illegible] : II:[illegible]

42-6 : [illegible]

> [illegible]

42-7 : [illegible]

> [illegible]

42-8 : [illegible]

42-9 : [illegible]

42-10 : [illegible]

42-11 : [illegible]

42-12 : [illegible]

অধ্যায় : ৪৩

দ্য পুনরুত্থান এর শ্রী যুক্তেশ্বর

"ভগবান কৃষ্ণ !" বোম্বের রিজেন্ট হোটেলে আমার ঘরে বসে থাকাকালীন অবতারের মহিমান্বিত রূপটি এক ঝলমলে আলোয় আবির্ভূত হয়েছিল। রাস্তার ওপারে একটি উঁচু ভবনের ছাদের উপর দিয়ে জ্বলজ্বল করছিল , আমার দীর্ঘ খোলা তৃতীয় তলার জানালা দিয়ে যখন আমি বাইরে তাকালাম , তখন হঠাৎ আমার চোখে সেই অবর্ণনীয় দৃষ্টি ভেঙে পড়ল।

ঐশ্বরিক মূর্তিটি আমার দিকে হাত নাড়িয়ে হেসে অভিবাদন জানালেন। যখন আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঠিক বার্তা বুঝতে পারছিলাম না , তখন তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে চলে গেলেন। আশ্চর্যজনকভাবে উত্তেজিত হয়ে , আমি অনুভব করলাম যে কোনও আধ্যাত্মিক ঘটনা পূর্বাভাসিত।

আমার পশ্চিমা ভ্রমণ আপাতত বাতিল করা হয়েছে। বাংলায় ফিরতি সফরে যাওয়ার আগে বোম্বেতে আমার বেশ কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল।

১৯ জুন , ১৯৩৬ তারিখে বিকেল তিনটায় বোম্বে হোটেলে আমার বিছানায় বসে - কৃষ্ণের দর্শনের এক সপ্তাহ পরে - আমি এক আনন্দময় আলোয় আমার ধ্যান থেকে জাগিয়ে তুললাম। আমার খোলার আগে আর বিস্মিত চোখে , পুরো ঘরটি এক অদ্ভুত জগতে রূপান্তরিত হয়ে গেল , সূর্যের আলো অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হল।

শ্রীযুক্তেশ্বরের রক্তমাংসের রূপ দেখার সাথে সাথে আনন্দের ঢেউ আমাকে

আচ্ছন্ন করে ফেলল ! "আমার পুত্র !" গুরু কোমলভাবে বললেন , তাঁর মুখে

দেবদূত -মোহময় হাসি।

জীবনে প্রথমবারের মতো আমি তার পায়ে হাঁটু গেড়ে অভিবাদন জানাইনি , বরং সাথে সাথেই তাকে আমার কোলে টেনে নেওয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম। মুহূর্তের পর মুহূর্তের জন্য ! বিগত মাসগুলোর যন্ত্রণা এতটাই তীব্র ছিল যে , এখন যে প্রবল আনন্দ নেমে আসছে , তার সামনে আমি ওজনহীনভাবে গণনা করলাম।

"আমার প্রভু , আমার হৃদয়ের প্রিয় , তুমি আমাকে কেন ছেড়ে চলে গেলে ?" আনন্দের আধিক্যে আমি অসংলগ্ন ছিলাম। "কেন? করেছিল তুমি যাক আমি যাও থেকে দ্য কুম্ভ মেলা ? কিভাবে তীব্রভাবে আছে আমি দোষারোপ করা আমি নিজেই জন্য চলে যাওয়া তুমি !"

"দ্বারা খ . কে. মিত্র ভিতরে “কল্যাণ - কল্পতুর -

কৃষ্ণ , প্রাচীন নবী এর ভারত

একজন আধুনিক শিল্পীর ঐশ্বরিক শিক্ষকের ধারণা , যার ভগবদ গীতায় আধ্যাত্মিক পরামর্শ হিন্দু বাইবেলে পরিণত হয়েছে। হিন্দু শিল্পকলায় কৃষ্ণকে চুলে ময়ূর পালক (ভগবানের লীলা , খেলা বা সৃজনশীল খেলার প্রতীক) দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে , এবং একটি বাঁশি বহন করা হয়েছে , যার মুগ্ধ স্বর ভক্তদের মায়া বা মহাজাগতিক ভ্রমের ঘুম থেকে একে একে জাগিয়ে তোলে ।

"আমি তোমার সেই তীর্থস্থান দেখার আনন্দময় প্রত্যাশায় বাধা দিতে চাইনি যেখানে প্রথম বাবাজির সাথে আমার দেখা হয়েছে। আমি তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছি মাত্র কিছুক্ষণের জন্য ; আমি কি আর তোমার সাথে থাকবো না?"

তুমি কি সেই একই ঈশ্বরের সিংহ ? তুমি কি সেই দেহ পরে আছো যা আমি নিষ্ঠুর পুরীর বালির নীচে পুঁতে রেখেছিলাম ?"

"হ্যাঁ , আমার সন্তান , আমিও তাই। এটা রক্ত -মাংসের দেহ। যদিও আমি এটাকে স্বর্গীয় মনে করি , তোমার দৃষ্টিতে এটা ভৌত। মহাজাগতিক পরমাণু থেকে আমি সম্পূর্ণ নতুন একটি দেহ তৈরি করেছি , ঠিক সেই মহাজাগতিক -স্বপ্নের ভৌত দেহের মতো যা তুমি তোমার স্বপ্নের জগতে পুরীর স্বপ্নের বালির নীচে রেখেছিলে। আমি সত্যিই পুনরুত্থিত - পৃথিবীতে নয় , একটি জ্যোতিষ গ্রহে। এর বাসিন্দারা আমার উচ্চ মান পূরণ করতে পার্থিব মানবতার চেয়েও বেশি সক্ষম। সেখানে তুমি এবং তোমার উচ্চ প্রিয়জনরা একদিন আমার সাথে থাকবে। "

"অমৃত" গুরু , বলো আমি আরও!"

মাস্টার একটা দ্রুত , আনন্দের হাসি দিলেন। "দয়া করে , প্রিয় ," তিনি বললেন , "তুমি কি

তোমার হাতটা একটু শিথিল করবে না?"

"শুধু একটু!" আমি অক্টোপাসের আঁকড়ে ধরে তাকে জড়িয়ে ধরছিলাম। আমি একই রকম মৃদু, সুগন্ধি, প্রাকৃতিক গন্ধ অনুভব করতে পারছিলাম যা আগে তার শরীরের বৈশিষ্ট্য ছিল।
তার রোমাঞ্চকর স্পর্শ

[illegible]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

আলোর ভর ব্যবহার করে, বিদ্যুৎ এবং তেজস্ক্রিয় শক্তির চেয়ে দ্রুত।

"আলো এবং রঙের বিভিন্ন সূক্ষ্ম কম্পন দ্বারা গঠিত জ্যোতির্বিদ্যা মহাবিশ্ব , বস্তুগত মহাবিশ্বের চেয়ে শতগুণ বড়। সমগ্র ভৌত সৃষ্টি জ্যোতির্বিদ্যা গোলকের বিশাল আলোকিত বেলুনের নীচে একটি ছোট শক্ত ঝুড়ির মতো ঝুলছে। যেমন অনেক ভৌত সূর্য এবং তারা মহাকাশে বিচরণ করে , তেমনি অগণিত জ্যোতির্বিদ্যা সৌর এবং নক্ষত্রমণ্ডলও রয়েছে। তাদের গ্রহগুলিতে জ্যোতির্বিদ্যা সূর্য এবং চাঁদ রয়েছে , যা ভৌত সূর্য এবং চাঁদের চেয়েও সুন্দর। জ্যোতির্বিদ্যা অরোরার মতো।

বোরিয়ালিস -রৌদ্রোজ্জ্বল জ্যোতির্বিদ্যার অরোরা মৃদু রশ্মিযুক্ত চাঁদের অরোরার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল। জ্যোতির্বিদ্যার দিন ও রাত পৃথিবীর দিন ও রাতের চেয়ে দীর্ঘ।

"জ্যোতিষ জগৎ অসীম সুন্দর, পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং সুশৃঙ্খল। এখানে কোন মৃত গ্রহ বা অনুর্বর ভূমি নেই। পার্থিব দাগ - আগাছা, ব্যাকটেরিয়া, পোকামাকড়, সাপ - অনুপস্থিত। পৃথিবীর পরিবর্তনশীল জলবায়ু এবং ঋতুর বিপরীতে, জ্যোতিষ গ্রহগুলি একটি চিরন্তন বসন্তের সমান তাপমাত্রা বজায় রাখে, মাঝে মাঝে উজ্জ্বল সাদা তুষার এবং বহু রঙের আলোর বৃষ্টিপাত সহ। জ্যোতিষ গ্রহগুলি ওপাল হ্রদ, উজ্জ্বল সমুদ্র এবং রংধনু নদীতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। "

"সাধারণ জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাবিশ্ব - হিরণ্যলোকের সূক্ষ্মতর জ্যোতির্বিজ্ঞান স্বর্গ নয় - জনবহুল পৃথিবী থেকে কমবেশি সম্প্রতি আগত লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ প্রাণী, এবং অগণিত পরী, জলমগ্নী, মাছ, প্রাণী, প্রেতাত্মা, ভূত, দেবতা এবং আত্মাদের সাথে, যারা কর্মের যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন জ্যোতিষ গ্রহে বাস করে। ভালো এবং মন্দ আত্মাদের জন্য বিভিন্ন গোলাকার প্রাসাদ বা কম্পনশীল অঞ্চল তৈরি করা হয়েছে। ভালো আত্মারা অবাধে ভ্রমণ করতে পারে, কিন্তু মন্দ আত্মারা সীমিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ঠিক যেমন মানুষ পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাস করে, মাটির ভিতরে কৃমি, জলে মাছ এবং বাতাসে পাখি, তেমনি বিভিন্ন শ্রেণীর জ্যোতিষ প্রাণীদের উপযুক্ত কম্পনশীল স্থানে বরাদ্দ করা হয়।

"অন্যান্য জগৎ থেকে বহিষ্কৃত পতিত অন্ধকার দেবদূতদের মধ্যে, লাইফট্রনিক বোমা বা মানসিক মন্ত্রের সাথে ঘর্ষণ এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয় **43-3** কম্পনশীল রশ্মি। এই প্রাণীরা নিম্ন জ্যোতিষ জগতের অন্ধকারে ডুবে থাকা অঞ্চলে বাস করে, তাদের মন্দ কর্ম সম্পাদন করে।

"অন্ধকার জ্যোতিষ কারাগারের উপরে বিশাল রাজ্যে, সবকিছুই উজ্জ্বল এবং সুন্দর। জ্যোতিষ মহাবিশ্ব প্রাকৃতিকভাবে পৃথিবীর চেয়ে ঐশ্বরিক ইচ্ছা এবং পরিপূর্ণতার পরিকল্পনার সাথে আরও বেশি সংযুক্ত। প্রতিটি জ্যোতিষ বস্তু মূলত ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা এবং আংশিকভাবে জ্যোতিষ প্রাণীর ইচ্ছা -আহ্বান দ্বারা প্রকাশিত হয়। তারা ইতিমধ্যেই সৃষ্ট যেকোনো কিছুর করুণা এবং রূপ পরিবর্তন বা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রাখে। প্রভু। তিনি তাঁর জ্যোতিষ সন্তানদের জ্যোতিষ জগতের ইচ্ছামত পরিবর্তন বা উন্নতি করার স্বাধীনতা এবং সুযোগ দিয়েছেন। পৃথিবীতে একটি কঠিন পদার্থকে প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তরল বা অন্য আকারে রূপান্তরিত করতে হয়, কিন্তু জ্যোতিষ পদার্থগুলি কেবলমাত্র এবং তাৎক্ষণিকভাবে বাসিন্দাদের ইচ্ছায় জ্যোতিষ তরল, গ্যাস বা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

"পৃথিবী সমুদ্র, স্থল এবং আকাশে যুদ্ধ এবং হত্যায় অন্ধকার," আমার গুরু আরও বললেন, "কিন্তু জ্যোতিষ রাজ্যসমূহ জানা ক খুশি সাদৃশ্য এবং সমতা। অ্যাস্ট্রাল প্রাণী ডিমেটেরিয়ালাইজ করা অথবা ইচ্ছামত তাদের রূপ ধারণ করে। ফুল, মাছ বা প্রাণী কিছু সময়ের জন্য নিজেদের রূপান্তরিত করতে পারে জ্যোতিষ মানুষ। সমস্ত জ্যোতিষ প্রাণী যেকোনো রূপ ধারণ করতে স্বাধীন, এবং সহজেই একসাথে যোগাযোগ করতে পারে। কোনও স্থির, নির্দিষ্ট, প্রাকৃতিক নিয়ম তাদের চারপাশে ঘিরে রাখে না - উদাহরণস্বরূপ, যেকোনো জ্যোতিষ বৃক্ষ সফলভাবে একটি জ্যোতিষী আম বা অন্য কোন পছন্দসই ফল, ফুল, অথবা অন্য

[illegible]

[illegible]

"[illegible]; [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

জন্য , ভগবান যেকোনো পছন্দসই রূপ ধারণ করেন। যদি ভক্তিপূর্ণভাবে উপাসিত ভক্ত , তিনি ঈশ্বরকে ঐশ্বরিক মাতা হিসেবে দেখেন। পিতা যীশুর কাছে - অনন্ত একের দিকটি অন্যান্য ধারণার বাইরেও আকর্ষণীয় ছিল। স্রষ্টা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে যে স্বতন্ত্রতা দিয়েছেন তা প্রতিটি কল্পনাযোগ্য এবং অকল্পনীয় করে তোলে। "প্রভুর বহুমুখী ক্ষমতার দাবি !" আমি আর আমার গুরু একসাথে আনন্দে হেসে উঠলাম।

"অন্য জীবনের বন্ধুরা জ্যোতিষ জগতে একে অপরকে সহজেই চিনতে পারে ," শ্রী যুক্তেশ্বর তার সুন্দর , বাঁশির মতো কণ্ঠে বলতে থাকলেন। "বন্ধুত্বের অমরত্বে আনন্দিত হয়ে , তারা প্রেমের অবিনশ্বরতা উপলব্ধি করে , যা প্রায়শই পার্থিব জীবনের দুঃখজনক, বিভ্রান্তিকর বিচ্ছেদের সময় সন্দেহ করা হয়। "

"[illegible] [illegible] [illegible] [

প্রয়োজনীয়তা থেকে প্রায় মুক্ত, তবুও কার্যকারণ জগতে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত আত্মাদের নিঃশর্ত অস্তিত্ব আরও উন্নত, যারা আনন্দের মান্না ছাড়া আর কিছুই খায় না।

"পৃথিবী থেকে মুক্ত জ্যোতিষ সত্তা পৃথিবীতে বিভিন্ন অবতারের সময় অর্জিত অসংখ্য আত্মীয়স্বজন, পিতা, মাতা, স্ত্রী, স্বামী এবং বন্ধুদের সাথে দেখা করে, [৪৩-৫]" কারণ এগুলো সময়ে সময়ে জ্যোতিষ জগতের বিভিন্ন অংশে আবির্ভূত হয়। তাই সে বুঝতে পারে না যে বিশেষ করে কাকে ভালোবাসতে হবে; সে এইভাবে সকলকে ঐশ্বরিক এবং সমান ভালোবাসা দিতে শেখে, শিশু এবং

ঈশ্বরের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। যদিও প্রিয়জনদের বাহ্যিক চেহারা পরিবর্তিত হতে পারে , যেকোনো নির্দিষ্ট আত্মার নতুন জীবনে নতুন গুণাবলীর বিকাশের সাথে সাথে , জ্যোতিষ সত্তা তার অবিচল অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করে অস্তিত্বের অন্যান্য স্তরে তার একসময়ের প্রিয় সকলকে চিনতে এবং তাদের নতুন জ্যোতিষ ঘরে স্বাগত জানাতে। কারণ সৃষ্টির প্রতিটি পরমাণু অনির্বাণভাবে ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন , **43-6** একজন জ্যোতিষী বন্ধু যে পোশাকই পরুক না কেন , তাকে চেনা যাবে , ঠিক যেমন পৃথিবীতে একজন অভিনেতার পরিচয় যেকোনো ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করা যায়।

"জ্যোতিষ জগতের জীবনকাল পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি। একটি স্বাভাবিক উন্নত জ্যোতিষ পৃথিবীর সময়ের মানদণ্ড অনুসারে , জীবের গড় আয়ু পাঁচশো থেকে এক হাজার বছর পর্যন্ত। যেমন কিছু লাল কাঠের গাছ বেশিরভাগ গাছের চেয়ে সহস্রাব্দ বেশি বাঁচে , অথবা কিছু যোগী যেমন কয়েকশ বছর বেঁচে থাকে যদিও বেশিরভাগ মানুষ ষাট বছর বয়সের আগে মারা যায় , তেমনি কিছু জ্যোতিষী প্রাণী স্বাভাবিক জ্যোতিষী অস্তিত্বের চেয়ে অনেক বেশি সময় বেঁচে থাকে। জ্যোতিষ জগতের দর্শনার্থীরা তাদের শারীরিক কর্মের ওজন অনুসারে দীর্ঘ বা কম সময়ের জন্য সেখানে থাকেন , যা তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনে।

"সূক্ষ্ম সত্তাকে তার উজ্জ্বল দেহ ত্যাগ করার সময় মৃত্যুর সাথে যন্ত্রণাদায়কভাবে লড়াই করতে হয় না। তবুও এই প্রাণীদের অনেকেই তাদের সূক্ষ্ম রূপ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম কারণের জন্য চিন্তা করলে কিছুটা নার্ভাস বোধ করেন। সূক্ষ্ম জগৎ অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু , রোগ এবং বার্ধক্য থেকে মুক্ত। এই তিনটি ভয় হল পৃথিবীর অভিশাপ , যেখানে মানুষ তার চেতনাকে থেকে চিহ্নিত করা নিজেই প্রায় সম্পূর্ণরূপে সঙ্গে ক দুর্বল শারীরিক শরীর প্রয়োজন ধ্রুবক সাহায্য থেকে বাতাস , খাদ্য , এবং ঘুম , যাতে আদৌ অস্তিত্ব থাকে।

"শারীরিক মৃত্যু শ্বাস -প্রশ্বাসের অন্তর্ধান এবং মাংসিক কোষের বিচ্ছিন্নতা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। জ্যোতিষ মৃত্যুতে জীবের প্রকাশমান একক , জীবের বিচ্ছুরণ ঘটে যা জ্যোতিষ প্রাণীর জীবন গঠন করে। দৈহিক মৃত্যুতে একজন জীব মাংসের চেতনা হারিয়ে ফেলে এবং জ্যোতিষ জগতে তার সূক্ষ্ম দেহ সম্পর্কে সচেতন হয়। যথাসময়ে জ্যোতিষ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করা , এইভাবে সত্তা জ্যোতিষ জন্ম ও মৃত্যুর চেতনা থেকে দৈহিক জন্ম ও মৃত্যুর চেতনায় রূপান্তরিত হয়। জ্যোতিষ ও দৈহিক আবরণের এই পুনরাবৃত্ত চক্রগুলি সমস্ত অজ্ঞাত প্রাণীর অনিবার্য নিয়তি। স্বর্গ ও নরকের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা কখনও কখনও মানুষের অবচেতনের চেয়েও গভীরভাবে আলোড়িত করে। স্মৃতি এর তার দীর্ঘ সিরিজ এর অভিজ্ঞতা ভিতরে দ্য আনন্দময় জ্যোতিষ এবং হতাশ করে পার্থিব জগৎ। "

"প্রিয় প্রভু ," আমি জিজ্ঞাসা করলাম , "আপনি কি দয়া করে পৃথিবীতে পুনর্জন্ম এবং জ্যোতিষ ও কার্যকারণ ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন ?"

"মানুষ একটি স্বতন্ত্র আত্মা হিসেবে মূলত কার্যকারণ -দেহযুক্ত ," আমার গুরু ব্যাখ্যা করেছিলেন। "সেই দেহটি একটি ম্যাট্রিক্স এর দ্য পঁয়ত্রিশ ধারণা প্রয়োজনীয় দ্বারা দেবতা যেমন দ্য মৌলিক অথবা কার্যকারণমূলক চিন্তা বাহিনী

[illegible]

"[illegible]; [illegible]; [illegible]; [

[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible] WHO [illegible]

দিয়ে তৈরি , তাই কার্যকারণে পাতলাভাবে আবৃত আত্মার শক্তির বিশাল উপলব্ধি রয়েছে।

"একটি আত্মা , যা প্রকৃতিগতভাবে অদৃশ্য , কেবল তার দেহের উপস্থিতি দ্বারাই তাকে আলাদা করা যায়। " নিছক উপস্থিতি এর ক শরীর বোঝায় যে এর অস্তিত্ব হল তৈরি সম্ভব দ্বারা অপূর্ণ ইচ্ছা। ৪৩-

৯.

"যতক্ষণ না মানুষের আত্মা এক , দুই , অথবা তিনটি দেহ -পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকে , অজ্ঞতা এবং কামনার বন্ধন দিয়ে শক্তভাবে বন্ধ থাকে , ততক্ষণ সে আত্মার সমুদ্রের সাথে মিশে যেতে পারে না। যখন স্থূল মৃত্যুর হাতুড়ি দ্বারা ভৌত আবরণ ধ্বংস হয়ে যায় , অন্য দুটি আবরণ - জ্যোতিষ্ক এবং "কারণ-কারণ-এখনও আত্মাকে সচেতনভাবে সর্বব্যাপী জীবনে যোগদান থেকে বিরত রাখে। যখন জ্ঞানের মাধ্যমে ইচ্ছাহীনতা অর্জন করা হয় , তখন এর শক্তি অবশিষ্ট দুটি পাত্রকে ভেঙে দেয়। ক্ষুদ্র মানব আত্মা অবশেষে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে ; এটি পরিমাপহীন প্রশস্ততার সাথে এক হয়ে যায়। "

আমি জিজ্ঞাসা করা আমার ঐশ্বরিক গুরু থেকে চালা আরও আলো উপর দ্য উচ্চ এবং রহস্যময় কার্যকারণমূলক বিশ্ব।

"কারণ জগৎ অবর্ণনীয়ভাবে সূক্ষ্ম ," তিনি উত্তর দিলেন। "এটি বোঝার জন্য , একজনের প্রয়োজন হবে এত অসাধারণ একাগ্রতার অধিকারী যে সে চোখ বন্ধ করে জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভৌত মহাবিশ্বকে তাদের সমস্ত বিশালতায় - কঠিন ঝুড়ি সহ আলোকিত বেলুন - কল্পনা করতে পারে - কেবল ধারণার মধ্যেই বিদ্যমান। যদি এই অতিমানবীয় একাগ্রতার মাধ্যমে কেউ রূপান্তরিত হতে বা সমাধান করা দ্য দুই মহাবিশ্ব সঙ্গে সব তাদের জটিলতা মধ্যে নিছক ধারণা , সে হবে তারপর কারণ জগতে পৌঁছান এবং মন ও পদার্থের মধ্যে সংমিশ্রণের সীমারেখায় দাঁড়ান। সেখানে কেউ সমস্ত সৃষ্ট জিনিস - কঠিন, তরল, গ্যাস , বিদ্যুৎ , শক্তি , সমস্ত প্রাণী , দেবতা , মানুষ , প্রাণী , উদ্ভিদ , ব্যাকটেরিয়া - চেতনার রূপ হিসাবে উপলব্ধি করতে পারে , ঠিক যেমন একজন মানুষ চোখ বন্ধ করে বুঝতে পারে যে সে বিদ্যমান , যদিও তার দেহ তার শারীরিক চোখের কাছে অদৃশ্য এবং কেবল একটি ধারণা হিসাবে উপস্থিত।

"মানুষ কল্পনায় যা করতে পারে , বাস্তবে একজন কার্যকারণ সত্তাও তাই করতে পারে। সবচেয়ে বিশাল কল্পনাপ্রবণ মানব বুদ্ধিমত্তা , কেবল মনের দিক থেকে, চিন্তার এক চরম থেকে অন্য চরমে যেতে , মানসিকভাবে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে লাফিয়ে যেতে , অথবা অনন্তকালের গর্তে অবিরামভাবে পড়ে যেতে , অথবা ছায়াপথের ছাউনিতে রকেটের মতো উড়তে , অথবা আকাশগঙ্গা এবং তারাভরা স্থানের উপর সার্চলাইটের মতো জ্বলজ্বল করতে সক্ষম। কিন্তু কার্যকারণ জগতের প্রাণীদের অনেক বেশি স্বাধীনতা রয়েছে , এবং তারা কোনও বস্তুগত বা জ্যোতির্বিদ্যা বাধা বা কর্মিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অনায়াসে তাদের চিন্তাভাবনা তাৎক্ষণিক বস্তুনিষ্ঠতায় প্রকাশ করতে পারে। "

"কারণগত প্রাণীরা বুঝতে পারে যে ভৌত মহাবিশ্ব মূলত ইলেকট্রন দিয়ে তৈরি নয় , এবং জ্যোতিষ্ক মহাবিশ্ব মূলত লাইফট্রন দিয়ে গঠিত - বাস্তবে উভয়ই ঈশ্বর -চিন্তার ক্ষুদ্রতম কণা থেকে তৈরি , মায়া দ্বারা কাটা এবং বিভক্ত , আপেক্ষিকতার আইন যা দৃশ্যত নুমেননকে তাঁর ঘটনা থেকে পৃথক করতে হস্তক্ষেপ করে।

"কারণ জগতের আত্মারা একে অপরকে আনন্দময় আত্মার স্বতন্ত্র বিন্দু হিসেবে চিনতে পারে ; তাদের চিন্তাভাবনাই তাদের ঘিরে থাকা একমাত্র বস্তু।কারণগত প্রাণীরা তাদের দেহ এবং চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্যকে কেবল ধারণা হিসেবে দেখে। একজন মানুষ যখন চোখ বন্ধ করে , তখন তারা একটি ঝলমলে সাদা আলো বা একটি হালকা নীল ধোঁয়াশা কল্পনা করতে পারে , তাইকারণগত প্রাণীরা কেবল চিন্তার মাধ্যমেই দেখতে ,

শুনতে , অনুভব করতে, স্বাদ নিতে এবং স্পর্শ করতে সক্ষম হয় ; তারা মহাজাগতিক মনের শক্তি দ্বারা যেকোনো কিছু তৈরি করে , অথবা তা বিলীন করে দেয়। "

"কারণ জগতে মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম উভয়ই চিন্তার মধ্যে নিহিত।কারণ -দেহী প্রাণীরা কেবল চিরন্তন নতুন জ্ঞানের অমৃত। তারা শান্তির ঝর্ণা থেকে পান করে , উপলব্ধির পথহীন মাটিতে বিচরণ করে , আনন্দের সমুদ্রে সাঁতার কাটে - অন্তহীন আনন্দ। দেখো ! তাদের উজ্জ্বল চিন্তা -দেহগুলি কোটি কোটি আত্মা -সৃষ্ট গ্রহ , মহাবিশ্বের তাজা বুদবুদ , জ্ঞান -নক্ষত্র , সোনালী নীহারিকার বর্ণালী স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে , অনন্তের আকাশছোঁয়া নীল বক্ষ জুড়ে !

"[illegible] [illegible] [illegible] [

মৃত্যুর পরে স্থায়ী বাসিন্দা না হয়ে জ্যোতিষ জগতের অস্থায়ী দর্শনার্থী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

"পার্থিব কর্মের মুক্তি না পাওয়া প্রাণীদের জ্যোতিষ মৃত্যুর পর মহাজাগতিক ধারণার উচ্চ কার্যকারণ ক্ষেত্রে যেতে দেওয়া হয় না, বরং তাদেরকে কেবল ভৌত এবং জ্যোতিষ জগৎ থেকে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে হয়, ধারাবাহিকভাবে ষোলটি স্থূল উপাদানের তাদের ভৌত দেহ এবং উনিশটি সূক্ষ্ম উপাদানের তাদের জ্যোতিষ দেহ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। তবে, প্রতিটি ভৌত দেহের ক্ষতির পরে, একটি অবিকশিত

[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"

করে, আমার পুনরুত্থিত প্রভুর উষ্ণ সত্যতার তুলনায় সেই পৃষ্ঠাগুলি কতই না দূরবর্তী এবং অর্থহীন ! তাঁর কাছে প্রকৃতপক্ষে এমন একটিও "অনাবিষ্কৃত দেশ " ছিল না যার জন্ম থেকে কোনও ভ্রমণকারী ফিরে আসে না "!

"মানুষের তিনটি দেহের আন্তঃপ্রবেশ তার ত্রিবিধ প্রকৃতির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় ," আমার দুর্দান্ত গুরু গেল চালু। "ভিতরে দ্য জাগ্রত অবস্থা উপর পৃথিবী ক মানুষ থাকা হল সচেতন তার তিনটি বাহনের কমবেশি। যখন সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে স্বাদ গ্রহণ , ঘ্রাণ গ্রহণ , স্পর্শ , শোনার জন্য আগ্রহী হয় ,

[illegible]

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

"[illegible], [illegible]!" [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (<illegible>) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

43-8 : [illegible] 34 [illegible]

43-9 : "[illegible]" - [illegible]:[illegible]

43-10 : "[illegible] (" [illegible]

43-11 : [illegible]

43-12 : [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]

"[illegible]!" [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

১০০ পাউন্ড ওজনের এই ছোট্ট সাধক শারীরিক , মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নরম বাদামী চোখ বুদ্ধিমত্তা , আন্তরিকতা এবং বৈষম্যের সাথে উজ্জ্বল ছিল ; এই রাষ্ট্রনায়ক বুদ্ধিমত্তার সাথে তাল মিলিয়ে হাজার হাজার আইনি , সামাজিক এবং রাজনৈতিক যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে উঠেছেন। বিশ্বের অন্য কোনও নেতা তার জনগণের হৃদয়ে সেই নিরাপদ স্থান অর্জন করতে পারেননি যা গান্ধী ভারতের জন্য দখল করেছেন। লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর বিখ্যাত উপাধি - মহাত্মা , "মহান আত্মা "। **44-1** কেবল তাদের জন্যই গান্ধী তাঁর পোশাককে ব্যাপকভাবে কার্টুন করা কটিবন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন , যা নিপীড়িত জনসাধারণের সাথে তাঁর ঐক্যের প্রতীক , যারা আর বেশি কিছু বহন করতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী

১৯৩৫ সালের আগস্টে ওয়ার্ধায় তাঁর আশ্রমে ভারতের রাজনৈতিক সাধুর সাথে আমি এক শান্ত মধ্যাহ্নভোজ উপভোগ করছি ।

"আশ্রমের বাসিন্দারা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে আছেন ; যেকোনো পরিষেবার জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। " মিঃ দেশাই যখন আমাদের দলকে লেখার ঘর থেকে অতিথিশালার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন , তখন চারিত্রিক সৌজন্যের সাথে মহাত্মা আমাকে তাড়াহুড়ো করে লেখা এই চিরকুটটি দিলেন।

আমাদের গাইড আমাদের বাগান এবং ফুলের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে জালিকাযুক্ত জানালা সহ একটি টালির ছাদযুক্ত ভবনে নিয়ে গেলেন। মিঃ দেশাই বলেন , সামনের উঠোনের পঁচিশ ফুট চওড়া একটি কূপ ব্যবহার করা হয়েছিল , ধানের মজুদকে জল দেওয়ার জন্য ; কাছেই ছিল ধান মাড়াই করার জন্য একটি ঘূর্ণায়মান সিমেন্টের চাকা। আমাদের প্রতিটি ছোট শোবার ঘরে প্রমাণিত হয়েছিল যে কেবলমাত্র একটি অপরিবর্তনীয় ন্যূনতম - একটি বিছানা ,

[illegible] [illegible] [illegible] [

:৪৪-২ প্রতিজ্ঞা নেওয়া দ্বারা সব দ্য মহাত্মার কঠোর অনুসারী (সত্যাগ্রহী)

"অহিংসা ; সত্য ; অ-চুরি ; ব্রহ্মচর্য ; অধিকারহীনতা ; দেহ -শ্রম ; তালু নিয়ন্ত্রণ ; নির্ভীকতা ; সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ; স্বদেশী (গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের ব্যবহার); অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্তি। এই এগারোটি নম্রতার চেতনায় ব্রত হিসেবে পালন করা উচিত। "

(গান্ধী নিজে স্বাক্ষরিত এই পাতা উপর দ্য অনুসরণ করা দিন , দান দ্য তারিখ এছাড়াও - আগস্ট ২৭, ১৯৩৫।)

আমাদের আগমনের দুই ঘন্টা পরে আমার সঙ্গীদের এবং আমাকে দুপুরের খাবারের জন্য ডাকা হল। মহাত্মা ইতিমধ্যেই আশ্রমের বারান্দার তোরণের নীচে , তাঁর অধ্যয়নের উঠোনের বিপরীতে বসে ছিলেন। প্রায় পঁচিশ জন খালি পায়ে সত্যাগ্রহী পিতলের কাপ এবং প্লেটের সামনে বসে ছিলেন। প্রার্থনার একটি সম্মিলিত গোষ্ঠী ; তারপর বড় পিতলের হাঁড়ি থেকে খাবার পরিবেশন করা হল যেখানে ঘি ছিটিয়ে চাপাতি (গোটা -গমের খামিরবিহীন রুটি) ; তালসারি (সিদ্ধ এবং কুঁচি করা সবজি) এবং লেবুর জ্যাম ছিল।

মহাত্মা রুটি , সেদ্ধ বিট , কিছু কাঁচা সবজি এবং কমলালেবু খেতেন। তাঁর প্লেটের পাশে ছিল অত্যন্ত তেতো নিম পাতার একটি বড় পিণ্ড , যা রক্ত পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করত। চামচ দিয়ে তিনি একটি অংশ আলাদা করে আমার থালায় রাখলেন। আমি জল দিয়ে ঘষে ঘষে আমার থালার উপর রাখলাম। শৈশবের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল যখন মা আমাকে জোর করে সেই অপ্রীতিকর খাবারটি গিলে ফেলেছিলেন। তবে গান্ধী ধীরে ধীরে নিমের পেস্টটি এতটাই স্বাদে খাচ্ছিলেন যেন এটি একটি সুস্বাদু মিষ্টি।

এই তুচ্ছ ঘটনায় আমি মহাত্মার ইচ্ছামত মনকে ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা লক্ষ্য করেছি। কয়েক বছর আগে তাঁর উপর করা বিখ্যাত অ্যাপেনডেকটমির কথা মনে পড়ে গেল। চেতনানাশক ওষুধ প্রত্যাখ্যান করে , সাধু পুরো অপারেশন জুড়ে তাঁর শিষ্যদের সাথে আনন্দের সাথে কথা বলেছিলেন , তাঁর সংক্রামক হাসি ব্যথা সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করে।

বিকেলটা গান্ধীর বিখ্যাত শিষ্যা , একজন ইংরেজ অ্যাডমিরাল মিস ম্যাডেলিন স্লেডের কন্যা , যার এখন মীরাবাই নামে ডাকা হয় , তার সাথে আড্ডার সুযোগ করে দিল। ৪৪-৩ তার দৈনন্দিন কাজকর্মের কথা নির্ভুল হিন্দিতে বলার সময় তার দৃঢ় , শান্ত মুখটি উৎসাহে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"গ্রামীণ পুনর্গঠন কাজ ফলপ্রসূ ! আমাদের একদল লোক প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় কাছের গ্রামবাসীদের সেবা করতে এবং তাদের সহজ স্বাস্থ্যবিধি শেখানোর জন্য যায়। আমরা তাদের শৌচাগার এবং মাটির খড়ের তৈরি কুঁড়েঘর পরিষ্কার করার চেষ্টা করি। গ্রামবাসীরা নিরক্ষর ; উদাহরণ ছাড়া তাদের শিক্ষিত করা যায় না !" সে আনন্দের সাথে হেসে উঠল।

আমি মুগ্ধ হয়ে এই উচ্চবংশজাত ইংরেজ মহিলার দিকে তাকালাম , যার প্রকৃত খ্রিস্টীয় নম্রতা তাকে মেথর পরিষ্কারের কাজ করতে সক্ষম করে , যা সাধারণত কেবল "অস্পৃশ্যদের " দ্বারা করা হয়।

"আমি ১৯২৫ সালে ভারতে এসেছিলাম ," সে আমাকে বলল। "এই দেশে আমার মনে হয় আমি 'বাড়ি ফিরে এসেছি। ' এখন আমি আর কখনও আমার পুরনো জীবন এবং পুরনো আগ্রহের দিকে ফিরে যেতে রাজি হব না। "

আমরা কিছুক্ষণ আমেরিকা নিয়ে আলোচনা করলাম। "ভারত ভ্রমণকারী অনেক আমেরিকানদের আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখে আমি সর্বদা আনন্দিত এবং বিস্মিত হই ," তিনি বললেন। **44-4**

মীরাবাইয়ের হাত শীঘ্রই চরকায় (চরকা) ব্যস্ত হয়ে পড়ে , সমস্ত আশ্রম কক্ষে সর্বব্যাপী এবং প্রকৃতপক্ষে , মহাত্মার কারণে , গ্রামীণ ভারত জুড়ে সর্বব্যাপী।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

44-6 "স্বামিজি !" সে হেসে বলল।

পরের দিন সকালে আমাদের ছোট্ট দলটি গুড় এবং দুধ দিয়ে সুস্বাদু গমের দোল খেয়ে তাড়াতাড়ি নাস্তা করল। সাড়ে দশটায় আমাদের আশ্রমের বারান্দায় গান্ধী এবং সত্যাগ্রহীদের সাথে দুপুরের খাবারের জন্য ডাকা হয়েছিল । আজ মেনুতে বাদামী ভাত , নতুন ধরণের সবজি এবং এলাচের বীজ ছিল।

দুপুরের দিকে আমি আশ্রমের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম , কয়েকটি অদম্য গরুর চারণভূমিতে। গরু রক্ষা করা গান্ধীর কাছে একটি আবেগ।

"আমার কাছে গরু মানে সমগ্র মানবজাতির অধস্তন জগৎ , যা মানুষের সহানুভূতি তার নিজস্ব প্রজাতির বাইরেও প্রসারিত করে ," মহাত্মা ব্যাখ্যা করেছেন। "গরু দ্বারা মানুষকে তার পরিচয় উপলব্ধি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এত কিছুর সাথে। প্রাচীন ঋষিরা কেন গরুকে ধর্মত্যাগের জন্য বেছে নিয়েছিলেন তা আমার কাছে স্পষ্ট। ভারতে গরু ছিল সর্বোত্তম তুলনা ; তিনি ছিলেন প্রচুর পরিমাণে দাতা। তিনি কেবল দুধই দিতেন না , কৃষিকাজও সম্ভব করেছিলেন। গরু করুণার একটি কবিতা ; কোমল প্রাণীর মধ্যে করুণা বোধ হয়। তিনি লক্ষ লক্ষ মানবজাতির দ্বিতীয় মা। গরুর সুরক্ষা মানে ঈশ্বরের সমগ্র বোবা সৃষ্টির সুরক্ষা। সৃষ্টির নিম্ন স্তরের আবেদন আরও জোরালো কারণ এটি বাকরুদ্ধ। "

গোঁড়া হিন্দুদের উপর প্রতিদিন তিনটি আচার -অনুষ্ঠান পালন করার নির্দেশ রয়েছে। একটি হল ভূত যজ্ঞ , যা পশু রাজ্য। এই অনুষ্ঠান প্রতীকী করে পুরুষের উপলব্ধি এর তার বাধ্যবাধকতা থেকে সৃষ্টির কম বিকশিত রূপ , সহজাতভাবে শারীরিক পরিচয়ের সাথে আবদ্ধ যা মানুষেরও ক্ষতি করে জীবন , কিন্তু মানবজাতির জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত মুক্ত যুক্তির গুণের অভাব। ভূত যজ্ঞ এইভাবে দুর্বলদের সাহায্য করার জন্য মানুষের প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করে , কারণ পরবর্তীতে সে উচ্চতর অদৃশ্য সত্তার অগণিত আকুলতা দ্বারা সান্ত্বনা পায়। মানুষ প্রকৃতির দান , পৃথিবী , সমুদ্র এবং আকাশে অপব্যয়ী , পুনরুজ্জীবিত করার জন্যও বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃতি , প্রাণী , মানুষ এবং জ্যোতিষ দূতদের মধ্যে যোগাযোগের অযোগ্যতার বিবর্তনীয় বাধা এভাবে নীরব প্রেমের মাধ্যমে অতিক্রম করা হয়।

অন্য দুটি দৈনিক যজ্ঞ হল পিতৃ এবং নৃ। পিতৃ যজ্ঞ হল পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য উৎসর্গ করা , অতীতের প্রতি মানুষের ঋণের স্বীকৃতির প্রতীক হিসেবে , যার জ্ঞানের সারমর্ম আজ মানবতাকে আলোকিত করে। নৃযজ্ঞ হল অপরিচিত বা দরিদ্রদের জন্য খাদ্য উৎসর্গ , মানুষের বর্তমান দায়িত্বের প্রতীক , সমসাময়িকদের প্রতি তার কর্তব্যের প্রতীক।

বিকেলের দিকে আমি গান্ধীর ছোট মেয়েদের আশ্রমে গিয়ে প্রতিবেশীসুলভ নৃযজ্ঞ সম্পন্ন করি। দশ মিনিটের ড্রাইভে মিঃ রাইট আমার সাথে ছিলেন। লম্বা কাণ্ডযুক্ত রঙিন শাড়ির উপরে ছোট ছোট ফুলের মতো মুখ ! হিন্দিতে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার শেষে **44-7** আমি যখন বাইরে বৃষ্টির ঝাপটা দিচ্ছিলাম , তখন হঠাৎ আকাশ খুলে গেল মুষলধারে বৃষ্টি। হাসতে হাসতে , মিস্টার রাইট আর আমি গাড়িতে উঠে পড়লাম এবং দ্রুতগতিতে মাগানওয়াদির দিকে ফিরে গেলাম রূপালী চাদরের মাঝে। কী তীব্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় আর ঝাপটা !

গেস্ট হাউসে আবার প্রবেশ করে আমি সর্বত্র বিদ্যমান সরলতা এবং আত্মত্যাগের প্রমাণ দেখে নতুন করে মুগ্ধ হয়েছিলাম। গান্ধী তাঁর বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকেই সম্পত্তি না রাখার শপথ নিয়েছিলেন। একটি বিস্তৃত আইনি অনুশীলন ত্যাগ করে , যা তাঁকে বার্ষিক ২০ ,০০০ ডলারেরও বেশি আয় প্রদান করত , মহাত্মা তাঁর সমস্ত সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।

শ্রী যুক্তেশ্বর ব্যবহৃত থেকে খোঁচা দেওয়া মৃদু মজা এ দ্য সাধারণত অপর্যাপ্ত ধারণা এর ত্যাগ।

"একজন ভিক্ষুক সম্পদ ত্যাগ করতে পারে না," মাস্টার বলতেন। "যদি একজন মানুষ বিলাপ করে: 'আমার ব্যবসা শেষ হয়ে গেছে "আমি ব্যর্থ; আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে; আমি সবকিছু ত্যাগ করে মঠে প্রবেশ করব,' তিনি কোন পার্থিব ত্যাগের কথা বলছেন? তিনি সম্পদ এবং ভালোবাসা ত্যাগ করেননি; তারা তাকে ত্যাগ করেছে!"

অন্যদিকে, গান্ধীর মতো সাধুরা কেবল বাস্তব বস্তুগত ত্যাগই করেননি, বরং স্বার্থপর উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্যের আরও কঠিন ত্যাগও করেছেন, তাদের অন্তরতম সত্ত্বাকে

[illegible]

[illegible] **44-8** [illegible]:

[illegible] (1) [illegible]

[illegible] WHO [illegible]

[illegible]!

[illegible]

"[illegible]," [illegible], "[illegible]!"

[illegible]

"[illegible]

[illegible] "[illegible]" [illegible]

"[illegible] **44-9**

[illegible]

"[illegible]"

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible] [illegible]

"[illegible]"

"[illegible]

[illegible]

"[illegible]"

গান্ধীর মুখ আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "আমি ভাবছি ওয়ার্ধায় কি এগুলো জন্মাবে ? সত্যাগ্রহীরা নতুন খাবারের প্রশংসা করবে।"

"আমি অবশ্যই লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ওয়ার্ধায় কিছু অ্যাভোকাডো গাছ পাঠাবো।" **44-10**
আমি আরও বললাম, "ডিম হল উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার ; সত্যাগ্রহীদের জন্য কি এগুলো নিষিদ্ধ ?"

"নিষিক্ত না করা ডিম নয়।" মহাত্মা মনে করিয়ে দিয়ে হেসে বললেন। "বছরের পর বছর ধরে আমি এগুলো ব্যবহারে রাজি ছিলাম না ; এমনকি এখনও আমি ব্যক্তিগতভাবে এগুলো খাই না। আমার এক পুত্রবধূ একবার অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছিলেন ; তার ডাক্তার ডিমের জন্য জোর দিয়েছিলেন। আমি রাজি হলাম না , এবং তাকে কিছু ডিম দেওয়ার পরামর্শ দিলাম। " ডিমের বিকল্প।

"'গান্ধীজি ,'" দ্য ডাক্তার বললেন , 'নিষিক্ত না হওয়া ডিম ধারণ করা না জীবন শুক্রাণু ; না হত্যা হল জড়িত।

"তারপর আমি আনন্দের সাথে আমার পুত্রবধূকে ডিম খাওয়ার অনুমতি দিলাম ; সে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠল। "

আগের রাতে গান্ধী লাহিড়ী মহাশয়ের ক্রিয়াযোগ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন । মহাত্মার মুক্তমনাতা এবং অনুসন্ধানের মনোভাব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি তাঁর ঐশ্বরিক অনুসন্ধানে শিশুসুলভ , যীশু শিশুদের মধ্যে যে বিশুদ্ধ গ্রহণযোগ্যতার প্রশংসা করেছিলেন তা প্রকাশ করে , "... স্বর্গরাজ্য এইরকমদেরই। "

আমার প্রতিশ্রুত নির্দেশের সময় এসে পৌঁছেছিল ; বেশ কয়েকজন সত্যাগ্রহী এখন ঘরে প্রবেশ করলেন - মিঃ দেশাই , ডঃ পিঙ্গালে এবং আরও কয়েকজন যারা ক্রিয়া কৌশলটি আকাঙ্ক্ষিত করেছিলেন।

আমি প্রথমে ছোট্ট ক্লাসকে শারীরিক যোগোদয়া অনুশীলন শিখিয়েছিলাম। শরীরকে বিশটি ভাগে বিভক্ত দেখানো হয়েছে ; ইচ্ছাশক্তি প্রতিটি অংশে শক্তি প্রেরণ করে। শীঘ্রই আমার সামনে সবাই মানুষের মোটরের মতো কম্পিত হতে শুরু করে। গান্ধীর বিশটি শরীরের অংশের উপর তীব্র প্রভাব লক্ষ্য করা সহজ ছিল , যা সর্বদা সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান ছিল! যদিও খুব পাতলা , তিনি অপ্রীতিকরভাবে তেমন নন ; তাঁর শরীরের ত্বক মসৃণ এবং কুঁচকে যায়নি।

পরে আমি দীক্ষিত দ্য দল মধ্যে দ্য মুক্তিদানকারী কৌশল এর ক্রিয়া যোগব্যায়াম ।

মহাত্মা সকল বিশ্ব ধর্ম শ্রদ্ধার সাথে অধ্যয়ন করেছেন। জৈন ধর্মগ্রন্থ , বাইবেলের নতুন নিয়ম এবং টলস্টয়ের সমাজতাত্ত্বিক লেখা ৪৪-১১ গান্ধীর অহিংস বিশ্বাসের তিনটি প্রধান উৎস। তিনি তার বিশ্বাস এভাবে প্রকাশ করেছেন :

আমি বাইবেল, কোরান এবং জেন্ড -আবেস্তা ৪৪-১২ বিশ্বাস করি বেদের মতো ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত হতে । আমি গুরুদের প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস করি , কিন্তু এই যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষকে গুরু ছাড়াই চলতে হয় , কারণ এটি একটি বিরল ঘটনা। জিনিস থেকে খুঁজে বের করা ক সংমিশ্রণ এর নিখুঁত বিশুদ্ধতা এবং নিখুঁত শেখা। কিন্তু এক প্রয়োজন না নিজের ধর্মের সত্য জানার হতাশা , কারণ হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয়গুলি প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই মহান ধর্ম অপরিবর্তনীয় , এবং সহজেই বোধগম্য।

আমি বিশ্বাস করা মত প্রতি হিন্দু ভিতরে দেবতা এবং তার একত্ব , ভিতরে পুনর্জন্ম এবং পরিত্রাণ। ....আমি করতে পারেন না আরও
আমার নিজের স্ত্রীর চেয়ে হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার অনুভূতি বর্ণনা করাই ভালো।

[illegible]

[illegible]

ধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করতে বলে , [44-14] এবং তাই সকল ধর্মের সাথে শান্তিতে বসবাস করে।

খ্রিস্ট সম্পর্কে গান্ধী লিখেছেন : "আমি নিশ্চিত যে তিনি যদি এখন মানুষের মধ্যে বাস করতেন, তাহলে তিনি এমন অনেকের জীবন আশীর্বাদ করতেন যারা হয়তো কখনও তাঁর নাম শোনেনি ... ঠিক যেমন লেখা আছে: 'যারা আমাকে বলে, প্রভু , প্রভু ... তাদের প্রত্যেকেই নয় , বরং যারা আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে তাদেরই। '" [44-15] তাঁর নিজের জীবনের শিক্ষায় , যীশু মানবজাতিকে সেই মহৎ উদ্দেশ্য এবং একক লক্ষ্য দিয়েছেন যার প্রতি আমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। আমি বিশ্বাস করি যে তিনি কেবল খ্রিস্টধর্মেরই নন , বরং সমগ্র বিশ্বের , সকল ভূমি ও জাতির। "

ওয়ার্ধায় আমার শেষ সন্ধ্যায় আমি টাউন হলে মিঃ দেশাই কর্তৃক আয়োজিত সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলাম। যোগব্যায়ামের উপর বক্তৃতা শোনার জন্য প্রায় ৪০০ জন লোকের সমাগম হয়েছিল , জানালার পাশেই ছিল ভিড়। আমি প্রথমে হিন্দিতে , তারপর ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমাদের ছোট্ট দলটি শান্তি ও চিঠিপত্রের আবরণে আবদ্ধ হয়ে গান্ধীর শুভরাত্রি দেখার জন্য যথাসময়ে আশ্রমে ফিরে আসে।

ভোর ৫:০০ টায় যখন ঘুম থেকে উঠলাম , তখনও রাত ছিল, গ্রামের জীবন ইতিমধ্যেই উত্তাল ছিল; প্রথমে আশ্রমের ফটকের কাছে একটি গরুর গাড়ি , তারপর একজন কৃষক যার মাথায় তার বিশাল বোঝা অনিশ্চিতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। নাস্তার পর আমরা তিনজন গান্ধীর কাছে বিদায়ী প্রণামের জন্য খুঁজছিলাম । সাধু ভোর চারটায় তার সকালের প্রার্থনার জন্য ঘুম থেকে উঠেছিলেন।

"মহাত্মাজী , বিদায় !" আমি হাঁটু গেড়ে বসে থাকা থেকে স্পর্শ তার পা। "ভারত হল নিরাপদ ভিতরে তোমার রাখা !"

ওয়ার্ধা রাজবংশের পর থেকে বছরের পর বছর কেটে গেছে ; পৃথিবী , মহাসাগর এবং আকাশ যুদ্ধে জর্জরিত বিশ্বে অন্ধকার নেমে এসেছে। মহান নেতাদের মধ্যে একা , গান্ধী সশস্ত্র শক্তির একটি ব্যবহারিক অহিংস বিকল্প প্রস্তাব করেছেন। অভিযোগের প্রতিকার এবং অন্যায় দূর করার জন্য , মহাত্মা গান্ধী অহিংস উপায় যা বারবার তাদের কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। তিনি তার মতবাদ এই শব্দগুলিতে বর্ণনা করেন :

আমি দেখেছি যে ধ্বংসের মাঝেও জীবন টিকে থাকে। অতএব ধ্বংসের চেয়েও উচ্চতর একটি আইন থাকা উচিত। কেবলমাত্র সেই আইনের অধীনেই সুশৃঙ্খল সমাজ বোধগম্য হবে এবং জীবনযাপনের যোগ্য হবে।

যদি এটাই জীবনের নিয়ম হয় , তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এটি কাজে লাগাতে হবে। যেখানেই যুদ্ধ হোক , যেখানেই আমাদের প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হোক , ভালোবাসা দিয়ে জয়ী হও। আমি দেখেছি যে ভালোবাসার নির্দিষ্ট নিয়ম আমার নিজের জীবনেই ধ্বংসের আইন যেমনটা কখনও করেনি, তেমনটা করেছে।

ভারতে আমরা এই আইনের কার্যকারিতার একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রদর্শন দেখেছি যা সম্ভব সর্ববৃহৎ পরিসরে। আমি দাবি করি না যে অহিংসা ভারতের ৩৬০ ,০০০,০০০ মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে , তবে আমি দাবি করি যে এটি অবিশ্বাস্যভাবে অল্প সময়ের মধ্যে অন্য যেকোনো মতবাদের চেয়েও গভীরে প্রবেশ করেছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]"
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

আমি চাই না যে আমার ভারত অন্য জাতির ছাইয়ের উপর উঠে যাক। আমি চাই না যে ভারত একজন মানুষকেও শোষণ করুক। আমি চাই ভারত শক্তিশালী হোক যাতে সে তার শক্তি দিয়ে অন্যান্য জাতিকেও সংক্রামিত করতে পারে। আজ ইউরোপের একটিও জাতির ক্ষেত্রে তা নয় ; তারা অন্যদের শক্তি দেয় না।

রাষ্ট্রপতি উইলসন তার সুন্দর চৌদ্দটি দফা উল্লেখ করেছেন , কিন্তু বলেছেন : "সর্বোপরি , যদি আমাদের শান্তিতে পৌঁছানোর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় , তাহলে আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের উপরই নির্ভর করতে হবে। " আমি সেই অবস্থানটি উল্টে দিতে চাই , এবং আমি বলি: "আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। আসুন আমরা এখন নতুন কিছুর সন্ধান করি ; আসুন আমরা প্রেম এবং ঈশ্বরের শক্তি যা সত্য তা পরীক্ষা করি। " যখন আমরা তা অর্জন করব, তখন আমাদের আর কিছুই চাইবে না।

মহাত্মা হাজার হাজার প্রকৃত সত্যাগ্রহী (যারা এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে উল্লিখিত এগারোটি কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন) প্রশিক্ষণ দিয়ে , যারা পালাক্রমে বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন ; ধৈর্য সহকারে ভারতীয় জনগণকে আধ্যাত্মিক এবং অবশেষে বস্তুগত বিষয়গুলি বুঝতে শিক্ষিত করে অহিংসার উপকারিতা ; তাঁর জনগণকে অহিংস অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে - অন্যায়ের সাথে অসহযোগিতা , অস্ত্র গ্রহণের পরিবর্তে অপমান , কারাগার , মৃত্যু সহ্য করার ইচ্ছা ; সত্যাগ্রহীদের মধ্যে বীরত্বপূর্ণ শহীদের অসংখ্য উদাহরণের মাধ্যমে বিশ্ব সহানুভূতি অর্জনের মাধ্যমে , গান্ধী নাটকীয়ভাবে অহিংসার ব্যবহারিক প্রকৃতি , যুদ্ধ ছাড়াই বিরোধ নিষ্পত্তির এর গৌরবময় শক্তি চিত্রিত করেছেন।

গান্ধী ইতিমধ্যেই অহিংস উপায়ে তার দেশের জন্য এত বেশি রাজনৈতিক ছাড় পেয়েছেন যে, বুলেট ছাড়া অন্য কোনও দেশের নেতা এত বেশি সংখ্যক রাজনৈতিক ছাড় পাননি। সমস্ত অন্যায় ও মন্দ নির্মূলের জন্য অহিংস পদ্ধতি কেবল ভারতেই নয় , বরং উল্লেখযোগ্যভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু ভারতীয় সমাজ সংস্কারের সূক্ষ্ম ও জটিল ক্ষেত্রে। গান্ধী এবং তাঁর অনুসারীরা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ দূর করেছেন ; লক্ষ লক্ষ মুসলমান মহাত্মাকে তাদের নেতা হিসেবে দেখে। অস্পৃশ্যরা তাদের মধ্যে তিনি তাদের নির্ভীক এবং বিজয়ী চ্যাম্পিয়ন। "যদি আমার পুনর্জন্ম হয় ," গান্ধী লিখেছিলেন , "আমি ইচ্ছা থেকে থাকা জন্ম ক অপ্রকৃতজ্ঞ ভিতরে দ্য মাঝখানে এর অপ্রকৃতজ্ঞ , কারণ এর মাধ্যমে আমি হবে থাকা সক্ষম থেকে তাদের আরও কার্যকর সেবা প্রদান করুন। "

মহাত্মা প্রকৃতপক্ষে একজন "মহান আত্মা ", কিন্তু লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর মানুষই এই উপাধি প্রদানের বিচক্ষণতা দেখিয়েছিলেন। এই ভদ্র নবী তাঁর নিজের দেশেই সম্মানিত। নিম্নমানের কৃষক গান্ধীর উচ্চ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সক্ষম হয়েছেন। মহাত্মা মানুষের সহজাত মহত্ত্বে পূর্ণ বিশ্বাস করেন। অনিবার্য ব্যর্থতা কখনও তাকে হতাশ করেনি। "এমনকি যদি প্রতিপক্ষ তাকে খেলিয়েও ফেলে " "বিশ বার মিথ্যা বললেও ," তিনি লেখেন , " সত্যাগ্রহী একবিংশ বার তাকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত , কারণ মানব প্রকৃতির উপর অন্তঃসত্ত্বা বিশ্বাসই ধর্মের মূল কথা। " **44-18**

"মহাত্মাজী , আপনি একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। আপনার আশা করা উচিত নয় যে পৃথিবী আপনার মতো আচরণ করবে।" একবার একজন সমালোচক এই মন্তব্য করেছিলেন।

"[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] **44-19**

[illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] [

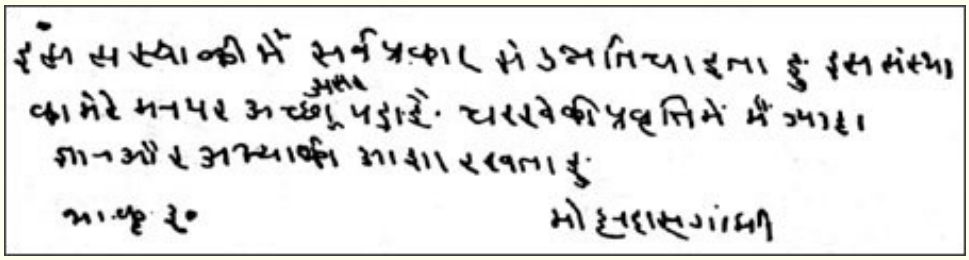
इस संस्था की में सर्वप्रकार से उन्नति चाहता हूं इस संस्था
का मेरे मनपर अच्छा पड़ा है. चरखे की प्रवृत्ति में मैं
आगे रहने की आशा रखता हूं
आ.कृ.
मो.क.गांधी

[illegible] [illegible] [illegible] [

44-4 : [illegible]

[illegible]

44-5 : [illegible]

44-6 : [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible]"; [illegible] [illegible] [illegible]

44-14 : আইনের জন্য একটি বিস্তৃত সংস্কৃত শব্দ ; আইনের সাথে সঙ্গতি বা প্রাকৃতিক ধার্মিকতা ; পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত কর্তব্য। ভিতরে কোনটি ক মানুষ খুঁজে বের করে নিজে এ যেকোনো দেওয়া সময়। দ্য ধর্মগ্রন্থ সংজ্ঞায়িত করা ধর্ম যেমন "দ্য প্রাকৃতিক "বিশ্বজনীন আইন যার পালন মানুষকে অবক্ষয় এবং দুঃখকষ্ট থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম করে। "

44-15 : ম্যাথু ৭ :২১.

44-16 : ম্যাথু ২৬ :৫২।

44-17 : "চলুন না ক মানুষ গৌরব ভিতরে এই , যে সে ভালোবাসা তার দেশ ; দিন তাকে বরং গৌরব ভিতরে এই , যে সে ভালোবাসা তার "দয়ালু। " - ফার্সি প্রবাদ।

44-18 : "তখন পিতর তাঁর কাছে এসে বললেন , প্রভু , আমার ভাই কতবার আমার বিরুদ্ধে পাপ করলে আমি তাকে ক্ষমা করব ? সাত বার পর্যন্ত ?" যীশু বলেন প্রতি তাকে , আমি বলা না প্রতি তুমি , পর্যন্ত সাত বার : কিন্তু , পর্যন্ত সত্তর বার সাত। " - ম্যাথিউ ১৮ :২১-২২ ।

44-19 : মহান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী চার্লস পি . স্টেইনমেটজকে একবার মিঃ রজার ডব্লিউ . ব্যাবসন জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "আগামী পঞ্চাশ বছরে কোন ধরণের গবেষণা সবচেয়ে বেশি উন্নতি লাভ করবে ?" "আমি মনে করি সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটি পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেই করা হবে "। আধ্যাত্মিক লাইন ," স্টেইনমেটজ উত্তর দিল। "এখানে হল ক বল প্রয়োগ কোনটি ইতিহাস স্পষ্টভাবে শেখায় আছে হয়েছে দ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা ভিতরে মানুষের বিকাশ। তবুও আমরা কেবল এটি নিয়ে খেলছি এবং কখনও গুরুত্ব সহকারে এটি অধ্যয়ন করিনি কারণ আমাদের শারীরিক বাহিনী। কোন একদিন মানুষ ইচ্ছাশক্তি শেখা যে উপাদান জিনিসপত্র করা না আনা সুখ এবং হয় এর সামান্য ব্যবহার ভিতরে তৈরি "পুরুষ ও নারী সৃজনশীল এবং শক্তিশালী। তারপর বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণাগারগুলিকে ঈশ্বর , প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির অধ্যয়নের জন্য নিযুক্ত করবেন , যা এখনও খুব কমই খতম করা হয়েছে। যখন এই দিনটি আসবে , তখন পৃথিবী এক প্রজন্মে গত চার প্রজন্মের চেয়েও বেশি অগ্রগতি দেখতে পাবে। "

44-20 : যে হল , প্রতিরোধ করা না মন্দ সঙ্গে মন্দ। (ম্যাথিউ ৫ :৩৮-৩৯)

[illegible]: [illegible]

[illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]" [illegible]

"[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

"□□□□□□ □□□□□□ □□, □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□!" □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

"বাবা , বহুদিন পর জীবনে প্রথমবারের মতো তোমার সাথে দেখা করছি !" সে বলল। "দয়া করে এখনও চলে যেও না।"

আমরা গাড়ির পিছনের সিটে একসাথে বসলাম। আনন্দময় মা শীঘ্রই অচল আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁর সুন্দর চোখ স্বর্গের দিকে তাকাল এবং অর্ধেক খোলা অবস্থায় , নিস্তব্ধ হয়ে গেল , নিকটবর্তী দূরবর্তী এলিজিয়ামের দিকে তাকিয়ে। শিষ্যরা মৃদুভাবে চিৎকার করে বললেন : "ঐশ্বরিক মাতার জয় !"

ভারতে আমি অনেক ঈশ্বর -উপলব্ধি পুরুষকে পেয়েছি , কিন্তু এর আগে কখনও এত উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী সাধুকে দেখিনি। তাঁর কোমল মুখমণ্ডল সেই অবর্ণনীয় আনন্দে ঝলমল করছিল যা তাঁকে পরমানন্দময়ী মাতার নাম দিয়েছে। তাঁর খোলা মাথার পিছনে লম্বা কালো চুল আলগাভাবে পড়ে ছিল। তাঁর কপালে চন্দনের প্রলেপের একটি লাল বিন্দু তাঁর ভিতরের সর্বদা খোলা আধ্যাত্মিক চোখের প্রতীক ছিল। ক্ষুদ্র মুখ , ক্ষুদ্র হাত , ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা - তার আধ্যাত্মিক বিশালতার বিপরীতে !

আমি রাখা কিছু প্রশ্ন থেকে ক কাছাকাছি নারী চেলা যখন আনন্দ মোয়ি মা রয়ে গেছে মুগ্ধ।

"আনন্দময়ী মা ভারতে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন ; অনেক জায়গায় তাঁর শত শত শিষ্য রয়েছে ," চেলা আমাকে বললেন। "তার সাহসী প্রচেষ্টা অনেক কাঙ্ক্ষিত সামাজিক সংস্কার এনেছে।
ব্রাহ্মণ হলেও , এই সাধক কোনও বর্ণভেদ স্বীকার করেন না। [45-1] আমাদের একটা দল সবসময় তার সাথে যাতায়াত করে , তার আরাম-আয়েশের যত্ন নেয়। আমাদের তাকে মাতৃত্ব দিতে হয় ; সে তার শরীরের দিকে কোন খেয়াল রাখে না। কেউ তাকে খাবার না দিলে সে খাবে না , অথবা কোন জিজ্ঞাসা করবে না। এমনকি যখন তার সামনে খাবার রাখা হয় , তখনও সে সেগুলো স্পর্শ করবে না। এই পৃথিবী থেকে তার অন্তর্ধান রোধ করার জন্য , আমরা শিষ্যরা তাকে নিজের হাতে খাওয়াই। কয়েকদিন একসাথে সে প্রায়শই ঐশ্বরিক সমাধিতে থাকে , খুব কম শ্বাস নেয় , তার চোখ পলক ফেলে। তার প্রধান শিষ্যদের একজন তার স্বামী। অনেক বছর আগে, তাদের বিয়ের পরপরই , তিনি নীরবতার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। "

চেলা লম্বা চুল এবং পাকা দাড়িওয়ালা একজন প্রশস্ত কাঁধওয়ালা , সুঠাম দেহের লোকটির দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি সমাবেশের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন , শিষ্যের মতো শ্রদ্ধাভরে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন ।

অনন্তে ডুব দিয়ে সতেজ হয়ে আনন্দময়ী মা এখন তার চেতনাকে বস্তুজগতের উপর কেন্দ্রীভূত করছিলেন।

"বাবা , দয়া করে বলো তুমি কোথায় থাকো। " তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট এবং

সুরেলা ছিল। "বর্তমানে , কলকাতা অথবা রাঁচিতে ; কিন্তু শীঘ্রই আমি

আমেরিকায় ফিরে আসব।" "আমেরিকা?"

"হ্যাঁ। একজন ভারতীয় মহিলা সাধুকে আধ্যাত্মিক সাধকরা আন্তরিকভাবে সেখানে প্রশংসা করবে। আপনি কি যেতে চান ?"

"যদি বাবা করতে পারেন গ্রহণ করা আমি , আমি ইচ্ছাশক্তি যাও। "

এই উত্তর দিন সৃষ্ট তার কাছাকাছি শিষ্য থেকে শুরু ভিতরে অ্যালার্ম।

"[illegible] [illegible] [illegible] [

"'মা ,' সে বলল, 'কারণ আমি তোমার দেহ মন্দিরকে কামের চিন্তায় স্পর্শ করে অপবিত্র করেছি - আমি জানি না যে এর মধ্যে আমার স্ত্রী নয় বরং ঐশ্বরিক মাতা বাস করেন - আমি এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা করছি : আমি তোমার শিষ্য হব , একজন ব্রহ্মচারী অনুসারী , একজন দাস হিসেবে নীরবে তোমার যত্ন নেব , যতদিন বেঁচে থাকব আর কারো সাথে কথা বলব না। আজ আমি যে পাপ করেছি তার জন্য আমি যেন এভাবে প্রায়শ্চিত্ত করি।

বিরুদ্ধে তুমি , আমার গুরু।

"যদিও আমি আমার স্বামীর এই প্রস্তাব চুপচাপ মেনে নিয়েছিলাম , 'আমিও একই ছিলাম।' আর, বাবা , তোমার সামনে এখন, 'আমি একই আছি।' পরবর্তীতে , অনন্তকালের কক্ষে আমার চারপাশে সৃষ্টির নৃত্য পরিবর্তিত হলেও , 'আমি একই থাকব।'"

আনন্দময়ী মা গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ডুবে গেলেন। তাঁর রূপ ছিল মূর্তিহীন ; তিনি তাঁর চির -আহ্বানকারী রাজ্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর চোখের অন্ধকার পুকুরগুলি প্রাণহীন এবং কাঁচের মতো দেখাচ্ছিল। এই অভিব্যক্তিটি প্রায়শই উপস্থিত হয় যখন সাধুরা তাদের চেতনাকে ভৌত দেহ থেকে সরিয়ে নেন , যা তখন এক টুকরো প্রাণহীন মাটির চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমরা এক ঘন্টা ধরে আনন্দের সাথে একসাথে বসেছিলাম। সে এই পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল এক ছোট্ট হাসি দিয়ে।

"দয়া করে , আনন্দ ময়ী মা ," আমি বললাম, "আমার সাথে বাগানে আসুন। মিঃ রাইট কিছু ছবি তুলবেন। "

"অবশ্যই , বাবা। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। " অনেক ছবির জন্য পোজ দেওয়ার সময় তার মহিমান্বিত চোখগুলো অপরিবর্তনীয় ঐশ্বরিক দীপ্তি ধরে রেখেছিল।

ভোজের সময়! আনন্দময়ী মা তার কম্বলের আসনে বসে পড়লেন , একজন শিষ্যা তাকে খাওয়ানোর জন্য তার কনুইয়ের কাছে বসে পড়লেন। একটি শিশুর মতো , সাধু বাধ্যতার সাথে চেলা তার ঠোঁটে আনার পর খাবারটি গিলে ফেললেন। এটা স্পষ্ট যে আনন্দময়ী মা তরকারি এবং মিষ্টির মধ্যে কোনও পার্থক্য বুঝতে পারেননি !

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে , সাধু তার দলবল নিয়ে গোলাপের পাপড়ির বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে চলে গেলেন , ছোট ছোট ছেলেদের প্রতি আশীর্বাদের জন্য তাঁর হাত উঁচু করলেন। তাদের মুখমণ্ডলে সেই স্নেহের ঝলকানি ফুটে উঠল যা তিনি অনায়াসে জাগিয়ে তুলেছিলেন।

"তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় , তোমার সমস্ত প্রাণ , তোমার সমস্ত মন এবং তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালোবাসবে ," খ্রীষ্ট ঘোষণা করেছেন , "এটিই প্রথম আদেশ।" **45-2**

সকল নিকৃষ্ট আসক্তিকে দূরে ঠেলে , আনন্দ ময়ী মা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর একমাত্র আনুগত্য প্রকাশ করেন। পণ্ডিতদের চুল কাটার পার্থক্যের দ্বারা নয় বরং বিশ্বাসের সুনির্দিষ্ট যুক্তি দ্বারা , শিশুসুলভ সাধক মানব জীবনের একমাত্র সমস্যা - ঈশ্বরের সাথে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমাধান করেছেন। মানুষ এই স্পষ্ট সরলতা ভুলে গেছে , এখন লক্ষ লক্ষ সমস্যার দ্বারা আবৃত। ঈশ্বরের প্রতি একেশ্বরবাদী প্রেমকে অস্বীকার করে , জাতিগুলি দানশীলতার বহির্মুখী মন্দিরগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের অবিশ্বাসকে আড়াল করে।
এইগুলো মানবিক অঙ্গভঙ্গি হয় গুণী , কারণ জন্য ক মুহূর্ত তারা বিমুখ করা পুরুষের নিজের থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করা, কিন্তু এগুলি তাকে জীবনের একক দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে না , যাকে যীশু প্রথম আদেশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরকে ভালোবাসার উত্থানমূলক বাধ্যবাধকতা মানুষের একমাত্র দাতা কর্তৃক মুক্তভাবে প্রদত্ত

বাতাসের প্রথম শ্বাসের সাথে সাথেই গৃহীত হয়।

রাঁচি ভ্রমণের পর আরেকবার আনন্দময়ী মা 'র সাথে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল। কয়েক মাস পর তিনি শ্রীরামপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

"বাবা , আমি হিমালয়ে যাচ্ছি ," সে আমাকে বলল। "উদার শিষ্যরা আমার জন্য দেরাদুনে একটি আশ্রম তৈরি করেছেন। "

যখন সে ট্রেনে উঠছিল , আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম যে ভিড়ের মধ্যে , ট্রেনে , ভোজে, অথবা নীরবে বসে থাকা , তার চোখ কখনও ঈশ্বরের দিকে তাকায়নি। আমার ভেতরে এখনও আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই , অপরিসীম মাধুর্যের প্রতিধ্বনি :

"দেখো, এখন এবং সর্বদা এক সঙ্গে দ্য চিরন্তন , 'আমি আমি কখনও দ্য একই।

45-1 : আনন্দময়ী মা 'র জীবনের আরও কিছু তথ্য আমি পূর্ব -পশ্চিমে মুদ্রিত পেয়েছি। এই সাধক ১৮৯৩ সালে মধ্য ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলা। নিরক্ষর , সে আছে এখনো হতবাক দ্য বুদ্ধিজীবী দ্বারা তার প্রজ্ঞা। তার পদ ভিতরে সংস্কৃত আছে ভরা বিস্ময়ে বিদ্বানরা। তিনি তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে শোকাহত ব্যক্তিদের সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং অলৌকিকভাবে আরোগ্য লাভ করেছেন।

45-2 : মার্ক ১২ :৩০।

অধ্যায় : ৪৬

□□□ □□□□ □□□□ WHO □□□□□ □□ □□□□

"স্যার , আজ সকালে আমাদের কোথায় যেতে হবে ?" মিঃ রাইট ফোর্ড গাড়ি চালাচ্ছিলেন ; তিনি রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। দিনের পর দিন তিনি খুব কমই জানতেন যে পরবর্তীতে তিনি বাংলার কোন অংশ আবিষ্কার করবেন।

"ঈশ্বরের ইচ্ছায় ," আমি ভক্তিভরে উত্তর দিলাম , "আমরা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখতে যাচ্ছি - একজন মহিলা সাধু যার খাদ্যাভ্যাস বাতাস !"

"বিস্ময়ের পুনরাবৃত্তি - থেরেসা নিউম্যানের পরে। " কিন্তু মিঃ রাইট একইভাবে উৎসাহের সাথে হেসে উঠলেন ; এমনকি তিনি গাড়ির গতিও বাড়িয়ে দিলেন। তার ভ্রমণ ডায়েরির জন্য আরও অসাধারণ ! একজন সাধারণ পর্যটকের মতো নন , ওটা !

রাঁচি স্কুলটি আমাদের পিছনে ফেলে এসেছিল ; আমরা সূর্য ওঠার আগেই উঠে গিয়েছিলাম। আমার সেক্রেটারি এবং আমি ছাড়াও তিনজন বাঙালি বন্ধু পার্টিতে ছিলেন। আমরা সকালের প্রাকৃতিক মদের উচ্ছ্বসিত বাতাসে মদ্যপান করলাম। আমাদের ড্রাইভার সাবধানে গাড়িটি পরিচালনা করছিল , সকালের কৃষকদের এবং দুই চাকার গাড়িগুলির মধ্যে , ধীরে ধীরে জোয়াল বাঁধা , কুঁজ -কাঁধের বলদ দ্বারা টানা , হর্ন বাজিয়ে রাস্তা ধরে ঝগড়া করার প্রবণতা।

"স্যার , আমরা হবে মত থেকে জানা আরও এর দ্য উপবাস সাধু। "

"তার নাম হল গিরি বালা ," আমি অবহিত আমার সঙ্গী। "আমি প্রথম শুনেছি সম্পর্কে তার বছর আগে থেকে ক

পণ্ডিত ভদ্রলোক, স্থিতি লাল নন্দি। তিনি প্রায়ই গুরপার রোডের বাড়িতে আমার ভাই বিষ্ণুকে পড়াতে আসতেন। "

"'আমি গিরি বালাকে ভালো করে চিনি,' স্থিতি বাবু আমাকে বললেন। 'সে একটা নির্দিষ্ট যোগব্যায়াম কৌশল ব্যবহার করে যা তাকে না খেয়ে থাকতে সাহায্য করে। আমি ইছাপুরের কাছে নবাবগঞ্জে তার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ছিলাম। **46-1** আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করেছিলাম; আমি কখনও প্রমাণ পাইনি যে সে খাবার বা পানীয় গ্রহণ করছে। অবশেষে আমার আগ্রহ এতটাই বেড়ে গেল যে আমি বর্ধমানের মহারাজার কাছে ৪৬-২ নম্বরে - গেলাম। এবং তাকে তদন্ত করতে বললেন। গল্প শুনে অবাক হয়ে তিনি তাকে তার প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি একটি পরীক্ষায় রাজি হন এবং দুই মাস তার বাড়ির একটি ছোট অংশে আটকে থাকেন। পরে তিনি বিশ দিনের জন্য প্রাসাদ পরিদর্শনের জন্য ফিরে আসেন; এবং তারপর পনের দিনের তৃতীয় পরীক্ষার জন্য। মহারাজা নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে এই তিনটি কঠোর তদন্ত তাকে তার অখাদ্য অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত করেছে।

"স্থিতি বাবুর এই গল্পটি পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমার মনে রয়ে গেছে," আমি শেষ করলাম। "আমেরিকাতে মাঝে মাঝে ভাবতাম যে সময়ের নদী কি যোগিনীকে গ্রাস করবে না **46-3** "আমি তার সাথে দেখা করার আগেই। সে এখন বেশ বয়স্ক হয়ে গেছে। আমি জানি না সে কোথায় থাকে, বা থাকে কিনা। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমরা পুরুলিয়া পৌঁছে যাব; তার ভাইয়ের সেখানে বাড়ি আছে। "

দ্বারা দশটা -ত্রিশটা আমাদের সামান্য দল ছিল কথোপকথন সঙ্গে দ্য ভাই, লাম্বাদার দে, ক আইনজীবী এর পুরুলিয়া।

"হ্যাঁ, আমার বোন থাকে। মাঝে মাঝে সে এখানে আমার সাথে থাকে, কিন্তু বর্তমানে সে বিউরে আমাদের পারিবারিক বাড়িতে থাকে। " লম্বদার বাবু সন্দেহের চোখে ফোর্ডের দিকে তাকালেন। "আমি মনে করি না, স্বামীজি, বিউরে এতদূর কোনও গাড়ি কখনও ঢুকেছে। গরুর গাড়ির প্রাচীন ঝাঁকুনিতে তোমরা সকলেই আত্মসমর্পণ করলেই ভালো হবে!"

যেমন এক কণ্ঠস্বর আমাদের পার্টি অঙ্গীকারবদ্ধ আনুগত্য থেকে দ্য অহংকার এর ডেট্রয়েট।

"ফোর্ড আমেরিকা থেকে আসে," আমি আইনজীবীকে বললাম। "বাংলার হৃদয়ের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা লজ্জাজনক হবে!"

"মে গণেশ ৪৬-৪ "তোমার সাথে যাও!" লম্বদার বাবু হেসে বললেন। তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, "যদি তুমি কখনও সেখানে যাও, আমি নিশ্চিত গিরি বালা তোমাকে দেখে খুশি হবে। সে সত্তরের কোঠায় পৌঁছেছে, কিন্তু তার স্বাস্থ্য এখনও চমৎকার। "

"দয়া করে বলুন, স্যার, এটা কি সত্যি যে সে কিছুই খায় না?" আমি সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালাম, মনের সেই রহস্যময় জানালাগুলো।

জিআইআরআই বালা

এই মহান মহিলা যোগী ১৮৮০ সাল থেকে খাবার বা পানীয় গ্রহণ করেননি। আমি তার সাথে ছবিতে আছি , ১৯৩৬ সালে , বিচ্ছিন্ন বাংলার বিউর গ্রামে তার বাড়িতে। বর্ধমানের মহারাজা তার অনাহারী অবস্থাটি কঠোরভাবে তদন্ত করেছেন। তিনি ইথার , সূর্য এবং বায়ু থেকে মহাজাগতিক শক্তি দিয়ে তার শরীরকে রিচার্জ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট যোগ কৌশল ব্যবহার করেন।

"সত্যিই তো। " তার দৃষ্টি ছিল খোলামেলা এবং সম্মানজনক। "পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি তাকে কখনও এক মুঠোও খাবার খেতে দেখিনি। যদি পৃথিবী হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যায় , তাহলে আমার বোনের খাবার খাওয়ার দৃশ্য দেখে আমি যতটা অবাক হব , তার চেয়ে বেশি অবাক আর কিছু হতে পারে না !"

আমরা হেসে উঠল একসাথে উপর দ্য অসম্ভবতা এর এইগুলো দুই মহাজাগতিক ঘটনাবলী।

"গিরি বালা তার যোগব্যায়ামের জন্য কখনও দুর্গম নির্জনতা খোঁজেননি ," লম্বদার বাবু আরও বলেন। "তিনি তার পুরো জীবন তার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে ঘিরে কাটিয়েছেন। তারা সকলেই এখন তার অদ্ভুত অবস্থার সাথে অভ্যস্ত। গিরি বালা হঠাৎ কিছু খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে হতবাক হবে না ! বোন স্বাভাবিকভাবেই অবসর নিচ্ছেন , যেমনটি একজন হিন্দু বিধবার জন্য উপযুক্ত , কিন্তু পুরুলিয়া এবং বিউরে আমাদের ছোট্ট মহল সকলেই জানে যে তিনি আক্ষরিক অর্থেই একজন 'ব্যতিক্রমী ' মহিলা। "

ভাইয়ের আন্তরিকতা স্পষ্ট ছিল। আমাদের ছোট্ট দলটি তাকে উষ্ণ ধন্যবাদ জানিয়ে বিউরের দিকে রওনা দিল। আমরা তরকারি এবং লুচির জন্য একটি রাস্তার দোকানে থামলাম , যেখানে এক ঝাঁক অর্চিন এসে জড়ো হল মিঃ রাইটকে সহজ হিন্দু রীতিতে আঙুল দিয়ে খাওয়া দেখার জন্য। **46-5** তীব্র ক্ষুধা আমাদেরকে এমন একটি বিকেলের জন্য নিজেদেরকে শক্তিশালী করতে বাধ্য করেছিল , যা এই মুহূর্তে অজানা , বেশ শ্রমসাধ্য প্রমাণিত হবে।

[illegible]

ভিতরে মন সঙ্গে দ্য সুইশ , ঝাঁকুনি এর স্বয়ংক্রিয় টায়ার উপর দ্য অভিজাত পিচ এর দ্য শহর।

"ডিক, থামো!" আমার হঠাৎ অনুরোধে ফোর্ড থেকে একটা ঝাঁকুনিপূর্ণ প্রতিবাদ এলো। "ওই অতিরিক্ত বোঝা চাপা আমগাছটা বেশ চিৎকার করে ডাকছে !"

আমরা পাঁচজন বাচ্চাদের মতো আম -ছাড়া মাটির দিকে ছুটে গেলাম ; গাছটি পাকার সাথে সাথে তার ফলগুলো উদারভাবে ঝরিয়ে ফেলেছিল।

"অনেক আমের জন্ম হয় অদৃশ্যভাবে পড়ে থাকার জন্য ," আমি ব্যাখ্যা করলাম , "এবং পাথুরে মাটিতে তার মিষ্টিতা নষ্ট করে। "

"আমেরিকায় এরকম কিছু নেই, স্বামীজি , তাই না ?" হেসে উঠল শৈলেশ মজুমদার , আমার এক বাঙালি ছাত্র।

"না ," আমি স্বীকার করলাম , আমের রস আর তৃপ্তিতে ঢাকা। "পশ্চিমে এই ফলটা আমি কত মিস করেছি ! আম ছাড়া হিন্দুদের স্বর্গ কল্পনাতীত !"

আমি বাছাই করা উপরে ক শিলা এবং হতাশ ক গর্বিত সৌন্দর্য লুকানো উপর দ্য সর্বোচ্চ অঙ্গ।

"ডিক," গ্রীষ্মমন্ডলীয় রোদের উষ্ণতায় অ্যামব্রোসিয়ার কামড়ের মাঝে আমি জিজ্ঞাসা করলাম , "গাড়িতে কি সব ক্যামেরা আছে ?"

"হ্যাঁ , স্যার ; ভিতরে দ্য লাগেজ বগি। "

"যদি গিরি বালা একজন সত্যিকারের সাধু প্রমাণিত হন , তাহলে আমি পশ্চিমে তার সম্পর্কে লিখতে চাই। এই ধরনের অনুপ্রেরণামূলক ক্ষমতা সম্পন্ন একজন হিন্দু যোগিনীর অজানায় বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়া উচিত নয় - যেমন এই বেশিরভাগ আম।"

অর্ধেক একটি ঘন্টা পরে আমি ছিল এখনও হাঁটা ভিতরে দ্য সিলভান শান্তি।

"স্যার ," মিঃ রাইট মন্তব্য করলেন , "সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই আমাদের গিরি বালায় পৌঁছানো উচিত , যাতে ছবি তোলার জন্য পর্যাপ্ত আলো থাকে। " তিনি হাসিমুখে আরও বললেন , "পশ্চিমারা সন্দেহপ্রবণ ; আমরা আশা করতে পারি না যে তারা কোনও ছবি ছাড়া মহিলার উপর বিশ্বাস করবে !"

এই বিট এর প্রজ্ঞা ছিল অবিসংবাদিত ; আমি পরিণত আমার পিছনে উপর প্রলোভন এবং পুনঃপ্রবেশিত দ্য গাড়ি।

"তুমি ঠিক বলেছো , ডিক," আমরা দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম , "আমি পশ্চিমা বাস্তবতার বেদিতে আমের স্বর্গকে উৎসর্গ করছি। আমাদের অবশ্যই ছবি থাকতে হবে !"

রাস্তাটা ক্রমশ অসুস্থ হয়ে উঠছিল : খাদের কুঁচকি , শক্ত মাটির ফোঁড়া , বার্ধক্যের দুঃখজনক অসুস্থতা ! আমাদের দল মাঝে মাঝে নেমে যেত যাতে মিঃ রাইট ফোর্ডটিকে আরও সহজে চালনা করতে পারেন , যা আমরা চারজন পিছন থেকে ঠেলে দিয়েছিলাম।

"লম্বাদার বাবু সত্যি কথা বলেছেন," শৈলেশ স্বীকার করলেন। "গাড়ি আমাদের বহন করছে না ; আমরা গাড়ি বহন করছি !"

আমাদের আরোহণ, আরোহণ স্বয়ংক্রিয় ক্লান্তি ছিল প্রতারিত কখনও এবং অনাগত দ্বারা দ্য চেহারা এর ক গ্রাম ,

[illegible]

"[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

এলাকায় প্রবেশ করেছিল , প্রাচীন গোপনীয়তা এবং পবিত্রতা লঙ্ঘন করে !

"একটি সরু গলির ধারে দাঁড়িয়ে আমরা গিরি বালার পৈতৃক বাড়ির একশ ফুটের মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করলাম। দীর্ঘ পথ সংগ্রামের পর , রুক্ষ সমাপ্তির পর , আমরা পরিপূর্ণতার রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। আমরা ইট এবং প্লাস্টারের তৈরি একটি বিশাল , দ্বিতল ভবনের কাছে পৌঁছালাম , যা চারপাশের অ্যাডোব কুঁড়েঘরগুলিকে ঘিরে ছিল ; বাড়িটি মেরামতের প্রক্রিয়াধীন ছিল , কারণ এর চারপাশে ছিল বাঁশের তৈরি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রীষ্মমন্ডলীয় কাঠামো।

"[illegible] [illegible] [illegible] [

সাধু এক মিনিটের জন্য চোখ তুলে তাকালেন , প্রশান্ত আগ্রহে

হাসলেন। "বাবা (সম্মানিত পিতা)ই ভালো জানেন ," তিনি

নম্রভাবে উত্তর দিলেন।

আমি খুশি হয়েছিলাম যে সে কোনও আপত্তি করেনি ; মহান যোগী বা যোগিনীরা প্রচারের চিন্তাভাবনায় কতটা প্রতিক্রিয়া দেখাবেন তা কেউ জানে না। তারা সাধারণত এটি এড়িয়ে চলে , গভীর আত্মার গবেষণা নীরবে অনুসরণ করতে চায়। তাদের জীবন প্রকাশের উপযুক্ত সময় এলে তাদের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ অনুমোদন আসে।

প্রকাশ্যে জন্য দ্য সুবিধা এর খোঁজা মন।

"মা ," আমি বলে গেলাম, "তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন , আপনাকে অনেক প্রশ্নের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। দয়া করে কেবল সেই উত্তরগুলিই দিন যা আপনাকে খুশি করে ; আমি আপনার নীরবতাও বুঝতে পারব। "

সে সদয় ভঙ্গিতে তার হাত মেলে বলল , "আমি উত্তর দিতে পেরে আনন্দিত , যতদূর আমার মতো একজন তুচ্ছ মানুষ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে। "

"ওহ, না , না তুচ্ছ !" আমি প্রতিবাদ করেছেন আন্তরিকভাবে। "তুমি হয় ক দুর্দান্ত আত্মা। "

"আমি সকলের বিনয়ী দাস। " সে অদ্ভুতভাবে বলল , "আমি রান্না করতে এবং

মানুষকে খাওয়াতে ভালোবাসি। " আমি ভাবলাম, একজন অখাদ্য সাধুর জন্য এটা

একটা অদ্ভুত বিনোদন !

"বলুন আমি, মা , থেকে তোমার নিজস্ব ঠোঁট -কাটা তুমি লাইভ ছাড়া খাবার ?"

"সত্যিই তো। " সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল ; তার পরবর্তী মন্তব্যে বোঝা গেল যে সে মানসিক পাটিগণিতের সাথে লড়াই করছে। "বারো বছর চার মাস বয়স থেকে আমার বর্তমান আটষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত - ছাপ্পান্ন বছরেরও বেশি সময় ধরে - আমি খাবার খাইনি বা তরল গ্রহণ করিনি। "

"হয় তুমি কখনোই না প্রলুব্ধ থেকে খাও ?"

"যদি আমার খাবারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে , তাহলে আমাকে খেতেই হবে। " সহজ অথচ নিয়মিতভাবে তিনি এই স্বয়ংক্রিয় সত্যটি তুলে ধরেন , যা দিনে তিনবেলা খাবারের চারপাশে ঘুরপাক খাওয়া বিশ্ব খুব ভালো করেই জানে !

"কিন্তু তুমি তো কিছু খাও !" আমার গলায় একটা তীব্র

প্রতিবাদের সুর ছিল। "অবশ্যই !" সে দ্রুত বুঝতে পেরে

হাসল।

"তোমার পুষ্টি বাতাস এবং সূর্যালোকের সূক্ষ্ম শক্তি থেকে আসে ,[46-7] এবং সেই মহাজাগতিক শক্তি থেকে যা আপনার শরীরকে মেডুলা অবলংগাটার মাধ্যমে রিচার্জ করে। "

"বাবা জানে। " আবার সে রাজি , তার পদ্ধতি প্রশান্তিদায়ক এবং গুরুত্বহীন।

"মা , তোমার প্রথম জীবন সম্পর্কে বলো। এটা সমগ্র ভারতের জন্য , এমনকি সমুদ্রের ওপারের আমাদের ভাইবোনদের জন্যও গভীর আগ্রহের বিষয়। "

গিরি বালা রাখা একপাশে তার অভ্যাসগত রিজার্ভ , আরামদায়ক মধ্যে ক কথোপকথনমূলক মেজাজ।

"তাই হোক।" তার কণ্ঠস্বর ছিল নিচু এবং দৃঢ়। "আমি এই বনাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার শৈশব অসাধারণ ছিল, কেবল এইটুকু ছাড়া যে আমার মধ্যে এক অতৃপ্ত ক্ষুধা ছিল। ছোটবেলায় আমার বাগদান হয়েছিল। "

"'বাছা,' আমার মা প্রায়ই আমাকে সাবধান করতেন, 'তোমার লোভ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করো। যখন তোমার স্বামীর পরিবারের অপরিচিতদের মধ্যে থাকার সময় আসবে, তখন যদি তোমার দিনগুলো শুধু খাওয়া-দাওয়া ছাড়া আর কিছুতেই কাটে না, তাহলে তারা তোমাকে কী ভাববে?"

"সে যে বিপদের কথা ভেবেছিল , তা ঘটল। আমার বয়স যখন মাত্র বারো বছর , তখন আমি নবাবগঞ্জে আমার স্বামীর লোকদের সাথে যোগ দিই। আমার শাশুড়ি সকাল , দুপুর এবং রাত আমার পেটুক অভ্যাসের জন্য আমাকে লজ্জা দিতেন। তবে তার তিরস্কার ছিল আশীর্বাদস্বরূপ ; তারা আমার সুপ্ত আধ্যাত্মিক প্রবণতাগুলিকে জাগিয়ে তুলেছিল। একদিন সকালে তার উপহাস ছিল নির্মম।

"'আমি শীঘ্রই তোমাকে প্রমাণ করে দেব ,' আমি বললাম, ক্ষুধার্তের কামড়ে , 'যতদিন বেঁচে থাকবো , আর কখনও খাবার স্পর্শ করবো না। '"

"আমার শাশুড়ি উপহাসে হেসে ফেললেন। 'তাহলে !' তিনি বললেন , 'যদি অতিরিক্ত না খেয়ে থাকতে পারো না , তাহলে না খেয়ে কীভাবে বাঁচবে ?'"

"এই মন্তব্যের কোন উত্তর ছিল না ! তবুও একটা লৌহ সংকল্প আমার আত্মাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এক নির্জন স্থানে আমি আমার স্বর্গীয় পিতাকে খুঁজছিলাম। "

"'প্রভু ,' আমি অবিরাম প্রার্থনা করেছিলাম , 'দয়া করে আমাকে এমন একজন গুরু পাঠান , যিনি আমাকে খাবার দ্বারা নয় , আপনার আলো দ্বারা বাঁচতে শেখাতে পারেন। '"

"একটি ঐশ্বরিক আনন্দ আমার উপর নেমে এলো। এক আনন্দময় মন্ত্রের বশে আমি গঙ্গার নবাবগঞ্জ ঘাটের দিকে রওনা দিলাম । পথে আমার স্বামীর পরিবারের পুরোহিতের সাথে দেখা হলো। "

"'শ্রদ্ধেয় স্যার ,' আমি বলেন বিশ্বাসের সাথে , 'দয়া করে বলো আমি কিভাবে থেকে লাইভ ছাড়া খাচ্ছি।

"তিনি কোন উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি সান্ত্বনামূলক ভঙ্গিতে বললেন। 'বাছা ,' তিনি বললেন , 'আজ সন্ধ্যায় মন্দিরে এসো ; আমি তোমার জন্য একটি বিশেষ বৈদিক অনুষ্ঠান করব। '

"এই অস্পষ্ট উত্তরটি আমি খুঁজছিলাম না ; আমি ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলাম । সকালের সূর্য জল ভেদ করে ; আমি গঙ্গায় নিজেকে পবিত্র করলাম , যেন কোন পবিত্র দীক্ষার জন্য। নদীর তীর ছেড়ে যাওয়ার সময় , আমার ভেজা কাপড় আমার চারপাশে , দিনের বিস্তৃত আলোয় আমার প্রভু আমার সামনে নিজেকে প্রকাশ করলেন !"

"'প্রিয় ছোট্ট ,' সে প্রেমময় করুণার কণ্ঠে বলল , 'তোমার জরুরি প্রার্থনা পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বর আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এর অস্বাভাবিক প্রকৃতি তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে ! আজ থেকে তুমি সূক্ষ্ম আলোর দ্বারা বেঁচে থাকবে , তোমার দেহের পরমাণুগুলি অসীম স্রোত থেকে পুষ্ট হবে। "

গিরি বালা চুপ করে গেলেন। আমি মিঃ রাইটের পেন্সিল এবং প্যাড নিলাম এবং তার তথ্যের জন্য কয়েকটি জিনিস ইংরেজিতে অনুবাদ করলাম।

সাধু আবার গল্প শুরু করলেন , তাঁর মৃদু কণ্ঠস্বর খুব একটা শোনা যাচ্ছিল না। "ঘাটটি জনশূন্য ছিল , কিন্তু আমার গুরু আমাদের চারপাশে এমন এক প্রহরী আলোর আভা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে পরে কোনও পথভ্রষ্ট স্নানকারী আমাদের বিরক্ত না করে। তিনি আমাকে

[illegible]

[illegible] **46-8** [illegible]

[illegible]

[illegible], WHO [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

শীঘ্রই সে বেনারসের রেশমের এক টুকরো নিয়ে ফিরে এলো, হঠাৎ মাটিতে প্রণাম করার সময় হাতে তুলে দিল।

"মা ," আমি বলেন শ্রদ্ধার সাথে, "বরং যাক আমি স্পর্শ তোমার নিজস্ব ধন্য পা!"

46-1 : ভিতরে উত্তরাঞ্চলীয় বাংলা।

46-2 : এইচ. এইচ. স্যার বিজয় চাঁদ মাহতাব, এখন মৃত। তার পরিবার নিঃসন্দেহে অধিকারী কিছু রেকর্ড এর দ্য মহারাজার গিরি বালার তিনটি তদন্ত।

46-3 : নারী যোগী।

46-4 : "[illegible]"

46-5 : [illegible]: "[illegible]"

46-6 : [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

অধ্যায় : ৪৭

আমি প্রত্যাবর্তন থেকে দ্য পশ্চিম

"আমি ভারত এবং আমেরিকায় অনেক যোগব্যায়াম পাঠ দিয়েছি ; কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে , একজন হিন্দু হিসেবে , আমি ইংরেজি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ক্লাস পরিচালনা করতে পেরে অস্বাভাবিকভাবে খুশি। "

লন্ডনের আমার ক্লাসের সদস্যরা প্রশংসার সাথে হেসেছিল ; কোনও রাজনৈতিক অস্থিরতা কখনও আমাদের যোগব্যায়ামের শান্তিকে ব্যাহত করেনি।

ভারত এখন এক পবিত্র স্মৃতি। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর ; ষোল মাস আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আমি ইংল্যান্ডে আছি , লন্ডনে আবার বক্তৃতা দেব।

ইংল্যান্ডও কালজয়ী যোগ বার্তার প্রতি সাড়া দেয়। গ্রোসভেনর হাউসে আমার কক্ষের চারপাশে সাংবাদিক এবং নিউজরিল ক্যামেরাম্যানদের ভিড়। ব্রিটিশ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড

[illegible]

[illegible]

[illegible]; [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মধ্য প্রদেশ থেকে শিবের "ষাঁড়ের চোখ " পাথর, বহুকাল আগে চলে আসা রাজবংশের পুরানো ভারতীয় মুদ্রা , রত্নখচিত ফুলদানি এবং কাপ , ক্ষুদ্রাকৃতি , টেপেস্ট্রি , মন্দিরের ধূপ এবং সুগন্ধি , স্বদেশী সুতির ছাপ , বার্ণিশের কাজ , মহীশূর হাতির দাঁতের খোদাই , তাদের অনুসন্ধানী লম্বা পায়ের আঙুল সহ পারস্যের চপ্পল , অদ্ভুত পুরানো আলোকিত পাণ্ডুলিপি , মখমল, ব্রোকেড , গান্ধী টুপি , মৃৎশিল্প , টাইলস, পিতলের কাজ, প্রার্থনার গালিচা - লুটের জিনিসপত্র তিনটি মহাদেশ !

এক দ্বারা এক আমি বিতরণ করা হয়েছে দ্য উল্লাসে মোড়ানো প্যাকেজ থেকে দ্য অপরিসীম স্তূপ অধীনে দ্য গাছ।

"[illegible]!" [illegible] [illegible] [illegible]

জনাব. ই। ই। ডিকিনসন এর লস অ্যাঞ্জেলস ; সে চাওয়া ক রূপা কাপ

শ্রী যুক্তেশ্বর এবং আমি নিজেই ভিতরে কলকাতা , ১৯৩৫। তিনি হল বহন দ্য উপহার ছাতা - বেত

[illegible] [illegible] [illegible] [

"এগারো বছর ধরে আমি তোমার ক্রিয়াযোগের শিষ্য ," মিঃ ডিকিনসন আরও বললেন। "মাঝে মাঝে আমি রূপার পেয়ালাটি নিয়ে ভাবতাম ; আমি প্রায় নিজেকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে বিবেকানন্দের কথাগুলি কেবল রূপক। কিন্তু বড়দিনের রাতে , যখন তুমি আমাকে গাছের পাশে বর্গাকার বাক্সটি দিয়েছিলে , আমি দেখেছি , জন্য দ্য তৃতীয় সময় ভিতরে আমার জীবন, দ্য একই চমকপ্রদ ফ্ল্যাশ এর আলো। ভিতরে অন্য মিনিট আমি ছিল

আমার গুরুর উপহারের দিকে তাকিয়ে, যা বিবেকানন্দ তেতাল্লিশ বছর আগে আমার জন্য কল্পনা করেছিলেন - একটি রূপার পেয়ালা!"

৪৭-১: দ্য প্রধান শিষ্য এর দ্য খ্রিস্টতুল্য মাস্টার শ্রী রামকৃষ্ণ।

অধ্যায় : ৪৮

এ এনসিনিটাস ভিতরে ক্যালিফোর্নিয়া

"একটা আশ্চর্য ব্যাপার, স্যার! বিদেশে আপনার অনুপস্থিতিতে আমরা এই এনসিনিটাস আশ্রমটি তৈরি করেছি; এটি একটি 'স্বাগত-গৃহ' উপহার!" বোন জ্ঞানমাতা হাসিমুখে আমাকে একটি গেট দিয়ে এবং গাছের ছায়ায় হেঁটে উপরে নিয়ে গেলেন।

আমি নীল লবণাক্ত জলের দিকে বিশাল সাদা সমুদ্রের মতো একটি ভবন বেরিয়ে আসতে দেখলাম। প্রথমে নির্বাক, তারপর "ওহ!" এবং "আহ!" শব্দে, অবশেষে মানুষের আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার অপর্যাপ্ত শব্দভাণ্ডার নিয়ে, আমি আশ্রমটি পরীক্ষা করে দেখলাম - ষোলটি অস্বাভাবিকভাবে বড় কক্ষ, প্রতিটি মনোমুগ্ধকরভাবে সাজানো।

বিশাল সিলিং-উঁচু জানালা সহ রাজকীয় কেন্দ্রীয় হলটি ঘাস, সমুদ্র, আকাশের এক মিলিত বেদীর দিকে তাকায় - পান্না, ওপাল, নীলকান্তমণির সিম্ফনি। হলের বিশাল অগ্নিকুণ্ডের উপরে একটি আবরণ লাহিড়ী মহাশয়ের ফ্রেমযুক্ত প্রতিমূর্তি ধারণ করে, যিনি এই সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের উপর তাঁর আশীর্বাদের হাসি হাসছেন।

হলের ঠিক নীচে, একেবারে উঁচু জায়গায় নির্মিত, দুটি নির্জন ধ্যান গুহা আকাশ এবং সমুদ্রের অসীমতার মুখোমুখি। বারান্দা, সূর্যস্নানের কোণ, একর বাগান, একটি ইউক্যালিপ্টির বাগান, গোলাপ এবং লিলির মধ্য দিয়ে শান্ত বৃক্ষের দিকে যাওয়ার পতাকা পাথরের পথ, একটি বিচ্ছিন্ন সৈকতে শেষ হওয়া দীর্ঘ সিঁড়ি এবং বিশাল জলরাশি! স্বপ্ন কি আরও দৃঢ় ছিল?

"সাধুদের সৎ, বীরত্বপূর্ণ এবং দানশীল আত্মারা এখানে আসুক," জেন্ড-আবেস্তা থেকে 'একটি বাসস্থানের জন্য প্রার্থনা", যা আশ্রমের একটি দরজায় স্থাপিত, লেখা আছে, "এবং তারা আমাদের সাথে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাক, তাদের আশীর্বাদপূর্ণ উপহারের নিরাময় গুণাবলী পৃথিবীর মতো বিস্তৃত, নদীর মতো দূরবর্তী, সূর্যের মতো উচ্চতর, উন্নত পুরুষদের উন্নতির জন্য, প্রাচুর্য এবং গৌরব বৃদ্ধির জন্য প্রদান করুক।"

"এই ঘরের মধ্যে আনুগত্য অবাধ্যতাকে জয় করুক; বিবাদের উপর শান্তি জয় করুক; লোভের

উপর মুক্তহস্তে ত্যাগ , ছলনার উপর সত্যবাদী বক্তব্য , অবজ্ঞার উপর শ্রদ্ধা। আমাদের মন আনন্দিত হোক এবং আমাদের আত্মা উন্নত হোক , আমাদের দেহও মহিমান্বিত হোক ; এবং হে দিব্য আলো , আমরা যেন তোমাকে দেখতে পাই , এবং আমরা যেন তোমার কাছে এসে তোমার চারপাশে আসি, এবং তোমার কাছে পৌঁছাই। "

সম্পূর্ণ সাহচর্য !"

এনসিনিটাস , ক্যালিফোর্নিয়া , প্রশান্ত মহাসাগরকে উপেক্ষা করে। আত্ম -উপলব্ধি ফেলোশিপের মূল ভবন এবং মাঠের কিছু অংশ।

এই আত্ম -উপলব্ধি ফেলোশিপ আশ্রমটি সম্ভব হয়েছে কয়েকজন আমেরিকান শিষ্যের উদারতার মাধ্যমে , যারা অফুরন্ত দায়িত্বে নিয়োজিত আমেরিকান ব্যবসায়ী যারা এখনও তাদের ক্রিয়া যোগের জন্য প্রতিদিন সময় বের করেন । ভারত এবং ইউরোপে থাকাকালীন আশ্রম নির্মাণের একটি শব্দও আমার কাছে পৌঁছাতে দেওয়া হয়নি। আশ্চর্য , আনন্দ !

আমেরিকায় আমার প্রথম দিকের বছরগুলিতে আমি সমুদ্রতীরবর্তী আশ্রমের জন্য একটি ছোট জায়গার খোঁজে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল ঘুরে বেড়িয়েছিলাম ; যখনই আমি উপযুক্ত জায়গা পেতাম , তখনই কিছু না কিছু বাধা আমাকে বাধাগ্রস্ত করত। এখন এনসিনিটাস -এর বিস্তৃত একরের দিকে তাকিয়ে , [৪৮-১] বিনীতভাবে আমি শ্রী যুক্তেশ্বরের বহুদিন আগের ভবিষ্যদ্বাণীর অনায়াসে পূর্ণতা দেখতে পেলাম : "সমুদ্রের ধারে একটি আশ্রম। "

কয়েক মাস পরে , ১৯৩৭ সালের ইস্টারে , আমি এনসিনিটাস -এর মসৃণ লনে প্রথম অনেক সূর্যোদয় অনুষ্ঠান। প্রাচীনকালের যাদুকরদের মতো , কয়েকশ ছাত্র ভক্তিপূর্ণ বিস্ময়ে পূর্ব আকাশে প্রারম্ভিক সৌর অগ্নিকাণ্ডের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে ছিল। পশ্চিমে অক্ষয় প্রশান্ত মহাসাগর , তার গম্ভীর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ; দূরে , একটি ছোট সাদা পালতোলা নৌকা , এবং একটি সিগালের একাকী উড়ান। "খ্রিস্ট , তুমি পুনরুত্থিত হয়েছ !" একা নন, বরং আত্মার চিরন্তন ভোরে !

অনেক সুখের মাস কেটে গেল ; নিখুঁত সৌন্দর্যের শান্তিতে আমি আশ্রমে একটি দীর্ঘ -প্রকল্পিত কাজ , ’কসমিক চ্যান্টস ” সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি ইংরেজি শব্দ এবং পশ্চিমা সঙ্গীতের স্বরলিপিতে প্রায় চল্লিশটি গান সেট করেছি , কিছু মৌলিক, অন্যগুলি আমার প্রাচীন সুরের রূপান্তর। শঙ্করের মন্ত্র , "নো বার্থ , নো ডেথ"; শ্রীযুক্তেশ্বরের দুটি প্রিয় : "ওয়েক , থিউট ওয়েক , হে মাই সেন্ট !" এবং "ডিজায়ার , মাই গ্রেট এনিমি "; উচ্চস্বরে সংস্কৃত "হ্যাম টু ব্রহ্মা "; পুরানো বাংলা গান , "হোয়াট লাইটনিং ফ্ল্যাশ !" এবং "দ্য হ্যাভ হিয়ার্ড থ্যার নেম "; ঠাকুরের "হু ইজ ইন মাই টেম্পল ?"; এবং আমার বেশ কয়েকটি রচনা : "আই উইল বি থাইন অলওয়েজ," "ইন দ্য ল্যান্ড বিয়ন্ড মাই ড্রিমস ," "কাম আউট অফ দ্য সাইলেন্ট স্কাই ,"

"লিসেন টু মাই সোল কল ," "ইন দ্য টেম্পল অফ সাইলেন্স ," এবং "তুমি আমার জীবন। "

জন্য ক ভূমিকা থেকে দ্য গানের বই আমি বর্ণনা করা হয়েছে আমার প্রথম অসাধারণ
অভিজ্ঞতা সঙ্গে দ্য গ্রহণযোগ্যতা এর

প্রাচ্যের অদ্ভুত ভক্তিমূলক পরিবেশে পাশ্চাত্যবাসী। উপলক্ষটি ছিল একটি জনসাধারণের বক্তৃতা ; সময় , ১৮ এপ্রিল , ১৯২৬; স্থান , নিউ ইয়র্কের কার্নেগি হল।

"মিস্টার হানসিকার ," আমি একজন আমেরিকান ছাত্রকে গোপনে বলেছিলাম , "আমি শ্রোতাদের একটি প্রাচীন হিন্দু মন্ত্র গাইতে বলার পরিকল্পনা করছি , 'হে ঈশ্বর সুন্দর !'।"

"স্যার ," মিঃ হানসিকার প্রতিবাদ করেছিলেন , "এই প্রাচ্যের গানগুলি আমেরিকান বোধগম্যতার বাইরে। অতি পাকা টমেটোর ভাষ্য দ্বারা যদি বক্তৃতাটি নষ্ট হয়ে যায় তবে তা কতই না লজ্জাজনক !"

আমি হেসে দ্বিমত পোষণ করেছিলাম। "সঙ্গীত একটি সর্বজনীন ভাষা। আমেরিকানরা এই উচ্চ মন্ত্রের আত্মার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে ব্যর্থ হবে না।" **48-2**

বক্তৃতা চলাকালীন মিঃ হানসিকার আমার পিছনে প্ল্যাটফর্মে বসেছিলেন , সম্ভবত আমার নিরাপত্তার জন্য ভীত ছিলেন। তার সন্দেহ ভিত্তিহীন ছিল ; কেবল অপ্রয়োজনীয় সবজির অনুপস্থিতিই ছিল না , বরং এক ঘন্টা পঁচিশ মিনিট ধরে "হে ঈশ্বর সুন্দর !" ধ্বনি অবিরামভাবে বেজে উঠছিল। থেকে তিন হাজার গলা। ব্লেস ' না দীর্ঘতর , প্রিয় নতুন ইয়র্কার্স ; তোমার আনন্দের এক সরল ধ্বনিতে হৃদয় উড়ে গেল ! ঐশ্বরিক আরোগ্য সাধন হয়েছিল সেই সন্ধ্যায় ভক্তদের মধ্যে প্রেমের সাথে ভগবানের আশীর্বাদপূর্ণ নাম জপ করা।

সাহিত্যিক মন্ত্রীর নির্জন জীবন আমার জন্য বেশিদিন ছিল না। শীঘ্রই আমি প্রতি দুই সপ্তাহ লস অ্যাঞ্জেলেস এবং এনসিনিটাস -এর মধ্যে ভাগ হয়ে গেলাম। রবিবারের অনুষ্ঠান , ক্লাস , ক্লাব এবং কলেজের সামনে বক্তৃতা , ছাত্রদের সাথে সাক্ষাৎকার , চিঠিপত্রের অবিরাম ধারা , পূর্ব -পশ্চিমের জন্য প্রবন্ধ , ভারতে এবং আমেরিকান শহরগুলিতে অসংখ্য ছোট কেন্দ্রের কার্যকলাপের দিকনির্দেশনা। দূরবর্তী যোগ সাধকদের জন্য ক্রিয়া এবং অন্যান্য আত্ম -উপলব্ধি ফেলোশিপ শিক্ষার ধারাবাহিক অধ্যয়নের জন্যও অনেক সময় দেওয়া হয়েছিল , যাদের উৎসাহ স্থানের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকৃতি দেয় না।

আনন্দময় উৎসর্গ এর ক আত্ম -উপলব্ধি গির্জা এর সব ধর্ম গ্রহণ স্থান ভিতরে ১৯৩৮ এ ওয়াশিংটন , ডিসি , প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝে অবস্থিত , এই রাজকীয় গির্জাটি শহরের একটি অংশে অবস্থিত যাকে "ফ্রেন্ডশিপ হাইটস " বলা হয়। ওয়াশিংটনের নেতা হলেন স্বামী প্রেমানন্দ , যিনি রাঁচি স্কুল এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত। আমি ১৯২৮ সালে তাকে ওয়াশিংটন স্ব -উপলব্ধি ফেলোশিপ সেন্টারের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য ডেকেছিলাম।

"প্রেমানন্দ ," আমি তার নতুন মন্দির পরিদর্শনের সময় তাকে বলেছিলাম , "এই পূর্ব সদর দপ্তর আপনার অক্লান্ত ভক্তির পাথরে খোদাই করা একটি স্মারক। এই জাতির রাজধানীতে আপনি লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শের আলোকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। "

প্রেমানন্দ আমার সাথে ওয়াশিংটন থেকে বোস্টনের আত্ম -উপলব্ধি ফেলোশিপ সেন্টারে একটি সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনের জন্য এসেছিলেন। ১৯২০ সাল থেকে অবিচল থাকা ক্রিয়া যোগ ব্যান্ডটিকে আবার দেখতে পারা কত আনন্দের ! বোস্টনের নেতা , ডঃ এমডব্লিউ লুইস ,

আমার সঙ্গী এবং আমাকে একটি আধুনিক , শৈল্পিকভাবে সজ্জিত স্যুটে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

"স্যার ," ডঃ লুইস হেসে আমাকে বললেন , "আমেরিকায় আপনার প্রথম দিকের বছরগুলিতে আপনি এই শহরে একটি মাত্র ঘরে থাকতেন , কোনও বাথরুম ছিল না। আমি আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম যে বোস্টনে কিছু বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট আছে !"

বিশ্বজুড়ে আসন্ন গণহত্যার ছায়া দীর্ঘায়িত হচ্ছিল ; ইতিমধ্যেই তীক্ষ্ণ কান যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ঢোল শুনতে পাচ্ছিল। ক্যালিফোর্নিয়ায় হাজার হাজার মানুষের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় এবং বিশ্বব্যাপী চিঠিপত্রের মাধ্যমে , আমি দেখতে পেলাম যে পুরুষ এবং মহিলারা তাদের হৃদয় গভীরভাবে অনুসন্ধান করছে ; করুণ বাহ্যিক নিরাপত্তাহীনতা চিরন্তন অ্যাঙ্কোরেজের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল।

"আমরা সত্যিই ধ্যানের মূল্য শিখেছি ," লন্ডন স্ব -উপলব্ধি ফেলোশিপ সেন্টারের নেতা ১৯৪১ সালে আমাকে লিখেছিলেন , "এবং আমরা জানি যে কোনও কিছুই আমাদের অভ্যন্তরীণ শান্তিকে ব্যাহত করতে পারে না। গত কয়েক সপ্তাহে সভাগুলির সময় আমরা বিমান হামলার সতর্কতা শুনেছি এবং বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি বিলম্বিত -ক্রিয়া বোমা , কিন্তু আমাদের ছাত্র এখনও জড়ো করা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপভোগ করুন আমাদের সুন্দর সেবা। "

আমেরিকা যুদ্ধে প্রবেশের ঠিক আগে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংল্যান্ড থেকে আমার কাছে আরেকটি চিঠি এসেছিল। দ্য উইজডম অফ দ্য ইস্ট সিরিজের বিখ্যাত সম্পাদক ডঃ এল . ক্র্যানমার বাইং অত্যন্ত করুণ ভাষায় লিখেছেন :

"যখন আমি পূর্ব -পশ্চিম পড়ি , তখন বুঝতে পারি যে আমরা কতটা দূরে ছিলাম , দৃশ্যত আমরা দুটিতে বাস করছিলাম " ভিন্ন জগৎ। সৌন্দর্য , শৃঙ্খলা , প্রশান্তি এবং শান্তি লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে আমার কাছে আসে , বন্দরে যাত্রা করে যেমন একটি অবরুদ্ধ শহরে পবিত্র গ্রেইলের আশীর্বাদ এবং সান্ত্বনায় ভরা একটি জাহাজ।

"আমি স্বপ্নে তোমার খেজুর গাছের বাগান , সমুদ্রের বিস্তৃতি এবং পাহাড়ের দৃশ্য সহ এনসিনিতাসের মন্দির এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন পুরুষ ও মহিলাদের সাহচর্য দেখতে পাচ্ছি , এমন একটি সম্প্রদায় যা ঐক্যে আবদ্ধ , সৃজনশীল কাজে মগ্ন এবং চিন্তায় পরিপূর্ণ। এটি আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির জগৎ , যার নির্মাণে আমি আমার ক্ষুদ্র অংশ বহন করার আশা করেছিলাম , এবং এখন..."

"হয়তো আমার শরীরে আমি কখনোই তোমার সোনালী তীরে পৌঁছাতে পারব না , তোমার মন্দিরে উপাসনা করতে পারব না। কিন্তু এটা আরও বেশি কিছু , এই স্বপ্ন দেখা এবং যুদ্ধের মাঝেও তোমার বন্দরে এবং তোমার পাহাড়ের মধ্যে এখনও শান্তি বিরাজ করছে তা জানা। ভোরের অপেক্ষায় থাকা প্রহরীদুর্গে লেখা একজন সাধারণ সৈনিকের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা। "

যুদ্ধের বছরগুলি এমন মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক জাগরণ এনেছিল যাদের বিচ্যুতির মধ্যে আগে কখনও নতুন নিয়মের অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যুদ্ধের তিক্ত ভেষজ থেকে এক মিষ্টি পানীয় ! ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে , একটি অনুপ্রেরণামূলক ছোট আত্ম -উপলব্ধি চার্চ অফ অল রিলিজিয়নস নির্মিত এবং উৎসর্গ করা হয়েছিল ভিতরে ১৯৪২ এ হলিউড। দ্য সাইট মুখগুলি জলপাই পাহাড় এবং দ্য দূরবর্তী লস অ্যাঞ্জেলেস প্ল্যানেটেরিয়াম। নীল , সাদা এবং সোনালী রঙে সজ্জিত গির্জাটি একটি বৃহৎ পুকুরে জলাশয়ের মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে। বাগানগুলি ফুল , কয়েকটি চমকপ্রদ পাথরের হরিণ , একটি রঙিন কাচের তৈরি। পার্গোলা , আর মঙ্গল কামনার এক অদ্ভুত চিহ্ন। মানুষের পয়সা আর ক্যালিডোস্কোপিক ইচ্ছার সাথে নিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে আত্মার একমাত্র ভান্ডারের জন্য অনেক বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা ! লাহিড়ী মহাশয় এবং শ্রীযুক্তেশ্বরের মূর্তি , কৃষ্ণ , বুদ্ধ , কনফুসিয়াস , সেন্ট ফ্রান্সিস এবং শেষ ভোজে খ্রিস্টের একটি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভক্ত WHO ছিল অনুসন্ধান করা হয়েছে জন্য চিরন্তন সান্ত্বনা :

ভিতরে এই পৃথিবী , মা , কেউ না করতে পারেন ভালোবাসা আমি ;
এই পৃথিবীতে তারা ঐশ্বরিক ভালোবাসা জানে না। খাঁটি
প্রেমময় ভালোবাসা কোথায় ?
তোমাকে সত্যিকারের ভালোবাসা কোথায় ?
আমার হৃদয় সেখানে থাকতে আগ্রহী।

চ্যাপেলে আমার সঙ্গী , সান দিয়েগোর কেন্দ্র নেতা ডঃ লয়েড কেনেল , গানের কথাগুলো শুনে একটু হাসছিলেন।

"আমাকে সত্যি করে বলো , পরমহংসজী, এটা কি মূল্যবান ছিল ?" তিনি আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে তাকালেন। আমি তার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছিলাম : "তুমি কি আমেরিকায় সুখী ছিলে ? হতাশা , বেদনা , নেতৃত্ব দিতে না পারার কেন্দ্রীয় নেতাদের কী হবে , যারা শেখানো যেত না এমন ছাত্রদের কী হবে ?"

"ধন্য সেই ব্যক্তি যাকে প্রভু পরীক্ষা করেন , ডাক্তার ! তিনি মাঝে মাঝে আমার উপর বোঝা চাপানোর কথা মনে রেখেছেন !" তখন আমি সমস্ত বিশ্বস্তদের কথা , ভালোবাসা , ভক্তি এবং আমেরিকার হৃদয়ে এই বোধগম্যতা লুকিয়ে ছিল। ধীরে ধীরে জোর দিয়ে আমি বলে গেলাম , "কিন্তু আমার উত্তর হল : হ্যাঁ , হাজার বার হ্যাঁ ! এটা সার্থক হয়েছে ; পশ্চিম এবং পূর্বকে একমাত্র স্থায়ী বন্ধনে , আধ্যাত্মিক বন্ধনে , আরও কাছে আনা দেখার জন্য এটি একটি ধ্রুবক অনুপ্রেরণা , যা আমি কখনও স্বপ্ন দেখেছিলাম তার চেয়েও বেশি !"

নীরবে আমি একটি প্রার্থনা যোগ করলাম : "বাবাজী এবং শ্রীযুক্তেশ্বরজী যেন অনুভব করেন যে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি , তারা যে উচ্চ আশা নিয়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন তা হতাশ না করে। "

আমি পরিণত আবার থেকে দ্য অঙ্গ ; এই সময় আমার গান ছিল রঞ্জিত সঙ্গে ক সামরিক বীরত্ব :

সময়ের ঘর্ষণ চাকা অনেক চাঁদ -তারকার
জীবনকে নষ্ট করে দেয় এবং অনেক উজ্জ্বল
হাসিখুশি সকালকে - কিন্তু তবুও আমার
আত্মা এগিয়ে চলেছে !

অন্ধকার , মৃত্যু আর ব্যর্থতা
প্রতিযোগিতা করেছিল ; আমার পথ রুদ্ধ করার
জন্য ওরা প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিল ;
ঈর্ষান্বিত প্রকৃতির সাথে আমার লড়াই
শক্তিশালী - কিন্তু তবুও আমার আত্মা এগিয়ে

□□□□□!

[illegible]

[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

আমার শ্রদ্ধেয় বাবা , বসে থাকা ভিতরে দ্য শান্ত পদ্ম ভঙ্গি , কলকাতা, ১৯৩৬

রাতের অনেক আগেই আমার প্রিয় বন্ধু - আমেরিকার প্রথম ক্রিয়া যোগী - আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করেছিলেন। "সমাজ" নামক একটি নৃতাত্ত্বিক বিমূর্ততার সাথে জড়িত অসুস্থতাগুলি আরও বাস্তবসম্মতভাবে প্রতিটি মানুষের দরজায় স্থাপন করা যেতে পারে। নাগরিক সদ্গুণে ফুল ফোটার আগে ইউটোপিয়াকে ব্যক্তিগত বুকে ফুটতে হবে। মানুষ একটি আত্মা , কোনও প্রতিষ্ঠান নয় ; কেবল তার অভ্যন্তরীণ সংস্কারই বাইরেরগুলিকে স্থায়ীত্ব দিতে পারে। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ , আত্ম-উপলব্ধির উপর জোর দিয়ে , বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উদাহরণ তৈরি করে এমন একটি উপনিবেশ তার স্থানের বাইরেও অনুপ্রেরণামূলক কম্পন প্রেরণের ক্ষমতা পায়।

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ! এক পৃথিবীর সমাপ্তি ; এক রহস্যময় পারমাণবিক যুগের সূচনা ! আশ্রমের বাসিন্দারা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য প্রধান হলঘরে জড়ো হয়েছিল। "স্বর্গীয় পিতা , আর কখনও এমন না হোক! তোমার সন্তানরা এখন থেকে ভাই হিসেবে চলে যাবে !"

যুদ্ধের বছরগুলোর উত্তেজনা কেটে গেল ; আমাদের আত্মা শান্তির রোদে ঝলমল করছিল। আমি আমার প্রতিটি আমেরিকান কমরেডের দিকে আনন্দের সাথে তাকিয়ে রইলাম।

"প্রভু ," আমি চিন্তা কৃতজ্ঞতার সাথে , "তুমি হস্ত দেওয়া এই সন্ন্যাসী ক বড় পরিবার !"

৪৮-১: ক ছোট শহর উপর উপকূল হাইওয়ে ১০১ , এনসিনিটাস হল ১০০ মাইল দক্ষিণ এর লস অ্যাঞ্জেলস , এবং ২৫ মাইল উত্তর এর সান ডিয়েগো। ৪৮ -২: আমি এখানে গুরু নানকের :গানের কথাগুলো অনুবাদ করছি

ও দেবতা সুন্দর ! ও দেবতা
,সুন্দর ! বনে , তুমি সবুজ

পাহাড়ে , তুমি উঁচুতে ,
দ্য নদী , তুমি শিল্প
অস্থির , সমুদ্রে , তুমি
!সমাধিস্থ

থেকে দ্য সেবামূলক , তুমি
শিল্প সেবা , প্রেমিকের কাছে ,
,তুমি ভালোবাসা

,থেকে দ্য দুঃখজনক , তুমি শিল্প সহানুভূতি

!থেকে দ্য যোগী , তুমি শিল্প আনন্দ

ও দেবতা সুন্দর ! ও দেবতা
সুন্দর ! তোমার চরণে , আমি
!প্রণাম করি

:□□□□□□□□□:□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□, □□□□□□ □□□□, □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□-□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□

□□ "□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□" □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ -
□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□ □-□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ □.□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ - □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ www.www.info.com- □
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ kriyayoga.com □
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□ □□, □□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□□ - □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ -
□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ - □□□□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□
   □□□□□ - □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□
   □□□□□□□□□□□□□ □- □□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□
   □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□:
2. □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ - □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□

3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible] am [illegible]
   [illegible] - [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

তারা বলে যে তারা তোমাকে চিরকাল ভালোবাসবে , এবং আগামীকাল তাদের সমাধিস্থ করা হবে। তাহলে তাদের মহান ভালোবাসা কোথায় ? আর সেই পরম নিশ্চিততা কোথায় , "তুমি আমার জীবন , "?এবং আমি তোমাকে চিরকাল ভালোবাসব

কিন্তু যদি তুমি ঈশ্বরকে একবারও বলতে দাও , "আমি তোমাকে ভালোবাসি ," তাহলে সেই ভালোবাসা সত্যিই চিরস্থায়ী হবে কেন মানব ভালোবাসার টুকরো , এক মুঠো টাকা , অথবা এই বা ওটা খুঁজতে সময় নষ্ট করো , যখন তুমি ঈশ্বরের মধ্যেই সবকিছু খুঁজে পাও : পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা , অস্তিত্বের সমস্ত শক্তি ? আমাদের ক্ষমতার লোভে নয় , বরং ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষায় ঈশ্বরকে খোঁজা উচিত , তাহলে আমরা সবচেয়ে বড় ধন খুঁজে পাব। আর যখন আমরা ঈশ্বরকে গভীর , আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসি , তখন তিনি আমাদের উত্তর দেবেন , এবং আমরা তাঁর ভালোবাসা আমাদের হৃদয়ে স্পন্দিত অনুভব করব।

সাধকের উচিত ঘন ঘন ধ্যান করা , কারণ ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা জীবনকে মধুর করে তোলে ধ্যান অর্থ , মানব প্রেম , অথবা অন্য যে কোনও কিছুর জন্য অগণিত ঘন্টা ব্যয় করার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান , যত বেশি ধ্যান করা হয় , এবং কাজ করার সময় তার মন আধ্যাত্মিক অবস্থায় দৃঢ়ভাবে স্থির থাকে , তত বেশি হাসিতে সক্ষম হয়। আমি এখন এবং সর্বদা সেই রাজ্যে আছি - ঈশ্বরের আশীর্বাদপূর্ণ চেতনায় কিছুই আমাকে প্রভাবিত করে না একা হোক বা অন্যদের সাথে , ঈশ্বরের আনন্দ সর্বদা আমার মধ্যে স্পন্দিত হয়। আমি আমার হাসি ধরে রাখতে পেরেছি কিন্তু সেই হাসি জয় করা কঠিন কাজ ছিল ! সেই একই হাসি তোমার মধ্যেও আছে - আত্মার একই আনন্দ এবং আনন্দ তোমার মধ্যে থাকে। তোমাকে সেগুলো অর্জন করার দরকার নেই , কেবল সেগুলো পুনরুদ্ধার করার জন্য। তুমি ইন্দ্রিয়গুলির সাথে আত্মতৃপ্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে এগুলো হারিয়েছ , এবং তুমি সেগুলো ফিরে পেতে পারো।

যারা বিশ্বাস করে যে , দর্শন , শ্রবণ , স্বাদ , ঘ্রাণ এবং স্পর্শের মাধ্যমে উপভোগ করা যায় এমন ভৌত জিনিস বিশুদ্ধ আনন্দ বয়ে আনে , তারা গুরুতর ভুল। ইন্দ্রিয় সুখ দেয় না ; বরং , তারা আমাদের তা থেকে বঞ্চিত করে। যদি তুমি তোমার সুখের উপর

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] (**[illegible]**)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: "[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

রাগ কাটিয়ে ওঠার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল এর মূল কারণকে মোকাবেলা করা : আকাঙ্ক্ষা যত বেশি হবে , হতাশা তত বেশি হবে প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা অসম্ভব কারণ আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত এবং সীমাহীন। আমরা যত বেশি আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করি , ততই আমরা এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি এবং আমাদের আসক্তি যত শক্তিশালী হয় , আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার যন্ত্রণা তত বেশি হয়।

উদাহরণস্বরূপ , প্রকৃতি আমাদের ক্ষুধার অনুভূতি দিয়েছে যাতে আমরা জানতে পারি কখন শরীরের খাবারের প্রয়োজন। কিন্তু আসক্তি সেই অনুভূতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং এটিকে মানসিক যন্ত্রণায় পরিণত করে। যদি খাবার ভালোবাসে এমন কাউকে তিন দিন ধরে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয় —তা স্বাস্থ্যগত কারণে হোক বা আধ্যাত্মিক কারণে —তবে এই ধরনের উপবাসের সাথে কিছুটা রাগও থাকতে পারে।

অন্যদিকে , কিছু মানুষ খাবারের অভাবের কারণে বিরক্ত না হয়েও দিনের পর দিন খাবার থেকে বিরত থাকতে পারে , কারণ তারা শরীরের আকাঙ্ক্ষার প্রতি আসক্ত না থাকার অনুশীলন করেছে এবং সফল হয়েছে।

একবার আমরা বুঝতে পারি যে আকাঙ্ক্ষাই রাগের মূল কারণ , তাহলে আমরা সেই আকাঙ্ক্ষাগুলির সাথে গঠনমূলকভাবে মোকাবিলা করার কার্যকর উপায়গুলি জানতে চাই। এই লক্ষ্যে :বেশ কয়েকটি পন্থা রয়েছে

প্রথম : ইচ্ছা পূরণ

সহজ, নিরীহ আকাঙ্ক্ষার জন্য , যৌক্তিক পদক্ষেপ হল সেগুলি পূরণ করা। যাইহোক , সমস্যা দেখা দেয় যখন সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের ফলে নতুন আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আগামীকালের জন্য সতর্ক পরিকল্পনা

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(যাতে কোন কিছুই আমাদের প্রকৃত সুখের ক্ষতি করতে না পারে। রাগ, পেটুকতা, লোভ, লোভ, হিংসা, অত্যধিক যৌন উত্তেজনা, অ্যালকোহল এবং মাদকের মতো ধ্বংসাত্মক আবেগগুলি মানুষের স্বাস্থ্য এবং মনের জন্য ক্ষতিকারক কারণ এগুলি আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভব করতে বাধা দেয়। সুখী হতে চাইলে অতিরিক্ত ভোগের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলির অপব্যবহার করা উচিত নয়। অস্বাস্থ্যকর সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা)

জ্ঞানের দুর্গে নিজেকে রক্ষা করো, কারণ এটিই সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল। সত্যিকারের বোধগম্যতা তোমাকে দুর্ভেদ্য করে তুলবে, যাতে কিছুই তোমার ক্ষতি করতে না পারে। কিন্তু যদি কেউ জ্ঞান অর্জন না করে, তাহলে তার প্রথম কর্তব্য হলো আবেগপ্রবণ চিন্তাভাবনা জাগলে সেই কাজ বা প্রবল তাড়না বন্ধ করা। তবেই কেউ বিজ্ঞতার সাথে এবং চিন্তাভাবনার সাথে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে পারে। যদি কেউ প্রথমে চিন্তা করার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে বাধ্য করা হবে এবং তার ইচ্ছাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দমন করা হবে যা সে করতে চায় না, কারণ আবেগপ্রবণ চিন্তাভাবনা মনের নিয়ন্ত্রণ দখল করে এবং তার অন্তর্দৃষ্টিকে অন্ধ করে দেয়।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে, একজনকে অবশ্যই বলতে হবে, "আমি মৃত্যু ঘটাবো না বরং অসম্মান করবো" এবং দ্বিধা ছাড়াই পরিস্থিতি বা স্থান ত্যাগ করতে হবে। এটিই জঘন্য শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার সবচেয়ে নিশ্চিত এবং কার্যকর উপায়। শয়তানের প্রলোভনের আক্রমণের সময় কেউ যত বেশি প্রতিক্রিয়া না দেখানোর এই শক্তি গড়ে তুলবে, তার সুখ তত বেশি হবে, কারণ বিবেক আমাদের যা করতে আদেশ করে এবং যা করতে বা করতে নিষেধ করে তা করার ক্ষমতার মধ্যেই প্রকৃত আনন্দ নিহিত।

বন্ধু, তোমার পরিবেশ বা ইন্দ্রিয়গত আকাঙ্ক্ষাকে তোমার ইচ্ছা ভাঙতে বা তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিও না, জেনে রেখো যে পুণ্য এবং আধ্যাত্মিক জীবন কামনা-বাসনার চেয়ে অসীমভাবে মহৎ। প্রলোভনের শৃঙ্খল মানুষের হাত-পা বেঁধে রাখে; সেগুলো তোমাকে বেঁধে রাখতে দিও না। যদি তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যে তোমাকে তাঁর ভালোবাসার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আত্মা , এই পৃথিবীর পরিবর্তন এবং প্রভাবের অধীন নয় , যতই ভয়ঙ্কর এবং ভয়ঙ্কর মনে হোক না কেন। তাকে বুঝতে হবে যে সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত ঐশ্বরিক আত্মার একটি জীবন্ত স্ফুলিঙ্গ , এবং তার সারাংশ বিশুদ্ধ এবং উপচে পড়া সুখ। যদি সে এই চিন্তাগুলি বারবার , দিনরাত পুনরাবৃত্তি করে , তাহলে অবশেষে সে তার আসল স্বরূপ বুঝতে পারবে : একটি অমর আত্মা।

মোহ, লোভ, মানুষ ও সম্পদের প্রতি আসক্তি , ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব , আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা , অলসতা এবং একঘেয়ে , যান্ত্রিক জীবন - এই সবই সুখের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু।

ধ্যানের ক্ষেত্রে যে পবিত্র চেতনা বিকশিত হচ্ছে এবং বেড়ে উঠছে , তাতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত মন নিয়ে তোমার কর্তব্য পালন করো , তাহলে তুমি সত্যিকার অর্থে সুখী হবে , মায়ায় নয় , এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন উপভোগ করবে।

যখন আমি ধ্যান শুরু করি , তখন কখনও ভাবিনি যে আমি এত আনন্দ পাব। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল , ধ্যানের সমুদ্রের গভীরে ডুব দেওয়ার সাথে সাথে আমার শান্তি এবং আনন্দ বৃদ্ধি পেল।

যদি কোন ব্যক্তি তার জীবনযাপনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে , তবুও তাকে আরও সম্পদ এবং নতুন সংবেদনশীল অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে পূর্ণ করতে থাকে , তাহলে সে একটি বিপথগামী এবং আঁকাবাঁকা পথে রয়েছে এবং তাকে অবশ্যই পথ পরিবর্তন করতে হবে। আবেশী চিন্তাভাবনার প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় হল ঈশ্বরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সরল , স্বাভাবিক জীবনযাপন করা - সীমাবদ্ধতা এবং জটিলতা থেকে মুক্ত।

মানুষ কেন অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে ?

কেন সে এত মরিয়া হয়ে এবং ভগ্নহৃদয়ে এমন সুখের সন্ধান করে যা পৃথিবী ইতিমধ্যেই দিতে অক্ষম ?

বন্ধুরা , জীবন অত্যন্ত মূল্যবান।

প্রতিদিন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি: "যদি তুমি আমার সবকিছু কেড়ে নিতে চাও, তাহলে সেটা তোমার ইচ্ছা হোক, আর তোমার বিচার ও প্রজ্ঞার প্রতি আমি আপত্তি করব না কারণ আমি জানি যে তুমি আমার জন্য যা ভালো তাই চাও। আমি অন্যদের খুশি করার চেষ্টা করব, কিন্তু তোমার সন্তুষ্টি, হে প্রভু, সবার আগে, এবং এটাই আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।"

যখন তুমি এভাবে প্রার্থনা করবে, তখন তুমি অনেক পরীক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা ভোগ করতে পারো, কিন্তু যদি তুমি খারাপ আবেগ এবং ভুল আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, তাহলে ঈশ্বর তোমার কাছে আসবেন এবং তোমার উপর তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন। তুমি দেখতে পাবে যে তাঁর উপস্থিতি একটি প্রচণ্ড স্রোতের মতো যা তোমার জীবন থেকে সমস্ত নেতিবাচকতা দূর করে দেয় এবং তোমার আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে।

যে ব্যক্তি নীচ কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সে দেখতে পায় যে, ইন্দ্রিয়গত কামনা-বাসনা ক্ষণিকের জন্য কমে যায়, কেবল আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষাই পিছনে থেকে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আলো দেখে এবং তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে, সে আত্মার প্রকৃতির বিপরীত সকল কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়।

আসুন আমরা ঈশ্বরের আলো দিয়ে অন্ধকার দূর করি

আসুন ভালো ধারণা দিয়ে খারাপ ধারণাকে পরাজিত করি।

আসুন আমরা ধ্যানের মাধ্যমে পরম ঐশ্বরিক আকর্ষণ খুঁজে পাওয়ার প্রলোভনকে কাটিয়ে উঠি।

এটি অবসেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভালো এবং কার্যকর অস্ত্র।

যখনই তুমি অনুভব করবে যে তোমার ইচ্ছাশক্তি মন্দ আধিপত্য এবং অপবিত্র প্রভাবের শিকার হচ্ছে, তখন ঈশ্বরের উপর আশা রাখো এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করো যতক্ষণ না তুমি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ উপস্থিতি অনুভব করো যা সমস্ত

খারাপ চিন্তা দূর করে এবং আত্মাকে আনন্দ, জ্ঞান, শান্তি এবং নিশ্চিততায় পূর্ণ করে।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

গ্রহের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা

আমার শিক্ষক একদিন আমাকে বললেন :

"কেন, মুকুন্দ (পরমহংস), তুমি কি গ্রহের বাহুবন্ধনী পাও না ?"

আমি বললাম, "এটা কি আমার জন্য প্রয়োজন, গুরু ? আমি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করি না"

তিনি উত্তর দিলেন : "বিষয়টি বিশ্বাসের নয় বরং, একজন ব্যক্তির সঠিক বৈজ্ঞানিক অবস্থান গ্রহণ করা উচিত যে বিষয়টি সত্য কিনা। মাধ্যাকর্ষণ আইন নিউটনের আগেও ঠিক ততটাই কার্যকরভাবে কাজ করেছিল যতটা তার পরে করেছিল। যদি মহাবিশ্বের নিয়মগুলির কার্যকারিতা মানুষের অনুমোদনের উপর নির্ভর করত, তাহলে বিশৃঙ্খলা এবং বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত।"

"প্রতারকরা প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞানকে তার বর্তমান লজ্জাজনক অবস্থায় নিয়ে এসেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র গাণিতিক এবং দার্শনিক উভয় দিক থেকেই একটি বিশাল এবং সমৃদ্ধ বিজ্ঞান, যা কেবলমাত্র জ্ঞানে গভীরভাবে পারদর্শী এবং বিজ্ঞানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই সঠিকভাবে বুঝতে পারে। যদি অজ্ঞরা আকাশ পড়তে এবং ব্যাখ্যা করতে ভুল করে এবং বোধগম্য শব্দের পরিবর্তে (লিপি) দেখতে পায়, তবে এই অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ পৃথিবীতে এটিই প্রত্যাশিত, এবং যারা নিজেদের 'জ্ঞানী' বলে মনে করে তাদের উপর জ্ঞান নষ্ট করা উচিত নয়।"

আমার শিক্ষক আরও বলেন, “মহাবিশ্বের সকল অংশই ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। মহাবিশ্বের নিয়মিত এবং সুষম ছন্দ বিনিময় বা

দেওয়া -নেওয়ার উপর ভিত্তি করে। মানব রূপে মানুষকে দুটি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় : প্রথমটি হল পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু এবং ইথারের উপাদানগুলির মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং দ্বিতীয়টি হল প্রাকৃতিক ক্ষয়ের বাহ্যিক শক্তি। যতক্ষণ মানুষ তার নশ্বর অস্তিত্বের সাথে দ্বন্দ্বে থাকে, ততক্ষণ সে পৃথিবী এবং স্বর্গে ঘটে যাওয়া হাজার হাজার রূপান্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ”

জ্যোতিষশাস্ত্র হল গ্রহের প্রভাবের প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়ার অধ্যয়ন। নক্ষত্রগুলি সচেতনভাবে দয়া বা অশুভ মনোভাব ধারণ করে না, বরং ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিকিরণ নির্গত করে। এই বিকিরণগুলি নিজেরাই মানবতার উপকার বা ক্ষতি করে না, তবে তারা অতীতে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট কারণ এবং প্রভাবগুলির ভারসাম্য বজায় রাখার বাহ্যিক প্রক্রিয়ার জন্য একটি বৈধ উপায় প্রদান করে।

"একটি শিশু একটি নির্দিষ্ট দিন এবং ঘন্টায় জন্মগ্রহণ করে যখন স্বর্গীয় রশ্মি তার কর্মফল বা তার ব্যক্তিগত অতীতের সাথে গাণিতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তার রাশিচক্র একটি সঠিক চিত্র যা তার অপরিবর্তনীয় অতীত এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ফলাফলের পূর্বাভাস দেয়। কিন্তু এই জন্ম চার্টটি কেবল ক্রমবর্ধমান অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই পড়তে বা ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং এগুলি বিরল। "

"জন্মের সময় দিগন্ত জুড়ে স্পষ্টভাবে যে বার্তা প্রচারিত হয় তা ভাগ্যকে স্বীকার করার জন্য নয় - অতীতের ভালো বা খারাপ কাজের ফলাফল - বরং এর মহাজাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে উৎসাহিত এবং জাগ্রত করার জন্য। একজন ব্যক্তি যা কিছু বেঁধে রেখেছেন তা মুক্ত করা যেতে পারে, এবং তিনিই একমাত্র সেই পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য দায়ী যা এখন তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের প্রকৃতি যাই হোক না কেন। যেহেতু তিনি এই কারণ এবং পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, তাই তার আধ্যাত্মিক সম্পদের

[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

[illegible]: "[illegible]

[illegible]: "[illegible]

[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

"[illegible]

ওজনের হয়, তবে এই নিরাময়কারী এজেন্টগুলি ত্বকের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে প্রয়োগ করা হয়।"

আমি বললাম, "স্যার, আমি অবশ্যই আপনার পরামর্শ নেব এবং একটি ব্রেসলেট কিনব, কিন্তু মহাকাশীয় নক্ষত্রদের জয় করার চিন্তাই আমাকে অবাক করে দেয়!"

শ্রী যুক্তিশ্বর এরপর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা যোগ করে বলেন:

"সাধারণ উদ্দেশ্যে আমি সোনা, রূপা এবং তামার তৈরি একটি ব্রেসলেট সুপারিশ করব, কিন্তু আপনার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আমি চাই আপনি রূপা এবং সীসা দিয়ে তৈরি একটি ব্রেসলেট পান।"

আমি বললাম, "স্যার, আপনার লক্ষ্য ঠিক কী?"

শিক্ষক উত্তর দিলেন: "গ্রহগুলো তোমার প্রতি অপ্রীতিকর অবস্থান নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, মুকুন্দা। কিন্তু ভয় পেও না, কারণ ঐশ্বরিক প্রভিডেন্স তোমাকে রক্ষা করবে। এখন থেকে এক মাসের মধ্যে, তুমি লিভারের বড় ধরনের রোগে ভুগবে। এই অসুস্থতা ছয় মাস স্থায়ী হওয়ার কথা, কিন্তু গ্রহের ব্রেসলেট ব্যবহার করে, তুমি এই সময়কাল মাত্র চব্বিশ দিনে কমিয়ে আনতে পারবে।"

পরের দিন আমি একজন জহুরির খোঁজ করলাম এবং দ্রুত ব্রেসলেটটি পেয়ে গেলাম, যা আমি পরিয়ে দিলাম। আমার স্বাস্থ্য এতটাই ভালো ছিল যে আমি আমার গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী ভুলে গিয়েছিলাম, যিনি শ্রীরামপুর ছেড়ে বারাণসীতে গিয়েছিলেন। আমাদের কথোপকথনের ত্রিশ দিন পর, আমি আমার লিভারে হঠাৎ ব্যথা অনুভব করলাম। পরের সপ্তাহগুলি ছিল এক দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণা। আমার গুরুকে কষ্ট দিতে অনিচ্ছুক, আমি ভেবেছিলাম আমি একা আমার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করতে পারব, ধৈর্য এবং সাহসের সাথে। কিন্তু তেইশ দিনের যন্ত্রণার পর, আমার সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আমি ট্রেনে করে বারাণসীতে যাত্রা করি, যেখানে শ্রী যুক্তীশ্বর অসাধারণ উষ্ণতার সাথে আমাকে স্বাগত

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রকৃতপক্ষে, আমি যৌবনে পৌঁছানোর আগে তিনবার আমার পরিবার আমার বাগদানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিল, এবং আমি প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, কারণ ঈশ্বরের প্রতি আমার ভালোবাসা অতীতের যেকোন জাগতিক বিবেচনার চেয়েও শক্তিশালী ছিল, তাই আমি সর্বদা আমার শিক্ষকের জ্ঞানী কথাগুলি নিয়ে চিন্তা করতাম:

"একজন ব্যক্তি যত বেশি নিজেকে জানার চেষ্টা করেন, তার স্বচ্ছ আধ্যাত্মিক কম্পনের মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্বের উপর তার প্রভাব তত বেশি হয় এবং একই সাথে বাহ্যিক ঘটনাবলী দ্বারা সে তত কম প্রভাবিত হয়"

মাঝে মাঝে আমি জ্যোতিষীদের গ্রহের বিন্যাস অনুসারে আমার সবচেয়ে খারাপ সময় ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলতাম, তবুও সেই সময়গুলিতে আমি যা কিছু করার জন্য মনস্থ করেছিলাম তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এটা সত্য যে সেই সময়গুলিতে আমার সাফল্য অসাধারণ অসুবিধায় ভরা ছিল, কিন্তু আমার আত্মবিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐশ্বরিক প্রভিডেন্সে বিশ্বাস এবং ইচ্ছাশক্তির সঠিক ব্যবহার - মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের উপহার - একটি শক্তিশালী শক্তি, গ্রহ এবং তারা থেকে নির্গত স্বর্গীয় তরঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে জন্মের সময় নক্ষত্ররা যা লিপিবদ্ধ করে তার অর্থ এই নয় যে একজন ব্যক্তি তার অতীতের পুতুল। বরং, গ্রহের প্রভাব হল বৃদ্ধির অনুঘটক। স্বর্গীয় নক্ষত্রগুলি সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির ইচ্ছা জাগ্রত করার জন্য কাজ করে। ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে একটি অনন্য এবং সমৃদ্ধ আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাই সামগ্রিক সৃষ্টিতে প্রতিটি ব্যক্তির একটি অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে, সেই ভূমিকা সমর্থনের হোক বা নির্ভরতার। মানুষের মুক্তি বাহ্যিক বিজয়ের উপর নয় বরং অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক বিজয়ের উপর নির্ভর করে।

সূত্র: পরমহংস যোগানন্দের লেখা "যোগীর স্মৃতিকথা - একটি আত্মজীবনী (একজন যোগীর জীবনে ভারতীয় দর্শন)"

আধ্যাত্মিক অগ্রগতি

গুরু পরমহংস যোগানন্দের শিক্ষা থেকে

আজকের বিশ্বকে যখন আমরা তার সমস্ত সমস্যা , জটিলতা, বিভ্রান্তি , অশান্তি , অজ্ঞতা এবং দ্বন্দ্বের সাথে দেখি , তখন বিশ্বাস করা কঠিন যে মানবতা উন্নয়ন ও অগ্রগতির এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। তবুও , মানবজাতি কঠোর , বস্তুবাদী যুগকে পিছনে ফেলে তার ঊর্ধ্বমুখী বিবর্তনের এই নতুন পর্যায়ের দ্বারপ্রান্তে দ্রুত , সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিয়েছে।

এই পারমাণবিক যুগের যতই কাছে আসছি , অন্ধকার যুগে অজানা প্রকৃতির অনেক শক্তি এখন আবিষ্কৃত এবং কাজে লাগানো হচ্ছে , যা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের গতি এবং চিকিৎসা , কৃষি , পরিবহন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করছে।

প্রকৃতপক্ষে , আধুনিক প্রযুক্তিগত উপায়গুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাঠামোকে আমূল পরিবর্তন করেছে , যেমনটি আমরা জানি এবং জানি।

কিন্তু মানবজাতি যে অন্ধকার যুগ সহ্য করেছে তা এখনও মানুষের উপর একটি শক্তিশালী এবং ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এই কারণেই মানুষ উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি কেবল ভালোর জন্যই নয় বরং স্বার্থপরতা , ধ্বংস এবং লোভের মতো ভিত্তি , বস্তুবাদী প্রবৃত্তিগুলিকে খাওয়ানো এবং শক্তিশালী করার জন্যও ব্যবহার করে। সুতরাং , অন্ধকার যুগের প্রভাব আগামী বহু বছর ধরে অব্যাহত থাকবে।

এই ক্রমবর্ধমান যুগ উন্নত প্রযুক্তিগত পদ্ধতি এবং সরঞ্জামের জন্য অনেক আরাম প্রদান করেছে , এবং মানুষকে এমন এক ডিগ্রি অবসর সময়ও দিয়েছে যা আগে অনুপলব্ধ ছিল। অন্ধকার যুগে , মানুষ প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্ত এবং তাদের সমস্ত শক্তি তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং বেঁচে থাকার জন্য ব্যয় করত। জনসংখ্যার খুব কম অংশেরই উচ্চতর সাধনায় নিবেদিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় ছিল।

[illegible] - [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আন্তরিকতার সাথে আচরণ করার এবং প্রার্থনা, ধ্যান এবং ঈশ্বরের সাথে ঐক্যের মধ্যে।

এই কারণে, ঈশ্বরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এই সামঞ্জস্যই প্রতিটি রোগের নিরাময় এবং জীবনের আঘাত এবং সময়ের আঘাত থেকে নিরাময়।

জীবনের ভয়াবহ ঘটনা এবং দুঃস্বপ্ন দেখে আমাদের ভীত হওয়া উচিত নয়। অসুস্থতা, দারিদ্র্য বা দুর্ঘটনা দেখে আমাদের ভীত হওয়া উচিত নয়। যখন আমরা নিজেদেরকে পরীক্ষা এবং ক্লেশের মধ্যে পাই, আসুন আমরা এই অভিজ্ঞতাগুলির মায়াময় প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দিই এবং বুঝতে পারি যে আমরা ইতিবাচক চিন্তাভাবনা, সুবিচার এবং সমস্ত সাহায্য এবং সুরক্ষার উৎস ঈশ্বরের সাথে আধ্যাত্মিক সম্প্রীতির মাধ্যমে প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারি।

ঈশ্বরের বাইরে কোন সুরক্ষা বা নিরাপত্তা নেই। আমরা যদি নিরাপত্তা এবং মানসিক শান্তি চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে।

এই পৃথিবীতে পূর্ণ তৃপ্তি অর্জন করা কঠিন, যা আমাদের আসল আবাস নয়। এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী। আমরা জীবনের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এখানে একটি স্কুলে আছি। যখন আমরা এই সত্যটি ভুলে যাই, তখন আমাদের সমস্যা শুরু হয় এবং সমস্যাগুলি আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে।

ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই বেঁচে থাকার যোগ্য নয়। সবকিছুই চলে যাবে এবং আমাদের একা ছেড়ে দেবে। আমাদের চিরন্তন এবং স্থায়ী জীবনের সন্ধান করতে হবে। মানব প্রেম ক্ষণস্থায়ী এবং ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। মানব প্রেমের পিছনে রয়েছে ঐশ্বরিক প্রেম, এবং এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম, যা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে এবং আত্মার তৃষ্ণা নিবারণ করে। আসুন আমরা ঈশ্বর আমাদের যা দেন তা উপভোগ করি, অন্য কিছুর জন্য আকুল না হয়ে। আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি ঈশ্বরকে কীভাবে জানতে হয় তা শিখতে। এখানে আমাদের অস্তিত্বের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

আন্তরিক অন্বেষণকারীরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে এবং তাদের জীবন শান্তি , প্রশান্তি , অনুগ্রহ এবং আনন্দে পূর্ণ হবে। তাঁকে জানার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই প্রবল এবং অবিচল থাকতে হবে এবং ফলাফল নিশ্চিত হবে (যে দরজায় ধাক্কা দেবে সে শুনবে)। যারা ঈশ্বরকে জানে তারা অবিরাম আনন্দ এবং সুখ অনুভব করে।

ঈশ্বরের সন্ধান মানুষের বন্ধুত্ব , বিবাহ , অথবা বস্তুগত সাফল্যের সাধনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই বিষয়গুলি জীবনের শিক্ষারও অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাস্তবতা এবং মায়ার মধ্যে পার্থক্য করা এবং স্বীকার করা যে বস্তুগত লক্ষ্য এবং অর্জনগুলি আমাদের সেই সুখ দিতে পারে না যা আমরা আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং কর্মের মাধ্যমে অর্জনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি এবং চেষ্টা করি।

এই দর্শন জীবনকে অন্ধকার বা নেতিবাচক করে না।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

গভীরভাবে সত্য এবং বাস্তবতা

সত্য এমন একটি শব্দ যা অস্পষ্টতায় ঢাকা এবং অনেক অস্পষ্টতার দ্বারা আবৃত। এটি এমন একটি ধারণা যা ব্যাখ্যা করা এবং স্পষ্ট করা কঠিন। প্রত্যেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস এবং বিশ্বাস থাকে , তারা তাদের বিশ্বাসের দ্বারা শপথ করে যে তারাই পরম সত্য। কিন্তু এই বিশাল ধারণার মধ্যে কীভাবে কেউ নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে পারে যে সত্য এবং বাস্তব কী ?

সত্য আপেক্ষিক এবং পরম উভয়ই। এটি তার পরম অবস্থায় পৌঁছানোর আগে বিকাশ এবং পরিমার্জনের অনেক আপেক্ষিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ , দুজন ব্যক্তি একটি ব্যবসায়িক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করছেন। একজন এমন একটি ধারণা প্রস্তাব করেন যা সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয় , অন্যজন একটি পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করেন যা একই লক্ষ্য অর্জন করে কিন্তু অতিরিক্ত সুবিধা সহ। তারপর অন্য কেউ আরও ভাল ধারণা নিয়ে আসে , ইত্যাদি। সমস্ত প্রস্তাবিত পদ্ধতি নিঃসন্দেহে "সঠিক" ছিল, তবে কেবল আপেক্ষিক অর্থে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]" (illegible)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]—[illegible]—[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করেছিলেন , যার অর্থ শরীরের জীবনীশক্তিকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।

যীশু খ্রীষ্ট চল্লিশ দিন ধরে মরুভূমিতে উপবাস করেছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপবাস করতেন এবং বলতেন: "রোজা রাখো , সুস্থ থাকবে "।

যারা কখনও উপবাস করে না তারা অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারে না যে খাবার ছাড়া জীবন সম্ভব।

সপ্তাহব্যাপী উপবাসের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুধা থাকে। তবে , দিন যত গড়ায় , ক্ষুধার অনুভূতি কমে যায় এবং উপবাসকারী হালকা ভাব , শক্তি , প্রাণশক্তি এবং শারীরিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির অনুভূতি অনুভব করেন। কেন ? কারণ শরীরকে শারীরিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা তাকে অপ্রয়োজনীয় পুষ্টির উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে : একটি স্রোত , শক্তি , কার্যকলাপ , অথবা জীবনীশক্তি।

মানুষের ইচ্ছাশক্তিই শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদক। ইচ্ছাশক্তি এবং স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে , একজন ব্যক্তি অসীম আধার থেকে দ্রুত আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে পারে।

যে ব্যক্তি তাদের দৈনন্দিন কাজ সম্পাদন করতে অনিচ্ছুক , তার শক্তি এবং প্রাণশক্তির অভাব বোধ হয়। অন্যদিকে , যে ব্যক্তি পরিশ্রম , উৎসাহ এবং কাজ করার প্রকৃত ইচ্ছা নিয়ে কাজ করে , তার দেহে মহাজাগতিক প্রবাহ প্রবেশ করে এবং তার দেহ ও আত্মা প্রাণশক্তির উপাদানে পরিপূর্ণ হয়।

যে ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তির সাথে জীবনযাপনের আধিভৌতিক উপায়গুলি জানে এবং অনুশীলন করে , এবং সচেতনভাবে তার অক্ষয় মহাজাগতিক উৎস থেকে জীবনীশক্তি কীভাবে আঁকতে হয় তা জানে , সে অনেক শারীরিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়।

ভারতের ঋষি ও যোগীরা বলেন যে পদার্থ একটি ঘনীভূত মানসিক সারাংশ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাদের নিজস্ব শরীর এবং অন্যান্য জিনিসকে বস্তুগত রূপ দেওয়ার এবং পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদর্শন করে এই সত্যটি প্রমাণ করেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে পদার্থ কম্পন শক্তি দ্বারা গঠিত। মহাবিশ্বের সকল রূপ এবং আকৃতি গঠনকারী

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] (1920-1990 [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]

যাচ্ছিল, তখন সম্রাট লক্ষ্য করলেন যে দুজন অন্ধ ব্যক্তি কয়েক মিটার দূরে বসে সাহায্য এবং দানের জন্য চিৎকার করছে।

বৃদ্ধ লোকটি প্রথম অন্ধ লোকটির সামনে গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিলেন, যে চিৎকার করছিল:

"ধনী তারাই যাদের সম্রাট ধনী করেন"

সেই বাক্যটি মনোযোগ সহকারে শোনার পর, তিনি ড্রাইভারকে অন্য অন্ধ লোকটির দিকে যেতে বললেন, যে চিৎকার করছিল:

"প্রকৃত ধনী ব্যক্তি সেই যাকে ঈশ্বর ধনী করেছেন"

পুরো এক মাস ধরে, সম্রাট যখনই দুই অন্ধের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই তিনি একই বাক্য দুটি শুনতে পেলেন। তারা তাঁর কাছে এবং ঈশ্বরের কাছে সম্পদ চাইছিল। অবশেষে, তাঁর মধ্যে এক করুণার অনুভূতি জাগ্রত হল এবং তিনি প্রথম ব্যক্তিকে সাহায্য করতে চাইলেন, যার নীতিবাক্য ছিল: "সবচেয়ে ধনী সেই ব্যক্তি যাকে সম্রাট ধনী করেন"।

একদিন, আকবর প্রাসাদের রুটিওয়ালাকে খাঁটি সোনা দিয়ে ভরা একটি বড় রুটি (ঘন কামাজ ধরণের) সেঁকে নিতে বললেন। আকবর এই রুটিটি প্রথম অন্ধ ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় অন্ধ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন, যিনি সম্রাটের কাছ থেকে নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্পদের আশা করেছিলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই, আকবর শিকারে বের হলেন, এবং ফিরে আসার সময় তিনি একই রাস্তা দিয়ে গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে অন্ধ ব্যক্তিটি তাকে সোনার রুটিটি দিয়েছিলেন, তিনি আগের মতোই চিৎকার করে বলছেন: 'ধনী সেই ব্যক্তি যাকে সম্রাট ধনী করেছেন'।

তিনি অন্ধ লোকটির সামনে রাজকীয় গাড়ি থামাতে বললেন এবং তাকে বললেন: "আমি তোমাকে যে রুটি দিয়েছিলাম তা দিয়ে তুমি কী করলে?"

[illegible]:

'[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"আমাদের বাবা যদি তোমাকে উত্তরাধিকারসূত্রে বঞ্চিত করতেন, মুকুন্দ (১), তাহলে তুমি সত্যিই এর যোগ্য হতে, কারণ তুমি বোকামি এবং বোকামি করে তোমার জীবন নষ্ট করছো!"

এভাবেই আমার বড় ভাইয়ের ধর্মোপদেশ আমার কানে পৌঁছালো। আমি জিতেন্দ্রকে নিয়ে ট্রেন থেকে ফিরেছিলাম, ধুলোর আস্তরণে ঢাকা অনন্তের বাড়িতে পৌঁছানোর পর, যিনি অবশেষে আগ্রার পুরনো শহরে চলে এসেছেন। আমার বড় ভাই সরকারের গণপূর্ত বিভাগে হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করতেন, তাই আমি তাকে বললাম, "তুমি জানো, ভাই অনন্ত, আমি ঈশ্বরের কাছে আমার উত্তরাধিকার চাইছি।"

সে উত্তর দিল: "টাকা আগে আসে, আর ঈশ্বর পরে আসে! কে জানে? জীবন হয়তো দীর্ঘ হতে পারে!"

আমি বললাম: "ঈশ্বর প্রথমে আসেন, আর টাকা তাঁর দাস! আর কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে? জীবন হয়তো ছোট!"

আমার উত্তর স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে গেল, আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কিছু ঘটতে চলেছে (কিন্তু হায়! অনন্ত অল্প বয়সেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল)

আমার ভাইয়ের চোখ তৃপ্তিতে ঝলমল করে উঠল, কারণ সে এখনও আমার পরিবারের বাসায় ফিরে আসার আশা করছিল, এবং সে বলল:

"আমি মনে করি এটা আশ্রমের জ্ঞান কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি বেনারস ছেড়ে চলে গেছো!"

তাই আমি তাকে বললাম, "বেনারসে আমার থাকাটা নিষ্ফল হয়নি, কারণ আমি সেখানে আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার সবকিছুই পেয়েছি! এবং আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আমি যা পেয়েছি তা সেই (পণ্ডিত) নয় যা আপনি আপনার সাথে দেখা করেছিলেন, না তার ছেলে।"

অনন্ত আমার সাথে হেসে ফেলল, স্বীকার করল যে বেনারসে আমার পথপ্রদর্শক হিসেবে যে দীপ্তিমান পণ্ডিতকে বেছে নিয়েছিল, তার আসলেই দূরদর্শিতা এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল:

"তাহলে তোমার পরিকল্পনা কী, আমার হারিয়ে যাওয়া, ঘুরে বেড়ানো ভাই?"

আমি উত্তর দিলাম, ব্যাখ্যা করে: "জিতেন্দ্র আমাকে তার সাথে আগ্রায় তাজমহলের বিস্ময় উপভোগ করতে বলেছিলেন, এবং তারপরে আমরা আমার গাইডের কাছে যাব যাকে আমি সম্প্রতি খুঁজে পেয়েছি, যার বারাণসীতে একটি আশ্রম আছে।"

অনন্ত আমাদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করত, আর সন্ধ্যাবেলা সে বারবার আমার দিকে করুণ চোখে তাকাত, তাই আমি নিজেকে বললাম:

"আমি জানি ওই চেহারার পেছনে কী আছে! সে কিছু একটা রান্না করছে!"

আর সত্যি বলতে, নাস্তার সময় আমি যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম তা ঘটেছিল। অনন্ত গতকালের কথোপকথনের সূত্রগুলো একত্রিত করতে করতে নির্দোষ দেখাচ্ছিল। সে বলল, "তাহলে, তুমি মনে করো আমাদের বাবার টাকার দরকার নেই!"

আমি বললাম: "বরং, আমার নির্ভরতা কেবল ঈশ্বরের উপর"

সে উত্তর দিল: "কথার দাম নেই, মুকুন্দা! ভাগ্য তোমাকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত রক্ষা করেছে। কিন্তু যদি তোমাকে খাবার এবং আশ্রয়ের জন্য সেই অদৃশ্য হাতের উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে তোমার অবস্থা কতই না লজ্জাজনক হবে! তুমি অবশ্যই রাস্তায় ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে!"

আমি বললাম: "আল্লাহ না করুন! আমি ঈশ্বরের পরিবর্তে পথচারীদের উপর আস্থা রাখব না, যিনি তাঁর উপাসনাকারী এবং তাঁর উপর আস্থা রাখা লোকদের জন্য জীবিকার দরজা খুলে দেন এবং ভিক্ষা ও অনুনয় ছাড়া তাদের জীবিকার অসংখ্য উৎস প্রদান করেন!"

তিনি বললেন: "এগুলো সবই অলংকারিক অভিব্যক্তি এবং ব্যঙ্গাত্মক ভাষা! ধরো আমি তোমাকে তোমার দর্শন, যা নিয়ে তুমি গর্ব করো এবং বড়াই করো, এই বস্তুজগতের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় ফেলতে বলি, তুমি কি তা গ্রহণ করবে?"

আমি বললাম: "হ্যাঁ, আমি মেনে নিচ্ছি! ঈশ্বরকে কেবল তাত্ত্বিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কি জায়েজ?"

তিনি বললেন, "আমরা দেখব আজ তুমি আমার মতামত ব্যাখ্যা করার অথবা তাদের বৈধতা স্বীকার করার সুযোগ পাবে।"

অনন্ত নাটকীয়ভাবে এক মুহূর্ত থেমে গেল, তারপর ধীরে ধীরে এবং শান্তভাবে বলতে থাকল, বলল:

"আমি প্রস্তাব করছি যে তুমি আজ সকালে তোমার বন্ধু জিতেন্দ্রের সাথে আমাকে কাছের শহর ব্রিন্ডবেনে পাঠাও, এই শর্তে যে তুমি এক টাকাও সাথে নিবে না, খাবার বা টাকা ভিক্ষা করবে না, তোমার দুর্দশার কথা কাউকে বলবে না, এবং খাবার ছাড়া থাকবে না বা ব্রিন্ডবেনে আটকা পড়বে না।" যদি তুমি এই পরীক্ষার কোনও শর্ত লঙ্ঘন না করে মধ্যরাতের আগে আমার বাড়িতে ফিরে যাও, তাহলে আমি আগ্রার সবচেয়ে অবাক ব্যক্তি হব!"

আমি বললাম, "এবং আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি"

আমার কথায় বা আমার হৃদয়ে কোনও দ্বিধা ছিল না। ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের আনন্দময় স্মৃতি আমার সামনে ভেসে উঠল: লাহিড়ি মহাশয়ের প্রতিমার সামনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে মারাত্মক কলেরা থেকে আমার আরোগ্য; লাহোরের বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে দুটি ঘুড়ির উপহার; বেরেলির হতাশা ও হতাশার মধ্যে ঠিক সময়ে আসা তাবিজ; পণ্ডিতের উঠোনের বাইরে বেনারসের অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সিদ্ধান্তমূলক বার্তা; পবিত্র মাতার দর্শন এবং তাঁর মহৎ প্রেমের বাণী শোনা এবং গুরু মহাশয়ের মাধ্যমে আমার ইচ্ছার প্রতি তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া; শেষ মুহূর্তে আসা নির্দেশনা এবং আমার হাই স্কুল ডিপ্লোমা পেতে সাহায্য করেছিল; এবং তারপর আমার পাড়ার শিক্ষক, জীবনের স্বপ্নের কুয়াশার মধ্যে আমার কাছে আসা শেষ আশীর্বাদ। আমি কখনই আমার "দর্শন" কে এই কঠোর পৃথিবীতে সংগ্রামের জন্য অপর্যাপ্ত হতে দেব না, এমন একটি পৃথিবী যা কেবল বাস্তব প্রমাণ এবং প্রমাণে বিশ্বাস করে।

আমার ভাই উত্তর দিল , "চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা তোমার জন্য সম্মানের , এবং আমি এখনই তোমার সাথে ট্রেনে যাব "

তারপর অনন্ত অবাক হয়ে জিতেন্দ্রের দিকে ফিরে তাকে সম্বোধন করে বলল , "তোমাকে অবশ্যই তার সাথে একজন সাক্ষী হিসেবে যেতে হবে , এবং খুব সম্ভবত একজন শিকার হিসেবেও !"

আধ ঘন্টার মধ্যে , জিতেন্দ্র আর আমি এই আকস্মিক ভ্রমণের জন্য একমুখী টিকিট সংগ্রহ করছিলাম , অনন্ত স্টেশনের এক কোণে আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পর এবং নিজে নিশ্চিত করে যে আমাদের কাছে কোনও টাকা নেই , এবং আমরা যে কাপড়ের টুকরোগুলো কোমরে জড়িয়ে রেখেছিলাম সেগুলো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লুকিয়ে রাখা হয়নি।

"অনন্ত , আমাকে এক বা দুই টাকা রিজার্ভ দাও যাতে দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে আমি তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠাতে পারি ," টাকা এবং বিশ্বাসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের মধ্যে আমার বন্ধু প্রতিবাদ করল।

আমি তাকে তিরস্কারের সুরে চিৎকার করে বললাম : "জিতেন্দ্র , যদি তুমি চূড়ান্ত গ্যারান্টি হিসেবে টাকা সাথে করে নিয়ে যাও , তাহলে আমি এই পরীক্ষা চালিয়ে যাব না। "

জিতেন্দ্র উত্তর দিলেন , "মুদ্রার ঝনঝন শব্দ আশ্বস্ত করছে" কিন্তু যখন মেয়েটি তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করল , তখন চুপ থাকা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

আমার বড় ভাই বলল , "মুকান্দা , আমি হৃদয়হীন নই "

অনন্তের কণ্ঠে বিনয়ের সুর ভেসে উঠল , হয়তো তার বিবেক তাকে দু 'জন কৃপণ ছেলেকে অপরিচিত শহরে পাঠানোর জন্য , অথবা ঈশ্বরের শক্তিতে তার অবিশ্বাসের জন্য দংশন করছিল , তারপর সে আরও বলল:

"যদি , কোনও সুযোগ বা অনুগ্রহে , আমি ব্র্যান্ডিবানের অগ্নিপরীক্ষা সফলভাবে অতিক্রম করতে পারি , তাহলে আমি

আপনাকে অনুরোধ করব আমাকে আপনার শিষ্য হিসেবে পবিত্র করুন। "

এই প্রতিশ্রুতি অস্বাভাবিক এবং প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল ভারতীয় পরিবারগুলিতে , বড় ভাই খুব কমই তার চেয়ে ছোটদের কাছে মাথা নত করে ; তার চেয়ে ছোটদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সে বাবার পরেই দ্বিতীয় স্থানে থাকে। যাইহোক , ট্রেনটি ইতিমধ্যেই চলতে শুরু করায় , তার কথার উপর মন্তব্য করার সময় বাকি ছিল না।

ট্রেনটি দ্রুত গতিতে চলতে চলতে জিতেন্দ্র দুঃখের সাথে চুপ করে রইলেন , তারপর অবশেষে তার আসনে বসে পড়লেন এবং আমার ব্যথার জায়গায় জোরে চিমটি মারলেন , বললেন:

"আমি এমন কোন ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি না যে ঈশ্বর আমাদের পরবর্তী খাবারের ব্যবস্থা করবেন !"

তাই আমি বললাম, "শান্ত হও , সন্দেহবাদী , কারণ ঈশ্বর গোপনে কাজ করেন"

সে উত্তর দিল : "তুমি কি তাকে তাড়াতাড়ি করতে পারো ? আমি ক্ষুধার্ত , শুধু ভাবছি আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। আমি বারাণসী ছেড়ে এসেছি তাজমহল দেখার জন্য , নিজের সমাধিতে প্রবেশ করার জন্য নয় !"

তাই আমি বললাম, "মন খারাপ করো এবং আনন্দ করো , জিতেন্দ্র ! আমরা কি ব্রিন্ডিবনের পবিত্র বিস্ময়গুলো প্রথম দেখার জন্য যাচ্ছি না ?" "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদধ্বনি দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত ভূমিতে পা রাখতে পারব এই ভেবেই আমার আকুলতা পূর্ণ হয়ে ওঠে। "

সেই মুহূর্তে আমাদের বগির দরজা খুলে গেল এবং দুজন লোক ঢুকল। পরবর্তী স্টপটি ছিল শেষ স্টপ।

আমার বিপরীতে বসা অপরিচিত ব্যক্তিটি উল্লেখযোগ্য আগ্রহের সাথে আমাকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন : "হে বন্ধুরা , ব্র্যান্ডেনবার্গে তোমাদের কি কোন বন্ধু আছে ?"

আমি ঠান্ডা গলায় তার দিক থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম , বললাম, "এটা তোমার ব্যাপার না "

তিনি বললেন , "হয়তো তুমি হৃদয় চোরের জাদুতে তোমার পরিবার থেকে পালিয়ে গেছো। আমিও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার মানুষ , এবং আমি নিশ্চিত করব যে এই তীব্র তাপ থেকে তুমি খাবার এবং আশ্রয় পাবে। "

আমি উত্তর দিলাম : "না , মহাশয় , আমাদের একা থাকতে দিন। আপনি উদার, কিন্তু আপনি ভুল ভাবছেন আমরা পলাতক "

আমাদের কথোপকথন সেখানেই শেষ। ট্রেন থামার সাথে সাথেই এবং জিতেন্দ্র আর আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলাম , আমাদের দুই বন্ধু আমাদের জড়িয়ে ধরে ট্যাক্সি ডাকল।

আমরা চিরসবুজ গাছের মাঝখানে একটি মনোরম স্থানে একটি দুর্দান্ত চ্যাপেলের সামনে নেমে পড়লাম। স্পষ্টতই দেখা গেল যে দানশীলরা সেখানে সুপরিচিত ছিলেন , যখন একটি হাসিখুশি ছেলে আমাদের কাছে এসে কোনও মন্তব্য না করে আমাদের একটি অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে গেল যেখানে একজন সম্মানিত , উজ্জ্বল বৃদ্ধা আমাদের স্বাগত জানালেন।

একজন লোক উপস্থাপিকাকে সম্বোধন করে বলল , "মা গৌরী , দুই রাজপুত্র উপস্থিত থাকতে পারবেন না। শেষ মুহূর্তে তাদের কর্মসূচি পরিবর্তন হয়েছে এবং তারা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং গভীর ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু আমরা আরও দুজন অতিথিকে নিয়ে এসেছি , যাদের ট্রেনে দেখা হওয়ার সময় আমি অনুভব করেছি যে তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য। "

দুই সঙ্গী দরজার দিকে এগিয়ে গেল , বলল: "আমরা তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি , আমাদের দুই ছোট বন্ধু , আমরা আবার দেখা করব, ইনশাআল্লাহ "।

মা জুরি তার অপ্রত্যাশিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে মিষ্টি , কোমল হাসি দিয়ে বললেন , "স্বাগতম ! তুমি এখানে এর চেয়ে ভালো দিনে আসতে পারতে না। আমি আশা করেছিলাম যে এই আশ্রমে দুই রাজপুত্র আসবে। তুমি এসেছো , আমি খুব খুশি , অন্যথায়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মনে করেছিলেন ! আপনি আমাদের জীবনের একটি স্মৃতি দিয়েছেন যা আমরা কখনই ভুলব না !"

অনন্তের শর্তের কারণে আমরা আর কিছু বলতে পারিনি , তাই আমরা শ্রদ্ধেয় ভদ্রমহিলাকে ব্যাখ্যা করতে পারিনি যে আমাদের কৃতজ্ঞতার দ্বিগুণ অর্থ রয়েছে , কিন্তু আমাদের ভক্তি স্পষ্ট ছিল। আমরা তাঁর আশীর্বাদ এবং আশ্রমে পুনরায় আসার উষ্ণ আমন্ত্রণ নিয়ে রওনা হলাম।

বাইরের তাপ অসহনীয়ভাবে তীব্র ছিল , তাই আমি আর আমার বন্ধু মঠের গেটের কাছে একটি কদম্ব গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলাম। এরপর জিতেন্দ্র দ্বিতীয়বারের মতো তার আশঙ্কা এবং সন্দেহ প্রকাশ করে করুণ কথাগুলো বললেন :

"কি এক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছো তুমি আমাকে ! আমাদের দুপুরের খাবার ভাগ্যের ব্যাপার ছিল ! আর এখন আমরা কীভাবে এই শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করব , হাতে একটা পয়সাও না থাকলে? আর তারপর, তুমি কি আমাকে বলতে পারো কিভাবে আমরা অনন্তের বাড়িতে ফিরতে পারব ?"

তাই আমি বললাম: "এখন যখন তোমার পেট ভরে গেছে , তুমি কত তাড়াতাড়ি ঈশ্বরকে ভুলে যাও !"

আমার কথাগুলো রূঢ় ছিল না , বরং নিন্দনীয় ছিল। স্বর্গের আশীর্বাদের ক্ষেত্রে মানুষের স্মৃতিশক্তি কত ছোট ! এই পৃথিবীতে এমন একজনও নেই যে তাদের আবেদনের উত্তর পায়নি।

জিতেন্দ্র উত্তর দিলেন , "তোমার মতো একজন বেপরোয়া ব্যক্তির সাথে ঝুঁকি নেওয়ার আমার বোকামি আমি কখনই ভুলব না !"

আমি বললাম, "যথেষ্ট হয়েছে , জিতেন্দ্র , কারণ যে ঈশ্বর আমাদের খাওয়ালেন , তিনিই ব্রিন্দবনে আমাদের যত্ন নেন এবং আমাদের আগ্রায় ফিরিয়ে আনবেন !"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই একজন যুবক , যার মুখে আশ্বাস ও সান্ত্বনার ঝলকানি ছিল , দ্রুত আমাদের কাছে এলো। আমাদের গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সে আমার সামনে মাথা নত করে বলল :

"আমার প্রিয় বন্ধু , তুমি আর তোমার সঙ্গী এখানে অবশ্যই অপরিচিত, তাই আমাকে তোমার আতিথ্যদাতা এবং পথপ্রদর্শক হতে দাও। "

যদিও ভারতীয় লোকটির মুখ খুব কমই ফ্যাকাশে হত , জিতেন্দ্রের মুখ অবিলম্বে অসুস্থতার হলুদ রঙ ধারণ করে। আমি বিনয়ের সাথে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। কিন্তু যুবকটি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল , এমনভাবে যা অন্য পরিস্থিতিতে বেশ হাস্যকর হত। তিনি উত্তর দিলেন :

"তুমি অবশ্যই আমাকে ছেড়ে দিতে পারবে না !"

আমি বললাম, "কেন নয় ?"

তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন , "কারণ তুমি আমার গুরু। দুপুরে যখন আমি ধ্যান করছিলাম , তখন আমি এক দর্শনে ধন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে এই গাছের নীচে দুটি মূর্তি দেখালেন। তাদের মধ্যে একটি ছিল তোমার মুখ , আমার গুরু , যা আমি প্রায়শই আমার ধ্যানে দেখেছি ! তুমি যদি আমার বিনীত সেবা গ্রহণ করো , তাহলে আমি কত খুশি হব !"

তাই আমি বললাম, "আমিও খুশি যে তুমি আমাকে খুঁজে পেয়েছো। ঈশ্বরও আমাদের পরিত্যাগ করেননি , মানুষও আমাদের পরিত্যাগ করেনি !"

যদিও আমি স্থির দাঁড়িয়ে ছিলাম , আমার সামনে সেই উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিলাম , তবুও শ্রদ্ধার অনুভূতি আমাকে ঐশ্বরিক চরণে আত্মায় প্রণাম করতে বাধ্য করেছিল।

ছেলেটি বলল , "বন্ধুরা , আমি কতই না চাইছি যে তোমরা আমার বাড়িতে একবার এসে আমার সম্মান দেখাও !"

আমি বললাম, "তুমি একজন উদার যুবক , কিন্তু আমরা তা করতে পারি না কারণ আমরা আগ্রায় আমার ভাইয়ের অতিথি। "

তিনি বললেন, "তাহলে এই সাক্ষাতের স্মারক হিসেবে আমাকে অন্তত তোমাদের দুজনের সাথে ব্রিন্ডিবানে যেতে অনুমতি দিন। "

আমি আনন্দের সাথে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। যুবকটি—যার নাম প্রতাপ চ্যাটার্জী—একটি ঘোড়ার গাড়ির অনুরোধ করল, এবং আমরা মাধনা মোহনা মন্দির এবং অন্যান্য কৃষ্ণ মন্দিরের দিকে রওনা দিলাম। মন্দিরে প্রার্থনা করার সময় অন্ধকার নেমে এলো। পরে, প্রতাপ বললেন:

"আমি কি আপনার কাছ থেকে কিছু মিষ্টি খাওয়ার অনুমতি চাইতে পারি?"

আমরা যখন প্রশস্ত রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন সে ট্রেন স্টেশনের কাছে একটি দোকানে প্রবেশ করল। রাস্তাটি এখন জনসমাগমপূর্ণ এবং তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের বন্ধু কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল এবং প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি নিয়ে ফিরে এল। সে আমাদের আগ্রা ভ্রমণের জন্য কেনা দুটি টিকিটের সাথে একটি নোটের বাক্স ধরে অনুনয়-বিনয় করে হেসে বলল, "আমি আপনাকে এই আধ্যাত্মিক সম্মান দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। "

আমার গ্রহণযোগ্যতা ছিল সেই অদৃশ্য হাতের প্রতি শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনন্ত যে উদারতাকে উপহাস করেছিল, তা কি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি ছিল না?

আমরা স্টেশনের কাছে একটা নির্জন কোণ খুঁজছিলাম এবং আমি বললাম:

"প্রতাপ, আমি তোমাকে ক্রিয়া শেখাবো: আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী লাহিড়ী মহাশয়ের পদ্ধতি এবং তার এই পদ্ধতি হবে তোমার আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক"

আধ ঘন্টার মধ্যে দীক্ষা সম্পন্ন হল, এবং আমি নতুন শিষ্যকে সম্বোধন করে বললাম: "ক্রিয়া হবে সেই মূল্যবান রত্ন যা তোমার ইচ্ছা পূরণ করবে। এই শিল্প, যা তুমি সহজ বলে মনে করো, তাতে দ্রুত আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পদ্ধতি রয়েছে। পবিত্র ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বলে যে, অবতারী মানব আত্মার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

পরিবর্তন করেছি এবং পরে শ্রীরামপুরে তোমার শিক্ষকের সাথে দেখা করতে পারি। "

আমার সঙ্গী - যাকে সদয়ভাবে মেজাজী বলা যেতে পারে - আমাকে কলকাতায় রেখে গেল , এবং আমি লোকাল ট্রেনে চেব্রামপুরে পৌঁছালাম , উত্তরে বারো মাইল দূরে।

যখন আমি বুঝতে পারলাম যে বারাণসীতে আমার গুরুদেবের সাথে দেখা হওয়ার আঠাশ দিন কেটে গেছে এবং তিনি আমাকে বলেছেন : "তুমি চার সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসবে !" তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। আর এখানেই আমি শান্ত রায়ঘাটে তাঁর আশ্রমের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিলাম , প্রথমবারের মতো সেই আশ্রমে প্রবেশ করলাম যেখানে ভারতের মহান ঋষি , আমার গুরু স্বামী শ্রী যুক্তেশ্বরের সাথে পরবর্তী দশ বছরের বেশিরভাগ সময় কাটানোর জন্য আমার ভাগ্য নির্ধারিত ছিল !

শিক্ষক পরমহংস এবং ঠাকুর

(একজন যোগীর জীবনে ভারতের দর্শন) বই থেকে

ঋষি পরমহংস যোগানন্দের জন্য

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে গান গাইতে শিখিয়েছিলেন , ঠিক যেমন গানের পাখিরা আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে "

রাঁচি স্কুলের ১৪ বছর বয়সী মেধাবী ভোলা নাটের কাছ থেকে এই ব্যাখ্যাটি আমার কাছে এসেছিল। একদিন সকালে আমি তার সুরেলা গানের প্রশংসা করার পর। সুযোগ থাকুক বা না থাকুক , ছেলেটি সুরের সুরে সুরে ভেসে যেত। সে পূর্বে বুলপুরে অবস্থিত ঠাকুরের বিখ্যাত শান্তিনাকিতনে , যার অর্থ "শান্তির বন্দর ", পড়াশোনা করেছিল।

আমি আমার সঙ্গীকে বললাম , "রবীন্দ্রনাথের স্তোত্র আমার ছোটবেলা থেকেই আমার মুখে মুখে। সমস্ত বাঙালি , এমনকি নিরক্ষর গ্রামবাসীরাও তাঁর মহৎ কবিতা খুব উপভোগ করে। "

আর সে ভোলার সাথে ঠাকুরের কিছু পদ আবৃত্তি করল , যিনি হাজার হাজার ভারতীয় কবিতাকে সঙ্গীতে রূপ দিয়েছিলেন , যার মধ্যে কিছু ছিল তাঁর নিজের রচনা এবং কিছু ছিল প্রাচীন।

গান গাওয়া শেষ করার পর , আমি হেসে বললাম , "রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার পরপরই আমার সাথে দেখা হয়েছিল। সমালোচকদের সাথে তার অকূটনৈতিক সাহসিকতার প্রশংসা করে আমি তাকে দেখতে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা অনুভব করেছিলাম। "

ভোলা গল্পটি সম্পর্কে আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করেছিলেন , তাই আমি বলেছিলাম : "ভাষাবিদরা ঠাকুরকে তীব্র সমালোচনার মুখে ফেলেছেন কারণ তিনি ভাষাবিদদের লালিত ভাষাগত সীমানা বিবেচনা না করেই চলিত এবং ধ্রুপদী অভিব্যক্তি মিশ্রিত করে বাংলা কবিতায় একটি নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন। তাঁর কবিতাগুলিতে আকর্ষণীয় , আবেগপূর্ণ অভিব্যক্তিতে গভীর দার্শনিক সত্য রয়েছে , প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক রূপগুলিকে মেনে না নিয়ে। "

"একবার একজন প্রভাবশালী সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে - অবজ্ঞা ও অবজ্ঞার সাথে - 'একজন ঘুঘু কবি যিনি মুদ্রকদের কাছে তার কুঁচকি সামান্য মূল্যে বিক্রি করেছিলেন ' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের প্রতিশোধ আসন্ন ছিল ! তাঁর বই (গীতাঞ্জলি : দ্য সং অফারিংস) ইংরেজিতে অনুবাদের পর সমগ্র পশ্চিমা সাহিত্য জগৎ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল। তাঁর প্রাক্তন সমালোচক সহ পণ্ডিতদের একটি বিশাল দল তাদের অভিনন্দন জানাতে ট্রেনে করে শান্তিনিকেতিয়ানে ভ্রমণ করেছিলেন। "

রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ বিলম্বের পর তাঁর দর্শনার্থীদের অভ্যর্থনা জানালেন , তারপর নীরবে এবং উদাসীনতার সাথে তাদের তোষামোদপূর্ণ প্রশংসা শুনলেন। অবশেষে, তিনি তাদের সমালোচনার অস্ত্র তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন , বললেন:

"ভদ্রলোকগণ , আপনারা আমাকে এখানে যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সুগন্ধি গোলাপ অর্পণ করেছেন , সেগুলো আপনাদের পূর্বের অবজ্ঞার দুর্গন্ধের সাথে মিশে আছে। আমার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সাথে আপনাদের এই আকস্মিক প্রশংসার কোন সম্পর্ক আছে কি ? আমি এখনও সেই কবি যে বাংলার মন্দিরে আমার বিনীত ফুল অর্পণ করার সময় আপনাদের অসন্তুষ্ট করেছিলাম। "

"সংবাদপত্রগুলি ঠাকুরের সাহসী তিরস্কারের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেছিল , এবং আমি এমন একজন ব্যক্তির

[illegible]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সৌন্দর্য প্রায় প্রতিটি পদ্যে ঈশ্বরের উল্লেখের মধ্যেই নিহিত , যদিও পবিত্র নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ , তিনি বলেন :

"যখন আমি গান গেয়ে মাতাল হই , তখন আমি নিজেকে ভুলে যাই এবং তোমাকে আমার বন্ধু বলে ডাকি , হে তুমি যে আমার প্রভু !"

পরের দিন দুপুরের খাবারের পর , আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কবিকে বিদায় জানালাম। আমি আনন্দিত যে তার ছোট্ট স্কুলটি এখন বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (৪) তে পরিণত হয়েছে , যেখানে সমস্ত দেশের শিক্ষার্থীরা একটি আদর্শ পরিবেশ খুঁজে পায়।

যেখানে মন ভয় থেকে মুক্ত থাকে এবং মাথা উঁচু করে রাখা হয়
যেখানে জ্ঞান মুক্ত এবং অবাধ ,
সংকীর্ণ স্থানীয় দেয়াল দ্বারা পৃথিবী খণ্ডিত অংশে পরিণত হয়নি।
আর যেখানে সত্যের গভীরতা থেকে শব্দের উৎপত্তি ,
এবং কঠোর প্রচেষ্টা তাদের পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়
যেখানে বিশুদ্ধ যুক্তির ঝর্ণা মৃত রীতিনীতির নির্জন বালুকাময় মরুভূমিতে তার পথ হারিয়ে ফেলেনি ,
এবং যখন এটি ক্রমবর্ধমান চিন্তাভাবনা এবং কর্মে এগিয়ে যায় ,
যাতে আমার দেশ সেই স্বাধীনতার আকাশে জেগে ওঠে ,
হে আমার পিতা (5)

সাফল্যের রহস্যের চাবিকাঠি

সাফল্য মানে একজন ব্যক্তির পরিবেশের মধ্যে সন্তুষ্টি এবং সন্তুষ্টি। সত্যিকারের সাফল্য হল ধার্মিকতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর্মের ফলাফল , এবং এটি অন্যদের সুখ এবং মঙ্গলকে নিজের সুখের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা যদি এই নীতিটি আমাদের বস্তুগত , বৌদ্ধিক , নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে প্রয়োগ করি , তাহলে আমাদের সাফল্যের একটি সম্পূর্ণ এবং ব্যাপক সংজ্ঞা থাকবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যারা চিরন্তন সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছেন, আমরা তাদের বলি (উভয় জগতেই বিজয়ীরা বিচারকের দৃষ্টিতে সফল)

এই মানুষগুলো শরীর, মন এবং আত্মায় সুখী। তাদের কিছু জিনিস থাকতে পারে, কিন্তু তাদের কাছে প্রচুর সম্পদ আছে: অভ্যন্তরীণ শান্তির সম্পদ এবং আত্মা এবং ঐশ্বরিক আত্মার মধ্যে সম্পর্কের আধ্যাত্মিক বোধগম্যতা, এবং দেহ এবং মহাজাগতিক জীবনের মধ্যে সম্পর্কের সম্পদ।

প্রাচ্যে, এই ধরণের সাফল্যের ধারণা শিশুর মনে গেঁথে দেওয়া হয়। পশ্চিমে, শিশুকে একটি পিগি ব্যাংক দেওয়া হয় এবং ইচ্ছা পূরণের জন্য অর্থের আকাঙ্ক্ষা শেখানো হয়।

পর্যাপ্ত বস্তুগত সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা ঠিক আছে, তবে বাচ্চাদের স্থায়ী সাফল্যের মূল্যও শেখানো উচিত। আত্মার সম্পদ চিরকাল অনন্তকালের ব্যাংকে থাকে, এবং আপনি যে কোনও সময় সেই ব্যাংক থেকে সুখ তুলে নিতে পারেন।

কিন্তু আধ্যাত্মিক সাফল্যও একতরফা এবং ভারসাম্যহীন হতে পারে যদি আপনার এমন বস্তুগত দায়িত্ব থাকে যা আপনি পূরণ করতে অক্ষম হন।

কেবলমাত্র সেইসব মহান যোগী যারা প্রকৃতির নিয়ম থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন, তারাই বস্তুগত বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারেন।

প্রাচ্যে, প্রাথমিকভাবে আধ্যাত্মিক সুখ গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে জীবনের বস্তুগত দিকগুলি প্রায়শই উপেক্ষিত হয়েছে। পশ্চিমে, কিছু বস্তুগত আরাম আছে কিন্তু মানসিক সুখ খুব কম। যা প্রয়োজন তা হল দুটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, কারণ জীবনের শুধুমাত্র একটি দিকের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলে ভারসাম্যহীনতা এবং জীবনের চাহিদাগুলির সাথে যুক্তিসঙ্গতভাবে মোকাবিলা করতে অক্ষমতা দেখা দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিল্পী কেবল শিল্পের উপর মনোনিবেশ করেন এবং অন্য সবকিছুকে উপেক্ষা করেন, তাহলে এটি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(যেমন মরুভূমিতে উটের পিঠে পানি বহন করে তৃষ্ণায় মারা যাওয়া)

কারণ সে "জিনিস"-তে সুখ খোঁজে, সে জানে না যে তার নিজের ভেতরেই সুখের ভাণ্ডার আছে।

কর্তব্যকে তার প্রাপ্য হিসেবে প্রদান করা

যোগব্যায়াম জীবনের দায়িত্ব অবহেলা বা এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয় না, বরং এটি আপনাকে জীবনের নাটকীয় ভূমিকা পালন করার সাথে সাথে আপনার মনকে ঈশ্বর দিয়ে পূর্ণ করতে বলে। যদি আপনি বন বা পাহাড়ে নির্জন জীবন চান, বিশ্বাস করেন যে আপনার কর্তব্য ত্যাগ করে আপনি ঈশ্বরকে খুঁজে পাবেন, তাহলে আপনাকে প্রথমে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সারাদিন (স্থিরভাবে) ধ্যানে বসে থাকতে সক্ষম হতে হবে। এই প্রচেষ্টা অবশ্যই যারা করতে পারেন তাদের জন্য প্রশংসনীয়। কিন্তু পৃথিবীতে থাকা অনেক বড়, কিন্তু এর বাইরে নয়; একই সাথে ঈশ্বরের কথা চিন্তা করে অন্যদের উপকারের জন্য আপনার প্রকৃত দায়িত্ব পালন করা।

প্রধান এবং গৌণ কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে, কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের চেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অধিকন্তু, কোনও কর্তব্যই অন্য কর্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্র আমাদের বলে যে যখন একটি কর্তব্য অন্য কর্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন এটি প্রমাণ করে যে এটি একটি প্রকৃত কর্তব্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি আপনার স্বাস্থ্যের বিনিময়ে আর্থিক সাফল্যের পিছনে ছুটছেন, তাহলে আপনি আপনার শারীরিক সুস্থতাকে অবহেলা করছেন। একইভাবে, যদি আপনি ধর্মের প্রতি এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন যে আপনি আপনার আর্থিক দায়িত্বগুলিকে অবহেলা করেন, তাহলে আপনি ভারসাম্যহীন কারণ আপনি একটি কর্তব্যকে আপনার শরীর এবং পরিবারের প্রতি আপনার কর্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হতে দিয়েছেন। এবং যদি আপনি ঈশ্বরের প্রতি আপনার কর্তব্যকে অবহেলা করেন কারণ আপনার সমস্ত মনোযোগ আপনার পরিবারের উপর কেন্দ্রীভূত, তাহলে এটি একটি প্রকৃত কর্তব্য নয়।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন: "আমাদের কি প্রথমে আমাদের পার্থিব দায়িত্ব পালনের জন্য বস্তুগত সাফল্য অর্জন করা উচিত এবং তারপর ঈশ্বরের সন্ধান করা উচিত?" অথবা "আমাদের কি প্রথমে ঈশ্বরকে খুঁজে বের করা উচিত এবং তারপর সাফল্য খোঁজা উচিত?"

ঈশ্বর সবার আগে, এবং তাঁর কথা না ভেবে এবং তাঁর উপর গভীরভাবে চিন্তা না করে আমাদের দিন শুরু বা শেষ করা উচিত নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা যে শক্তি এবং শক্তি পাই তা ছাড়া আমরা কিছুই অর্জন করতে সক্ষম হব না। অতএব, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য তাঁর প্রতি যদি আমরা তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য না করে অন্য সমস্ত কর্তব্য পালন করি, তাহলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। ঈশ্বরকে খুশি করে আমাদের কর্ম সম্পাদন করা সর্বোত্তম।

ঈশ্বরের সন্ধানকে বস্তুগত সাফল্যের সাথে একত্রিত করার কথা ভাবাটা অসাধারণ। কিন্তু যদি কেউ গভীরভাবে এবং নিয়মিত ধ্যান না করে, যাতে ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের সচেতনতা প্রথমে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে জগৎ তাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং তারা আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির জন্য আর সময় পাবে না। আর যদি আমাদের এই নিশ্চিত অনুভূতি না থাকে যে ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন, তাহলে আমাদের পার্থিব কর্তব্যগুলি প্রায়শই মানসিক যন্ত্রণার উৎস হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন আপনি অনুভব করেন যে ঈশ্বর সর্বদা আপনার সাথে আছেন এবং আপনার কর্তব্য পালন করার সময় তাঁর কথা ভাবেন, তখন আপনি সবচেয়ে সুখী মানুষের মধ্যে একজন হবেন।

যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা ধন্য, কারণ তারা চিরস্থায়ী তৃপ্তি এবং চিরস্থায়ী আনন্দে থাকে।

যদি আমি আমার গুরু স্বামী শ্রী যুক্তেশ্বরের শিক্ষা না পেতাম, যা আমাকে ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রদান করত, তাহলে আমি অনেক আগেই আমার সংকল্প হারিয়ে ফেলতাম এবং মানুষকে সাহায্য করতে এবং ঈশ্বরের সন্ধান ও ধ্যানের জন্য মন্দির নির্মাণ করতে পারতাম না। এত কিছুর পরেও, কেউ কেউ আমার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

শুকদেব লজ্জিত বোধ করলেন , এবং একই সাথে বুঝতে পারলেন যে এই পবিত্র রাজা - আর কেউ নন - তাঁর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক।

রাজা গণক্কা তখন শুকদেবকে কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে বললেন যাতে তিনি তাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কৌশল শেখানোর জন্য এর ফাঁদে না পড়ে এবং এর সীমাবদ্ধতার দ্বারা আবদ্ধ না হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কৌশল শেখানোর জন্য একদিন, রাজা শুকদেবকে দুটি পাত্র তেলে ভরা দিয়ে বললেন : "দু 'হাতে একটি করে পাত্র দাও এবং প্রাসাদের সমস্ত কক্ষে বিলাসবহুল আসবাবপত্র সহ প্রবেশ করো , এবং এর সমস্ত জিনিসপত্র দেখে আমার কাছে ফিরে এসো। কিন্তু মনে রেখো , যদি তুমি কার্পেটে এক ফোঁটা তেলও পড়তে দাও তবে আমি তোমাকে আমার শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করব না। "

রাজা তাঁর দুজন রক্ষীকে শুকদেবের সাথে যেতে বললেন।

সেই পরীক্ষা সত্যিই কঠিন ছিল , কিন্তু দুই ঘন্টা পর , সুখদেব বিজয়ী হয়ে ওঠেন। তিনি তার প্রসারিত হাতে থাকা দুটি উপচে পড়া বাটি থেকে এক ফোঁটা তেলও ঝরতে দেননি।

রাজা তাকে বললেন , "শোকদেব, প্রাসাদের প্রতিটি ঘরের বিস্তারিত বিবরণ আমাকে বলো। "

"রাজকীয় প্রভু ," শুকদেব উত্তর দিলেন , "আমার মন কার্পেটে তেল ছিটকে পড়া রোধ করার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল , এবং তাই আমি প্রাসাদে অন্য কিছু লক্ষ্য করিনি। "

রাজা উত্তর দিলেন , "তুমি আমাকে হতাশ করেছ , শুকদেব ! তুমি আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওনি। আমি তোমাকে রাজপ্রাসাদের কক্ষের সবকিছু পরীক্ষা করতে বলেছিলাম এবং একই সাথে দুটি পাত্র থেকে এক ফোঁটা তেলও ঝরতে দিতে বলিনি। ফিরে যাও এবং আবার চেষ্টা করো , এবং কাজ শেষ হলে আমার কাছে এসে বলো তুমি কী দেখেছো। "

দশ ঘন্টা পর , সুখদেব শান্তভাবে ফিরে এলেন। তিনি কোনও তেল ছিটিয়ে দেননি , আগের মতো ঘামতেননি বা উত্তেজিত ছিলেন

[illegible]

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]? [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যারা সফল হতে চান , তাদের জন্য আমরা এই পরামর্শটি দিচ্ছি :

সাফল্যের আরেকটি রহস্য হলো মনোবিশ্লেষণ আত্মদর্শন হলো এমন একটি আয়না যার মাধ্যমে কেউ দেখতে পারে

তোমার মনের লুকানো গভীরতা , যা অন্যথায় তোমার কাছ থেকে গোপন থাকত, তা প্রকাশিত হয়। ব্যর্থতার বিন্দুগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করো।

ভালো এবং খারাপ প্রবণতা এবং প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য করুন। আপনি এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন তা বুঝতে আত্ম - বিশ্লেষণ ব্যবহার করুন।

তুমি কী অর্জন করতে চাও , আর তোমার পথে কোন বাধাগুলো আছে? তোমার প্রকৃত কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করো।

জীবনের লক্ষ্য জানুন। একজন খাঁটি ব্যক্তিত্বের সকল গুণাবলী ধারণ করার চেষ্টা করুন।

আর মহৎ ব্যক্তি , আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অটল , তার মনকে ঈশ্বরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে

তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের পথে দ্রুত , নিরাপদে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যাবে।

চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ঈশ্বরের পথ খুঁজে বের করা কিন্তু কর্তব্য এবং দায়িত্ব আছে।

এই জিনিসগুলি এই পৃথিবীতে সম্পন্ন এবং পূর্ণ করতে হবে। ইচ্ছাশক্তি এবং উদ্যোগ আমাদের সাহায্য করবে।

সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা এবং সেগুলিকে পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করা

সৃজনশীল উদ্যোগের শক্তি

উদ্যোগ কী ? এটি একজন ব্যক্তির মধ্যে একটি সৃজনশীল ক্ষমতা : স্রষ্টার কাছ থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অথবা ক্রমাগত মনোযোগ না দিয়ে এটিকে পুনরুজ্জীবিত করুন। এরপর, মনকে অভ্যাসের দিকে পরিচালিত করা উচিত।

দয়া এবং এটি আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ না হওয়া পর্যন্ত এটিকে ক্রমাগত বিকাশের জন্য কাজ করা এমন কিছু যা আমরা করতে পারি

তাকে বিশ্বাস করো এবং তার উপর নির্ভর করো

আমাদের ভেতরে দুটি বিপরীত শক্তি এক নিরলস সংগ্রামে লিপ্ত : এমন একটি শক্তি যা আমাদের এমন কিছু করতে বাধ্য করে যা আমাদের করা উচিত নয়।

আমরা এটা করি, আর অন্যরা আমাদের পরামর্শ দেয় আমাদের কী করা উচিত , এমন জিনিস যা বেশি মনে হয়

অসুবিধা : প্রথম কণ্ঠস্বর হল মন্দের কণ্ঠস্বর , আর দ্বিতীয় কণ্ঠ হল ভালো বা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।

প্রতিদিনের কঠিন শিক্ষার মাধ্যমে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে খারাপ অভ্যাস একটি গাছকে পুষ্ট করে

অসীম বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা , আর ভালো অভ্যাস ইচ্ছার বৃক্ষকে পুষ্ট করে

এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা যথাযথ বিকাশের দিকে আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে।

আশীর্বাদপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক বৃক্ষের জন্য , যাতে একদিন আমরা পরিপক্ক আত্ম -জ্ঞানের ফল পেতে পারি

ক্ষুধা

যদি একজন ব্যক্তি সকল ধরণের খারাপ অভ্যাস থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে , এবং যদি সে সবকিছু করতে পারে

ভালো এবং মহৎ হলো মহৎতা এবং দয়ার মাধ্যমে ভালোবাসা , মন্দতা দুঃখ এবং অনুশোচনা বয়ে আনে বলে নয়।

সে আত্মায় বেড়ে উঠবে এবং পথে এগিয়ে যাবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমি প্রায়শই অত্যন্ত বিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সাথে বলেছি , "আমি আমার শারীরিক দেহের দ্বারা আবদ্ধ নই। আমি যেখানেই যেতে চাই , আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত "।

তুমি হয়তো বলবে , "এটা তো একটা ধারণা " ঠিক আছে কিন্তু ধারণাটা কী ? তোমার চারপাশে যা কিছু দেখা যায় তা একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা। চিন্তা ছাড়া তুমি কিছুই কল্পনা করতে পারো না। চিন্তা নিজেই অদৃশ্য , তবুও এটি আমরা যা দেখি তা বাস্তব করে তোলে। তাই , যদি তুমি তোমার চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারো , তাহলে তুমি সবকিছু দৃশ্যমান করতে পারো, এবং তুমি তোমার মানসিক মনোযোগের শক্তির মাধ্যমে সবকিছু দেখতে পারো।

যখন তুমি তোমার মনকে তীব্র এবং গভীরভাবে কেন্দ্রীভূত করো, তখন তুমি তোমার মনের চোখ দিয়ে যা ভাবছো তা দেখতে পাবে , ঠিক যেমন তুমি তোমার শারীরিক চোখ দিয়ে দেখছো। অদৃশ্য চিন্তাভাবনা দৃশ্যমান অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হতে পারে।

চোখ বন্ধ করলে তুমি তোমার শরীর দেখতে পাবে না , তবুও এটি তোমার কাছে বাস্তব থেকে যাবে। তাহলে কেন তুমি লুকানো আত্মাকে অবাস্তব মনে করো কারণ তুমি এটি দেখতে পাও না ?

ধ্যানের সময় আপনি বন্ধ চোখের আড়ালে অন্ধকারের দিকে তাকান এবং আপনার মনকে আপনার ভিতরে লুকানো সত্ত্বা বা আত্মার উপর কেন্দ্রীভূত করেন।

আত্ম -শৃঙ্খলা অনুশীলন করে এবং আপনার আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের দ্বারা প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক ধ্যান কৌশল অনুসারে আপনার মনকে অভ্যন্তরীণ দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে , আপনি ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকভাবে বৃদ্ধি পাবেন। আপনার ধ্যান আরও গভীর হবে , এবং আপনার অদৃশ্য স্ব - আপনার মধ্যে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি - আপনার কাছে বাস্তব হয়ে উঠবে। আত্ম -জ্ঞানের এই আনন্দময় জাগরণে , সীমিত শারীরিক চেতনা যা একসময় এত বাস্তব ছিল তা অবাস্তব হয়ে ওঠে এবং আপনি শিখবেন যে আপনি আপনার প্রকৃত , অজেয় স্ব আবিষ্কার করেছেন এবং ঈশ্বরের সাথে এর একত্ব উপলব্ধি করেছেন।

তুমি এটাও বুঝতে পারবে যে , অদৃশ্য মানুষ কীভাবে মানসিক ও আবেগগত বন্ধন এবং পার্থিব স্তরের নির্দিষ্ট

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

স্থিরতায় ডুবিয়ে রাখার তীব্র প্রয়োজন , এবং তারপরেই মহান শান্তি এবং গভীর সুখ পাওয়া যাবে। যেমন জ্ঞানের গ্রন্থগুলি বলে :

যে ব্যক্তি নব আকাঙ্ক্ষা এবং সম্পত্তির প্রতি আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত , যে তার হৃদয় ও মন (তার আবেগ এবং চিন্তাভাবনা) নিয়ন্ত্রণ করে এবং একটি শান্ত স্থান খোঁজে , তাকে সর্বদা সর্বজনীন আত্মার সাথে একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

উপাসনালয়ে মননশীল নীরবতার বৃহত্তর অনুশীলনেরও প্রয়োজন। আমাদের কম কথা বলা উচিত এবং বেশি ধ্যান করা উচিত। ভারতে আমার আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের সময় , আমার শিক্ষক , শ্রী যুক্তিশ্বর , মাঝে মাঝে আমাদের কেবল একটি বক্তৃতা দিতেন। বেশিরভাগ সময় , আমরা নীরবতা এবং গভীর একাগ্রতায় তাঁর চারপাশে বসে থাকতাম।

একজন সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকের কাছে কেবল লিখিত জ্ঞানের চেয়েও বেশি কিছু থাকে। তাঁর কাছ থেকে আমরা জ্ঞান এবং একেশ্বরবাদী জ্ঞান শিখতে পারি কারণ তিনি জানেন এবং জানেন যে তিনি জানেন , কারণ তিনি নিজের মধ্যে এবং নিজের মধ্যে সত্য জানেন এবং তিনি কেবল বই পড়েননি।

মহাকাশ দুটি ভাগে বিভক্ত। সৃষ্টি হলো মহাকাশের একটি দিক, আর অন্য দিক হলো একমাত্র ঈশ্বর , যেখানে সৃষ্টির কোন অস্তিত্বই নেই। এটাই অন্ধকারের রাজ্য যা অন্ধকার নয় এবং আলো যা আলোকিত নয়। যেখানে সূর্য ওঠে না , চাঁদ জ্বলে না , আগুন জ্বলে না , সেখানেই ঈশ্বরের চিরন্তন , চিরস্থায়ী আবাস।

এই দ্বৈততা মানব চেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানুষের দুটি দিক রয়েছে : একটি দৃশ্যমান এবং অন্যটি অদৃশ্য। খোলা চোখে, আপনি প্রকাশ্য অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন এবং নিজেকে এর মধ্যে দেখতে পান। বন্ধ চোখে , আপনি কেবল একটি অন্ধকার শূন্যতা দেখতে পান। তবুও , আপনার চেতনা অত্যন্ত উপলব্ধিযোগ্য এবং সক্রিয় থাকে। যদি , গভীর চিন্তার মাধ্যমে , আপনি বন্ধ চোখের আড়ালে অন্ধকার ভেদ করতে পারেন ,

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible] - [illegible] - [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

"[illegible]"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

***

[illegible]:

"[illegible]

[illegible]:

"[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

ঈশ্বরের পথ সর্বদা সুখ এবং মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়

***

গভীর চিন্তার স্বচ্ছতার সাথে , আমি আমার গভীরে ক্রমাগত প্রবাহিত ঐশ্বরিক আলোকে সমর্পণ করব এবং সর্বশক্তিমানের কাছে আমার ভালোবাসা এবং আকাঙ্ক্ষা উন্নীত করব।

প্রভু , আমি আমার সত্তার গভীরতম স্থানে তোমার উপস্থিতি অনুভব করি , আর আমার ভালোবাসার বাগানে তোমাকে প্রস্ফুটিত হতে দেখি। তোমার ভালোবাসায় আমাকে ঢেকে দাও এবং তোমার পবিত্র সুবাসে আমাকে আনন্দিত হতে দাও।

হে প্রভু , আমাকে শান্তি দাও যাতে আমার আত্মা বিশ্রাম পায় এবং উদাসীনতার মেঘের আড়ালে আশার রশ্মি দেখতে পায়। আমার হৃদয়ে নিশ্চিততার আলো জ্বলে উঠুক যাতে আমি প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা অনুভব করতে পারি।

***

হে প্রভু , তোমার মহিমা উজ্জ্বল হোক , পৃথিবীর তীর থেকে অজ্ঞতা চিরতরে দূর হোক , সেই সাথে কলহ ও হিংসাও চিরতরে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হোক তোমার জ্ঞানের আলো দিয়ে দুর্বলতাকে শক্তিতে এবং দুর্বলতাকে সংকল্পে রূপান্তরিত কর, এবং তোমার নিরাময় আলোয় মন ও আত্মাকে বাপ্তিস্ম দাও।

***

যেমন সূর্যের আলো সকলের জন্য উন্মুক্ত , তবুও কিছু লোক আছে যারা অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করে , তেমনি ঐশ্বরিক জ্ঞানের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে , তবুও কিছু লোক আছে যারা তাদের অন্ধকার চিন্তার জানালার আড়াল থেকে পৃথিবীকে দেখে , অজ্ঞতায় রঞ্জিত।

***

হে প্রভু , আমাদের অজ্ঞতা এবং তার প্রভাব , ভয় এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি দিন , এবং আপনার জ্ঞানের বন্যা আমাদের জীবন থেকে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ এবং ধ্বংসাবশেষ ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

***

যে ব্যক্তি বর্তমানে সুখী থাকতে জানে , সে ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছে।

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]—[illegible]—[illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [

ঈশ্বরের কাছে আমি আমার কণ্ঠস্বর , আমার হাত, আমার পা, আমার হৃদয় , আমার শরীর, আমার অনুভূতি , আমার ইচ্ছা এবং সবকিছু উৎসর্গ ও পবিত্র করেছি।

***

ব্যথা কেবল শরীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যথাও রয়েছে।

যখন মন হিংসা , ভয় এবং মন্দের সন্দেহে পূর্ণ থাকে , অথবা যখন একজন ব্যক্তি নিজের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে , তখন ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করা অসম্ভব।

আমরা দুঃখ ও বিষণ্ণতা , অন্যান্য অস্বাস্থ্যকর মেজাজ এবং মানসিক অবস্থা এবং উদ্বেগে ভুগছি , যার বেশিরভাগই ভিত্তিহীন ভয়। আধ্যাত্মিক স্তরে , আমরা আমাদের আত্মার অমর প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতায় ভুগছি।

***

যারা ঈশ্বরের সাথে ঐক্যবদ্ধ তারা শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য দেখতে পান এবং এমন পরম মাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ করেন যা অন্য কোনও উপায়ে অনুভব করা যায় না।

যখন আমার আত্মা তোমাকে ডাকল, হে ঈশ্বর , তোমার নীরবতার মেঘ ফেটে পড়ল , আর তোমার করুণার বৃষ্টিধারা ঝরতে লাগলো , যতক্ষণ না তা তোমার করুণার এক উপচে পড়া বন্যায় পরিণত হল। তোমার পবিত্র নদী আমার অস্তিত্বের তীরে ডুবে গেল , আর আমার আত্মা অনন্তকালের জলে ডুবে গেল , আর আমার ক্ষুদ্র জীবনের বুদবুদ তোমার সর্বব্যাপী অস্তিত্বের সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল।

- আমার পরামর্শদাতা আমাকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে জ্ঞানের ছেনি ব্যবহার করে নিজেকে ঐশ্বরিক উপস্থিতির যোগ্য মন্দিরে পরিণত করতে হয়।

যদি তুমি কোন মহৎ লক্ষ্য অর্জন করতে চাও , তাহলে তার জন্য একটি মানসিক মডেল তৈরি করে শুরু করো। তুমি যদি তোমার মনে একটি দৃঢ় ধারণা স্থাপন করো , তাহলে এখন তুমি তোমার চেতনায় যেকোনো দিক দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে পারো ; তাহলে তোমার সমগ্র সত্তা সেই ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং তোমার কর্মকাণ্ড তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

- সম্প্রীতি ও ঐক্যের জন্য ভালোবাসা এবং সহনশীলতা অপরিহার্য। ভালোবাসা এমন সকল কিছুকে একত্রিত করে এবং

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

"[illegible], [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]"

"[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করেন, যা মনোযোগ এবং ইচ্ছার কেন্দ্র। আপনার অ্যান্টেনা মস্তিষ্কে অবস্থিত , উচ্চতর , স্বজ্ঞাত সচেতনতা এবং উপলব্ধির কেন্দ্র।

ধরুন আপনি আপনার বাড়ি থেকে দূরে আছেন এবং জানতে চান সেখানে কী ঘটছে। যদি আপনার ইন্দ্রিয়গুলি খুব শান্ত থাকে এবং আপনার মন শান্ত থাকে , তাহলে আপনি আপনার পরিবারের অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনাগুলি বাড়িতে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

যখন তোমার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা প্রবল থাকে, তখন তোমার চিন্তাভাবনা যেকোনো জায়গায় প্রবেশ করতে পারে এবং তোমার ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে।

মহাবিশ্বের সবকিছুই শক্তি বা কম্পন দ্বারা গঠিত। কথার কম্পন চিন্তার কম্পনের চেয়ে আরও তীব্র প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। সমস্ত মানুষের চিন্তাভাবনা ইথারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। কারণ চিন্তাগুলির একটি উচ্চ কম্পনের স্তর রয়েছে , সেগুলি এখনও প্রকাশিত হয়নি। ভাগ্যক্রমে , আমরা সকল মানুষের চিন্তাভাবনা জানি না !

রেডিও বোতাম টিপে বা ঘুরিয়ে (এবং আজকাল অন্যান্য উপায়ে), আপনি বিভিন্ন সুর এবং শব্দ শুনতে পাচ্ছেন যদি ইথারের স্তরগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সচেতনতা না থাকত যার মধ্য দিয়ে রেডিও তরঙ্গ আপনার রিসিভারে ভ্রমণ করে , তাহলে আপনি একবারে সমস্ত সম্প্রচারিত শব্দ শুনতে পেতেন।

ঈশ্বর ইথার সৃষ্টি করেছেন এবং মানব মনকে এই মাধ্যমের মাধ্যমে কম্পন প্রেরণ এবং গ্রহণের উপায় উদ্ভাবন করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। রেডিও তরঙ্গগুলি তাদের প্রচারের জন্য ইথারের উপর এবং সংক্রমণ এবং গ্রহণের জন্য বিদ্যুতের উপর নির্ভর করে। এই কম্পিত রেডিও তরঙ্গগুলি হল মহাকাশের মাধ্যমে যেকোনো অনুরণিত রিসিভারে প্রেরণ করা ধারণা।

যখন আপনি কোন প্রিয়জনের কাছাকাছি থাকেন , তখন আপনি তাদের চিন্তাভাবনা অনুভব করতে পারেন , কিন্তু যদি আপনার একটি উচ্চ বিকশিত সংবেদনশীল উপলব্ধি না থাকে তবে আপনি হয়তো দূরের কারো চিন্তাভাবনা অনুভব করতে পারবেন না। যারা নিয়মিত একাগ্রতা এবং ধ্যানের কৌশল অনুশীলন করেন তারা গভীর প্রশান্তি অনুভব করেন এবং এই অনুশীলনের ফলে

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]?

[illegible]?

[illegible]?

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]—[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মৃত্যু , ব্যর্থতা , ঝামেলা , অথবা যন্ত্রণাদায়ক দুঃখের ভয় একজন ব্যক্তির মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে।

যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে সাহায্য করতে অক্ষম হন , এবং যখন তার পরিবার সাহায্য করতে না পারে , তখন তাদের মানসিক অবস্থা ঈর্ষণীয় হয়। কিন্তু যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং তাঁর সাহায্য করার ক্ষমতার উপর আস্থা রাখে , ঈশ্বর তাদের পরিত্যাগ করবেন না।

কোন মানুষ আমাদের সাথে থাকার আগে , ঈশ্বর আমাদের সাথে ছিলেন এবং যখন আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে যাব , ঈশ্বর আমাদের সাথে থাকবেন।

কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারব না যদি না আমরা এখনই প্রচেষ্টা না করি এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ করার এবং তাঁর আরও নিকটবর্তী হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা না করি।

* * *

আমার শৈশবকালে আমি চরম সংবেদনশীলতায় ভুগতাম , এবং ফলস্বরূপ আমিই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম

এটা ছিল আত্ম -নির্যাতনের একটি প্রক্রিয়া কারণ আমি এত সংবেদনশীল ছিলাম যে , আমার কাছে মনে হয়েছিল যে অন্যরা আমাকে বিরক্ত করা এবং আমার মানসিক শান্তি কেড়ে নেওয়া উপভোগ করে।

কাউকে তোমার শান্তি কেড়ে নিতে দিও না।

আমার বিরক্তি কেবল অন্যদের ব্যঙ্গ এবং উপহাসের কারণে ছিল না ; তাদের মন্তব্যের প্রতি আমার সংবেদনশীলতা থেকেও এটি উদ্ভূত হয়েছিল। আমি আবিষ্কার করেছি যে আমি যত বেশি আমার সমালোচকদের সাথে তর্ক করেছি , তারা তত বেশি উপভোগ করেছে।

অবশেষে, আমি সংকল্প করলাম যে কেউ আমার অভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্ট করতে পারবে না , এবং আমি নিজেকে বললাম: "তারা যত খুশি সমালোচনা করুক , কিন্তু আমি আর তাদের সমালোচনায় মনোযোগ দেব না "

আর ঠিক তাই ঘটেছিল। আমি তাদের অন্যায্য এবং আঘাতমূলক মন্তব্যগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিলাম , যেন তাদের অস্তিত্বই ছিল না। ধীরে ধীরে , তারা আমাকে উপহাস করার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে এবং আমার বন্ধু হয়ে ওঠে ; এমনকি কেউ কেউ আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

স্থাপন হয়, যার ফলে আপনি ঐশ্বরিক উপস্থিতি অনুভব করেন এবং ঘুম এবং অচেতনতার সীমা ছাড়িয়ে আলোর দেশে চলে যান।

* * *

অনেকেই যৌবনের সতেজতায় আগ্রহী, কারণ কোন না কোনভাবে সবাই "অনন্ত যৌবনের ঝর্ণা" খুঁজছে, কিন্তু যৌবন কী?

সকল যুবকই অগত্যা তরুণ নয়, কারণ কিছু লোক আসলে বেশ বৃদ্ধ এবং তাদের প্রকৃত বয়সের চেয়ে অনেক বেশি দুর্বল দেখায়। বিপরীতে, কিছু বয়স্ক ব্যক্তি আছেন যারা তাদের বার্ধক্য সত্ত্বেও তাদের যৌবন ধরে রাখেন। তারা তাদের মনকে তীক্ষ্ণ রাখেন, তাদের প্রাণশক্তি তাদের উদ্যমী আত্মা থেকে তাদের দেহ এবং মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হয় এবং তাদের রক্ত অস্তিত্বের আনন্দে স্পন্দিত হয়।

বিপরীতে, নেতিবাচক, মেজাজী, বিষণ্ন, সমালোচনামূলক এবং নিরুৎসাহিত মানুষ আছে, যেন তারা মারা গেছে - আপনার জীবন দীর্ঘ হোক।

বিপথগামী মানসিক অবস্থার জন্য কোন অজুহাত নেই। আমাদের সর্বদা ইতিবাচক, আশাবাদী, জীবন ও শক্তিতে পরিপূর্ণ, ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আমাদের সত্তার গভীর থেকে উদ্ভূত আধ্যাত্মিক যৌবনের ঢেউয়ে ডুবে থাকা উচিত।

* * *

এই পৃথিবীর আমার ভাই ও বোনেরা, দয়া করে মনে রাখবেন যে ঈশ্বর এক এবং আমরা সকলেই একই সার্বজনীন পরিবারের সদস্য। অতএব, আমাদের একে অপরকে সাহায্য করার জন্য গঠনমূলক উপায় অবলম্বন করতে হবে —বস্তুগত, নৈতিক, আর্থিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে —যাতে আমরা এই পৃথিবীর অনুকরণীয় নাগরিক হতে পারি।

যদি ১,০০০ জনের সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি অন্যদের ক্ষতি করে নিজেদের সমৃদ্ধ করার জন্য প্রতারণা, প্রতারণা এবং লড়াইয়ের আশ্রয় নেয়, তাহলে প্রত্যেকের ৯৯৯ জন শত্রু থাকবে। তবে, যদি প্রতিটি ব্যক্তি অন্যদের বিরুদ্ধে না গিয়ে তাদের সাথে সহযোগিতা এবং কাজ করার চেষ্টা করে, তাহলে প্রত্যেকের ৯৯৯ জন বন্ধু থাকবে।

একইভাবে, যদি সমস্ত দেশ ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে একে অপরকে সাহায্য করে, তাহলে পৃথিবী শান্তিতে থাকবে এবং

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিশ্চিতকরণ সাধারণ আরোগ্যের জন্য

প্রতিটি অনুভূতি , প্রতিটি চিন্তা এবং ইচ্ছার সিংহাসনে ,

হে প্রভু , তুমি বসে আছো , আর আমার অস্তিত্বের উপর নজর রাখছো।

তুমি চিন্তা , ইচ্ছা এবং অনুভূতি।

তুমি পথ দেখাও , তুমি প্রতিটি চিন্তা , ইচ্ছা এবং অনুভূতিকে পরিচালনা করো।

যাতে তুমি তোমার নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে পারো

এবং আপনার নির্দেশনা অনুসরণ করুন

এবং তোমার উদাহরণ হও

চেতনার মন্দিরে আলো আছে

তোমার আলোই মহান আরোগ্যদাতা

আমার চোখ আগে যা দেখেছি , এখন আমি তা দেখতে পাচ্ছি।

আমার মন্দির এখন আলোকিত, সেখানে কোন অন্ধকার নেই !

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এবং মন্দির ধ্বংসের স্বপ্ন দেখলাম।

ভয় ও অজ্ঞতার কুঠার এবং উদ্বেগের আগুনের সাথে

তুমি আমাকে জাগিয়ে তুলেছিলে কাঠামোটা অক্ষত দেখে , ধ্বংসস্তূপে নয় !

আমি তোমাকে পূজা করতে চাই , তোমাকে দেখতে চাই।

আমার অস্তিত্বে , তারাদের মধ্যে

শরীরের কোষগুলিতে , তারা নিয়মিতভাবে কাজ করে

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অসুস্থতার স্বপ্ন থাকা সত্ত্বেও

হে ঈশ্বর, তোমার আনন্দ আমাকে অনুভব করতে দাও।

আর আমি তোমাকে এবং তোমার উপস্থিতিকে ভালোবাসি।

আমি বাধ্য হই নাকি একগুঁয়ে

আমি চিরকাল তোমার প্রিয় থাকব, আমার প্রভু,

আমাকে সবসময় সুস্থ থাকতে দাও।

আর আমি আমার জীবনে খুশি।

তোমার সুখ আমাকে পূর্ণ করতে দাও।

আমাকে বুঝতে দাও, হে সর্বজ্ঞ।

তোমার বিজ্ঞ ইচ্ছায়!

আত্ম-বিশ্লেষণ: সুখী জীবনের চাবিকাঠি

গুরু পরমহংস যোগানন্দ

অনুবাদঃ মাহমুদ আব্বাস মাসউদ

আসুন আমরা অহংকারের সীমাবদ্ধতা ত্যাগ করি এবং আধ্যাত্মিক অগ্রগতির বিশাল, সীমাহীন তৃণভূমিতে ঘুরে বেড়াই। সময়ের কাফেলার মতো, জীবনের পথ ধরে সর্বদা ভ্রমণকারী, আত্মার কাফেলাকেও অবশ্যই চূড়ান্ত প্রসারের পথ ধরে ঐশ্বরিক আত্মার দ্বারপ্রান্তে যাত্রা করতে হবে।

জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের উদ্যোগ প্রায়শই মানুষের অভ্যাসের ধ্বংসস্তূপ এবং ধ্বংসাবশেষের নীচে চাপা পড়ে থাকে। এই অভ্যাসগুলির শ্বাসরোধকারী প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে এবং নিজের জীবনের মাটিতে যে সাফল্যের জন্য আকাঙ্ক্ষিত তার বীজ বপন করতে হবে। জীবন তখনই মূল্য এবং তাৎপর্য অর্জন করে যখন আমরা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং মৌলিক কাজটি সম্পন্ন করি: আমাদের অস্তিত্বের প্রকৃত অর্থ এবং মূল্য আবিষ্কার করা।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(**[illegible]**: [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

একজন ব্যক্তির উচিত প্রতিদিন আগের চেয়ে ভালো হওয়ার চেষ্টা করা, অন্যথায় সে স্বাস্থ্য, অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং সুখের দিক থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে কেন? কারণ তারা তাদের চিন্তাভাবনা এবং কর্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা করছে না মানুষ তাদের অভ্যাস তৈরি করে এবং তারা সেগুলি পরিবর্তন করতে পারে যদি আপনি নিজেকে নেতিবাচক চিন্তাভাবনার প্রবণতা পান, তাহলে নিজেকে ভালো মানুষদের সাথে ঘিরে রাখুন, ভালো বই পড়ুন এবং ধ্যান করুন প্রয়োজনে আপনার সঙ্গী পরিবর্তন করা আপনার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

যখন তুমি উন্নতির জন্য পরিবর্তনের সংকল্প করো, তখন মনে রেখো যে ভালো সঙ্গ এবং ইতিবাচক প্রভাব তোমার লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। পরিবেশের প্রভাব—ভালো হোক বা খারাপ—ইচ্ছার চেয়ে শক্তিশালী, তাই অন্যদের সাথে আচরণ করার সময় এটি মনে রেখো।

আত্ম-উন্নতির জন্য আত্ম-বিশ্লেষণও অপরিহার্য। যদি আপনি সাহসের সাথে এবং নির্ভীকভাবে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে পারেন, তাহলে আপনি অন্যদের বিশ্লেষণ সহ্য করতে সক্ষম হবেন এবং তাদের সমালোচনা আপনাকে প্রভাবিত করবে না।

যারা অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ডুবে থাকে তারা শিকারী। পৃথিবী মন্দে পরিপূর্ণ, তাই কারোরই মন্দ কথা বলা উচিত নয়, মন্দ চিন্তা করা উচিত নয়, মন্দ কাজ করা উচিত নয় বরং, একজন গোলাপের মতো হওয়া উচিত, দয়া, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য এবং ভ্রাতৃপ্রেমের সুবাস ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। মানুষকে অনুভব করতে দিন যে আপনি একজন সত্যিকারের বন্ধু-একজন নির্মাতা, ধ্বংসকারী নন। যদি আপনি আপনার চেয়ে ভালো হতে চান, তাহলে নিজেকে বিশ্লেষণ করুন এবং ভিতরে মহৎ গুণাবলী গড়ে তুলুন। একজন দয়ালু আত্মা শব্দের চেয়ে তার মালিক সম্পর্কে বেশি স্পষ্টভাবে কথা বলে, কারণ এটি একটি অনন্য কম্পন নির্গত করে যা অন্যরা বুঝতে এবং ভুল ছাড়াই বুঝতে পারে। আলোর কথা ভাবুন, এবং অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে যাবে। অধ্যয়ন করুন, প্রতিফলিত করুন এবং অন্যদের সাহায্য

[illegible] [illegible] [illegible] [

আমি আশ্রমে প্রবেশ করলাম এবং গর্বের সাথে আমার শিক্ষক সিরি ইউকতসুয়ারকে এক ঝুড়ি সবজি উপহার দিয়ে বললাম :

"এটা আপনার জন্য একটা উপহার , স্যার ! এই ছয়টি বড় ফুলকপি আমি নিজের হাতে লাগিয়েছি এবং তাদের বৃদ্ধির পর্যায় জুড়ে একজন মায়ের কোমলতার সাথে যত্ন নিয়েছি যেমন একজন শিশু তার শিশুকে যত্ন করে। "

শ্রী যুক্তিশ্বর কৃতজ্ঞতার হাসি দিয়ে উত্তর দিলেন , "ধন্যবাদ , দয়া করে এটা তোমার ঘরে রাখো ; আগামীকাল একটা বিশেষ ডিনারের জন্য আমার এটা লাগবে। "

আমি সবেমাত্র পুরী শহরে এসেছি গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে আমার শিক্ষকের উপকূলীয় আশ্রমে। এই দ্বিতল , আনন্দময় আশ্রমটি বঙ্গোপসাগরের দৃশ্য দেখায় এবং শিক্ষক তাঁর শিষ্যদের সহায়তায় এটি তৈরি করেছিলেন।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছিলাম , লবণাক্ত সমুদ্রের বাতাস আর আশ্রমের শান্ত মনোমুগ্ধকর মনোমুগ্ধকর পরিবেশে , শিক্ষকের সুরেলা কণ্ঠে আমাকে ডাকতে শুনলাম। তাই আমি ফুলকপিগুলোর দিকে তাকালাম , ভালোবাসা আর স্নেহে ভরা , তারপর সাবধানে সেগুলো আমার বিছানার নিচে সাজিয়ে রাখলাম।

শিক্ষক বললেন , "চলো সমুদ্র সৈকতে যাই " তিনি এগিয়ে গেলেন , আর আমি একদল তরুণ ছাত্রের সাথে তার পিছনে পিছনে গেলাম। শিক্ষক আমাদের দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন:

"দয়া করে দুই সারিতে হাঁটুন , আপনার পদক্ষেপগুলি একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখুন "

তারপর আমরা যখন তার কথা মেনে চললাম , তখন তিনি আমাদের পরীক্ষা করলেন এবং কিছু আবৃত্তি করতে শুরু করলেন যার অর্থ ছিল:

হে ছেলেরা , শক্তিশালী হও এবং সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হও !

[illegible] [illegible] [illegible] [

বেরিয়ে এল, মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার গর্ব স্পষ্ট দেখা গেল।

এই হাস্যকর দৃশ্য, যেখানে আমি শিকার হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলাম, আমাকে চোরকে তাড়া করতে বাধা দেয়নি, যার পিছনে আমি প্রচণ্ড গতিতে তাড়া করেছিলাম। আমি যখন মাঝপথে পৌঁছাতে না পেরেছিলাম, তখন শ্রী যুক্তিশ্বর আমাকে ডাকলেন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাসিতে কাঁপতে কাঁপতে, এবং আমাকে ফিরে আসতে বললেন আনন্দের মাঝে, তিনি ব্যাখ্যা করলেন:

"ওই বেচারা ফুলকপি খেতে খুব তৃষ্ণার্ত ছিল। তাই আমি ভেবেছিলাম তোমার ফুলকপির একটি যদি তুমি ঠিকমতো যত্ন নাওনি, তাহলে তার কোনও ক্ষতি হবে না!"

আমি ছুটে আমার ঘরে গেলাম এবং আবিষ্কার করলাম যে চোরটি একজন সবজিপ্রেমী, কারণ সে আমার সোনার আংটি, ঘড়ি, বা আমার টাকা স্পর্শ করেনি, যা কম্বলের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বরং, সে বিছানার নীচে লুকিয়ে রাখা ফুলকপির ঝুড়িতে ঢুকেছিল, তার হৃদয়ের ইচ্ছা পূরণ করে।

সেই সন্ধ্যায় আমি শ্রী যুক্তওয়ারকে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে বলেছিলাম, যা কিছু বিভ্রান্তিকর বৈশিষ্ট্য ছাড়া ছিল না। শিক্ষক ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, বললেন:

"তুমি বুঝতে পারবে যে একদিন বিজ্ঞান শীঘ্রই অনেক অজানা নিয়ম আবিষ্কার করবে।"

কয়েক বছর পর, যখন রেডিওর বিস্ময় হঠাৎ করেই বিশ্বজুড়ে বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটালো, তখন শিক্ষকের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে গেল। স্থান এবং সময় সম্পর্কে পুরানো ধারণা চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, এখন এমন কোনও ঘর নেই, যত ছোটই হোক না কেন, যেখানে বিশ্বব্যাপী রেডিও (এবং স্যাটেলাইট) চ্যানেলের অগণিত সংখ্যা পৌঁছেনি। এমনকি সবচেয়ে স্থূল মনও উন্মুক্ত হয়েছে এবং মানবতার অন্যতম সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্যের অকাট্য প্রমাণের সামনে প্রসারিত হয়েছে: অস্তিত্বের সামগ্রিকতা।

[illegible]

সমস্ত চিন্তাভাবনা চিরকাল মহাবিশ্বে ভেসে থাকে। গভীর একাগ্রতার মাধ্যমে, একজন আলোকিত শিক্ষক জীবিত বা মৃত যেকোনো ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ধারণ করতে এবং পড়তে পারেন। চিন্তাগুলি একটি সার্বজনীন, ব্যক্তিগত নয়, উৎপত্তি। সত্য তৈরি করা যায় না কিন্তু আবিষ্কার করা যায়। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ মিথ্যা চিন্তাভাবনাগুলি অপর্যাপ্ত বিচক্ষণতার ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত হয়। যোগের লক্ষ্য হল মনকে শান্ত করা যাতে এটি বিকৃতি বা বিভ্রান্তি ছাড়াই অভ্যন্তরীণ কণ্ঠস্বরের অভ্রান্ত নির্দেশনা শুনতে পারে।

রেডিও এবং টেলিভিশন দূরবর্তী অন্যান্য মানুষের কণ্ঠস্বর এবং চিত্র একই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। এটি ছিল প্রথম বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত যে মানবতা একটি সর্বজনীন আত্মা। যদিও অন্ধ আত্মনিষ্ঠা মানবতার সারাংশকে আধিপত্য বিস্তার এবং দখল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে, এটি মহাকাশের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে আবদ্ধ একটি দেহ নয়, বরং সর্বজনীন অস্তিত্বের একটি আত্মা।

এই প্রসঙ্গে, ফিজিওলজিতে নোবেল বিজয়ী চার্লস রবার্ট রিচেট নিম্নলিখিতটি লিখেছেন:

"এটা সত্যিই অদ্ভুত এবং অসাধারণ যে অসম্ভব প্রাকৃতিক ঘটনা এখনও ঘটে যখন এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চেয়ে তারা আমাদের আর অবাক করবে না। আমরা এখন যে ঘটনাগুলো সহজেই গ্রহণ করি সেগুলো আমাদের অবাক করে দেয় বলে মনে করা হয় কারণ এগুলো বোধগম্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এটা এমন নয় যদি এগুলো আর আমাদের অবাক না করে, তবে তা এই কারণে নয় যে আমরা সেগুলো বুঝতে পারি, বরং কারণ এগুলো পরিচিত হয়ে উঠেছে। যদি আমরা অবোধ্য সবকিছু দেখে অবাক হই, তাহলে আমাদের সবকিছু দেখে অবাক হওয়া উচিত: বাতাসে নিক্ষিপ্ত একটি পাথর, একটি শস্য গাছ যা একটি বড় ওক গাছে পরিণত হয়, উত্তপ্ত হলে পারদ প্রসারিত হয় এবং চুম্বক দ্বারা লোহা আকৃষ্ট হয়।"

"আজকের বিজ্ঞান আর জটিল নয়। আমাদের বংশধররা যে আশ্চর্যজনক এবং অপ্রত্যাশিত তথ্যগুলি আবিষ্কার করবে তা এখন আমাদের কাছাকাছি এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, বলতে

গেলে, যদিও আমরা সেগুলি দেখতে পাই না। কিন্তু এটা বলা যথেষ্ট নয় যে আমরা সেগুলি দেখতে পাই না: আমরা সেগুলি দেখতে চাই না, কারণ যখনই কোনও অপ্রত্যাশিত এবং অপরিচিত তথ্য প্রকাশিত হয়, আমরা তা গৃহীত জ্ঞানের সাধারণ কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করার চেষ্টা করি, এবং এর পরে কেউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সাহস করলে আমরা রেগে যাই!"

সূত্র: যোগীর ডায়েরি: আত্মজীবনী

আমি তোমাকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছি।

আমি একটা ফুলের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলাম, আর সাথে সাথেই তোমাকে দেখতে পেলাম, হে ঐশ্বরিক আত্মা, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে। এটি তোমার উপস্থিতির সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছিল, এর পাপড়িগুলো তোমার গোলাপী নিষ্পাপতায় রঞ্জিত ছিল, এবং এর হৃদয় তোমার জ্ঞানের সোনায় উজ্জ্বল ছিল।

আর আমি দেখেছি তোমার সর্বব্যাপী শক্তি তার সরু কাণ্ড এবং তার সবুজ পাতাগুলিকে সমর্থন করছে। জীবন এবং অনন্তকালের রহস্যের কথা বলতে গেলে, আমি তাদের পরাগরেণুর ধুলোয় ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছি, আর তোমার অসীম স্পর্শ মৌমাছিকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তার স্তনকে স্ফীত করেছিল, তাই এটি তোমার মিষ্টি চুমুক দিতে শুরু করেছিল।

তোমার সৃষ্টির বিস্ময় সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দাও এবং রাস্তার ধারে জন্মানো ক্ষুদ্রতম আগাছার মধ্যেও লুকিয়ে থাকা তোমার অসীম রহস্যগুলো আমাকে প্রকাশ করো।

অনন্তকাল থেকে ফিসফিসানি

নিজের স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্যগুলি কাটিয়ে ওঠা

মেজাজকে সংজ্ঞায়িত করা সহজ নয়, কিন্তু আমরা জানি এটি কী। যখন আপনি উত্তেজনা এবং রাগের অবস্থায় থাকেন, তখন আপনার আচরণ স্বাভাবিক থাকে না এবং আপনি সেই ব্যক্তি নন যা আপনার হওয়া উচিত। ফলস্বরূপ, আপনি বিরক্ত এবং আত্মগোপনে বোধ করেন। একজন ব্যক্তির জন্য তাদের কর্ম এবং

প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে অসুখী করার চেয়ে বোকামি আর কী হতে পারে?

কেউই দুঃখ পছন্দ করে না, পরের বার যখন সে বিষণ্ন মেজাজে থাকবে, তখন কি নিজেকে বিশ্লেষণ করা উচিত নয়? যদি তারা তা করে, তাহলে তারা দেখতে পাবে যে তারা স্বেচ্ছায় নিজেকে বিষণ্ন করছে। যখন তারা এমন বিষণ্ন অবস্থায় থাকে, তখন তাদের আশেপাশের অন্যরা তাদের কষ্ট বুঝতে পারে এবং তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলে।

মানুষ যেখানেই যায় না কেন, সে কথা না বলেই অনেক কথা বলে, কারণ তার সামগ্রিক মেজাজ তার চোখে প্রতিফলিত হয়, এবং যে কেউ তার দিকে তাকায় সে তার থেকে উদ্ভূত নেতিবাচকতা অনুভব করে। তার চোখে প্রতিফলিত অন্ধকার, বিদ্বেষপূর্ণ আবেগ দেখে অন্যরা বিতাড়িত হয়, সেই অস্থির কম্পন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পছন্দ করে। রাগকে প্রথমে মনের আয়না থেকে বের করে দিতে হবে, তারপর চোখের প্রতিফলন মুছে ফেলা যাবে।

এই পৃথিবীতে মানুষ কাঁচের ঘরে বাস করে, অন্যদের সামনে উন্মুক্ত, ভান করতে বা ভান করতে অক্ষম। অতএব, তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে। কেন এমনভাবে আচরণ করা উচিত নয় যা তাকে শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা এনে দেয়? কেন তার চোখে আভিজাত্য এবং তার মুখের আনন্দ দেখতে পাবেন না? একজন ব্যক্তির সমস্ত ভালো গুণাবলী লুকিয়ে থাকে, বিষণ্নতা এবং দুঃখের স্তরের নীচে।

অন্যরা কেবল তার আচরণই লক্ষ্য করে না, বরং সে তাদের আচরণও লক্ষ্য করে। কারণ সে তার চারপাশের লোকদের ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করার ফলে নিজেকে অন্যদের সাথে তুলনা করে, সে মানসিক অসুখের শিকার হয়। অথবা এই পৃথিবীতে সে যে চলমান সমস্যার মুখোমুখি হয় তাতে সে দুঃখিত এবং অস্থির হয়ে উঠতে পারে। মেজাজ প্রায়শই পরিবেশগত প্রভাবের ফলে হয়। আমাদের প্রত্যেকেই আমাদের চারপাশের জগৎ দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত হয়। কিন্তু বাহ্যিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের নিজেদেরকে বিষণ্নতার শিকার হতে দেওয়া উচিত নয়। এবং কেন আমাদের চারপাশের ঝামেলাপূর্ণ প্রভাবের বোঝা বহন করা উচিত?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], "[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সমস্ত অবতারের অভিজ্ঞতা, সেইসাথে আমাদের অমর আধ্যাত্মিক প্রকৃতি স্মরণ করতে পারি - আমরা অমরত্ব অর্জন করি।

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য সঠিক ভঙ্গি এবং উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়াম উপকারী। এই যুগে, যেখানে জীবনের বিভিন্ন কাজ এবং দিকগুলিতে কায়িক শ্রমের স্থান মেশিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, মানুষ বসে থাকা অবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং নিয়মিত ব্যায়ামের তীব্র প্রয়োজন। তাই, বাড়ি এবং ভবনগুলিতে ব্যবহারের জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্যায়ামের উপায় তৈরি করা হয়েছে।

ব্যায়াম করার সময়, সর্বাধিক উপকারিতা অর্জনের জন্য আপনার মনকে প্রাণশক্তির উপর কেন্দ্রীভূত করা অপরিহার্য। কেবল আপনার পেশীগুলিকে প্রসারিত এবং টান দেওয়া যথেষ্ট নয়; আপনাকে সেই জীবনীশক্তিকে জাগ্রত এবং পরিচালনা করতে হবে যা আপনার শরীরকে শক্তি এবং প্রাণশক্তি প্রদান করে।

মস্তিষ্কের জন্য উপকারী কিছু খাবার আছে, পেশী ও স্নায়ুর জন্য উপকারী কিছু খাবার আছে, এবং শারীরিক বিকাশ এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও কিছু খাবার আছে। স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর জন্য, এমন খাবার খাওয়া উচিত যা মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপ, ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা লেবু বা কমলার রসের সাথে গুঁড়ো আখরোট এবং বাদাম মিশিয়ে খেলে স্মৃতিশক্তি উন্নত হয়।

যোগীরা আরও বলেন যে দুধ এবং পনির মস্তিষ্ক বৃদ্ধিকারী খাবার। তারা পরামর্শ দেন যে ক্লান্তি এবং উদ্বেগের সময়, এক গ্লাস জলে এক বা দুটি লেবুর রস মিশিয়ে পান করা উচিত, ঠান্ডা জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নেওয়া উচিত এবং এটি তাদের মন্দিরে, ভ্রুর মাঝখানে, নাকের ছিদ্রে এবং কানে ঢেলে দেওয়া উচিত। ফলস্বরূপ, স্নায়ু শিথিল হয়, মন শান্ত হয় এবং স্মৃতিশক্তি জাগ্রত হয়।

অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এর ফলে মস্তিষ্কের পৃষ্ঠের রক্তনালীতে চর্বি জমা হতে পারে এবং জমাট বাঁধতে পারে।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকরা বলেন যে শুয়োরের মাংস এবং গরুর মাংস মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই দুই ধরণের মাংসে উচ্চ মাত্রার ইউরিক অ্যাসিড থাকে। তাছাড়া, শুয়োরের মাংস এবং গরুর মাংস উভয়েরই স্মৃতিশক্তি দুর্বল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমরা নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়ে এই পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করতে পারি :

যদি কোনও শহরের প্রধান টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি শহরের বিভিন্ন অংশের সাথে তারযুক্ত থাকে , তাহলে সেই অংশের কলকারীরা এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ নির্বিশেষে , তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এক্সচেঞ্জের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। যাইহোক , যদি প্রধান টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চায় , তবে এটি প্রধান বৈদ্যুতিক সুইচটি বন্ধ করে দিতে পারে , যার ফলে শহরের বিভিন্ন অংশে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

একইভাবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আমাদের দেহের মধ্যবর্তী অঞ্চলে , অর্থাৎ মেরুদণ্ড এবং মস্তিষ্কে বিতরণ করা গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহকে টেনে আনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া প্রদান করে। পদ্ধতিটি মেরুদণ্ড এবং মস্তিষ্ককে চুম্বকীয় করে কাজ করে , যার মধ্যে সাতটি প্রধান শক্তি কেন্দ্র রয়েছে। ফলস্বরূপ , সারা শরীরে বিতরণ করা জীবনীশক্তি টেনে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করা হয়। মস্তিষ্কে পৌঁছানোর পর , আমরা এটিকে আলোর মতো অনুভব করি এবং অনুভব করি। এই অবস্থায় , আধ্যাত্মিক আত্মা শারীরিক এবং মানসিক বিক্ষেপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

আধ্যাত্মিক সত্ত্বা দুটি শ্রেণীর "মানুষ " থেকে আগত টেলিফোন রিপোর্ট দ্বারা বিচলিত হয় - তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে - একটি উচ্চ শ্রেণী (চিন্তা) এবং একটি নিম্ন শ্রেণী (শারীরিক সংবেদন)। এই দুটি শ্রেণীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য , তাকে বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করে (অর্থাৎ , ধ্যান অনুশীলন করে) টেলিফোনের তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎকে কেন্দ্রীয় ব্যাটারিতে টেনে আনতে হবে যাতে সে শান্তি এবং স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে।

মনোযোগ হলো শক্তির প্রাথমিক পরিচালক এবং পরিবেশক , যা মস্তিষ্ক থেকে সংবেদনশীল এবং মোটর স্নায়ুতে

গুরুত্বপূর্ণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণের জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ , যখন আমরা একটি বিরক্তিকর মাছি তাড়িয়ে দিই , তখন আমরা মনোযোগের শক্তি ব্যবহার করে মোটর স্নায়ুতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণ করি , যার ফলে হাতের কাঙ্ক্ষিত নড়াচড়া হয়। মনোযোগের শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আমি এটি উল্লেখ করছি , যার মাধ্যমে শরীরের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং উপরোক্ত কেন্দ্রগুলিতে পরিচালিত করা যায়।

এখানে আমি জৈব-বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের পরে যে অবস্থাগুলি দেখা দেয় তা বর্ণনা করতে চাই। প্রাথমিকভাবে , মেরুদণ্ডের চুম্বকীকরণের কারণে ব্যক্তি একটি খুব আকর্ষণীয় সংবেদন অনুভব করে। যাইহোক , ক্রমাগত এবং দীর্ঘায়িত অনুশীলন সচেতন আনন্দের একটি অবস্থা নিয়ে আসবে যা শারীরিক চেতনার উত্তেজনাকে অস্বীকার করবে।

আমরা এই আনন্দময় অবস্থাকে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং সর্বজনীন প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বর্ণনা করেছি , কারণ এতে আমরা ঈশ্বর বা আনন্দ সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা বা অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং আমাদের চেতনার প্রসার অনুভব করি। আমরা যত বেশি এই অবস্থা অনুভব করি , ততই আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (আমাদের ক্ষুদ্র আত্ম বা অহংকার) হ্রাস পায় এবং বিলীন হয়ে যায় , এবং তত দ্রুত আমরা মহাজাগতিক চেতনার নিকটবর্তী হই এবং ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ এবং সরাসরি সংযুক্ত হই।

ধর্ম , প্রকৃতপক্ষে , আমাদের মহাজাগতিক চেতনার মধ্যে আমাদের ব্যক্তি সত্তার বিনাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব , এই আনন্দময় অবস্থায় , আমরা বিশ্বাসের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি , ইন্দ্রিয়ের দমবন্ধকারী পরিবেশ এবং চিন্তার অস্থিরতাকে পিছনে ফেলে , এবং ঐশ্বরিক আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করি।

এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা মহাজাগতিক সত্য উপলব্ধি করি, এবং যখন এই আশীর্বাদপূর্ণ অবস্থা বাস্তবে পরিণত হয় - অবিরাম অনুশীলনের মাধ্যমে - আমরা নিজেদেরকে আমাদের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তাহলে সে নিরাপদ , কারণ তুমিই আরোগ্যের উৎস।

এর সারমর্ম হল আত্মা , এবং তুমিই বিশাল মহাবিশ্বের আত্মা।

এবং এটি চিরন্তন কারণ আপনিই অস্তিত্বের উৎস।

কারণ তুমিই অনন্তকালের অর্থ

আমি নতুন , শক্তিশালী এবং উদ্যমী বোধ করছি

তোমার কার্যকলাপ প্রাণে পরিপূর্ণ।

আর আমার শরীর এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে

আত্মার আরোগ্য শক্তি

আমাকে আলো হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঈশ্বরের বিশুদ্ধ সত্তা থেকে

আমি সবসময় সুস্থ বোধ করি।

কারণ এটা আমার ভেতরেই আছে।

তার শক্তি সেখানেই

শরীরের প্রতিটি অংশে

পেট শক্তিশালী কারণ এতে তাঁর আলো রয়েছে।

সকল রোগের আরোগ্যদাতা !

আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে সমস্ত রোগ , তাদের বিভিন্ন রূপে , এর কারণ হল

স্বাস্থ্যবিধি অবহেলার বিষয়ে আমি স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে রোগ নির্মূল করব

সঠিক ব্যায়াম , সুচিন্তিত চিন্তাভাবনা এবং ভালো উদ্দেশ্য

হে প্রভু , তোমার আলো আমার শরীরের প্রতিটি অণুতে বিদ্যমান।

আমার প্রতিটি কোষে

প্রতিটি রক্তকণিকায় ,

আর আমার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু

আমার মস্তিষ্ক এবং টিস্যুতে

অতএব, আমি সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থতায় আছি।

কারণ তুমি আমার মধ্যে বাস করো , আর তুমিই নিরাময় শক্তি।

আমার শারীরিক অসুস্থতার অন্ধকার কোণগুলিতে ঈশ্বরের আলো এবং সুস্থতা ছড়িয়ে আছে।

তার আরোগ্যের আলো আমার শরীরের প্রতিটি কোষে জ্বলজ্বল করে

তাই এটি শব্দ কারণ এতে তাঁর আলো রয়েছে

একইভাবে, তাঁর পরিপূর্ণতা

চিন্তার শক্তির উপর বিশেষ জোর

আমি মনে করি এবং আমি জানি যে আমার কার্যকলাপ শুরু হচ্ছে

মস্তিষ্ক থেকে শরীরে

আলোর ঝাপটা ছুটে আসে

আমার টিস্যুর শিকড় থেকে

আর এটা আমার মস্তিষ্ক থেকে প্রবাহিত হয়

কোষ এবং স্নায়ুর কাছে

এবং অনুচ্ছেদগুলিতে তিনি শুরু করেন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আনন্দ করো, কারণ তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর খুব কাছাকাছি।

একটি সফল মানচিত্র তৈরি করতে হলে , আপনাকে প্রথমে আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে সাফল্য আপনার কাছে কী বোঝায় ? সাফল্য থেকে আপনি কী চান ? যদি আপনার উত্তর হয় খ্যাতি , সম্পদ , অথবা স্বার্থপর বস্তুগত আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা , তাহলে আপনি ভয়াবহ হতাশা এবং চরম ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সবচেয়ে অসফল মানুষ হলো তারা যাদের নাম সবার মুখে মুখে , যাদের কাছে যা খুশি কিনতে এবং যা কিছু আছে - বস্তুগত মান অনুযায়ী - তাদের আত্মা যা চায় তা কিনতে পারার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তবুও তারা সুখের অধিকারী হতে পারে না ! তাহলে কেন একই অচল পথে চলতে হবে?

খ্যাতি এবং সৌভাগ্য প্রকৃত সাফল্যের ফল হতে পারে , কিন্তু এগুলি সাফল্যের সারাংশ নয় , এবং এগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীও নয়। প্রকৃতপক্ষে , সাফল্য অর্জনের জন্য এগুলি মোটেও প্রয়োজনীয় নয়।

তাহলে উদ্দেশ্য কী ? জীবন থেকে কী খোঁজা উচিত ? একটাই লক্ষ্য আছে যার জন্য চেষ্টা করা এবং অনুসরণ করা মূল্যবান : সুখ। এর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত থেকে জীবনের লুকানো ধন খুঁজে বের করা প্রয়োজন , যারা অনুসন্ধানে দক্ষ এবং জানেন যে সেই ধন কোথায় আছে।

আর জেনে রাখো, হে সুখের সন্ধানী , যদি তুমি তোমার মনোযোগ তোমার দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখো

আর যদি তুমি তোমার সদয় কথা , উপকারী কাজ এবং ভালো চিন্তাভাবনা দিয়ে তোমার দিনটিকে সমৃদ্ধ করো ,

তোমার দিনটি হবে তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তোমার সুবর্ণ সুযোগ।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দ্রুত হাসুন, ভ্রুকুটি করতে ধীর হোন, সাহায্য করতে আগ্রহী হোন, অপেক্ষা করতে এবং পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক হোন এবং সুযোগের প্রতি সতর্ক থাকুন।

দিনের শেষে হিসাবটি পরীক্ষা করুন।

তুমি যে অগ্রগতি করেছো তার জন্য নিজেকে অভিনন্দন জানাও। রাতারাতি পরিস্থিতি বদলাবে না, তাই আগামীকাল আরও ভালো করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ভুলের মুখোমুখি হতে ভয় পেও না। ঘুমাতে যাওয়ার আগে, তোমার কাজ ঈশ্বরের উপর অর্পণ করো, জেনে রাখো যে তিনি তোমাকে একা ছেড়ে যাবেন না, বরং যতক্ষণ তুমি প্রচেষ্টা চালাবে এবং তাঁর সাহায্য ও নির্দেশনা চাইবে, ততক্ষণ সুযোগ প্রদান করবে এবং তোমার জন্য দরজা খুলে দেবে।

যখন তুমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ো এবং ঘুমিয়ে পড়ার আগে, নিজেকে নিশ্চিত করো যে ঈশ্বরের সাহায্যে আগামীকাল আজকের চেয়ে ভালো হবে।

আপনি যদি একজন সূক্ষ্ম পরিকল্পনাকারী এবং একজন দক্ষ নির্মাতা হন,

যদি আপনি আপনার মানচিত্রের বিশদ বিবরণ মেনে চলেন

ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব!

এগিয়ে যান এবং আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!

সূত্র: স্ব-জ্ঞান ম্যাগাজিন
গভীর কম্পন

অনুবাদঃ মাহমুদ আব্বাস মাসউদ

হে প্রভু, তুমিই সেই রহস্যময় স্বর্গীয় বিদ্যুৎ যা আমাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয় এবং আমাদের দেহের জটিল ও জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে, তাদের সমস্ত মাংস, হাড়, স্নায়ু এবং পেশীগুলিকে শক্তি দেয়।

তোমার প্রাণশক্তি আমাদের অন্তরে, আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে এবং আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]!

* * *

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]!

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]:

"[illegible]"

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

বন্ধ করো না কেন, সুখের সূর্য তোমার মনের বন্ধ কক্ষে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে।

প্রশান্তির জানালা খুলে দাও, আর তুমি তোমার ভেতরে হঠাৎ করেই সুখের এক উজ্জ্বল আলো দেখতে পাবে, কারণ তুমি যদি তোমার চিন্তাভাবনাকে ভেতরে ঘুরিয়ে দাও, তাহলে আনন্দময় আত্মার রশ্মি অনুভব করা যাবে।

***

আত্ম-সচেতনতা যখন অস্তিত্বের উচ্চ স্তর এবং দিগন্তে উঠতে শুরু করে, তখন ধ্যান মহাজাগতিক কুয়াশা দূর করে।

প্রতিটি উদ্ভাবক বস্তুগত চাহিদা দ্বারা চালিত হয়; প্রয়োজনীয়তাই আবিষ্কারের জননী একইভাবে, জ্ঞানীরা —প্রয়োজন থেকেই—আগ্রহী আধ্যাত্মিক সাধক হয়ে ওঠেন তারা আবিষ্কার করেছিলেন যে অভ্যন্তরীণ তৃপ্তি ছাড়া, কোনও পরিমাণ বাহ্যিক সৌভাগ্য স্থায়ী সুখ আনতে পারে না।

একটি মাত্র চাঁদ রাতের অন্ধকার দূর করে। একইভাবে, ঈশ্বরের আলো এবং জ্ঞান দ্বারা আলোকিত একটি আত্মা, ঐশ্বরিক প্রেমে নিহিত একটি আত্মা, যেখানেই যায় অন্যদের আত্মার অন্ধকার দূর করে, প্রেম, বোধগম্যতা এবং শান্তির আলো ছড়িয়ে দেয়।

***

বন্ধু পেতে হলে, আমাদের অবশ্যই অন্যদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করতে হবে যারা বন্ধুত্বের চৌম্বকীয় দরজা খুলে দেয় তারা একই রকম কম্পন [ঝোঁক এবং মেজাজ] সহ আত্মাদের আকর্ষণ করবে।

***

দ্বৈত প্রকৃতির সমস্ত পার্থিব পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার মধ্যেই সুখ নিহিত।

***

যখন হৃদয় কারো সাথে থাকে, তখন এটি সেই ব্যক্তির সমস্ত গুণাবলী তার দিকে টেনে নেয়। যে কেউ ভালো মানুষের কথা ভাবে, তাদের মঙ্গল তার কাছে স্থানান্তরিত হয়, এবং যে কেউ স্নেহের সাথে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার দিকে মনোনিবেশ করে, তার কাছে অনুপ্রেরণা আসে, এবং যে কেউ, এমনকি চিন্তাভাবনায়, জীবন্ত বিবেক, মহৎ নৈতিকতা এবং সম্মানজনক

উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত হয়, সে তাদের মহৎতা এবং নৈতিকতার অংশীদার হয়, কারণ মন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে [এবং পছন্দ করে]।

***

যখন ঈশ্বরের প্রতি অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসার বন্যা আকুল আত্মার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তখন সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য শব্দ অক্ষম হয়। এই ভালোবাসা আত্মার একটি গোপন রহস্য, ঈশ্বরের সাথে একটি গভীর সংযোগ, যেমন একটি পবিত্র অগ্নি যা আত্মার অন্ধকারকে গ্রাস করে, যা অন্বেষণকারীকে ঈশ্বরের আলো উপলব্ধি করতে এবং তাঁর নৈকট্য অনুভব করতে দেয়।

***

একটি ছোট পাত্র তার ভেতরে সমুদ্র ধারণ করতে পারে না। একইভাবে, বস্তুগত উপলব্ধির শারীরিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতার দ্বারা সীমাবদ্ধ মানব চেতনা, আকাঙ্ক্ষা যতই তীব্র হোক না কেন, মহাজাগতিক চেতনা ধারণ করতে পারে না। যাইহোক, গভীর এবং ধারাবাহিক ধ্যানের মাধ্যমে, মানব চেতনাকে উন্নত করা যেতে পারে এবং এর উপলব্ধি মহাজাগতিক চেতনা স্পর্শ করার বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে।

***

একবার, নিউ ইয়র্কের একজন লোক আমার কাছে এসেছিলেন [আমার একটি বক্তৃতা শেষ করার পরপরই] এবং জোর দিয়েছিলেন যে তিনি তার শারীরিক শরীর ছেড়ে তার জ্যোতির্বিদ্যায় ভ্রমণ করতে পারেন। আমি তাকে বলেছিলাম, "আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি কল্পনা করছেন যে আপনার সেই ক্ষমতা আছে" কিন্তু তিনি আমাকে পরীক্ষা করার জন্য জোর দিয়েছিলেন, তাই আমি রাজি হয়েছিলাম, বললাম, "খুব ভালো, তাহলে আপনার জ্যোতির্বিদ্যায় নীচে যান এবং আমাকে বলুন রেস্তোরাঁয় কী আছে"। তিনি এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, "ডান দিকের কোণে একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো আছে" আমি জানতাম তিনি এটি কল্পনা করছেন কারণ তার শ্বাস-প্রশ্বাস এবং নাড়ি স্বাভাবিক ছিল, তাই আমি বললাম, "বিপরীতভাবে, আমার মনে হয় আপনি যদি সেখানে যান, তাহলে আপনি দুটি মহিলাকে একটি টেবিলের চারপাশে বসে থাকতে দেখতে পাবেন।" তিনি আমার পরামর্শে উপহাস করেছিলেন, তাই আমি বললাম, "চলো এখন একসাথে

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]:

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]:

"[illegible]"

***

[illegible]

***

[illegible]:

[illegible]

***

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

আত্মাকে জাগ্রত করতে হবে।

দুর্বলতার ঘুম এবং হতাশার শৃঙ্খল থেকে

এবং এর উৎপত্তি জ্ঞান , আলো এবং শান্তির রাজ্যে

এটি করার বিভিন্ন উপায় আছে

তার মধ্যে রয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণ

সঠিক পুষ্টি

নীতির প্রতি সাহস এবং অবিচলতা

একটি স্থিতিশীল মানসিক অবস্থা

এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহসিকতা

এবং ইন্দ্রিয়গত বিক্ষেপ থেকে চেতনাকে মুক্ত করতে

ইতিবাচক দিকগুলিতে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মনোনিবেশ করা

জীবনের সংগ্রামে তিনি পরাজিত হতে অস্বীকৃতি জানান।

কারণ পরাজয় স্বীকার করলে সংকল্প দুর্বল হয়ে যায়।

সীমাহীন আধ্যাত্মিক শক্তি সক্রিয় করা

যা সৃষ্টিকর্তা মানবজাতিকে দান করেছেন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

কেউ কেউ ভাবতে পারেন
যতক্ষণ আমাদের পছন্দের স্বাধীনতা আছে "
?তাহলে ফলাফল কেন আমাদের প্রত্যাশার বিপরীত
:উত্তরটি নিম্নরূপ
মানুষ তার ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে।
তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন
তার চেতনায় বিদ্যমান
কিন্তু যদি সে তার ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য
কাজ করে
আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলনের মাধ্যমে
এবং তার ভেতরে ঐশ্বরিক আলোর কথা চিন্তা করা
তার ইচ্ছা মুক্ত।
এবং যখন তার ইচ্ছা মুক্ত হয়
সে তার নিজের ভাগ্যের মালিক হয়ে ওঠে
কিন্তু যদি সে জানতে পারে যে সে বেঁচে আছে
এমনভাবে যা তার বিবেক অনুমোদন করে না
সে মুক্ত হবে না এবং আরোহণ করতে পারবে না
উন্নতির সিঁড়িতে
আমাদের সময় কাটাতে হবে।
ঐ কাজগুলো করার জন্য
যা আমাদের সুখে অবদান রাখে
এবং এটি আমাদের উপকার এবং মঙ্গল বয়ে আনে
আমাদের অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না।
যতক্ষণ আমাদের সংকল্প অটল থাকবে
এগিয়ে যাওয়া
মানুষ নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে
একটি সরু কোষের ভেতরে
সীমিত দিগন্ত থেকে
ছোট ছোট ধারণা
মেজাজের পরিবর্তন
অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস
এজন্যই তাকে নিজেকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
আরও নমনীয়, উন্মুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য হতে
আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমাদের কাজ করতে
হবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করতে না চান তাহলে কেন তিনি আমাদের ইচ্ছাশক্তি দিলেন ? আমি একবার একজন অনমনীয় ব্যক্তির সাথে দেখা করেছিলাম যিনি বলেছিলেন যে তিনি ইচ্ছাশক্তি ব্যবহারে বিশ্বাস করেন না কারণ এটি আত্ম -গুরুত্বকে পুষ্ট করে। আমি উত্তর দিয়েছিলাম , "তুমি এখন তোমার ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করছো , এবং বেশ জোরপূর্বক , আমাকে প্রতিরোধ করার জন্য। তুমি এটি ব্যবহার করো কথা বলতে , দাঁড়াতে , হাঁটতে , খেতে , সিনেমা দেখতে যেতে এবং এমনকি ঘুমাতে। তুমি যা কিছু করো তা চাও। ইচ্ছাশক্তি ছাড়া , তুমি একজন রোবট হয়ে যাও। " একজন ব্যক্তির কর্তব্য হল তাদের ইচ্ছা , ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত , ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। অতএব, যখন সঠিক প্রার্থনা ধারাবাহিকভাবে করা হয় , তখন এটি নিজেই একটি ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়।

তুমি যা প্রার্থনা করো তা পাওয়ার সম্ভাবনায় তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যদি তুমি একটি বাড়ির মালিকানার জন্য প্রার্থনা করো , এবং একই সাথে তোমার মন বলে , "তুমি কিভাবে একটি বাড়ি কিনতে পারবে , বোকা?" এই ধরণের চিন্তাভাবনা দিয়ে তুমি তোমার ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে ফেলছো যখন তুমি "আমি পারব না " এই বাক্যাংশটি তোমার মন থেকে দূর করে দাও , তখন তুমি উচ্চতর শক্তি অর্জন করো। অবশ্যই , ঘর আকাশ থেকে পড়ে না , এবং একটি বাড়ি পেতে হলে তোমাকে ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং তোমার লক্ষ্য অর্জনের জন্য গঠনমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। যখন তুমি অধ্যবসায়ী থাকবে এবং ব্যর্থতা স্বীকার করতে অস্বীকার করবে , তখন তুমি যা আশা করো তা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। যখন তুমি ধারাবাহিকভাবে তোমার চিন্তাভাবনা এবং কর্মের মাধ্যমে সেই ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করবে , তখন তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং তুমি যা আকাঙ্ক্ষা করো এবং আকাঙ্ক্ষা করো তা তোমার কাছে আসবে। যখন তুমি দৃঢ় সংকল্প এবং অধ্যবসায়ের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও, তখন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল কোন না কোনভাবে দেখা যাবে , এমনকি যদি তুমি যা চাও তা আসলে এই পৃথিবীতে নাও থাকে। এই ধরনের ইচ্ছাশক্তিতে ঐশ্বরিক উত্তর থাকে , কারণ ভালো ইচ্ছা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। অধ্যবসায়ী ইচ্ছা একটি ঐশ্বরিক ইচ্ছা।

নেতিবাচক চিন্তার বীজ পুড়িয়ে ফেলুন

দুর্বল ইচ্ছাশক্তি দুর্বল মানুষের ইচ্ছাশক্তি, যখন পরীক্ষা এবং ব্যর্থতা তাকে বিদ্ধ করে এবং ছিন্নভিন্ন করে, তখন এটি অসীম সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সংযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তির পিছনে লুকিয়ে আছে ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তি, যা হতাশা বা পরাজয় জানে না এমনকি মৃত্যুও, তার সমস্ত শক্তিতে, ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তিকে ভাঙতে বা বাধা দিতে পারে না। ঈশ্বর অবশ্যই সেই প্রার্থনার উত্তর দেবেন, যা অটল দৃঢ়সংকল্প এবং অধ্যবসায়ের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়।

বেশিরভাগ মানুষই অলস এবং অলস, হয় শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে, অথবা উভয় ক্ষেত্রেই। তারা ধ্যান করতে চায় কিন্তু কেবল ঘুমের কথা ভাবে। তন্দ্রা তাদের গ্রাস করার সাথে সাথেই তারা গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়, এবং প্রার্থনার শেষ এখানেই! এই অবস্থায়, ইচ্ছাশক্তি চাপা পড়ে যায়। গড়পড়তা মানুষের মস্তিষ্ক "আমি পারব না" এর বীজে পূর্ণ থাকে। নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যাস সহ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে, তারা এগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়, নিশ্চিত হয়ে যায় যে তারা এটি করতে অক্ষম অথবা এই ক্ষতিকারক বীজগুলিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং চেতনা থেকে তাদের প্রভাব নির্মূল করতে হবে। আপনার যা কিছু ইচ্ছা তা অর্জন করার ক্ষমতা আপনার আছে। এই শক্তি আপনার ইচ্ছার একেবারে মূলে নিহিত।

যারা ইচ্ছাশক্তি গড়ে তুলতে চান তাদের ভালো সঙ্গ প্রয়োজন। যদি আপনি একজন মহান গণিতবিদ হতে চান এবং আপনার সহপাঠীরা গণিত অপছন্দ করেন, তাহলে আপনার উৎসাহ নিঃসন্দেহে কমে যাবে। কিন্তু যখন আপনি দক্ষ গণিতবিদদের সাথে মেলামেশা করবেন, তখন আপনার ইচ্ছাশক্তি শক্তিশালী হবে এবং আপনি বলতে সক্ষম হবেন, "অন্যরা যদি সফল হতে পারে, তাহলে আমিও পারব।"

শুধু ইচ্ছাশক্তি তৈরি করার জন্য বড় বড় কাজে তাড়াহুড়ো করো না। সফল হতে হলে, প্রথমে তোমাকে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে ছোট ছোট জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে যা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

পশ্চিম হল ব্যবহারিক, শিল্প এবং প্রয়োগিক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের দেশ। প্রাচ্য হল জ্ঞানার্জন এবং আধ্যাত্মিক সৃজনশীলতার দেশ। অতএব, উদ্যোগের চেতনা হল সৃজনশীলতার ক্ষমতা - এমন কিছু করার ক্ষমতা যা আগে কেউ করেনি, উদ্ভাবনী উপায়ে।

সৃজনশীলতার চেতনা হলো স্রষ্টার কাছ থেকে প্রাপ্ত সৃজনশীল ক্ষমতা।

এই পবিত্র উপহার দিয়ে মানুষ কী করেছে? কতজন সত্যিকার অর্থে তাদের সৃজনশীল সম্ভাবনা কাজে লাগানোর চেষ্টা করে? সপ্তাহ, মাস এবং বছর কেটে গেছে এবং চলতেই থাকে, এবং তারা অপরিবর্তিত থাকে, কেবল বয়স দ্বারা পরিবর্তিত হয়। সৃজনশীল ব্যক্তি মহাকাশের মধ্য দিয়ে ছুটে চলা একটি উজ্জ্বল উল্কার মতো জ্বলজ্বল করে, শূন্য থেকে কিছু তৈরি করে এবং উচ্চতর আত্মার সৃজনশীল শক্তির মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে।

স্রষ্টাদের তিনটি বিভাগ রয়েছে:

ব্যতিক্রমী, অসামান্য এবং অসাধারণ বিভাগ আছে; গড় বিভাগ আছে; এবং সাধারণ বিভাগ আছে এবং তারপরে শত শত এবং হাজার হাজার আছে যাদেরকে কিছুই বলা যায় না।

নিজেকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন: "আমি কি কখনও এমন কিছু করার চেষ্টা করেছি যা অন্য কেউ আগে কখনও করেনি?"

এটাই হলো উদ্যোগের চেতনাকে সক্রিয় করার এবং সুপ্ত সৃজনশীলতাকে মুক্ত করার সূচনা বিন্দু।

তাদের মতো হয়ো না যারা বিশ্বাস করে যে তারা সাধারণ এবং পরিচিতদের থেকে আলাদাভাবে কাজ করতে অক্ষম। তারা ঘুমের মধ্যে হাঁটার মতো। তাদের অবচেতন মন থেকে প্রাপ্ত পরামর্শগুলি তাদের বিশ্বাস করিয়েছে যে তারা সবাই একই ধরণের।

মানুষের অজ্ঞতা ও বিস্ময়ের অবস্থা থেকে নিজেকে জাগ্রত করার এবং নিজেকে নিশ্চিত করার সময় এসেছে যে তার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মানুষ তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। তাহলে, এই সৃজনশীল চেতনা কীভাবে জাগ্রত করা যেতে পারে?

যদি তুমি এখনও নিজের পথ তৈরি করার জন্য সৃজনশীল চিন্তাভাবনার দক্ষতা অর্জন না করে থাকো, তাহলে তুমি এমন কিছু উন্নত করার চেষ্টা করতে পারো যা অন্য কেউ আগে করেছে। অন্যদের উদ্ভাবনের উন্নতি করার প্রচেষ্টা হল সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি।

দ্বিতীয় বা মাঝারি ধরণের সৃজনশীল চেতনা তাদের মধ্যে মূর্ত থাকে যারা নতুন জিনিস রচনা বা উদ্ভাবন করে, কিন্তু কোনও উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব ছাড়াই

একজন সৃজনশীল চেতনার অসাধারণ গুণ হল এর অধিকারীকে বিশ্বের সামনে উজ্জ্বল আলোয় দাঁড় করাতে সাহায্য করে, যেমন সেই মহান ব্যক্তিত্বরা যারা বিশ্বের জন্য নতুন এবং উপকারী জিনিসগুলি নিয়ে এসেছিলেন, যা আগে কেউ করেনি। এই ব্যতিক্রমী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বদের একটি অদম্য সৃজনশীল চেতনা ছিল, তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি অটল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সমর্থিত। ঈশ্বর কি এই মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন, তাদের এত স্বতন্ত্র মহত্ত্ব দিয়েছিলেন? ঐশ্বরিক ইচ্ছা কি তাদের অন্য সকলের চেয়ে এত গৌরব অর্জনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন? অবশ্যই নয় তারা কেবল তাদের সৃজনশীল উপহারগুলি প্রতিটি মানুষের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মহত্ত্ব এবং গৌরব প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, কারণ তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি, সমস্ত সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের উৎস।

যারা আত্ম-গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করে তারা সত্যিকার অর্থে মহান নয়। গর্ব, অহংকার এবং আত্ম-গুরুত্বে ভরা, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনও সমর্থন পায় না। যারা দান করতে ভালোবাসে, যারা অন্যদের তাদের সম্ভাবনা প্রকাশ করতে, তাদের ক্ষমতা বিকাশ করতে এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে তারাই সত্যিকার অর্থে মহান।

যারা মহান হয়েছিলেন তাদের বেশিরভাগই অবচেতনভাবে পরিচালিত হয়েছিলেন: তাদের মধ্যে মহত্ত্বের এমন এক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

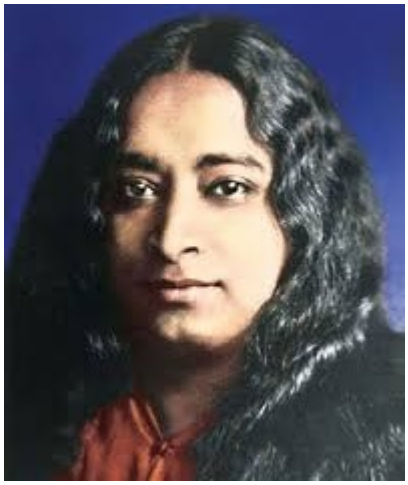

পরিবর্তন বা উন্নতি করছেন না। অনেক কারণ আমাদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, এবং আমাদের কর্তব্য হল জীবনকে বস্তুনিষ্ঠ, সমালোচনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মকভাবে দেখা এবং এই কারণগুলি চিহ্নিত করা এবং কীভাবে সেগুলিকে মোকাবেলা করতে হয় এবং কাটিয়ে উঠতে হয় তা শেখা। যে অন্যদের মানসিক ও বস্তুগত সহায়তা দেয় এবং যার হৃদয় দয়া ও করুণায় উপচে পড়ে, সে দেখতে পাবে যে সে যা দেয় তা তার কাছেই ফিরে আসে।

?কামনা বৃক্ষ কী অর্জন করা হয়েছে

অনেক দিন আগে, একজন ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসী একটি নির্দিষ্ট দেশে বাস করতেন এবং "উইশিং ট্রি" নামক একটি বিরল গাছের সন্ধানে পাহাড়ের মাঝখানে বহু বছর ভ্রমণ করেছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে, এই আশ্চর্যজনক গাছগুলি স্বর্গের জলপরী দ্বারা রোপণ করা হয়েছিল এবং কঠোর আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার কঠোর অনুশীলনের পুরষ্কার হিসাবে কেবল তপস্বীরাই এগুলি খুঁজে পান। বলা হয় যে এই গাছগুলির ডালের নীচে বসে থাকা যে কারও ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার ক্ষমতা রয়েছে।

এই সন্ন্যাসী মনে মনে অনুভব করলেন যে তার অক্লান্ত পরিশ্রম, স্বেচ্ছায় কষ্ট সহ্য করা এবং নিজের জন্য নির্ধারিত কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জন্য তিনি এই গাছটি খুঁজে পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপ এবং অনুশীলন সত্ত্বেও, এমন কিছু শিক্ষা ছিল যা তার এখনও শেখার বাকি ছিল। যদিও তিনি জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তিনি অন্যান্য, কম তাৎপর্যপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেছিলেন।

যখন আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি , তখন আমরা আরও বড় হই
যখন আমরা সকল মানুষ এবং জাতিকে ভালোবাসি , তখন আমরা
অনেক মহান হয়ে উঠি
আর যখন আমাদের চেতনা পরকালে ঈশ্বরের মধ্যে নিমজ্জিত
,হয়
অথবা এই পৃথিবীতে গভীর চিন্তার মাধ্যমে
আমরা যখন ভৌত দেহে থাকি , তখনও
আমরা বাস্তবতা সত্যিই বুঝতে পারি
সমুদ্র হলো ঢেউ
আর সমুদ্র থেকে তরঙ্গগুলো উঠে এসেছে
আমাদের সংরক্ষণাগার থেকে : চিঠিপত্র
প্রিয় বন্ধুরা , আমাদের আর্কাইভ লাইব্রেরিতে রয়েছে
পাঠকদের পাঠানো হাজার হাজার চিঠির উদ্ধৃতাংশের উপর
ভিত্তি করে
বিভিন্ন দেশ থেকে আসা তারা তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ
করেছেন
গুরু পরমহংস যোগানন্দের শিক্ষার মাধ্যমে
এখানে আমি সেই চিঠিগুলির একটি নমুনা অনুবাদ করেছি
কারণ এটি আপনার অনেক মন্তব্য এবং বার্তার সাথে মিলে
যায়।
এটি প্রমাণ করে যে মানুষের অভিজ্ঞতা এক
আর সেই খোলা হৃদয় এবং সুরেলা চিন্তাভাবনা
তারা যেখানেই থাকুক না কেন , একে অপরের সাথে দেখা করে।
ভালোবাসা , মঙ্গল এবং শান্তির সাথে
যদি আপনি এই বার্তাগুলির আরও কিছু চান
আমি আরও অফার করতে পেরে খুশি হব।
আন্তরিক ভালোবাসা এবং শুভকামনা সহ
মাহমুদ আব্বাস মাসুদ
এবার দয়া করে কিছু বার্তা পড়ুন।
এই শিক্ষাগুলি আমাকে নতুন করে অন্বেষণ করতে সাহায্য
করেছে
আমাদের সকলের হৃদয়ে যে অসীম শান্তি নিহিত আছে
এটি আমাকে ভবিষ্যতের প্রতি আরও গভীর আত্মবিশ্বাস
দিয়েছে।

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

বাধা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করতে
কাঁটা আর বাধা দিয়ে পথ ভরাট করা উচিত নয়
রাজাকে শিক্ষা দেওয়া ব্যবহারকারীর গল্প

অনেক দিন আগে, একজন রাজা তার প্রজাদের একজনকে
বলেছিলেন যে , যদি সে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর না
দেয় , তাহলে ফাঁসির মঞ্চ তার জন্য অপেক্ষা করছে।
" ?লোকটি উত্তর দিল , "প্রশ্নটা কী , মহারাজ
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন , "আমাকে বলো, ঐশ্বরিক চেতনা
" ?কোথায় অবস্থিত
লোকটি উত্তর আনার জন্য রাজার কাছে দুই সপ্তাহের সময়
চেয়েছিল , এবং রাজা তার অনুরোধ মঞ্জুর করেছিলেন।
এরপর তিনি হতাশ হয়ে তার কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসেন এবং
তার নিয়োগকর্তাকে বলেন যে যদি তিনি দুই সপ্তাহের মধ্যে
রাজার প্রশ্নের উত্তর না দেন , তাহলে তাকে তার জীবন দিয়ে
এর মূল্য দিতে হবে।
ব্যবহারকারী , যিনি তার সাহসিকতা এবং বুদ্ধিমত্তার
জন্য পরিচিত ছিলেন , তাকে বললেন
তোমার পক্ষ থেকে আমাকে যেতে দাও , আমি নিজেই প্রশ্নের "
" উত্তর দেব
ব্যবহারকারী রাজার কাছে গিয়ে বললেন
প্রথমত , আমাকে তোমার সিংহাসনে বসতে দাও , কারণ যখন আমি "
তোমাকে এমন কিছু বলছি যা তুমি জানো না , তখন আমি তোমার প্রভু
"।
রাজা তার সিংহাসন ব্যবহারকারীর সামনে উপস্থাপন করলেন
এবং বললেন
" ?আমাকে বলো, ঐশ্বরিক চেতনা কোথায় অবস্থিত "
সিংহাসনে বসে থাকা ব্যবহারকারী উত্তর দিলেন : "আমার
" জন্য একটি গরু আনুন
গরুটিকে আনা হল , এবং ব্যবহারকারী জিজ্ঞাসা করলেন , "দুধ
" ?কোথায়
" রাজা উত্তর দিলেন : "থলিতে
ব্যবহারকারী উত্তর দিলেন : "বিষয়টি তা নয় , দুধ কেবল
থলিতেই নয় , গরুর শরীরের সমস্ত অংশে থাকে , কারণ দুধই গরুর
" সারাংশ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করেছে," তখন তুমি তার অনুভূতি অনুভব করো, তার প্রতি তোমার ঘৃণা জাগে, এবং তার মিথ্যা তোষামোদে তুমি বিরক্ত হও।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি জানতে চাই যে মানুষের সাথে আমার অবস্থান কোথায়? আমি মিথ্যা ভান করার চেয়ে সততা পছন্দ করি, তা যতই আঘাতমূলক হোক বা কঠোর হোক। কেউ চায় না যে গোলাপী হাসির তোড়ার নিচ থেকে অথবা মধুর, তোষামোদপূর্ণ কথার আড়াল থেকে ভণ্ডামির সাপ তাদের দিকে তাক করা হোক।

এত কিছুর পরেও, মানসিকভাবে অসুস্থ মদ্যপ ব্যক্তির পক্ষে অন্যদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা ভালো, এমনকি যদি তা কেবল লোক দেখানোর জন্যও হয়, বরং তার অশুভ চরিত্রের বিষ দিয়ে তাদের সংক্রামিত করার চেয়ে।

প্রতিদিনের আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুশীলন, এমনকি ছোটখাটো বিষয়েও, মানসিকভাবে অসুস্থ মদ্যপ ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে তার খারাপ অভ্যাসের প্রতি নিন্দনীয় প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

একাগ্রতার শক্তি

একজন সাধককে গ্রহণশীল হতে হলে, তাকে অবশ্যই চুপচাপ বসে থাকতে হবে এবং একাগ্রতার যোগ্য আকাঙ্ক্ষার উপর তাদের চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত করতে হবে যতক্ষণ না তার মন এবং চিন্তাভাবনা সেই ধারণা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়। যখন মানুষের ইচ্ছাশক্তি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান ঐশ্বরিক ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন এটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সফলভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কেউ কেবল বসে সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। যখন আপনি আপনার পথ নির্ধারণ করেন এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন, তখন আপনাকে আপনার ইচ্ছাশক্তিকে সক্রিয় করতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, এবং আপনি দেখতে পাবেন যে সাফল্যের সমস্ত উপাদান আপনার কাছে আসবে যেখানে আপনি এটি আশা করেন না। ঐশ্বরিক স্রোতে ভরপুর আপনার ইচ্ছাশক্তি আপনার প্রার্থনার উত্তর। যখন আপনি সেই ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করেন, তখন আপনি সেই জানালা খুলে দেন যার মাধ্যমে আপনি আপনার প্রার্থনার উত্তর পান। এটি আমার

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

ক্রমাগত দেখতে পাচ্ছি যে আমার সর্বোচ্চ ইচ্ছাগুলি ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়ে গেছে।

আমাদের সবচেয়ে বড় চাহিদা হল ঈশ্বরের প্রতি

কপালে, ভ্রুর মাঝখানে, স্বর্গের প্রবেশদ্বার অবস্থিত এই মস্তিষ্ক কেন্দ্র হল ইচ্ছার আসন যখন আপনি আপনার মনকে এই কেন্দ্রের উপর কেন্দ্রীভূত করেন এবং শান্তভাবে কাজ করেন, তখন আপনার যা ইচ্ছা তা পূর্ণ হবে। অতএব, আপনার ইচ্ছাকে কখনই খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্য ব্যক্তির ক্ষতি করার ইচ্ছা করা, বা সেই ব্যক্তির ক্ষতি করার ইচ্ছা করা, ঈশ্বর আপনাকে যে শক্তি দিয়েছেন তার একটি ভয়াবহ অপব্যবহার। যদি আপনি দেখেন যে আপনার ইচ্ছা আপনাকে বিপথগামী করছে, তাহলে আপনাকে অবিলম্বে থামতে হবে। কারণ সেই দিকে এগিয়ে যাওয়া কেবল পবিত্র শক্তির অপচয়ই নয়, বরং এটি আপনাকে সেই শক্তি হারাতেও বাধ্য করবে এবং আপনি আর এটিকে ভালো উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করতে পারবেন না।

প্রথমত, প্রার্থনা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত এবং বৈধ হতে হবে। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে আমাদের ঈশ্বরের কাছে এমন জিনিস চাওয়া উচিত নয় যা অসম্ভব বা অযৌক্তিক। আমাদের কেবল আমাদের অপরিহার্য চাহিদাগুলিই চাওয়া উচিত। "প্রয়োজনীয় চাহিদা" এবং "অপ্রয়োজনীয় চাহিদা" এর মধ্যেও একটি পার্থক্য করা উচিত। "অপ্রয়োজনীয় চাহিদা" থেকে নিজেকে নিরাময় করার সর্বোত্তম উপায় হল যুক্তি এবং যুক্তির আলোকে সেই চাহিদাগুলি পরীক্ষা করা এবং যাচাই করা। বিশাল ভবনের স্বপ্ন দেখা আমার শখগুলির মধ্যে একটি ছিল, কিন্তু সেই ইচ্ছা এখন ম্লান হয়ে গেছে। আমি ইতিমধ্যেই এমন অনেক কাঠামোর মালিক, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ঝামেলা রয়েছে তার সাথে মালিকানা একটি ভারী দায়িত্ব। জীবাণুমুক্ত জিনিসপত্র রাখার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে এবং কেবলমাত্র প্রকৃত চাহিদার উপর মনোনিবেশ করতে হবে।

মানুষের সবচেয়ে বড় চাহিদা হল ঈশ্বরের প্রতি। যখন সে তাঁকে জানতে পারবে, তখন তিনি কেবল তার "প্রয়োজনীয়

চাহিদা"ই পূরণ করবেন না, বরং তার "অপ্রয়োজনীয় চাহিদা"ও পূরণ করবেন! তিনি তার হৃদয়ের প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করবেন, ঠিক যেমন তিনি তার সবচেয়ে প্রিয় আশা এবং স্বপ্ন পূরণ করবেন।

ভারতে ছেলেবেলায় আমার একটা ঘোড়ার বাচ্চা রাখার তীব্র ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার মা আমাকে অনুমতি দেননি। বহু বছর পর, যখন আমি রাঁচিতে আমার ছেলেদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করি, তখন আমি আমাদের জন্য একটি ঘোড়া নিয়ে আসি। একদিন সকালে, আমি দেখতে পেলাম যে সে একটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে, ঠিক যেমনটি আমি আমার শৈশবে চেয়েছিলাম! আমার জীবনেও এমন অনেক পরীক্ষা এসেছে। অনেক দিন আগে, কাশ্মীর ভ্রমণের সময়, আমি এই ভবনটি (আত্ম-জ্ঞানের সদর দপ্তর) এক দর্শনে দেখেছিলাম। বহু বছর পর, আমি এই জায়গাটি দেখেছিলাম এবং তাৎক্ষণিকভাবে এটিকে সেই একই ভবন হিসেবে চিনতে পেরেছিলাম যা আমি দর্শনে দেখেছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম যে ঈশ্বর এটি আমার জন্যই চেয়েছিলেন।

যখন তুমি গভীরভাবে এবং অবিচলভাবে প্রার্থনা করবে, তখন তুমি এক বিরাট আনন্দ অনুভব করবে যা তোমার হৃদয় এবং সত্তাকে পূর্ণ করবে

যতক্ষণ না তুমি সেই আনন্দ অনুভব করছো, ততক্ষণ সন্তুষ্ট বা নিশ্চিত হও না, কারণ যখন তুমি তোমার হৃদয়ে সেই অপ্রতিরোধ্য আনন্দ অনুভব করবে, তখন তুমি জানবে যে তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছেছে এবং তুমি তাঁর মনে আছো এবং তোমার প্রভু তোমাকে দেবেন এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে।

ঈশ্বর তোমাকে সাফল্য দান করুন, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি

আধ্যাত্মিক সত্ত্বার সাথে দেহ ও মনের সংযোগই আমাদের
সকল যন্ত্রণা , সীমাবদ্ধতা , সীমাবদ্ধতা , ত্রুটি এবং অভাবের
মূল কারণ। এই সংযোগের কারণে , আমরা ব্যথা এবং আনন্দের মতোই
উত্তেজনা অনুভব করি , এতটাই যে আমরা ঐশ্বরিক আনন্দ বা চেতনা
অনুভব করতে পারি না। ধর্ম , তার মূলে , ক্রমাগত ব্যথা এড়ানো
এবং বিশুদ্ধ আনন্দ বা ঈশ্বর অর্জনের সাথে জড়িত।

যেমন সূর্যের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি উত্তাল জলের পৃষ্ঠে
স্পষ্টভাবে দেখা যায় না , তেমনি দেহ ও মনের ওঠানামা এবং
পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে আত্মার মিলন থেকে উদ্ভূত
অস্থিরতা এবং উদ্বেগের তরঙ্গ দ্বারা আধ্যাত্মিক আত্মার
(সমগ্র আত্মার প্রতিচ্ছবি) প্রকৃত , আনন্দময় প্রকৃতি বোঝা
বা আঁকড়ে ধরা যায় না। এবং যেমন অস্থির জল সূর্যের প্রকৃত
প্রতিচ্ছবিকে বিকৃত করে , তেমনি একটি অস্থির মনও এই পরিচয়
বা সংযুক্তির মাধ্যমে অন্তরাত্মার চিরন্তন আনন্দময়
প্রকৃতিকে বিকৃত করে।

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল সকলের জন্য সবচেয়ে সহজ ,
সঠিক এবং কার্যকর উপায়গুলি অন্বেষণ করা যা সকলেই অনুশীলন
করতে পারে , যা চিরন্তন আনন্দময় আধ্যাত্মিক সত্ত্বাকে মন
এবং শরীরের সাথে তার বেদনাদায়ক সংযুক্তি থেকে মুক্ত
করবে, এইভাবে তাকে স্থায়ীভাবে ব্যথা এবং যন্ত্রণা থেকে
মুক্ত করবে এবং ধর্মের সারমর্ম আধ্যাত্মিক আনন্দে উন্নীত
করবে।

:প্রাচ্যের জ্ঞানের বইগুলি বলে
যদি তুমি শরীরের ঊর্ধ্বে উঠে বুঝতে পারো যে তুমি একটি "
আত্মা , তাহলে তুমি অনন্ত আনন্দের অধিকারী হবে এবং সমস্ত
"যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবে।

জীবন রয়েছে। অতএব , চিন্তাভাবনা , বিশ্লেষণ এবং মনন , বইয়ের গভীর অধ্যয়ন এবং গবেষণা , অন্বেষণ , যাচাই -বাছাই , পরীক্ষা -নিরীক্ষা এবং প্রাকৃতিক জগতের কারণ ও প্রভাবের উৎপত্তিতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবজাতির নিজেকে বিকশিত করা স্বাভাবিক।

একজন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা যত গভীর হয় , ততই সে মহাজাগতিক স্বর্গারোহণের প্রক্রিয়ায় তার বর্তমান স্তরে পৌঁছানোর পদ্ধতিটি ব্যবহার করে এবং ততই সে পরমাত্মার নিকটবর্তী হয়।

যেহেতু আমরা মনের মাধ্যমে নিজেদেরকে শরীর এবং তার চাহিদার ঊর্ধ্বে তুলে ধরি , তাই এই মানসিক পদ্ধতির সঠিক এবং সুচিন্তিত প্রয়োগ নির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট ফলাফল দেবে।

একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য কঠোর এবং গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে মনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া কিছুটা হলেও আত্ম -সচেতনতা উন্নত করতে সাহায্য করে , তবে এটি -গুরুত্বের দিক থেকে - শরীরকে অতিক্রম করে সত্য উপলব্ধি করার লক্ষ্যে চিন্তা করার প্রক্রিয়ার মতো তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

ভারতে , মানসিক পদ্ধতির সর্বোচ্চ রূপকে জ্ঞান যোগ বলা হয় , যার অর্থ স্মরণ এবং বিচক্ষণতার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা ; যেমন যখন একজন ব্যক্তি ক্রমাগত নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেন : "আমি দেহ নই, এবং পার্থিব অস্তিত্বের ক্ষণস্থায়ী চিত্রগুলি আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না আমি আত্মা "।

তবে, এই পদ্ধতির একটি অসুবিধা হল এটি আত্ম -উপলব্ধির একটি ধীর প্রক্রিয়া , এবং এতে যথেষ্ট সময় লাগতে পারে। আধ্যাত্মিক আত্মা যখন আত্ম -সচেতনতা অর্জন করতে শুরু করে , তখন এটি ক্ষণস্থায়ী , অসংযুক্ত মানসিক চিন্তাভাবনার একটি সিরিজে নিমগ্ন থাকে। অন্যদিকে , আত্মার প্রশান্তি যুক্তিকে অতিক্রম করে এবং শারীরিক সংবেদনগুলির ঊর্ধ্বে উঠে যায় , যদিও - উপলব্ধি করার সময় - এটি সেই সংবেদনগুলিকে ব্যাপ্ত এবং অভিভূত করে।

দ্বিতীয়ত : ভক্তিমূলক পদ্ধতি - যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধারণা এবং বিভিন্ন জিনিসের উপর (যেমন মানসিক

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ছোট গল্প :

একবার, আমি এক বন্ধুর সাথে সাধুদের সম্পর্কে কথা বলছিলাম। আমার বন্ধু ছিল একজন দালাল , এবং সে আমার উৎসাহ ভাগ করে নিল না। পরিবর্তে , সে বলল, "তুমি যাদের সাধু বলছো তারা সবাই আসলে ভণ্ড যারা ঈশ্বরকে চেনে না "। আমি তার সাথে তর্ক করিনি , বরং বিষয় পরিবর্তন করেছি , এবং আমরা দালালি পেশা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছি। সে আমাকে এ সম্পর্কে অনেক কিছু বলার পর , আমি আস্তে আস্তে বললাম , "তুমি কি জানো যে এমন কোন বিশ্বস্ত দালাল নেই যে তারা সবাই মিথ্যাবাদী ?" সে রেগে গিয়ে রেগে বলল , "আর দালালদের সম্পর্কে তুমি কী জানো?" আমি উত্তর দিলাম , "আমি ঠিক এটাই বলতে চেয়েছিলাম এবং সাধুদের সম্পর্কে তুমি কী জানো ?" সে বাকরুদ্ধ ছিল। আমি শান্তভাবে এবং সদয়ভাবে বলতে থাকলাম , "আমি দালালি সম্পর্কে কিছুই জানি না , এবং তুমি সাধুদের সম্পর্কে কিছুই জানো না "।

শক্তির ফেরেশতা

ঈশ্বর আমাদের শক্তির ফেরেশতা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন

এবং আমরা শারীরিক দেহে স্থাপন করেছি

আমরা আমাদের সমস্ত মনোযোগ ভঙ্গুর দেহের উপর নিবদ্ধ করেছি

আর আমরা ভুলে গেছি মহাজাগতিক জীবনের শক্তিতে ভরপুর আধ্যাত্মিক আত্মাকে

এখন আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার জন্য সত্যিকারের প্রচেষ্টা করতে হবে

সম্পূর্ণ সচেতনতার অনুভূতি ফিরে পেতে

সাফল্যের মূলে রয়েছে ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি

যার মাধ্যমে আমরা আমাদের অভদ্র প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হই

এবং ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি আমাদের মধ্যে বাস করে

আধ্যাত্মিকতার বাগানে প্রথম ফুল হল বিশ্বাস এবং আশার ফুল।

তবে, ফল হল স্ব -পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত প্রকৃত জ্ঞান।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]:

"[illegible]!" [illegible]

"প্রাচ্য জ্ঞানের আলো দেখো, মোহের শিকারী এবং ধ্বংসকারী, কারণ এটি আত্মার সুউচ্চ মিনারকে আলোর ফাঁস দিয়ে ধরেছে, এবং এর সীমাবদ্ধ বস্তুগত অন্ধকারকে দূর করেছে, সম্পূর্ণরূপে দূর করেছে।"

"হে মায়ার নগরীর বাসিন্দারা, ঘুম ত্যাগ করো! কারণ অন্তরের জ্ঞানের আধ্যাত্মিক বার্তার সূর্যকিরণ প্রকাশিত হয়েছে।"

অজ্ঞতার অন্ধকার পাত্র ভেঙে তা থেকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুগত আনন্দের আকাঙ্ক্ষা দূর করতে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির শক্ত পাথর ব্যবহার করতে শিখুন।

"জ্ঞানের শিকারীর কাছ থেকে শিক্ষা নাও, যিনি ক্রমাগত আলোর জন্য আকুল এবং সত্যের সন্ধানকারী আত্মাদের খুঁজে বের করেন, তাদেরকে মহিমান্বিত সৌন্দর্যের আভা দিয়ে, চিরন্তন স্বাধীনতার জাঁকজমক দিয়ে ঘিরে রাখেন।"

অপব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্তন

অনেক বছর আগে, একবার, আমি আমার এক ছাত্রকে বিপরীত দিকে হাঁটতে দেখেছিলাম।

তার কর্মের অনিবার্য পরিণতি বুঝতে পেরে, আমি তাকে তার কর্মপন্থা ত্যাগ করার জন্য সমস্ত যুক্তিসঙ্গত উপায় ব্যবহার করে রাজি করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম যে আমি তাকে সাহায্য করতে পারছি না।

কারণ সে মন্দের পথে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল।

অবশেষে, আমি নিজেকে বললাম:

"যেহেতু সে এটা চায়, আমি তাকে একা ছেড়ে দেব"

কিন্তু তার প্রতি আমার ভালোবাসা এবং উদ্বেগ দ্রুত ফিরে এলো, তাই আমি একটি ডুমুর গাছের নিচে বসে তাকে কল্পনা করতে শুরু করলাম

তীব্র উৎসাহের সাথে, আমি তাকে ক্রমাগত নিম্নলিখিত বুদ্ধিবৃত্তিক বার্তাটি পাঠাতে লাগলাম:

"ঈশ্বর আমাকে বলেছেন যেন তুমি তোমার মন পরিবর্তন করতে চাও, তুমি যা করতে চাও।"

সন্ধ্যাবেলা, আমার শরীর ও মনে এক তীব্র স্বজ্ঞাত অনুভূতি অনুভব করে আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি যে সে সত্যিই ফিরে আসছে।

হঠাৎ, "অপব্যয়ী পুত্র" আবির্ভূত হল, বাড়ি ফিরে সে তাদের ধনুক দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল এবং বলল:

"সারাদিন, যেখানেই গেছি আর যাই করেছি, তোমার মুখ দেখেছি। এর মানে কি?"

আমি উত্তর দিলাম: "ঈশ্বর আমার মাধ্যমে তোমাকে ডাকছিলেন। এটা তাঁর ডাক ছিল, আমার নয়।"

আমার ইচ্ছা স্বার্থপরতা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল না, কিন্তু আমি ত্যাগ না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম

আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত এই জায়গাটি খোলা থাকবে।

এই ধরণের নকশা বিশাল পরিবর্তন আনতে পারে। এটি সত্যিই একটি আশ্চর্যজনক শক্তি!

যখন তুমি তোমার পথ নির্ধারণ করবে এবং তোমার পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে, তখন তোমাকে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে সক্রিয় করতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, এবং তখন তুমি দেখতে পাবে যে সাফল্যের সমস্ত উপাদান তোমার কাছে আসবে যেখানে তুমি জানো এবং যেখানে তুমি জানো না।

ঐশ্বরিক শক্তিতে ভরপুর তোমার ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই নিহিত আছে তোমার প্রার্থনার উত্তর।

যখন তুমি সেই ইচ্ছাপত্র ব্যবহার করো, তখন তুমি সেই জানালা খুলে দাও যার মাধ্যমে তুমি তোমার প্রার্থনার উত্তর পাবে।

এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা। অতীতে আমি আমার ইচ্ছাশক্তি পরীক্ষা করার জন্য কিছু করার চেষ্টা করতাম, কিন্তু এখন আমি তা করি না কারণ আমি আগে থেকেই ফলাফল জানি: আমি যা চাই তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়ায় অর্জন করা যায়।

"ম্যানস আলটিমেট গোল" বইটি থেকে

আসুন আমরা ঈশ্বরকে আমাদের আত্মার রাখাল করি
আর ঐশ্বরিক আলো হলো স্কাউট
জীবনের অন্ধকার পথে
বিভ্রান্তির রাত্রিতে তিনি পথপ্রদর্শক আলো
আর জাগ্রত অবস্থায় নিশ্চিততার সূর্য
আর পার্থিব অস্তিত্বের অন্ধকারের সমুদ্রে পথপ্রদর্শক নক্ষত্র

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যাইহোক, আমরা যখন তাঁর দানগুলি ব্যবহার করি, তখন আমরা তাঁর সম্পর্কে আমাদের যেভাবে চিন্তা করা উচিত তা করি না, এবং আমরা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মনোযোগও দিই না।

বরং, আমরা বস্তুজগতের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে এবং সম্পূর্ণ সংযোগ রেখে ইন্দ্রিয়গত আনন্দ এবং পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটছি।

এটাই আমাদের সকল যন্ত্রণা ও কষ্টের মূল কারণ।

ঈশ্বর আমাদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, তাই আমরা প্রকৃত সুখের স্বাদ জানতে পারব না যতক্ষণ না আমরা আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি আবিষ্কার করি এবং আমাদের আত্মায় তাঁর আনন্দের অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করি।

আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজন অনুযায়ী ইচ্ছাশক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় আশীর্বাদপুষ্ট শক্তিও আমরা ধারণ করতে পারি না।

যদি না আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বরই সেই শক্তির উৎস, তাহলে আমাদের অবশ্যই তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে এবং তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে।

তিনি আমাদের উপর অবিরাম ধারায় যে সমস্ত আশীর্বাদ বর্ষণ করেন তার জন্য হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের [অনুগ্রহে] বৃদ্ধি করব।

যখন আমাদের হৃদয় পরম উদার দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় উপচে পড়ে, তখন তারা তাঁর মহিমান্বিত উপস্থিতির জন্য পবিত্র মন্দিরে পরিণত হয়, এবং এটিই সবচেয়ে বড় অর্জন যা আমরা অর্জন করতে পারি, কারণ জীবনের উদ্দেশ্য হল মানুষ তার স্রষ্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া, তাঁর নিকটবর্তী হওয়া এবং তাঁকে জানা।

{প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার চেষ্টা কর, তাহলে এই সমস্ত জিনিস তোমাদের সাথে যোগ করা হবে}

ঈশ্বরকে ক্রমাগত স্মরণ করে এবং তাঁর প্রতি সদয়ভাবে চিন্তা করে, আমরা বুঝতে পারব যে তিনি আমাদের প্রিয়, আমরা তাঁর মনোনীত এবং তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরও অংশ আছে।

আনন্দ, ভালোবাসা, আলো এবং মঙ্গলের রাজ্য

যখন আমরা ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্বাদের কথা চিন্তা করি, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল উচ্চতর উদ্দেশ্যের সাথে

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তাদের সাথে ভালো চরিত্র এবং আত্ম -শৃঙ্খলার অধিকারী
ব্যক্তিদের থাকা উচিত।
পেটুক ব্যক্তির খাওয়া উচিত
এমন কারো সাথে যে তাদের ক্ষুধা আরও ভালোভাবে
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
:তারপর সে বলতে পারবে
"আমিও আমার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি "
যখন তুমি কোন সিদ্ধান্ত নিও এবং তাতে অটল থাকার
প্রতিশ্রুতি দাও
আপনার সিদ্ধান্তের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু ঘটলে আপনার
সংকল্পকে দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেবেন না।
নিজের উপর আস্থা রাখুন এবং বিশ্বাস করুন যে আপনার
প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তি আপনার মধ্যে রয়েছে।
তুমি যা চাও তা অর্জন করতে , তা যতই অসম্ভব মনে হোক না
কেন
"যদি তুমি বাইরে থেকে বলো "আমি তার জন্য প্রস্তুত
"আর তুমি নিজেকে বললে , "আমি পারব না
এটি করে , তুমি চিন্তার শক্তি হ্রাস করো
এটি ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে দেয়
তোমার নিজের চেয়েও শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন
হবে।
তাকে শক্তি যোগাতে এবং দৃঢ় সংকল্প ও সংকল্পে
অনুপ্রাণিত করতে
:আমার পরামর্শ হল
ইচ্ছাশক্তি বিকাশ করুন
ইতিবাচক চিন্তা করো।
তুমি দেখতে পাবে যে তোমার শারীরিক , মানসিক এবং
আধ্যাত্মিক শক্তি
আপনার জীবনের প্রতিটি দিককে নকশা এবং রূপ দেওয়ার
জন্য একসাথে কাজ করা
তুমি যেভাবেই চাও
পিঁপড়া তার শরীর অনুভব করে
তার তীক্ষ্ণ চোখ তার চারপাশে একটি সীমিত ক্ষেত্র
দেখতে পায়

সকল দেশে
এবং আমার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি
এটি প্রতিটি কোণে স্পন্দিত হয়
আর এটি ঘুমন্তদের জাগিয়ে তোলে
অফুরন্ত অলৌকিক পরামর্শ সহ
আমার ক্ষুদ্রতর সত্ত্বার কথা বলতে গেলে
সময়োপযোগী দেহে বন্দী
প্রজাপতিটি এখনও তার পার্থিব কোকুনে আছে
মাটির আঠালো
দরজাগুলো তালাবদ্ধ।
হাজার লোহার দড়ি দিয়ে বাঁধা
হে আমার বন্দী আত্মা
হে সূর্যের আলোয় স্নানকারীরা
আর তুমি জীবনের অমৃত শ্বাস নাও
আর তুমি বিশুদ্ধ পানি পান করো।
তুমি কি অস্তিত্বের সকল ভালো জিনিসের অধিকারী হওয়ার
?স্বপ্ন দেখো
আর তোমার আকার ছোট।
?!আর তোমার হৃদয় দুর্বল
!তোমার ঘুম থেকে জেগে উঠো
বিস্তৃত করুন
প্রসারিত করুন
নিজেকে নতুন করে সাজিয়ে তুলুন
তোমার উচ্চতর সত্তার সাথে একত্রিত হও
আর তুমি হয়ে যাবে
চিরন্তন প্রজাপতি
সীমাবদ্ধতা এবং সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধী
আত্ম -উপলব্ধি
অনুবাদ করেছেন : মাহমুদ আব্বাস মাসুদ
শ্রবণ এবং চাক্ষুষ স্বচ্ছতা
চোখ দেখে না।
বরং, মন এবং শক্তিই জিনিসগুলিকে রূপ দেয়
একজন ব্যক্তি শ্রবণকারী কান এবং দেখার চোখ বিকাশ করতে
পারে।

[illegible]

/ http://wwwswaidayogacom
https://wwwfacebookcom/masteryogananda?ref=hl

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আহা, যদি তুমি মানুষের আবেগের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে!

আর মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য

আমার আধ্যাত্মিক চোখ খুলে দাও যাতে আমি তোমাকে ঠিক যেমন আছো তেমন দেখতে পারি !

ঈশ্বর ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ

যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন করি , তখন স্বজ্ঞাত বোধগম্যতা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে এবং আমরা যা কিছু করি তাতে আমাদের পথ দেখাবে।

আমাদের সচেতনভাবে সেই আশীর্বাদপূর্ণ শক্তি ধারণ করতে হবে। সেই শক্তি আমাদের ভেতরেই আছে ; আমাদের কেবল এটি উন্মোচন করতে হবে।

তুমি দেখতে পাবে যে এই শক্তি তোমার পরিস্থিতির উন্নতি এবং তোমার জন্য সবকিছু সহজ করার জন্য সবকিছুতেই কাজ করছে। যখন তুমি এই শক্তির সাথে সংযুক্ত হবে , তখন তোমার মঙ্গল মহাজাগতিক শক্তিতে স্পন্দিত হবে এবং তোমার চিন্তাভাবনা আরও পরিশীলিত, কেন্দ্রীভূত , তীক্ষ্ণ এবং অনুপ্রবেশকারী হয়ে উঠবে। তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার আত্মা ঈশ্বরের জীবন্ত সত্য এবং তাঁর অক্ষয় জ্ঞানের পাত্র।

ঈশ্বর হলেন স্বাস্থ্য , সমৃদ্ধি , জ্ঞান এবং চিরন্তন আনন্দের উৎস। যখন আমরা তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করি , তখন আমাদের জীবন পরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঈশ্বর ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ। আমাদের সেই পরম শক্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে যা আমাদের জীবন , শক্তি এবং প্রজ্ঞা দেয়।

আমাদের প্রার্থনা করতে হবে যে এই সত্য আমাদের মনে প্রবাহিত হোক , এই শক্তি আমাদের শরীরে প্রবাহিত হোক , এবং এই অনন্ত আনন্দ আমাদের আত্মায় প্রবেশ করুক।

বন্ধ চোখের অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে আছে মহাবিশ্বের বিস্ময়কর শক্তি , এবং সমস্ত সৎ আত্মা এবং মহৎ আত্মারা

আর আত্মার বলয়ের অসীম বিস্তৃতি

যদি তুমি চিন্তা করো , তাহলে তুমি পরম সত্য উপলব্ধি করতে পারবে এবং তোমার জীবনে এবং সৃষ্টির সমস্ত বিস্ময়কর ও মহিমান্বিত জিনিসের মধ্যে এর বিস্ময়কর কাজ দেখতে পাবে।

নীল দ্বীপপুঞ্জ দ্বীপপুঞ্জে

আমার বারান্দা থেকে, আমি পশ্চিম দিকে তাকালাম, এবং কল্পনার ডানায় ভর করে দূর দিগন্তের তীরে উড়ে গেলাম। আমার ডানে এবং বামে, আমি দুটি পর্বতশ্রেণী দেখতে পেলাম যা শীঘ্রই একটি রহস্যময় বেগুনি রঙ ধারণ করেছিল।

যখন আমি আবার তাকালাম, তখন একটা অদৃশ্য হাত তাদের গাঢ় নীল রঙের আবরণে ঢেকে ফেলেছিল। আমার পিছনে ছিল গুয়াদালাজারা শহর, গোধূলির আলোয় ভেসে উঠছিল। পূর্ব আকাশ এখন নরম গোলাপী রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে। সামনে তাকিয়ে আমার চোখ নীল দ্বীপের একটি জাদুকরী শহরকে সোনার হ্রদে ভাসতে দেখল।

জাদুকরী নীল দ্বীপপুঞ্জের এই দ্বীপপুঞ্জে, নীল চুনাপাথরের একটি বিশাল পাহাড়, ধূসর -সাদা আগ্নেয়গিরির মেঘ দ্বারা বেষ্টিত যা জ্বলন্ত লাল -সোনালী লাভার গিজারগুলি নির্গত করে, শান্ত হ্রদের দিকে রংধনুর মতো ঝাঁকুনি দিয়ে ঢেকে যায়। তীব্র সোনালী শিখা নীল দ্বীপগুলিকে আলোকের জ্বলন্ত বলয়ে ঢেকে দেয়।

নীল শিখর এবং তার জ্বলন্ত মুকুটটি সেই নীরব সোনালী হ্রদের পৃষ্ঠে যমজ সন্তানের মতো প্রতিফলিত হচ্ছিল। আর একেবারে ডানদিকে, একটি ছোট, শান্ত হ্রদ ঝিকিমিকি করছিল, নীল দ্বীপগুলির একটির বুকে অবস্থিত, মেঘের ঢেউয়ের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সাঁতার কাটছিল।

সূর্যাস্ত আর মরীচিকার মতো মেঘের শহরে আমি অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছি, হ্রদের পৃষ্ঠে ভেসে বেড়াচ্ছি তার সূক্ষ্ম সোনালী আলোয়, আর কতই না অসাধারণ ছিল সেই সোনালী জলরাশি, লাল বরফের গুচ্ছ দিয়ে ঘেরা, চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অনন্তকালের প্রান্তে।

আমি ভেবেছিলাম যে আলোর প্রাণীরা এই পৃথিবীতে ভালো আত্মা, এবং জীবনের সমস্ত পরীক্ষা সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর, তাদের আনন্দ করার এবং তাদের ইচ্ছামতো স্বপ্ন বাস্তবায়নের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময়, সেই প্রাণীরা সমুদ্র এবং সোনার হ্রদে ঘেরা স্বর্গীয় শহরগুলিতে তাদের স্বর্গীয় স্বপ্নগুলিকে তীব্র করে তুলবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিখুঁতভাবে তৈরি হয়েছিল এবং এত চমৎকার , আনন্দময় রঙে রঞ্জিত হয়েছিল ?"

রাতে , তারা এবং চাঁদ , আমাদের চারপাশে তাদের রূপালী আলো ছড়িয়ে দেয় , আমাদের সেই চেতনা নিয়ে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করে যা এই মহাকাশীয় বস্তুগুলিকে মহাকাশের বিশালতায় পরিচালিত করে। চাঁদের মৃদু আলো দৈনন্দিন কার্যকলাপের জন্য অপর্যাপ্ত , এবং তাই একটি জ্ঞানী এবং কোমল মন রাতে বিশ্রামের পরামর্শ দেয়। তারপর সূর্য ওঠে , তার উজ্জ্বল আলো আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে স্পষ্টতা এবং প্রশান্তির সাথে দেখতে দেয় এবং আমরা আমাদের চাহিদা পূরণের দায়িত্ব নিজেরাই নিই।

আমাদের চাহিদা পূরণের দুটি উপায় আছে : শারীরিক উপায় এবং আধ্যাত্মিক উপায় যখন আমাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয় , উদাহরণস্বরূপ , আমরা চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে পারি। কিন্তু এমন একটি সময় আসে যখন ডাক্তার বা অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে না , এবং আমরা দ্বিতীয় উপায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ি ; সেই আধ্যাত্মিক শক্তির দিকে যা আমাদের শরীর , মন এবং আত্মাকে সৃষ্টি করেছে।

বস্তুগত শক্তি সীমিত , এবং যখন আমরা ব্যর্থ হই , তখন আমরা ঈশ্বরের অসীম শক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ি। এটি আমাদের আর্থিক চাহিদার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যখন আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করি এবং এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে না পাই , তখন আমরা সেই শক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ি।

সবাই মনে করে তাদের সমস্যাগুলো সবচেয়ে খারাপ। কিছু মানুষ অন্যদের তুলনায় বেশি চাপ অনুভব করে কারণ তাদের স্থিতিস্থাপকতা দুর্বল। মানুষের মানসিক শক্তির পার্থক্যের কারণে , তারা বিভিন্ন পরিমাণে শক্তি ব্যয় করে। যদি কেউ অপ্রতিরোধ্য সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের মন দুর্বল হয় , তবে তারা তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে না। শক্তিশালী মনের অধিকারী ব্যক্তিরা বাধা ভেঙে এবং তাদের ভিত্তি কাঁপিয়ে তাদের অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারে। তবুও , এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিরাও কখনও কখনও ব্যর্থতার মুখোমুখি হন। যখন আমরা অপ্রতিরোধ্য শারীরিক , বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্যা এবং কষ্টের মুখোমুখি হই ,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সাপগুলি হিস হিস করে উঠল এবং মাথা দুলিয়ে উঠল, কারণ তারা রাজপুত্রের হৃদয়ে ভয়ের কম্পন এবং প্রতিশোধের অনুভূতি অনুভব করেছিল।

তাছাড়া, সেই মুহূর্তে বনের একটি বাঘ কুঁড়েঘরে প্রবেশ করে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। ঈশ্বরের লোকটি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার এবং তার মাথায় হাত বুলানোর পর, বাঘটি চুপচাপ চলে গেল, বনের কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে গেল।

অহংকারী রাজপুত্র মনে মনে ভাবলেন, "এই বৃদ্ধ লোকটি অবশ্যই ধার্মিক এবং দয়ালু, কারণ তিনি আমাদের বন্য প্রাণী এবং মারাত্মক তৃষ্ণা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তার কাজের প্রতিদান হিসেবে, আমি তাকে ধনী করে তুলব।" তারপর তিনি সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে বললেন:

"হে শেখ, আপনার মুখমণ্ডল দয়া ও আন্তরিকতায় উজ্জ্বল, এবং আপনি আমার এবং আমার সহকর্মীদের জন্য যা কিছু করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। অতএব, আমি আপনাকে এমন একটি গোপন কথা বলতে চাই যার মাধ্যমে আপনি ধনী এবং ধনী হয়ে উঠবেন। এই গোপন কথাটি আমি প্রথমবারের মতো প্রকাশ করছি, এবং শুধুমাত্র আপনার কাছেই।"

এই কথাগুলো বলার সাথে সাথেই রাজপুত্র তার পোশাকের নিচ থেকে একটি পাথর বের করে বলতে লাগলেন:

"আমি তোমার কাছে এই পারিবারিক সম্পদের ভার অর্পণ করতে চাই। এটি দার্শনিকের পাথর, এবং সম্ভবত তুমি এটি ব্যবহার করে ধনী হবে। এই পাথরটি সোনা তৈরি করে, এবং এটি আমার বাবাকে একজন মহান আলকেমিস্ট দিয়েছিলেন। এর স্পর্শে যা কিছু আছে তা খাঁটি সোনায় পরিণত করার ক্ষমতা আছে। তুমি এই পাথরটি পুরো এক বছর ব্যবহার করতে পারো এবং পাথরগুলিকে সোনায় পরিণত করতে পারো, তারপর সেগুলো বিক্রি করে নিজের জন্য সোনার প্রাসাদ কিনতে পারো। এক বছর পর আমি তোমার কাছে ফিরে আসবো এবং আমার পাথরটি উদ্ধার করবো, যা আমি আমার জীবনের চেয়েও মূল্যবান বলে মনে করি।"

সন্ন্যাসী সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাননি, কিন্তু রাজপুত্রের বারবার তাগিদের প্রেক্ষিতে, তিনি দার্শনিকের পাথরটি রাখতে রাজি হন। রাজপুত্র দেখলেন সন্ন্যাসী অসাবধানতার সাথে পাথরটি তার বেল্টের নীচে রেখে দিয়েছেন

(যেখানে লোকেরা পকেটমারের ভয়ে তাদের টাকা রাখত !), এবং তারপর রাজপুত্র তার পথে চলে গেলেন।

এক বছর পর, রাজপুত্র তার দলবল নিয়ে ফিরে আসেন, আশা করেন যে তিনি জরাজীর্ণ কুঁড়েঘরের পরিবর্তে একটি দুর্দান্ত প্রাসাদ দেখতে পাবেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে কুঁড়েঘরটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে এবং আগের চেয়েও খারাপ অবস্থায় রয়েছে, তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। তাই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে দরজা ঠেলে খুলে দেন এবং তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে বলেন : "তুমি কি এখনও বেঁচে আছো, সন্ন্যাসী ?"

সন্ন্যাসী দৃঢ় এবং গভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন : "হ্যাঁ, ঈশ্বরের প্রশংসা হোক, হে রাজপুত্র। আমার বিনয়ী বাড়িতে আপনাকে স্বাগতম। "

তৎক্ষণাৎ এবং কোনও প্রস্তাবনা ছাড়াই, রাজপুত্র চিৎকার করে উঠলেন : "তোমার কী হয়েছে, দোস্ত ? আমি তোমার কাছে যে দার্শনিক পাথর রেখে এসেছিলাম তা দিয়ে তুমি কী করলে? কেন তুমি ধনী হওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করলে না ?"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ ভাবলেন এবং তারপর বললেন : "তুমি এই দার্শনিক পাথরটি কীসের কথা বলছো, আর আমার ধনী হওয়ার কথা বলার অর্থ কী ? সত্যি বলতে, আমি আমার চেয়ে ধনী হতে চাই না। "

রাজপুত্র আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তার পাথরটি হারিয়ে ফেলেছেন, এবং অনুনয় -বিনয় ভরা কণ্ঠে বললেন : "আমি বলতে চাইছি সেই অমূল্য দার্শনিক পাথরটি যা তুমি এক বছর আগে তোমার বেল্টের নীচে রেখেছিলে ? [এডি, তোমার বেল্ট সহ], বলো তুমি এটা দিয়ে কী করেছ ?"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন : "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখনই আমার তোমার মূল্যবান পাথরের কথা মনে পড়ছে। একদিন আমি যখন নদীতে স্নান করতে যাই তখন ঈশ্বরের কথা গভীরভাবে ভাবছিলাম, আর আমার মনে হয় পাথরটি আমার কাপড় থেকে পড়ে জলে গিলে ফেলেছে। তুমি নিরাপদ থাকো। "

রাজপুত্র তার তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, "ওহ, আমার অপূরণীয় ক্ষতি ! আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি !" এবং প্রায় বিস্ময়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। সন্ন্যাসী তার মুখে ঠান্ডা জল ছিটিয়ে তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন, যখন রাজপুত্রের অনুচররা শেখের কাছে এলো, তাদের চোখ বিদ্বেষে

জ্বলছিল , তাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী হেসে বললেন , "ওহ, মহামান্য , এত উচ্চপদস্থ , আমি জানতাম না যে আপনি একটি পাথর নিয়ে এত হট্টগোল করবেন। আমার সাথে নদীতে আসুন , আমি আপনার পাথরটি খুঁজব এবং এটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। "

রাজপুত্র উত্তর দিলেন , "তুমি কি পাগল হয়ে গেছো ? তুমি কি এখনই এমন একটি পাথর খুঁজতে চাও যেটা এক বছর আগে তোমার কাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল এবং স্রোতে ভেসে গিয়েছিল ?"

কিন্তু সন্ন্যাসী তার কথায় কান দিলেন না , এবং তাকে চিৎকার করে বললেন : "ছোট্ট রাজপুত্র , এত হট্টগোলের দরকার নেই। অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আমরা নদীতে পাথরটি খুঁজি। তোমরা সবাই আমার সাথে এসো। "

যেন কোনও মন্ত্রের বশে , রাজপুত্র এবং তার সঙ্গীরা সন্ন্যাসীর স্বচ্ছ চুম্বকত্বের প্রতি সাড়া দিয়ে নীরবে তাকে অনুসরণ করে নদীর ধারে চলে গেল। সেখানে সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে তার পকেট থেকে রুমাল বের করে তার চার কোণে ধরে নদীতে ডুবিয়ে দিতে বললেন , এবং এই প্রার্থনা করলেন :

"হে রাজপুত্রদের রাজপুত্র , রাজাদের রাজা , এবং সকল দার্শনিকদের পাথরের স্রষ্টা , আমার পাথর আমাকে ফিরিয়ে দাও "

রাজপুত্র যখন তা করলেন এবং জল থেকে তার রুমালটি তুলে নিলেন , তখনই তিনি তার অবিশ্বাসী চোখে বিশটিরও বেশি দার্শনিক পাথর দেখে অবাক হয়ে গেলেন , যেগুলোর বৈশিষ্ট্য তার হারিয়ে যাওয়া আসল পাথরের সাথে একই রকম। প্রতিটি পাথর পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পেলেন যে প্রতিটি পাথরই সাধারণ সমুদ্র সৈকতের পাথরকে সোনায় রূপান্তর করতে পারে। রাজপুত্র তারপর পাথরগুলো রুমালে বেঁধে নদীতে ফেলে দিলেন।

সন্ন্যাসী এবং তার সঙ্গীরা তাকে চিৎকার করে বলল , "তুমি এটা কেন করলে ?" কিন্তু রাজপুত্র ঈশ্বরের লোকের দিকে তাকালেন , শ্রদ্ধার সাথে তাঁর সামনে মাথা নত করলেন এবং বললেন:

"আমি চাই, স্যার , আপনার কাছে যা আছে তা হোক, যে পাথর সোনাকে মূল্যহীন নুড়ি মনে করে। "

আর তাই রাজপুত্র তার পার্থিব রাজ্য ত্যাগ করলেন জ্ঞানী বৃদ্ধের কাছ থেকে শেখার জন্য যে কীভাবে আত্মার

রাজ্য অর্জন করা যায় , যা স্থান দ্বারা আবদ্ধ নয় এবং ধ্বংসের অধীন নয়।

গল্পের মূল কথা হলো , পার্থিব সম্পদ , তা যতই মূল্যবান মনে হোক না কেন , ক্ষণস্থায়ী এবং এই নীচু পৃথিবীতে রেখে যেতে হবে যখন দেহটি একটি ঠান্ডা , প্রাণহীন মৃতদেহে পরিণত হবে।

দার্শনিকের পাথর ব্যবহার করার পরিবর্তে , যা এখানে কেবল ক্ষণস্থায়ী সম্পদ সঞ্চয় করার ক্ষমতার প্রতীক , আমাদের সেই তপস্বীর মতো হওয়া উচিত যিনি তার সময় এবং ক্ষমতাকে ঐশ্বরিক সম্পদ অর্জনের জন্য উৎসর্গ করেছেন যা অক্ষয় এবং অবিনশ্বর।

যে কেউ ঈশ্বরকে জানতে পারবে সে স্বপ্নের চেয়েও বেশি সম্পদের অধিকারী হবে , এবং প্রয়োজনে , আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জন এবং প্রকৃত সম্পদ উপভোগ করার আশায় , বস্তুগত সম্পদকে পাথরের মতো ত্যাগ করবে।

অন্যদের সাথে আমাদের আচরণে

এটা চিনতে এবং উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং মহৎ গুণাবলী

যা তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করেছে

এবং তারা তাদের নিজস্ব সত্তা থেকে এটিকে গঠন করেছে

যদি আমরা খোলা মনের মানুষদের অধ্যয়ন করি

আমরা তাদের বুঝতে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম হব।

আমরা অবিলম্বে সক্ষম হব

আমরা যার সাথে আচরণ করছি তার স্বভাব সম্পর্কে জানা

ঘোড়দৌড় সম্পর্কে কোন দার্শনিকের সাথে কথা বলো না।

গৃহব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও বিজ্ঞানীর সাথে তর্ক করবেন না।

আমি জানি কোনটা ব্যক্তিকে আগ্রহী করে এবং কোনটা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এবং সে তাকে সেই বিষয়টি সম্পর্কে বললো

আপনার আগ্রহের বিষয়গুলো নিয়ে অবশ্যই নয়

যদি আমরা অন্যদের বুঝতে চাই

আমাদের তাদের সমালোচনা এবং নিন্দা করা এড়িয়ে চলা উচিত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমি তাকে আস্তে আস্তে তামাক কিনতে যেতে অনুরোধ করলাম, কিন্তু সে তা করল না, বরং সে বলল:

"তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমি ধূমপানের ইচ্ছা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছি"

ফলস্বরূপ, এবং আরও শিক্ষা এবং পরিশীলনের সাথে সাথে, তিনি একজন ভালো স্বভাবের হয়ে ওঠেন এবং তার আধ্যাত্মিকতা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অবশেষে, আমি তার আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছি।

আধ্যাত্মিক সচেতনতার লক্ষণগুলি দেখা এবং অনুভব করা যায়, পুরনো, ভুল অভ্যাসের স্রোতের বিরুদ্ধে সত্যিকারের এবং স্থায়ী সুখের দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্ব-প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

তুমি হয়তো এমন কারো কথা পড়তে বা শুনতে পাবে যে কিছু একটা করার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে, কিন্তু খুব কম লোকই এমন নিরন্তর প্রচেষ্টা করে।

যাইহোক, একজন ব্যক্তি তার পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করতে পারে, এমনকি যদি তার ভুলগুলি সমুদ্রের মতো গভীর হয়।

একা আমি সমুদ্রের তীর পাড়ি দিয়েছি
আর আমি দেখলাম আছড়ে পড়া ঢেউগুলো প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করছে
উত্তাল জোয়ারের মধ্যে তোমার ঝড়ো জীবন প্রকাশ করা
ভয়াবহ, হিংস্র সম্প্রসারণ
এটা আমাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল এবং প্রকৃতির ভয়াবহ ক্রোধ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।
আমি যখন চারপাশে তাকালাম, তখন দেখলাম একটি ছায়াময় গাছ আমার দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ হাত নাড়ছে।
এক সদয়, মহৎ চেহারার সাথে আরামদায়ক
বাতাসের তালে তার পাতাগুলো দুলছিল
আমার কাছে একটি মৃদু বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, যা আমি জানতাম তোমার কাছ থেকে এসেছে।
আমি আমার দৃষ্টি সীমাহীন আকাশের দিকে ফিরিয়ে নিলাম
আর তার অন্ধকার হৃদয়ে, আমি শিশুর মতো তোমাকে এক নজর দেখার চেষ্টা করেছি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

"[illegible]! [illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

জাগরণে, নিদ্রায়, আর স্বপ্নে

এবং তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তোমার যত্ন তাদের সাথে থাকুক।

এখন

প্রতিটি সময় এবং স্থানে

ঋষি পরমহংস যোগানন্দের উক্তি থেকে

জীবনের কিছু জিনিস ত্যাগ করার ধারণা নিয়ে মানুষ অভিযোগ করে

যদিও তারা আসলে অনেক মূল্যবান জিনিস ত্যাগ করছে

তাদের উদ্বেগের মধ্যে সবচেয়ে কম নয় মানসিক শান্তি; তারা কখনও কখনও এমনকি আত্মত্যাগও করে

পচনশীল এবং ক্ষণস্থায়ী অর্থের জন্য

সম্পদ একজন ব্যক্তির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যেতে পারে অথবা পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার মাধ্যমে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যেতে পারে।

সে এটা সাথে নিতে পারবে না।

অর্থের একমাত্র প্রকৃত মূল্য হলো তা উপকারী জিনিসে ব্যয় করা।

এবং ঈশ্বর এবং নিজের বিবেককে খুশি করে এমনভাবে নিজের এবং অন্যদের সুখ বয়ে আনার মাধ্যমে

যারা কেবল নিজের নিরাপত্তা এবং আরামের কথা ভাবেন

অন্যের চাহিদা ভুলে যাওয়া বা উপেক্ষা করা

তারা আসলে দারিদ্র্যের সাথে প্রেম করছে।

যা একদিন তাদের হবে।

যারা তাদের সম্পদকে ভালো কাজে ব্যবহার না করে তার উপর আঁকড়ে থাকে

তারা তাদের পরবর্তী জীবনে নিজেদের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে আনে না।

বরং, তারা গরীব হয়ে জন্মায়, ধনীদের আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

যারা তাদের সম্পদ এবং সমৃদ্ধি অন্যদের সাথে ভাগ করে নেয়,

তারা যেখানেই যায় সৌভাগ্য এবং প্রাচুর্য আকর্ষণ করে

যখন তুমি স্বেচ্ছায় যোগ্যদের দান করো

তুমি দেখতে পাবে যে ঈশ্বর সর্বদা তোমার সাথে আছেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

অন্যথায় , সে নিজেকে পদার্থের গোলকধাঁধায় হারিয়ে ফেলবে।

সে নিজের জন্য এমন সীমাবদ্ধতা এবং সীমাবদ্ধতা তৈরি করে যার তার প্রয়োজন নেই।

অতএব, তার উচিত তার মানসিক ক্ষমতা ব্যবহার করা

জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে

এবং তার নৈতিক গুণাবলী বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা করা

সঠিক এবং ভুল , ক্ষতিকারক এবং উপকারীর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য

এবং যখন সে তার আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি বিকাশ করে

সে তার ভেতরে ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারবে।

এবং আধ্যাত্মিক সত্যের নিশ্চিততা

ঘন পদার্থের আড়ালে লুকানো

এই অবস্থাকে আধ্যাত্মিক আত্মদর্শন বলা হয়।

আধ্যাত্মিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির মধ্যে একটি

ঈশ্বরের কাছে ফিসফিসানি করে চিন্তাভাবনা করা অভ্যাস।

আপনি ব্যক্তিগতভাবে একটি চমৎকার ইতিবাচক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করবেন।

তুমি এটা অবশ্যই পছন্দ করবে।

আমাদের উদ্বেগ যাই হোক না কেন

আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রথম স্থান থাকা উচিত

যখন একজন ব্যক্তি একটি অনুষ্ঠান দেখতে চান

অথবা নতুন পোশাক বা নতুন গাড়ি কেনা

এটা কি সত্যি নয় যে তার মন সবসময় ব্যস্ত থাকে ?

এই বিষয়গুলো সম্পর্কে এবং কীভাবে সেগুলো অর্জন বা অর্জন করা যায় ?

তার ইচ্ছা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সে বিশ্রাম নেবে না।

বরং, সে সেই ইচ্ছাগুলো পূরণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে।

সুতরাং , মানুষের মন ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় মগ্ন থাকা উচিত

আর তারপর সব ছোট ছোট ইচ্ছাগুলো রূপান্তরিত হবে

ঈশ্বরকে অনুভব করার এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ করার তীব্র ইচ্ছা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তোমার শিক্ষা থেকে নতুন এক শিক্ষার উপর

আমি প্রতিটি পাঠে আনন্দ এবং জ্ঞান খুঁজে পাই।

* * *

আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ।

আমার ভেতরের সত্ত্বাকে বুঝতে সাহায্য করার জন্য

এবং আমার ভেতরে লুকানো শক্তি সম্পর্কে আমাকে সচেতন করার জন্য

এবং আমার অন্তর্দৃষ্টিতে ঈশ্বরের আলো দেখাতে

তোমার কাছ থেকে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তার মাধ্যমে

* * *

তোমার সাথে দেখা করার কথা আমার এখনও মনে আছে।

সে চার বছর ধরে আমার ভাবনায় বাস করছে।

ঈশ্বরের প্রতি তোমার পূর্ণ বিশ্বাসের কথা আমার এখনও মনে আছে।

আর মানবতার প্রতি তোমার ভালোবাসা

এটা আমাকে নিজেকে জানতে সাহায্য করেছে।

যখন আমি ভাবতাম আমি একা

আমার কোন বন্ধু নেই এবং আমার প্রতি সহানুভূতিশীল কেউ নেই।

এটা আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে এবং আমার মনোবল বাড়িয়েছে।

এটি আমাকে জীবনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে সাহসী হতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমার গভীর কৃতজ্ঞতা এবং আশা করি আপনারা প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন।

* * *

যখন তোমার শেষ বার্তা পেলাম

আমি তখনও সন্দেহের অন্ধকার বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম

আর সে সেই বন থেকে বেরোনোর পথ দেখতে পাচ্ছিল না।

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ , এবং আপনার বিশেষ প্রার্থনা

পথ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল।

আমার অবস্থার সব দিক থেকেই উন্নতি হয়েছে

আর দয়া করে তোমার উত্তর দেওয়া প্রার্থনায় আমাকে সবসময় মনে রেখো।

* * *

তোমার শিক্ষা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

আর এর থেকে আমি প্রচুর সুবিধা পেয়েছি।

এবং এটি আমার কাছে চূড়ান্ত প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছিল

আপনার আধ্যাত্মিক নিশ্চিতকরণ এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনার কার্যকারিতা

আমি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত।

আমি যে স্বাস্থ্য , আনন্দ এবং শান্তি অনুভব করি তার কারণে

আমার মনে হয় আমি প্রতিদিন ধ্যানে উন্নতি করছি।

* * *

যদি তোমার চমৎকার , অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা না থাকত ,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

ফলস্বরূপ , তিনি নিজের উপর অজ্ঞতা , শারীরিক ও বৌদ্ধিক
যন্ত্রণা বয়ে আনলেন।
অকাল মৃত্যু এবং অন্যান্য অসুস্থতা
সে যা বপন করে তাই কাটে , এবং কার্যকারণের নিয়ম সকলের
জন্য প্রযোজ্য।
একজন ব্যক্তির বর্তমান দিনগুলি তার অতীত দিনের উপর
নির্ভর করে।
তার ভবিষ্যৎও নির্ভর করে সে কীভাবে জীবনযাপন করে তার
উপর।
আর সে এর সাথেই তার বর্তমান দিনগুলো কাটায়
এবং তার চেতনার মাটিতে সে যে বীজ বপন করে তার গুণমানের
উপর
,অতএব, মানুষ , যদিও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট
তিনি তাঁর আত্মার মধ্যে সুপ্ত ঐশ্বরিক শক্তির
অধিকারী।
তার ভুলের কারণে সে সেই ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার
হারায়।
এবং সে নিজের উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করে
যুক্তির নিয়ম লঙ্ঘন করা
অস্থায়ী দেহের সাথে আত্মার সংযোগ , যা ক্ষয়প্রাপ্ত
হতে পারে
এবং পরিবেশগত, জেনেটিক , অথবা বৈশ্বিক প্রভাবের কাছে
নতি স্বীকার করা
এটি মানুষের হতাশা , হতাশা , দুর্দশা এবং ব্যর্থতার
অন্যতম কারণ।
অতএব, তাকে তার পথ সংশোধন করতে হবে।
সে তার চেতনার কম্পাস পুনর্নির্মাণ করে
যদি সে নিজেকে জানতে চায়
এবং সে তার পরম উৎসের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করে
সে তার জীবনের পাত্রটিকে মঙ্গল , আলো এবং জ্ঞান দিয়ে
পূর্ণ করে।
এক বিস্ফোরণে সমুদ্রকে আটকে রাখা যায় না
একইভাবে, সীমিত মানব চেতনা মহাজাগতিক চেতনা ধারণ করতে
পারে না

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]:
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আমরা আমাদের ভালোবাসা লালন করতে থাকব এবং আমাদের
মধ্যে স্নেহের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করব।
যদি তুমি এখনই তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা
তাদের পাঠাও , তাহলে তা করতে থাকো।
তুমি অবশ্যই একদিন তাদের সাথে দেখা করবে , ইনশাআল্লাহ।
তুমি বুঝতে পারবে যে এই পার্থিব জীবনই কেবল
অস্তিত্বশীল নয়।
এটা তোমার চিরন্তন সম্পর্কের শৃঙ্খলের একটি মাত্র
লিঙ্ক।
তোমার চলে যাওয়া প্রিয়জনদের সাথে
ঈশ্বর তাদের প্রতি করুণা করুন এবং তাদের উপর তাঁর নূর
ও সন্তুষ্টি বর্ষণ করুন।
দ্রষ্টব্য : এই পদ্ধতির সাথে সিয়েন্সের কোনও সম্পর্ক
নেই , যা আমরা সুপারিশ করি না , তাই এই স্পষ্টীকরণ
ক্লান্তি দূর করা
দ্রষ্টব্য : এই তথ্য এবং পরামর্শ চিকিৎসা পরামর্শের
বিকল্প নয় , তাই এই স্পষ্টীকরণ
খাদ্যতালিকায় মাখন এবং দুধ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত
খাবার থেকে আলাদাভাবে দুধ খাওয়া উচিত
খাবারের সাথে এটি না খাওয়াই ভালো।
দুধের উপকারী রেচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে
কিন্তু দুধ শ্লেষ্মা উৎপাদন করে
যা সাইনাসের সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য উপযুক্ত নয়
অথবা নাক দিয়ে পানি পড়া এবং ঠান্ডা লাগা থেকে
এটি কমলার রসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
যারা এই রোগে ভুগছেন তাদের জন্য
আমার পরামর্শের প্রতিক্রিয়ায় - যারা এতে ভুগছিলেন
তাদের অনেকেই স্বস্তি পেয়েছেন।
তাদের খাদ্যতালিকা থেকে কমলার রস বাদ দিয়ে
উল্লেখযোগ্য উন্নতি
(যখন তারা সেই অবস্থায় ভুগছিল)
যদিও লেবুর রসের চমৎকার জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্য
,রয়েছে
কিন্তু এটি সাইনোসাইটিসকে আরও খারাপ করে তোলে।

রুটি থেকে তৈরি রুটির চেয়ে তৃপ্তিদায়ক (ক্ষুধা - তৃপ্তিদায়ক) আর কিছুই নেই
তাজা মিহি করে গুঁড়ো করা আস্ত গমের আটা দিয়ে তৈরি
তবে, কফযুক্ত ব্যক্তিদের স্টার্চ এড়িয়ে চলা উচিত।
ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আস্ত গমের রুটি খাওয়া যেতে পারে।
কোষ্ঠকাঠিন্য ক্লান্তির আরেকটি কারণ , এবং এটি শরীরে বিষাক্ত পদার্থ জমা হওয়ার সাথে সম্পর্কিত।
এটি খাদ্য থেকে শক্তি নিষ্কাশনের উপর প্রভাব ফেলে
যদি আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে , তাহলে সম্ভব হলে প্রাকৃতিক রেচক ব্যবহার করুন।
যদি তুমি তোমার শরীরকে বিষাক্ত পদার্থ (বর্জ্য) মুক্ত রাখো , তাহলে তুমি ক্লান্ত বোধ করবে না।
শরীরে জমে থাকা বিষাক্ত পদার্থই একজন ব্যক্তিকে ক্লান্ত বোধ করায়।
মাদকদ্রব্য এবং মাদকদ্রব্যও দুর্বলতার অনুভূতি সৃষ্টি করে
উদাহরণস্বরূপ , আফিম তার ব্যবহারকারীদের তাদের উদ্যোগ থেকে বঞ্চিত করে
তারা বকবক করা , ঘুমানো এবং স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে চায় না।
ক্লান্তি দূর করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলির মধ্যে একটি
এটি যতটা সম্ভব যৌন প্রাণশক্তি বজায় রাখার জন্য।
কারণ এর অতিরিক্ত অনুশীলন সৃজনশীল শক্তির অপচয়।
এর ফলে তাদের শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্তরেই উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়।
:শিষ্য তার গাইডকে জিজ্ঞাসা করলেন
আধ্যাত্মিক সত্তা এবং এর জ্ঞান সম্পর্কে আপনার ?ব্যাখ্যা কী , স্যার
:গাইড উত্তর দিলেন
আধ্যাত্মিক সত্তা হলো আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং শক্তির সচেতন জ্ঞান।
ঠিক যেমন সামুদ্রিক প্রাণীরা পানিতে ডুবে গেলে অনুভব করে

[illegible]
[illegible]
[illegible]

যতক্ষণ না যন্ত্রণা আকাঙ্ক্ষা এবং সংকল্পের জন্ম
দেয়
রহস্যের রহস্য এবং প্রশান্তি ও আলোর উৎস আবিষ্কার
করতে
সবচেয়ে বড় রহস্য আবিষ্কার করে
সে স্বাধীনতা , সুখ এবং সৌন্দর্যের অর্থ জানে।
একজন ব্যক্তিকে তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু এবং চেতনার
কেন্দ্র পরিবর্তন করতে হবে।
পদার্থ থেকে আত্মায়
এবং "নিজেকে " তার সীমাবদ্ধতা সহকারে
অসীম আবেগের মাত্রায়
তখন সে বুঝতে পারবে যে সে ছিল এবং এখনও আছে।
অনন্তকালের উষ্ণ , প্রেমময় আলিঙ্গনে
তাকে বোঝাপড়া ত্বরান্বিত করার জন্যও কাজ করতে হবে
চিন্তার গভীরে প্রবেশ করে
এবং প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করুন
আর যখন ঐশ্বরিক উপস্থিতি স্পর্শ করে
সে সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করবে।
যা তার পথকে বাধাগ্রস্ত করে এবং তাকে অগ্রগতি থেকে
বিরত রাখে
মৃত্যুর পর আর কোন মানুষ থাকবে না
ঈশ্বরের এখনকার চেয়েও কাছে
মৃত্যুর পরে তার সচেতনতার পরিধি
এটা নির্ভর করে সে এখন কতটা জানে তার উপর।
!দেরি বা স্থগিত করার কোন প্রয়োজন নেই
ঈশ্বরের কথা চিন্তা করাই সকল সুখ , ভালোবাসা এবং
মঙ্গলের উৎস।
এটি আমাদের সেই আশীর্বাদপূর্ণ উপাদানগুলির সাথে
সরাসরি সংস্পর্শে নিয়ে আসে
এবং তিনি আমাদের উপর পরম করুণাময়ের আশীর্বাদ বর্ষণ
করেন
আমাদের কাজে আধ্যাত্মিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত করতে
হবে।
এবং এমন কাজ করা যা অন্যদের সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান
করে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এই আলোকিত সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে

এবং এই পৃথিবী থেকে উত্তরণ

ঈশ্বরের অসীম স্থানের দিকে

আলো কোথায়

আর আনন্দ

শান্তি

পরম স্বাধীনতা

শরীরের প্রদীপ হলো (আধ্যাত্মিক) চোখ।

যদি তোমার চোখ একা থাকে

তাহলে তোমার পুরো শরীর আলোয় ভরে যাবে।

{ আর আলো অন্ধকারে জ্বলে, আর অন্ধকার তা জানে না }

পরোপকার
পরার্থপরতা হলো অন্যের দুঃখ অনুভব করা
এবং তাদের আরও কাছে যেতে এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করতে
আমরা আন্তরিকভাবে তাদের ক্ষতিতে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করি।
এবং আমরা তাদের আনন্দে আনন্দিত হই
আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।
তাদের কাছ থেকে ভয়, চাহিদা এবং উদ্বেগের ভূত দূর করতে
যারা অন্যদের খুশি করার জন্য কাজ করে
ঈশ্বর তাকে মানসিক প্রশান্তি দান করুন।
আর যাদের সাহায্য করার চেষ্টা করছে তাদের পেছনে ছুটতে গিয়ে যদি সে কিছু হারিয়ে যায়,
সে এটাকে ক্ষতি মনে করে না কারণ বিনিময়ে সে কিছু পায়।
ঈশ্বরের সন্তুষ্টি এবং মনের শান্তি
সে বেঁচে থাকে ভালোবাসার জন্য, কাজ করার জন্য এবং দান করার জন্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

এবং ঈশ্বরের দ্বারা প্রদত্ত আপনার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার না করে সবকিছু ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তির উপর অর্পণ করেন, তাহলে আপনি সেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন না যা ঐশ্বরিক শক্তি আপনাকে নিজের ইচ্ছায় সাহায্য করতে চায়। প্রার্থনা বা ভিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই ; বরং, আপনাকে আপনার ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে একজন ন্যায্য উত্তরাধিকারী হিসেবে চাওয়া এবং দাবি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আপনাকে আপনার মন থেকে এই চিন্তাভাবনা দূর করতে হবে যে ঈশ্বর , তাঁর শক্তি এবং অতীন্দ্রিয় শক্তিতে , স্বর্গের সবচেয়ে দূরতম প্রান্তে দূরে এবং লুকিয়ে আছেন , এবং আপনি এই পৃথিবীর উদ্বেগ এবং কষ্টের মধ্যে একা। মনে রাখবেন যে ঐশ্বরিক ইচ্ছা আপনার মানবিক ইচ্ছার পিছনে নিহিত , কিন্তু সেই মহাশক্তি , সীমাহীন সমুদ্রের মতো , আপনার কাছে আসবে না যদি না আপনার মন খোলা থাকে এবং আপনার হৃদয় গ্রহণযোগ্য হয়।

নার্ভাসনেস : এর কারণ এবং চিকিৎসা

নার্ভাসনেস এমন একটি রোগ যা "প্রশান্তি" নামক একটি নির্দিষ্ট প্রতিকার দিয়ে কাটিয়ে ওঠা যায়। আমাদের মানসিক ভারসাম্যহীনতা যা স্নায়বিক ব্যাধির দিকে পরিচালিত করে তা ক্রমাগত উত্তেজনা বা ইন্দ্রিয়ের অত্যধিক উদ্দীপনার কারণে ঘটে। উদ্বেগ , ভয় , রাগ , বিষণ্ণ অনুভূতি , অনুশোচনা , হিংসা , দুঃখ , ঘৃণা , বিরক্তি , উদ্বেগ এবং একটি স্বাভাবিক , সুখী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব - যেমন সঠিক পুষ্টি , উপযুক্ত ব্যায়াম , তাজা বাতাস , সূর্যালোক , উপযুক্ত কাজ এবং জীবনের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য - এ সবই স্নায়বিক ব্যাধির কারণ।

যেকোনো তীব্র বা টেকসই মানসিক , আবেগগত বা শারীরিক উদ্দীপনা উল্লেখযোগ্য যন্ত্রণার কারণ হয় এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং তাদের ক্ষমতার মাধ্যমে জীবনীশক্তির সুষম প্রবাহকে ব্যাহত করে। যদি আপনি একটি ৫০ ওয়াটের আলোর বাল্বকে ২০০০ ভোল্টের শক্তির উৎসের সাথে সংযুক্ত করেন , তাহলে বাল্বটি জ্বলে উঠবে। একইভাবে , স্নায়ুতন্ত্রকে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পার্থিব ফাঁদ এবং ফাঁদগুলি মানবজাতিকে চারদিকে ঘিরে রেখেছে , তাদের ফাঁদে ফেলার জন্য নয় , বরং তাদেরকে প্ররোচিত করার জন্য এবং তাদের জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য করার জন্য যে , "এই সমস্ত কিছু কে সৃষ্টি করেছে ? আমাকে কে তৈরি করেছে ? আমি কে? তুমি কোথায় , আমার প্রভু ? তুমি আমার কাছ থেকে কেন লুকিয়ে আছো ? আমার সাথে কথা বলো!"

যখন আপনি এই প্রশ্নগুলো নিয়ে সরাসরি ঈশ্বরের দিকে ফিরে যান , তিনি উত্তর দেন। বেশিরভাগ মানুষ তাঁর কাছে তাদের প্রার্থনার গভীরে প্রবেশ করে না , এবং তাই তারা তাঁকে খুঁজে পায় না বা আবিষ্কার করে না।

আমাদের অবশ্যই হৃদয় থেকে ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে হবে , আত্মার মন্দিরে। আকুল শিষ্য তাঁকে ডাকছেন , বলছেন:

"হে ঈশ্বর , আমি আর কেবল তোমার সৃষ্টি এবং প্রকৃতিতে মূর্ত সৌন্দর্য দেখতে সহ্য করতে পারছি না , কিন্তু আমি তোমার মুখ দেখতে চাই , যা প্রকৃতির সমস্ত ফুলের চেয়েও কোমল এবং বিশ্বের সমস্ত মুখের চেয়েও সুন্দর। আমি প্রকৃতির পিছনে কী লুকিয়ে আছে তা বুঝতে চাই। "

যদি কেউ মুখোশ দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে , তবুও তুমি জানতে পারবে যে একজন মানুষ সেখানে ছিল। একইভাবে , প্রকৃতি হল একটি বিশাল পর্দার মতো , যা ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বর প্রকৃতির পর্দা এবং মুখোশের আড়ালে উপস্থিত , কিন্তু মানবজাতি ক্ষণস্থায়ী , উপরিভাগের দৃষ্টিতে তাকায় এবং প্রকৃতির পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সত্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়।

যখন আমি নীরবে, স্থির , মনোযোগী ধ্যানে বসে থাকি , তখন আমার সত্তার মধ্যে আনন্দের কম্পন অনুভব করি এবং আমি ঈশ্বরকে ফিসফিসিয়ে বলতে শুনি , "আমি এখানে আছি"।

ঈশ্বর আমাদের যে বুদ্ধি দিয়েছেন তা হল স্বর্গের প্রবেশদ্বার : তাঁর রাজ্যের বাইরের দরজা কিন্তু মানুষ এটিকে তাদের উচিত মতো ব্যবহার করে না। ঈশ্বরকে খুঁজতে আমাদের বুদ্ধি ব্যবহার করার জন্য এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সুনির্দিষ্ট আইন এবং নির্দিষ্ট উপায় রয়েছে , ঠিক যেমন কিছু সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে যার মাধ্যমে ঈশ্বর মহাবিশ্বের বিষয়গুলি পরিচালনা এবং পরিচালনা করেন।

ভারতের শিক্ষকরা তাদের অধ্যবসায় এবং তাদের অসাধারণ মানসিক শক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে যোগের বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। যোগ আধ্যাত্মিক গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠবে।

ঈশ্বরের সাথে পবিত্র সাদৃশ্য সকলেরই অনুশীলন করা উচিত যুগ যুগ ধরে মহান ব্যক্তিরা তাদের শিষ্যদের সাথে এটাই করেছেন আমি এখানে কেবল ঐশ্বরিক উপস্থিতির মাধুর্যের কথা বলতে আসিনি; আমার প্রাথমিক লক্ষ্য হল অন্যরা যাতে তা অনুভব করে তা নিশ্চিত করা। আমি আমার সময় নষ্ট করি না। আমি যা কিছু করি তা কেবল ঈশ্বরের জন্য এবং তাঁর সম্মানে। আমি তাঁর চিন্তায় এতটাই ডুবে থাকি যে সময়ের সাথে সাথে এবং আমার দৈনন্দিন কাজের ক্লান্তি সম্পর্কে আমি অবগত নই। এমনকি যখন আমি কাজ করি, তখনও আমি তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি।

আমি ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন নই , এক সেকেন্ডের জন্যও না।

আমি এই পরিস্থিতিটাই চেয়েছিলাম এবং এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আত্ম -জ্ঞানের দিগন্তে

ঈশ্বর যে মন্দিরটিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তা হল তাঁর ভক্তদের জন্য অভ্যন্তরীণ শান্তি ও প্রশান্তির মন্দির , যেখানে তারা জগৎ এবং তার অন্তহীন বিক্ষেপগুলিকে পিছনে ফেলে ধ্যান ও যোগাযোগের জন্য প্রবেশ করে। যখন একজন ব্যক্তি নিজের মধ্যে সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিক শান্তির মন্দির স্থাপন করেন , তখন তারা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে এবং তাঁর নৈকট্য অনুভব করতে সক্ষম হন। অন্যথায় ,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] [illegible]!

(Для [illegible] [illegible] [illegible]!)

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

কিন্তু এই সত্য সত্ত্বেও , ভারতেও অনেক ভণ্ড আছে , এবং তাই নকল এবং আসলটির মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই ভারসাম্য ছাড়া , ব্যক্তি এবং জাতি দুর্দশা এবং ধ্বংসের মধ্যে হোঁচট খাবে। যদি আধুনিক বিশ্বের নেতারা আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত হন এবং একসাথে কাজ করেন, তাহলে তারা কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে যুদ্ধ এবং দারিদ্র্য দূর করতে পারতেন। আধ্যাত্মিক সচেতনতা মানে নিজের মধ্যে এবং অন্যান্য সমস্ত জীবের মধ্যে ঐশ্বরিক উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই সচেতনতাই কেবল বিশ্বকে রক্ষা করতে পারে , এবং এটি ছাড়া , আমি শান্তির কোনও আশা দেখতে পাচ্ছি না। মানবতাকে নিজের সাথে শুরু করা যাক সময় এত মূল্যবান যে নষ্ট করা যাবে না। কর্তব্য আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য পৃথিবীতে আনার জন্য আমাদের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করে।

অনেকেই ঈশ্বরকে খুঁজতে দ্বিধা করে , এই ভয়ে যে জীবন অন্ধকার ও বিষণ্ণ হয়ে উঠবে , সৌন্দর্য ও আনন্দহীন হয়ে পড়বে কিন্তু বিপরীতটি সত্য ! যারা ঈশ্বরকে সত্যিকার অর্থে জানেন তারা তাঁর সাথে নিখুঁত সাদৃশ্যে যে বিশুদ্ধ সুখ খুঁজে পান তা শব্দের বাইরে আমি দিনরাত আধ্যাত্মিক আনন্দের মধ্যে আছি সেই আনন্দই ঈশ্বর , এবং তাঁকে জানার অর্থ হল সমস্ত দুঃখকে ঢেকে ফেলা এবং অনুশোচনা ছাড়াই সেগুলোকে সমাহিত করা।

ঈশ্বর মানুষকে বিষণ্ণ , বিষণ্ণ , নির্জন বা ভ্রুকুটি করতে বলেন না। এটি ঈশ্বরের সঠিক উপলব্ধি নয় , এবং তাঁর অনুগ্রহ অর্জনের সঠিক উপায়ও নয়। একজন ব্যক্তি যত বেশি শান্তি অনুভব করবেন , তত বেশি ঐশ্বরিক উপস্থিতি অনুভব করতে পারবেন। তার সুখ তত বেশি হবে , সে তত বেশি ঈশ্বরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। যারা ঈশ্বরকে জানে তারা সুখী কারণ ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের উৎস।

মানুষ মদ , যৌনতা এবং অর্থের মধ্যে সুখ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে , কিন্তু ইতিহাসের পাতাগুলি তাদের ভগ্ন আশা এবং অপূর্ণ স্বপ্নের গল্পে পূর্ণ।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: "[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], A [illegible] Z [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যখন আপনি স্বেচ্ছায় কাজ করেন, তখন আপনার শক্তি বেশি থাকে কারণ আপনি কেবল মস্তিষ্কের স্নায়ু থেকে শক্তিই আকর্ষণ করেন না, বরং শরীরে মহাজাগতিক শক্তির একটি বিশাল প্রবাহও আকর্ষণ করেন।

একজন মহিলা যিনি তার প্রেমিকের জন্য সুস্বাদু খাবার রান্না করেন, তিনি সুখ এবং প্রাণশক্তিতে ভরে যান

কিন্তু যদি তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রান্না করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সে শুরু থেকেই ক্লান্ত বোধ করে।

অতএব, ইচ্ছাশক্তি শক্তি নিয়ে আসে

:ছোট গল্প

একবার, আমি এক বন্ধুর সাথে সাধুদের সম্পর্কে কথা বলছিলাম। আমার বন্ধু ছিল একজন দালাল, এবং সে আমার উৎসাহ ভাগ করে নিল না। পরিবর্তে, সে বলল, "তুমি যাদের সাধু বলছো তারা সবাই আসলে ভণ্ড যারা ঈশ্বরকে চেনে না"। আমি তার সাথে তর্ক করিনি, বরং বিষয় পরিবর্তন করেছি, এবং আমরা দালালি পেশা সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছি। সে আমাকে এ সম্পর্কে অনেক কিছু বলার পর, আমি আস্তে আস্তে বললাম, "তুমি কি জানো যে এমন কোন বিশ্বস্ত দালাল নেই যে তারা সবাই মিথ্যাবাদী?" সে রেগে গিয়ে রেগে বলল, "আর দালালদের সম্পর্কে তুমি কী জানো?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি ঠিক এটাই বলতে চেয়েছিলাম এবং সাধুদের সম্পর্কে তুমি কী জানো?" সে বাকরুদ্ধ ছিল। আমি শান্তভাবে এবং সদয়ভাবে বলতে থাকলাম, "আমি দালালি সম্পর্কে কিছুই জানি না, এবং তুমি সাধুদের সম্পর্কে কিছুই জানো না"।

শক্তির ফেরেশতা

ঈশ্বর আমাদের শক্তির ফেরেশতা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন

এবং আমরা শারীরিক দেহে স্থাপন করেছি

আমরা আমাদের সমস্ত মনোযোগ ভঙ্গুর দেহের উপর নিবদ্ধ করেছি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রার্থনা

হে বিশ্বজননী
আমাদের হৃদয়ে একমাত্র শিখা হতে
এবং আমাদের আত্মার অন্ধকার দূর করতে
আর তোমার প্রতি আমাদের ভালোবাসার অশ্রুতে
জাগতিক জিনিসের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ধুয়ে ফেলো
এবং আমরা আপনার সাথে একমত হতে পেরে আনন্দিত।
আমাদের দুঃখ ও দুঃখ চিরতরে দূর করে দাও।
আমাদের ছোট হৃদয়গুলোকে বৃহৎ হৃদয়ে পরিণত করো।
এটি আপনার সম্পূর্ণ উপস্থিতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে
আর তোমার ঐশ্বরিক প্রকৃতির আয়নায়
আসুন আমরা নিজেদেরকে নিখুঁত এবং বিশুদ্ধ হিসেবে দেখি।
তোমার প্রতি আমাদের ভালোবাসার শিখা আরও উঁচুতে উঠুক
পার্থিব আকাঙ্ক্ষার আগুনের উপরে
লক্ষ লক্ষ প্রলোভন তোমার ছদ্মবেশে নিজেদের লুকিয়ে রাখে
এবং এটি আমাদের প্রতিনিয়ত প্রতারিত করে

* * *

!এসো, হে বিশুদ্ধ ও নিখুঁত ঐশ্বরিক আনন্দ
তোমার জন্য আমাদের আকুলতার মন্দিরে প্রবেশ করো
গ্রহটি শান্তিপূর্ণ হোক।
আমাদের পাহাড়ে , অজ্ঞতার অন্ধকার রাতে

তিনি আমাদের পথ দেখান এবং নিরাপদে ফিরিয়ে আনুন।

!তোমার নিরাপদ আশ্রয়স্থলে

অনন্তকাল থেকে ফিসফিসানি

খৈয়ামের প্রথম কোট্রেন

এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড অনুবাদ করেছেন এবং মাস্টার পরমহংস ব্যাখ্যা করেছেন

পশ্চিমা বিশ্বে ওমর খৈয়ামের খ্যাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফিটজেরাল্ডের তাঁর কোয়াট্রেনের অনুবাদের উপর নির্ভর করে , যা ইংরেজিতে সর্বকালের সেরা অনুবাদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

শিক্ষক পরমহংস ওমর খৈয়ামকে একজন মহান রহস্যবাদী এবং উচ্চ স্তরের আত্ম -জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করতেন , এবং তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক এবং অভিজ্ঞতামূলক অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য প্রতীকবাদ ব্যবহার করেছিলেন , এবং তাঁকে অস্পষ্টভাবে ভুল বোঝা হয়েছিল , এবং গবেষকরা তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন বোঝার জন্য যথেষ্ট গভীরভাবে অনুসন্ধান করেননি যা তিনি কোট্রেনে জমা করেছিলেন।

!রাতের বাটিতে সকালের জন্য জাগ্রত হও

যে পাথর তারাদের উড়ে যেতে বাধ্য করে , তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে।

আর দেখো! প্রাচ্যের শিকারী ধরে ফেলেছে

আলোর ফাঁদে সুলতানের বুরুজ

:আরবি অনুবাদ

ঘুম থেকে ওঠো , কারণ সকাল রাতের পাত্রে পাথর ছুঁড়ে ফেলেছে।

তারাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দেওয়া

আর এখানেই প্রাচ্যের শিকারী

হে মায়ার নগরীর বাসিন্দারা , ঘুম ত্যাগ করো ! কারণ"
অন্তরের জ্ঞানের আধ্যাত্মিক বার্তার সূর্যকিরণ প্রকাশিত
"হয়েছে।

অজ্ঞতার অন্ধকার পাত্র ভেঙে তা থেকে ক্ষণস্থায়ী
বস্তুগত আনন্দের আকাঙ্ক্ষা দূর করতে আধ্যাত্মিক
পরিশুদ্ধির শক্ত পাথর ব্যবহার করতে শিখুন।

জ্ঞানের শিকারীর কাছ থেকে শিক্ষা নাও , যিনি ক্রমাগত "
আলোর জন্য আকুল এবং সত্যের সন্ধানকারী আত্মাদের খুঁজে বের
করেন, তাদেরকে মহিমান্বিত সৌন্দর্যের আভা দিয়ে , চিরন্তন
"স্বাধীনতার জাঁকজমক দিয়ে ঘিরে রাখেন।

অপব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্তন

অনেক বছর আগে, একবার, আমি আমার এক ছাত্রকে বিপরীত দিকে
হাঁটতে দেখেছিলাম।

তার কর্মের অনিবার্য পরিণতি বুঝতে পেরে , আমি তাকে তার
কর্মপন্থা ত্যাগ করার জন্য সমস্ত যুক্তিসঙ্গত উপায়
ব্যবহার করে রাজি করার চেষ্টা করেছি , কিন্তু আমি দেখতে
পেলাম যে আমি তাকে সাহায্য করতে পারছি না।

কারণ সে মন্দের পথে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল।

:অবশেষে, আমি নিজেকে বললাম

"যেহেতু সে এটা চায় , আমি তাকে একা ছেড়ে দেব "

কিন্তু তার প্রতি আমার ভালোবাসা এবং উদ্বেগ দ্রুত
ফিরে এলো, তাই আমি একটি ডুমুর গাছের নিচে বসে তাকে কল্পনা
করতে শুরু করলাম

তীব্র উৎসাহের সাথে , আমি তাকে ক্রমাগত নিম্নলিখিত
:বুদ্ধিবৃত্তিক বার্তাটি পাঠাতে লাগলাম

ঈশ্বর আমাকে বলেছেন যেন তুমি তোমার মন পরিবর্তন করতে "
"চাও , তুমি যা করতে চাও।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(¡[illegible]) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এবং অহংকারের সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ভাণ্ডার থেকে
বেরিয়ে আসার জন্য

ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি বিরক্তিকর দুঃস্বপ্ন
থেকে জেগে ওঠে এবং বুঝতে পারে যে সে যা দেখেছে তা কেবল একটি
স্বপ্ন ছিল , তেমনি ঐশ্বরিক চেতনাও একজন ব্যক্তিকে ঘুম এবং
বিভ্রান্তির দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে এবং জীবনের অর্থ
এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি নতুন সচেতনতা এবং সুস্পষ্ট
উপলব্ধির জন্য উৎসাহিত করে।

যদি আমরা আধ্যাত্মিক জাগরণের ভোরের অভিজ্ঞতা লাভ
করতে চাই এবং নিশ্চিততার আলো প্রত্যক্ষ করতে চাই , তাহলে
আমাদের অবশ্যই ভেতরের কণ্ঠস্বর শুনতে হবে।

আমরা এর প্ররোচনায় সাড়া দিই। আমাদের অবশ্যই পথ থেকে
মোহের পাথর এবং অজ্ঞতার পাথর সরিয়ে ফেলতে হবে যা আত্মার
অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে এবং এর গতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

আর আসুন আমরা উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগরণের দরজায়
আকাঙ্ক্ষার হাত দিয়ে কড়া নাড়ি , যাতে আমরা আনন্দের
বাতাসে শ্বাস নিতে পারি এবং আমাদের প্রতিটি চিন্তায় এবং
আমাদের প্রতিটি অনুভূতিতে স্বর্গীয় বিদ্যুৎ আনতে পারি।

আর আমাদের প্রতিটি কাজ

আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন
তিনি আমাদের চেতনায় সচেতনতার জানালা খুলে দেন , আমাদের
জ্ঞানের আলোয় পূর্ণ করেন , তাঁর ভালোবাসায় আমাদের ঘিরে
রাখেন এবং তাঁর চিরন্তন করুণায় আমাদের ঘিরে রাখেন।

আমার কাছে যারা এসেছিল , তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল
যাদের আমি শুরু থেকেই বলেছিলাম , খোলাখুলিভাবে , তাদের
উদ্দেশ্য ঠিক নয় , এবং আমি তাদের সেই উদ্দেশ্যগুলি
পরিবর্তন করতে বলেছিলাম।

তাদের মধ্যে কয়েকজন আমার কথা পছন্দ করেনি , কিন্তু
অন্যরা সাড়া দিয়েছে এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তিত
হয়েছে।

কিন্তু আমার আত্মার ভাষায় আমি ফিসফিসিয়ে বলব : "আমি
"সবসময় তোমারই থাকব

পরীক্ষা , অসুস্থতা এবং মৃত্যু আমাকে ছিন্নভিন্ন করে
দিতে পারে এবং আমার শরীরকে পুড়িয়ে দিতে পারে , কিন্তু
যতক্ষণ আমার স্মৃতিতে আশার আলো থাকে

আমার মৃতপ্রায় চোখের দিকে তাকাও কারণ তাদের মাধ্যমে
আমি তোমাকে বলব: "আমি তোমাকে চিরকাল ভালোবাসব এবং আমি
"!সর্বদা তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব

আমি তোমাকে সত্যি বলছি যে আমি আমার সমস্ত প্রশ্নের
উত্তর মানুষের কাছ থেকে পাইনি , বরং ঈশ্বরের কাছ থেকে
পেয়েছি , যিনি সকল উদারতার উৎস।

এবং মহাবিশ্বের সকল জ্ঞানের উৎস

তিনি আমার জীবনের একমাত্র অনুপ্রেরণা , এবং যখন আমি
কথা বলি , তখন আমি তাকে অনুরোধ করি যেন সে আমার কথাগুলিকে
তার শক্তি , তার সত্য , তার ভালোবাসা এবং তার আলো দিয়ে
ভরিয়ে দেয়। আমি আনন্দের ঢেউ অনুভব করি যা আমাকে গ্রাস
করে কারণ তার সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা উষ্ণ দিনে মৃদু
বাতাসের মতো আত্মায় ঢেলে দেয় , এবং এর ঢেউ দিনরাত ,
সপ্তাহের পর সপ্তাহ , বছরের পর বছর ধরে শক্তিশালীভাবে চলতে
থাকে , তাই আপনি জানেন না শেষ কোথায়।

মানুষ মনে করে তাদের মানব উৎস থেকে ভালোবাসা এবং
সম্পদের প্রয়োজন , কিন্তু প্রতিটি ভালোবাসা এবং সম্পদের
পিছনে

ঐশ্বরিক প্রেম যা পরিবর্তনশীল নয় এবং আধ্যাত্মিক
সম্পদ যা পার্থিব সম্পদ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না যে কেউ
বুঝতে পারে যে ঈশ্বর হলেন সমস্ত প্রেম , আনন্দ এবং
অনুগ্রহের উৎস , সে তা খুঁজে পাবে এবং এতে অত্যন্ত খুশি
হবে।

ঈশ্বর তাদেরই দান করেন যারা তাঁর উপর আশা রাখে , এবং
যারা

প্রভু , আমাদের উষ্ণ ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ
বোঝাপড়ার মাধ্যমে আমাদের এবং অন্যদের মধ্যে থাকা সমস্ত
কৃত্রিম , বরফের বাধা এবং বাধাগুলিকে গলিয়ে ফেলতে সাহায্য
করুন।

আমাদেরকে সচেতন বিবেক এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে
সঠিক বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করতে এবং জীবনের পথে
ন্যায়পরায়ণভাবে চলতে সাহায্য করুন।

এবং আমাদের আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা আমাদের
আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি এবং সহানুভূতিশীল করুণাকে বহুগুণে
বৃদ্ধি করতে পারি , যাতে আমাদের জাতীয় প্রেমের বৃত্তটি
প্রসারিত করে পৃথিবীর সমস্ত বাসিন্দাকে অন্তর্ভুক্ত করা
যায় , বর্ণ , শ্রেণী , লিঙ্গ এবং বিশ্বাস নির্বিশেষে।

হে বিশ্বজগতের প্রভু , আসুন আমরা স্বাধীনভাবে
জন্মগ্রহণকারী সকল মানুষের স্বাধীনতাকে সম্মান করি এবং
লালন করি।

এবং আমাদের আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ
বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি এবং আপনাকে আজীবন আমাদের
আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে নির্বাচিত করতে পারি।

আত্মার গভীর থেকে

হে প্রভু , আমার আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলতে দাও

তোমার পবিত্র উপস্থিতি সর্বদা বিদ্যমান

আমি আমার আকাঙ্ক্ষার জন্য একটি মন্দির তৈরি করেছি

আমার প্রতিটি ভাবনায়

?তুমি কি দয়া করে আমার সাথে দেখা করবে

!?আর তুমি আমার ভালোবাসার সিংহাসনে বসে আছো

আমার চিন্তাভাবনা তোমার বিজ্ঞ নির্দেশনা অনুসরণ
করুক।

তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ হও।

জীবন্ত আবেগ

হে অস্তিত্বের আত্মা এবং বিশ্বজগতের প্রভু

তুমি আমার দৃষ্টির আড়ালে আছো , যার মাধ্যমে আমি তোমার
আপাত সৌন্দর্য দেখতে পাই।

আর আমার কানের পেছনে, যা দিয়ে আমি পার্থিব শব্দের
মিশ্রণ শুনি

তুমি আমার স্পর্শের পিছনে আছো , যার সাহায্যে আমি
তোমার পার্থিব জগতের জিনিসগুলি অনুভব করি।

আর প্রকৃতির আবরণের ওপারে যা তোমার সুন্দর মুখ
লুকিয়ে রাখে

ফুলের সান্ত্বনাদায়ক দৃষ্টিতে আমি তোমাকে দেখতে পাই

আর আমি তোমাকে পুষ্টিকর খাবারের স্বাদে আস্বাদন করি

আমি তোমার ঐশ্বরিক সারাংশ এবং তোমার চিরন্তন মাধুর্য
অনুভব করি

বিদ্যমান সকল ভালো জিনিস এবং বিস্ময়ের মধ্যে

আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি , প্রভু , আর তুমি আমার
কাঁপতে থাকা কণ্ঠের পিছনে আছো

আর আমার মনের আড়ালে, যা দিয়ে আমি প্রার্থনা করি

তুমি আমার গভীরতম অনুভূতির বাইরে।

আমার পবিত্র চিন্তাভাবনা , আকাঙ্ক্ষা এবং তোমার জন্য
আমার আকুল আকাঙ্ক্ষার বাইরে

তুমি আমার ভাবনার ওপারে , আমার কোমল ভালোবাসারও
!উর্ধ্বে

আহা, যদি তুমি মানুষের আবেগের আড়াল থেকে বেরিয়ে
!আসতে

আর মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মেঘ দ্বারা বেষ্টিত যা জ্বলন্ত লাল

-সোনালী লাভার

গিজারগুলি নির্গত করে , শান্ত হ্রদের দিকে রংধনুর মতো
ঝাঁকুনি দিয়ে ঢেকে যায়। তীব্র সোনালী শিখা নীল
দ্বীপগুলিকে আলোকের জ্বলন্ত বলয়ে ঢেকে দেয়।

নীল শিখর এবং তার জ্বলন্ত মুকুটটি সেই নীরব সোনালী
হ্রদের পৃষ্ঠে যমজ সন্তানের মতো প্রতিফলিত হচ্ছিল। আর
একেবারে ডানদিকে , একটি ছোট, শান্ত হ্রদ ঝিকিমিকি করছিল ,
নীল দ্বীপগুলির একটির বুকে অবস্থিত , মেঘের ঢেউয়ের মধ্যে
পূর্ণিমার চাঁদের মতো সাঁতার কাটছিল।

সূর্যাস্ত আর মরীচিকার মতো মেঘের শহরে আমি অনেকক্ষণ
ঘুরে বেড়িয়েছি , হ্রদের পৃষ্ঠে ভেসে বেড়াচ্ছি তার
সূক্ষ্ম সোনালী আলোয় , আর কতই না অসাধারণ ছিল সেই সোনালী
জলরাশি, লাল বরফের গুচ্ছ দিয়ে ঘেরা , চারদিকে ছড়িয়ে
ছিটিয়ে ছিল অনন্তকালের প্রান্তে।

আমি ভেবেছিলাম যে আলোর প্রাণীরা এই পৃথিবীতে ভালো
আত্মা , এবং জীবনের সমস্ত পরীক্ষা সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার
পর, তাদের আনন্দ করার এবং তাদের ইচ্ছামতো স্বপ্ন
বাস্তবায়নের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় , সেই প্রাণীরা সমুদ্র এবং
সোনার হ্রদে ঘেরা স্বর্গীয় শহরগুলিতে তাদের স্বর্গীয়
স্বপ্নগুলিকে তীব্র করে তুলবে।

দুঃখের আড়ালে এবং এই পার্থিব পৃথিবীর সমস্ত
ট্র্যাজেডি এবং বেদনার ফাঁদের বাইরেও

সেখানে , বিরক্তির বাইরে , সেই প্রাণীরা লাল আলো
নিঃশ্বাস নিল , কমলা রশ্মি পান করল , দূরে সরে গেল , কাছে এল,
ঘোরাফেরা করল এবং বহু রঙের আলোর মাঝে সাঁতার কাটল।

এখানে , সেই প্রাণীরা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের স্বপ্ন
বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের ইচ্ছামত তাদের কল্পনাকে রূপ
দেবে , তারপর তাদের ইচ্ছামত বিলীন হয়ে যাবে এবং অদৃশ্য
হয়ে যাবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তুমি হৃদয়ের পবিত্র স্থানে প্রতিধ্বনিত স্বর্গীয় প্রতিধ্বনি

আর তুমি সেই অনুভূতির কণ্ঠস্বর যা কান ধরে উঠতে পারে না।

তোমার ভালোবাসায় আশীর্বাদপ্রাপ্ত হওয়াটা অপরিসীম।

সকল জাগতিক বিবেচনা থেকে

এবং সমস্ত পার্থিব গৌরব

তোমার উপর আমার অগাধ বিশ্বাসের সাথে

আমি দেখতে পাচ্ছি অসুস্থতার ছায়াগুলো ম্লান হয়ে যাচ্ছে এবং ফিরে না এসে চলে যাচ্ছে।

প্রভু , প্রকৃতির জানালা আর শান্তির দরজা দিয়ে আমি তোমাকে দেখতে পাবো।

তোমার আশীর্বাদে আমাদের ঢেলে দাও।

এবং তোমার মহাজাগতিক শক্তির তরঙ্গে আমাদের নিমজ্জিত করো

স্বার্থপরতা আমাদের থেকে দূরে রাখো।

যা আত্মাদের কাছে আসতে বাধা দেয়

এবং তাদের সাক্ষাৎ ছিল মঙ্গল এবং আলোর প্রতি ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে

আমার প্রার্থনার ফুলে জল দিতে দাও

তোমার চিন্তাভাবনা এবং ধ্যানের জল দিয়ে , হে আমার ঈশ্বর

যাতে নতুন , প্রাণবন্ত ফুল ফুটতে পারে

অনুপ্রেরণা , শান্তি এবং সুখ থেকে

[illegible] [illegible] [illegible] [

আমাকে ধারণ করো, আর তোমার চিরন্তন উপস্থিতি অনুভব করতে দাও।
আমার ভেতরে এবং আমার চারপাশে
আমার চিন্তার নির্জনতায় , আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে আকুল।
পৃথিবীর তীব্র শব্দগুলো আমার কাছ থেকে দূরে রাখো।
আমার স্মৃতিতে লুকানো
আমি তোমার শান্ত , প্রশান্তিদায়ক কণ্ঠস্বর শুনতে চাই।
আর গায়ক সর্বদা আমার আত্মার প্রশান্তিতে থাকেন।
আমার ঈশ্বর , যেখানে তুমি সর্বব্যাপী
তোমাকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।
আমার সত্তা এবং বিবেকের গভীরে
আমাকে ছোট্ট একটা অংশও দেখাতে সাহায্য করো।
!আমার আধ্যাত্মিক খনির লুকানো ধন থেকে
হে দীপ্তিময় আলো
আমার হৃদয় জেগে আছে।
আমার মানসিক স্বাস্থ্য
তোমার মহিমায় আমার আধ্যাত্মিক মন্দির পূর্ণ করো।
!হে চিরন্তন উত্তর নক্ষত্র
আমি যেখানেই ঘুরেছি এবং যেভাবেই ঘুরেছি
আমার মনের চৌম্বকীয় কম্পাসের সুচ তোমার দিকেই নির্দেশ করে চলেছে
?তুমি কি দুর্ভাগ্যের বাতাসে আক্রান্ত

অথবা কষ্ট ও দুর্দশার বৃষ্টিতে ভিজে

তবে আমার মন পরিচালিত হয়েছিল

সবসময় তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা

আমার প্রিয় পাখি , ডানা ঝাপটাচ্ছে

বিভ্রান্তির মেঘের মাঝে

এবং বিভ্রান্তির ঝড়

সে অবশ্যই তোমার কাছে পৌঁছানোর পথ খুঁজে পাবে।

প্রাচীনকালে

ইথারের হৃদয়ে

যখন আমরা আত্মা হিসেবে অস্তিত্বে এসেছিলাম

আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ছিলাম।

ঐশ্বরিক প্রেমের আবরণের নিচে

আর যখন ঈশ্বর আমাদের জাগিয়ে তুলেছিলেন

আমরা তার কাছ থেকে দূরে চলে গেলাম

অপব্যয়ী পুত্রের গল্পের মতো

আমরা আমাদের মধ্যে আত্মীয়তার ঐশ্বরিক বন্ধন ভুলে গেছি

আমরা একে অপরের কাছে অপরিচিত হয়ে গেলাম

,আর যেহেতু আমরা আমাদের স্বর্গীয় বাড়ি ত্যাগ করেছি

আমরা এই পৃথিবীতে পরিণত হয়েছি

পৃথিবীর কোণে কোণে ভ্রমণকারী ভ্রমণকারীরা

আমরা নিয়তির পথে হাঁটছি

আমরা অনেক দূরে চলে গেছি।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তোমার পবিত্র আলো আমাদের অনুভব করতে দাও।

এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত

এবং এটি আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করে

এবং আমাদের অন্ধকার দূর করে

এবং শান্তি আমাদের ঘিরে ফেলুক

এবং আশাবাদ

এবং ভালো কাজ করার ইচ্ছা

রাজপুত্র এবং আলোকিত সন্ন্যাসীর মধ্যে

একবার, এক অত্যাচারী রাজপুত্র তার ভৃত্য এবং পরিচারকদের সাথে শিকারে বেরিয়েছিলেন , সম্পূর্ণ সশস্ত্র এবং সশস্ত্র অবস্থায়। তারা বনের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন , শিঙা বাজিয়ে এবং ঢোল বাজিয়ে।

কিছু পাখি , হরিণ এবং হিংস্র বাঘ শিকার করার পর , রাজপুত্র এবং তার সঙ্গীরা বুঝতে পারলেন যে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছেন।

তাদের কাছে প্রচুর খাবার ছিল কিন্তু জল ছিল না। বনে জলের জন্য অক্লান্ত অনুসন্ধান সত্ত্বেও , তারা কিছুই খুঁজে পেল না। রাতের হিংস্র পশুদের আক্রমণ থেকে তাদের কোনও আশ্রয় ছিল না , কারণ অন্ধকার দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল।

সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল , এবং কাফেলার নেতৃত্বদানকারী রাজপুত্র একটি পুরানো , জীর্ণ কুঁড়েঘরের কাছে এলেন। ঘোড়া থেকে নেমে , তিনি খোলা দরজাটি ঠেলে খুলে কুঁড়েঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের এক কোণে আলোর ঝলক ছাড়া ভেতরে সবকিছু অন্ধকার "ছিল, এবং তিনি হতাশার সাথে ভাবলেন , "কুঁড়েঘরটিও জনশূন্য।

কিন্তু আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে ডাকলো , "শান্তি ! কেউ কি "?এখানে

সে অবাক হয়ে গেল , সে শুনতে পেল একটি শান্ত কণ্ঠস্বর তাকে শান্তভাবে উত্তর দিচ্ছে , বলছে: "হ্যাঁ , আমি এখানে "?আছি। তুমি কি পানি খুঁজছো

রাজপুত্র অন্ধকারে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন , যতক্ষণ না তিনি একজন মানুষের ভূতের আভাস পেলেন , এবং অবাক হয়ে গেলেন যে লোকটি তার সাথে দেখা করার বা তাকে চিনতে পারার আগেই তার চিন্তাভাবনা জেনে গিয়েছিল।

রাজপুত্র তার উপস্থাপককে জিজ্ঞাসা করলেন , "তুমি কে ?" উপস্থাপক উত্তর দিলেন , "ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ একজন "দরিদ্র তপস্বী

সন্ন্যাসী একটি প্রদীপ জ্বালালেন এবং রাজপুত্র তার দলবলকে ডাকলেন, এবং তারা সেই দূরবর্তী বনে জল এবং ফল খুঁজে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন।

রাজপুত্র সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন , "তুমি কি বাঘ "?এবং সাপকে ভয় পাও না

সন্ন্যাসী শেখ উত্তর দিলেন : "অবশ্যই না , বাঘ আমার পোষা বিড়াল , আর সাপ আমার কাছে শান্তিপ্রিয়। আমরা এমন বন্ধু যারা সর্বদা ঈশ্বরের প্রেমের সূর্যে স্নান করি যা এই "অস্তিত্বের সবকিছুতে জ্বলজ্বল করে।

রাজপুত্র যখন সন্ন্যাসীর দিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাকালেন , তখন তিনি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন যখন তিনি সন্ন্যাসীর ঘাড় থেকে একজোড়া কোবরা ঝুলতে দেখলেন। তিনি যা দেখেছেন তা নিশ্চিত করার জন্য যখন তিনি কাছে এলেন , তখন সাপগুলি হিস হিস করে উঠল এবং মাথা দুলিয়ে উঠল , কারণ তারা রাজপুত্রের হৃদয়ে ভয়ের কম্পন এবং প্রতিশোধের অনুভূতি অনুভব করেছিল।

তাছাড়া , সেই মুহূর্তে বনের একটি বাঘ কুঁড়েঘরে প্রবেশ করে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। ঈশ্বরের লোকটি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার এবং তার মাথায় হাত বুলানোর পর , বাঘটি চুপচাপ চলে গেল , বনের কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে গেল।

[illegible]

[illegible]:
[illegible]

গৃহব্যবস্থা সম্পর্কে কোনও বিজ্ঞানীর সাথে তর্ক
করবেন না।

আমি জানি কোনটা ব্যক্তিকে আগ্রহী করে এবং কোনটা তাদের
মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এবং সে তাকে সেই বিষয়টি সম্পর্কে বললো

আপনার আগ্রহের বিষয়গুলো নিয়ে অবশ্যই নয়

যদি আমরা অন্যদের বুঝতে চাই

আমাদের তাদের সমালোচনা এবং নিন্দা করা এড়িয়ে চলা
উচিত।

বরং, আমাদের নিজেদের বিচক্ষণতার আয়নায় তাকানো
উচিত।

কোন কোন বিষয় ঠিক করা এবং উন্নত করা প্রয়োজন তা
?জানতে

সেই মনস্তাত্ত্বিক আয়নাটি খুবই আলাদা

আমরা প্রতিদিন সকালে যে পরিচিত আয়না দেখি তার কথা

প্রতিদিন আমি সেই আত্ম -আয়নার দিকে তাকাই

যদি আমি এমন কিছু পাই যা আমার পছন্দ নয়

আমি নিজেকে দোষারোপ করি এবং তা সংশোধন করার জন্য কঠোর
পরিশ্রম করি

এইভাবে , একজন ব্যক্তি তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পান

তার আত্মার আয়নায় তার আসল রূপে প্রতিফলিত

আর এটা দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে

সুখ এবং মানসিক প্রশান্তির পথে

ঈশ্বর আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আপনার মঙ্গল
করুন।

[illegible]

করতে দেন যতক্ষণ না আপনি মাতাল হন , এবং আপনাকে একটি পবিত্র দর্শনে পরিদর্শন করেন যেখানে সান্ত্বনা থাকে , এবং আপনার হৃদয়কে প্রেম ও কৃতজ্ঞতার জল দিয়ে ধুয়ে দেন , এবং আপনার অস্তিত্বে নিশ্চিততার প্রদীপ আলোকিত করেন , এবং তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ সমুদ্রের বাস্তবতায় আপনার স্বপ্নগুলিকে গলে দেন , এবং যাতে আপনি তাঁর মধ্যে তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি পান করেন , যাতে আপনার আত্মায় প্রশান্তি বাস করে এবং স্বর্গের আশীর্বাদ আপনার উপর নেমে আসে।

স্থিরতা মানে চিন্তাভাবনা শান্ত করা

শরীরকে শান্ত করা এবং এর চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা

যে কেউ এটা করতে পারবে সে এক সতেজ প্রশান্তি অনুভব করবে

সে পরিশীলিত জগৎ থেকে উৎকৃষ্ট তরঙ্গ এবং ছাপ অনুভব করবে

,আর যে কেউ নীরবতার গভীরে প্রবেশ করে

সে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য আবিষ্কার করবে

যতক্ষণ একজন মানুষ রাস্তায় হাঁটছে

তার সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত খুবই মূল্যবান।

আমরা এই জমিতে (পথের ঘর) অল্প সময়ের জন্য এসেছি।

সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী , কিন্তু ঈশ্বরের অনুভূতি স্থায়ী।

হৃদয় ও আত্মা থেকে কিছুই মুছে ফেলতে পারবে না

আমাদের এই জগতের প্রলোভনগুলিকে আমাদের প্রভাবিত করতে দেওয়া উচিত নয়

আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য এবং সর্বোচ্চ লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে : ঈশ্বর

ঈশ্বরকে জানা সম্ভব

```
        if (!isset($_GET['id'])) {
            header("Location: index.php");
            exit();
        }

        $id = $_GET['id'];
        $sql = "SELECT * FROM users WHERE id = $id";
        $result = mysqli_query($conn, $sql);
        $user = mysqli_fetch_assoc($result);

        if (!$user) {
            header("Location: index.php");
            exit();
        }

        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
            $name = $_POST['name'];
            $email = $_POST['email'];

            $sql = "UPDATE users SET name = '$name', email = '$email' WHERE id = $id";
            mysqli_query($conn, $sql);

            header("Location: index.php");
            exit();
        }
    ?>

    <h1>Edit User</h1>

    <form method="post">
        <label for="name">Name:</label>
        <input type="text" name="name" value="<?php echo $user['name']; ?>" required><br>

        <label for="email">Email:</label>
        <input type="email" name="email" value="<?php echo $user['email']; ?>" required><br>

        <input type="submit" value="Update">
    </form>

    <a href="index.php">Back to User List</a>
</body>
</html>
```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"হে প্রভু, একই বিদ্যুৎ চুলায় তাপ এবং রেফ্রিজারেটরে বরফ তৈরি করে। আবহাওয়া মৃদু!" তৎক্ষণাৎ আবহাওয়া আমার জন্য মনোরম হয়ে উঠল যেন তুষারের স্তর আমার শরীরকে ঘিরে রেখেছে, এবং আমি প্রচুর অনুপ্রেরণা অনুভব করতে শুরু করলাম এবং কোনও অসুবিধা ছাড়াই লিখতে শুরু করলাম।

একবার, আমি একদল তরুণ আত্ম-আবিষ্কারকারী ছাত্রের সাথে একটি খোলা ভ্রমণকারী গাড়িতে রাজ্য জুড়ে ভ্রমণ করছিলাম [তথ্যসূত্র অনুসারে তাদের একজনের নাম রশিদ] তাদের মধ্যে একজন ছিল আমার সেক্রেটারি। তিনি এবং আমি গাড়িতে ঘুমাতাম এবং একটি ছোট কম্বল ভাগ করে নিতাম।

রাতটা ছিল হিমশীতল ঠান্ডা। যখন আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম, সে আমার কম্বলটা টেনে নিল, আর যখন আমি অর্ধেক ঘুম থেকে উঠলাম, তখন আমি অজ্ঞান হয়ে তার কম্বলটা টেনে নিলাম! এভাবে কিছুক্ষণ চলল। তারপর আমার মন বলল, "তুমি এমন আচরণ করছো কেন? সবকিছু ঠিক আছে, তুমি উষ্ণ!"

তারপর আমি কম্বলটা ফেলে দিলাম, উঠে বসলাম, আর ধ্যান করতে লাগলাম যতক্ষণ না আমার শরীর গরম রুটির মতো অনুভূত হয়। দুই ঘন্টা পরে যখন শিষ্যরা জেগে উঠলেন, ঠান্ডায় কাঁপছিলেন, তখন তারা আমাকে নিশ্চল দেখতে পেলেন। আমি পবিত্র আনন্দে ডুবে ছিলাম, এবং তারা ভেবেছিলেন আমি মারা গেছি। তারা তাদের চিৎকার দিয়ে আমাকে আমার আধ্যাত্মিক আনন্দ থেকে জাগিয়ে তুললেন, কিন্তু আমি হেসে বললাম, "এত কোলাহল কেন, যুবকেরা? চলো আমাদের যাত্রা চালিয়ে যাই।"

তারা প্রতিবাদ করে বলল, "আমি কোট বা কম্বল ছাড়াই ঠান্ডায় বসে ছিলাম! তবুও আমার ঠান্ডা লাগেনি, আমিই একমাত্র ছিলাম যে উষ্ণ ছিলাম!"

দ্রষ্টব্য: আমরা কঠোর জলবায়ু পরিস্থিতিতে শরীরকে উন্মুক্ত করার পরামর্শ দিই না। ঋষি পরমহংস মানুষের সম্ভাবনা এবং সহজাত ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য এই অভিজ্ঞতাগুলি উল্লেখ করেছিলেন, তবুও তিনি এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় সতর্কতা এবং সংযমের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

***

আমি বুঝতে পারি যে আমার চিন্তাভাবনা আমাকে ব্যর্থতা বা সাফল্য এনে দেবে, আমার জীবনের কোন ধারণাটি সবচেয়ে

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]: [illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

আমাদের কর্তব্য পালন করতে হবে, এবং ঈশ্বর আমাদের যে ভূমিকা দিয়েছেন তা পালন করতে হবে, আমাদের খুশি করে এমন ভূমিকা নয়।

***

আর্কাইভ থেকে : আমরা কি আগে কখনও দেখা করেছি?

বহুকাল আগে, আকাশের হৃদয়ে, যখন আমরা আত্মা হিসেবে অস্তিত্বে এসেছিলাম, আমরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম

ঐশ্বরিক প্রেমের আবরণে এবং যখন ঈশ্বর আমাদের জাগিয়ে তোলেন, তখন আমরা তাঁর থেকে অনেক দূরে চলে যাই, যেমন অপব্যয়ী পুত্রের গল্পে ছিল, এবং আমরা আমাদের মধ্যে ঐশ্বরিক বন্ধন ভুলে গিয়েছিলাম এবং একে অপরের কাছে অপরিচিত হয়ে পড়েছিলাম।

আমাদের স্বর্গীয় বাসস্থান ত্যাগ করে, আমরা এই পৃথিবীতে ভ্রমণকারী হয়েছি, পৃথিবীর কোণে কোণে ঘুরেছি এবং ভাগ্যের পথে হেঁটেছি।

আমরা আমাদের আদি বাসস্থান থেকে অনেক দূরে, অনেক দূরে ভ্রমণ করেছি তবুও, সময়ে সময়ে, কিছু স্থান, অভিজ্ঞতা এবং মুখগুলি চাপা পড়ে থাকা স্মৃতি এবং গভীর, অভ্যন্তরীণ অনুভূতিগুলিকে জাগিয়ে তোলে যা আমাদের কাছে ফিসফিস করে আসে।

আমরা অনুভব করি যে আমরা আবার এমন কিছু অনুভব করছি যা আমরা আগে জানতাম, এবং আমরা সেই প্রিয়জনদের সাথে দেখা করি এবং যোগাযোগ করি যাদের সাথে আমরা সুদূর অতীতে ঘনিষ্ঠ ছিলাম।

***

প্রভু, আমাদের ঐশ্বরিক প্রেমের অনুগ্রহে আশীর্বাদ করুন।

তোমার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষায় আমাদের হৃদয় গলে যাক
আর তার ভেতরে আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলছে
হয়তো আমাদের আত্মারা শারীরিক খাঁচায় বন্দী।
সে তার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পায়
এবং সে ঐশ্বরিক আকাঙ্ক্ষায় চালিত হয়ে রওনা দেয়
তোমার অনন্তকালের তীরে
হে আমাদের চিরপ্রিয়

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]?

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

ইচ্ছা , উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা :

"ইচ্ছা " হলো এমন একটি ইচ্ছা যার শক্তির অভাব থাকে এবং "উদ্দেশ্য " হলো কিছু করার সংকল্প : একটি নির্দিষ্ট ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা। "ইচ্ছা " বলতে এই কথাটি প্রকাশ করা যেতে পারে : "আমি যা চাই তা অর্জন না করা পর্যন্ত আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করব "।

যখন তুমি তোমার ইচ্ছাশক্তিকে প্রশিক্ষিত করো , তখন তুমি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের শক্তিগুলিকে মুক্ত এবং নির্দেশিত করতে পারো , তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু না করেই কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করার পরিবর্তে।

***

আমাদের আশা হারানো উচিত নয় , বরং বুঝতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের পরিস্থিতির উন্নতি করার , আমাদের ধারণাগুলিকে উন্নত করার এবং নিজেদের এবং অন্যদের জন্য জীবনে নতুন এবং কার্যকর জিনিস তৈরি করার জন্য সুযোগের পর সুযোগ দিচ্ছেন।

যদি আমরা আমাদের বর্তমান জীবনধারায় অসন্তুষ্ট হই , তাহলে আমাদের এমন নতুন উপায় এবং পদ্ধতি আবিষ্কার করা উচিত যা আমাদের সন্তুষ্টি এবং মানসিক শান্তি এনে দেয়। আমাদের এমন পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করা উচিত যা আমাদের পরিস্থিতির উন্নতি করবে এবং আমাদের জীবনকে আরও অর্থবহ এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তুলবে এবং তারপর সেই ধারণাগুলিকে বাস্তবে রূপ দেবে।

***

প্রভু , আসুন আমরা তোমাকে জানার পবিত্র কর্তব্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন কর্তব্যকে বিবেচনা করি না। কারণ প্রতিটি কর্ম , তার প্রকৃতি যাই হোক না কেন , কেবলমাত্র তুমি আমাদের যে কৃতিত্বের শক্তি দিয়েছ তার মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। অতএব , আমরা তোমাকে সর্বোপরি ভালোবাসি , কারণ তোমার জীবনের অনুগ্রহ এবং তোমার ভালোবাসা ছাড়া আমরা বাঁচতে বা আদৌ ভালোবাসতে পারি না। আমরা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত , এবং তাঁর সারমর্ম তাঁর সমস্ত পবিত্রতা , মহিমা এবং পরম আনন্দে আমাদের মধ্যে বাস করে।

***

আনন্দের সচেতনতা :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]:

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]:

[illegible]

করেছিলেন এবং প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তার সম্পদ উপভোগ করার আগেই, তিনি অতিরিক্ত উদ্বেগ এবং ভয়ের কারণে স্নায়বিক ভাঙ্গনের শিকার হন এবং হৃদয় ভেঙে মারা যান [ঈশ্বর আপনাকে সান্ত্বনা দিন]

অন্যরা বিশ্বাস করে যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবকিছুই অনুমোদিত। এই বিভ্রান্তির কারণে, তারা তাদের আসল লক্ষ্য মিস করে এবং সামান্যতম সন্তুষ্টিও অর্জন করতে অক্ষম হয়, এমনকি যদি তারা সেই জিনিসগুলি অর্জন করে যা তারা আকাঙ্ক্ষিত করে, কারণ মানব প্রকৃতি বিশাল এবং বহুমুখী এবং সকল স্তরে সুষম বিকাশের প্রয়োজন।

মানসিক ঠান্ডা

এই অসুস্থতার আরেকটি নাম আছে: হতাশা একজন ব্যক্তি কখন আঘাত হানবে তা জানে না এবং এর যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণগুলি ভোগ করে, যেমন হতাশা, অসহিষ্ণুতা, উদ্বেগ এবং অধৈর্যতা। আরও খারাপ, এটি প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এর শিকাররা প্রায়শই সহজেই পুনরায় রোগে আক্রান্ত হয়, এমনকি যদি তারা বিশ্বাস করে যে তারা সুস্থ হয়ে উঠেছে।

মনস্তাত্ত্বিক ক্যাটারাহ

এই অসুস্থতা দীর্ঘস্থায়ী পার্থিব উদ্বেগের উপর নির্ভর করার কারণে হয়। যারা এতে ভোগেন তারা সাধারণত তাদের ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করতে অবহেলা করেন এবং এইভাবে সাহসের সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়ার এবং তাদের মূল থেকে নির্মূল করার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয়ভাবে তাদের ধ্রুবক ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

***

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি কামনা করতে পারেন তা হল আধ্যাত্মিক বোঝাপড়া যা মানসিক উন্মুক্ততা বৃদ্ধি করে এবং যা বোঝাপড়া, অনুভূতির প্রতি বিবেচনা এবং ভালোবাসার মতো মহৎ গুণাবলী বের করে আনে।

তবে, এটা মনে রাখতে হবে যে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

যখন একজন ব্যক্তি অন্যদের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করেন, তখন তাদের দয়া তাদের চারপাশের প্রিয়জনদের অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

***

[illegible]

***

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

হয়রানি এবং দংশনমূলক তিরস্কার দ্বারা নিরাময় করা যায় না, বরং প্রেমের প্রশান্তিদায়ক, সান্ত্বনাদায়ক মলম দ্বারা নিরাময় করা যায়।

***

প্রভু, তুমি আমাকে যা করতে চাও তাই করতে দাও, এবং আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিও না। আমাকে এমন কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করো যা এই পৃথিবীকে প্রতিটি দিক থেকে আরও ভালো করে তুলবে, যাতে আমার চিন্তাভাবনা এবং কর্ম তোমার মহিমা ঘোষণা করতে পারে এবং অন্যদের তোমার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে।

***

ঘুম একটা আশীর্বাদ, কারণ তোমার সমস্যা যাই হোক না কেন, তুমি যখন ঘুম থেকে উঠে যাবে তখন তুমি সেগুলো থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই জাগ্রত থাকার সময় সচেতনভাবে সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে শিখতে হবে। যদি তুমি কখনও চিনির স্বাদ না নিয়ে থাকো, তাহলে তুমি এর মিষ্টতা জানতে পারবে না। একইভাবে, যদি না তুমি মনের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাও, তাহলে তুমি এর বিস্ময়কর শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে না।

***

যখন মহামান্য বিচারক একটি সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিচ্ছিলেন, যা অন্য ব্যক্তির জন্য জীবন বা মৃত্যু বোঝাতে পারে, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি সেদিন তার সাথে ঘটে যাওয়া পারিবারিক সমস্যার কথা ভাবছিলেন এবং বাড়িতে তার শাসন কার্যকর না হওয়ায় তিনি বিরক্ত ছিলেন!

যদি এমন একজন বিচারক এমন অন্যায্য রায় দেন যার ফলে মনোযোগের অভাবের কারণে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহলে তাকে, পালাক্রমে, সর্বোচ্চ বিচারকের সামনে অভিযুক্ত এবং নিন্দিত করা হবে, যিনি সকল পাপের বিচারক: সর্বজনীন আইন যা কোনও পক্ষপাতিত্ব জানে না এবং যেখানে স্বজনপ্রীতির কোনও স্থান নেই।

***

আমার এখনও মনে আছে যখন আমার এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা হয়েছিল; চিন্তার মেঘের আড়াল থেকে, আধ্যাত্মিক আনন্দের

[illegible]

[illegible]

[illegible]—[illegible]-[illegible]-[illegible] [illegible]—[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

এইভাবে, মানব আত্মা দেহের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তার বন্দী হয়ে যায়, অজ্ঞ যে এটি অসীম মহাবিশ্বের অংশ এবং এর পার্থিব অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী এবং এটিকে তার স্বর্গীয় বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।

আর সহজাত জ্ঞানকে শরীরের সীমাবদ্ধতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করাকেই আমি আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম বলি।

***

মনের শক্তির কোন সীমা নেই। এই ধারণার উপর মনোযোগ দিন এবং আপনার লক্ষ্য অর্জনের তাড়না এবং ইতিবাচকভাবে কাজ করার দৃঢ় সংকল্প দিয়ে আপনার মনকে পূর্ণ করুন। উচ্চতর অর্জনের দিকে আপনার চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যান। যদি আপনি আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জন করেন, তাহলে অন্যান্য সমস্ত ধরণের সম্পদ এবং সমৃদ্ধি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

***

যখন কেউ নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না, তখন সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। এভাবে, উচ্চারিত প্রতিটি প্রার্থনা তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কিন্তু ঈশ্বরকে খুঁজে পেলে, সমস্ত ইচ্ছা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

***

একজন ব্যক্তির অবশ্যই তার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ এবং সীমাবদ্ধ আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

জীবন তার সামনে যে পড়াশোনা (ঘটনা এবং পরিস্থিতি) উপস্থাপন করে, তার প্রতিও তার বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত কারণ এতে তার শেখার মতো শিক্ষা রয়েছে।

***

এই পৃথিবীতে মহৎ বৈশ্বিক লক্ষ্যগুলি প্রবর্তন করতে হবে, এবং এমন আদর্শ গ্রহণ করতে হবে যা মানবতাকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে, তার চিন্তাভাবনাকে পরিমার্জিত করে, তার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে এবং তার মহৎ প্রতিভাকে বিকশিত করে।

এগুলো আধ্যাত্মিক উদাহরণ এবং ভালো পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সক্রিয় করা যেতে পারে, নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible] (illegible), [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শক্তি , এবং এই শক্তি নিজের এবং অন্যদের উপকারের জন্য সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া উচিত।

ঈশ্বর যদি আমাদের হৃদয়ে তাঁর ভালোবাসা রোপণ করে আমাদের প্রতি ভালোবাসা না দান করতেন , তাহলে আমরা কখনোই মানব ভালোবাসা জানতে পারতাম না। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের প্রতি এত উদার এবং প্রেমময় , তাই তিনিই আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি আমাদের উপর নিজেকে চাপিয়ে দিতে চান না , কিন্তু তাঁর কথা চিন্তা না করে এবং তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন না করে কোনও সুখ অর্জন করা যায় না।

দেহ ও মন যে রহস্যময় পদ্ধতিতে কাজ করে , যার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের অন্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা করেছেন।

জীবনের প্রতিটি আশ্চর্য এবং অলৌকিক ঘটনা আমাদের এটি অনুসন্ধান করতে এবং এটি খুঁজে পেতে উৎসাহিত করার জন্য যথেষ্ট প্রেরণা হওয়া উচিত।

যে কেউ আন্তরিকতা ও সততার সাথে এই চেষ্টা করবে সে তার প্রচেষ্টায় সফল হবে এবং তার লক্ষ্য অর্জন করবে।

যখন আমি এই পথে যাত্রা শুরু করি , তখন আমার জীবন প্রথমে বিশৃঙ্খল এবং অগোছালো ছিল , কিন্তু বারবার প্রচেষ্টা এবং অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে , মেঘগুলি সরে যেতে শুরু করে এবং সবকিছু আশ্চর্যজনকভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমার সাথে যা কিছু ঘটেছিল তা ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং এই জীবনে তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন এবং তাঁকে জানার সম্ভাবনার অকাট্য প্রমাণ। ওহ , ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার পর অনুসন্ধানকারী যে প্রশান্তি , মনের শান্তি এবং অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি অনুভব করে! তখন পৃথিবী উজ্জ্বল এবং হাসিখুশি হয়ে ওঠে , সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় , এবং কিছুই হৃদয়ে ভয় জাগাতে সক্ষম হবে না।

এভাবেই আমাদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে এবং জীবন ও আলোর সন্তানদের জন্য উপযুক্ত সাহস ও সাহসের সাথে জীবনের যুদ্ধ লড়তে হবে।

গুপ্তধন আবিষ্কার করা

শিক্ষক : পরমহংস যোগানন্দ

অনুবাদঃ মাহমুদ আব্বাস মাসউদ

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

যীশু বলেছেন , "বিচার করো না , নাহলে তোমারও বিচার করা হবে" (এবং কুরআনে আমরা পড়ি , "প্রকৃতপক্ষে , কিছু সন্দেহ পাপ") এটি খারাপ উদ্দেশ্য এবং অন্যদের ক্ষতি করার ইচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত সমালোচনার স্পষ্ট নিন্দা। এই ধরনের আচরণ কঠোর এবং মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং স্নেহের পরিবেশকে কলুষিত করে। সমালোচনা সম্পূর্ণরূপে অকেজো যদি না এটি প্রকৃত ভালবাসার সাথে দেওয়া হয় এবং যখন অন্য ব্যক্তি এটি চায়। এটি কেবল সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দেওয়া উচিত। যারা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শিখেছে তাদের অন্যদের সাহায্য করার অধিকার রয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে, নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন কার্যকর এবং সার্থক উভয়ই।

চরিত্র অধ্যয়নের একটি শাখা শারীরবৃত্তীয়তার উপর ভিত্তি করে তৈরি। বলা হয় যে একজন ব্যক্তির সমস্ত বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য তার শরীরে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এই বিবৃতিটি সাধারণীকরণ করা যায় না কারণ সমস্ত শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য বা প্রকাশ সঠিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী করে না।

অ্যারিস্টটল চরিত্র বোঝার জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে দেহতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন। ভারতীয় গুরুরা আরও গভীরে যান। তারা বলেন যে মানব জীবনের মৌলিক ধারণাগুলি চোখে প্রকাশিত হয়। যদিও চোখ আত্মার অন্তর্নিহিত রহস্য প্রকাশ করে - কেবল এই জীবনেরই নয় , অতীতের অবতারগুলিরও - কেবল একজন আলোকিত গুরুর মনই এই অন্তর্দৃষ্টিগুলি পড়তে এবং বিশ্লেষণ করতে পারে।

কখনও কখনও আপনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং হঠাৎ আপনি একজন পথচারীর চোখে কিছু লক্ষ্য করেন , এবং আপনি নিজেকে বলেন , "আমি ঐ ব্যক্তির সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না" অথবা "আমি ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করি ," পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

চোখই পুরো গল্প বলে দেয় ভয় , রাগ , হিংসা , লোভ, উদারতা , ভালোবাসা , সাহস , আধ্যাত্মিকতা , এবং সমস্ত ভালো-মন্দ গুণাবলী চোখে প্রতিফলিত হয়। গোপন এজেন্টরা তাদের মুখের পেশী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যাতে তাদের অভিব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে। কিন্তু তারা তাদের চোখ থেকে সন্দেহ লুকাতে বা দূর করতে পারে না (যার কারণে কেউ কেউ

কালো চশমা পরেন !) তবে যোগীর চোখ স্থির থাকে কারণ তিনি শান্ত, প্রশান্ত ঐশ্বরিক আত্মার কথা ভাবছেন।

মুখের প্রতিটি অংশ এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করা হয়েছে এমনকি মাথার উপর স্পষ্ট ফোঁড়াগুলিও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু শারীরিক চেহারা সবসময় পুরো গল্পটি বলে না এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি তাদের পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আসে। কেউ কেউ বলেন যে অতিরিক্ত ওজনের লোকেরা আনন্দ-কামনা এবং কাজ করতে বিরত থাকে, অন্যদিকে পাতলা লোকেরা বেশি আধ্যাত্মিক হয়।

সিজার ক্যাসিয়াসের প্রতি সতর্ক ছিলেন, যাকে তিনি তার ক্ষমতার জন্য হুমকি হিসেবে দেখেছিলেন। কিছু লেখক তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে রোগা লোকেরা খুব বেশি চিন্তা করে, যার কারণে তাদের মাংসের অভাব হয়। যাইহোক, ইতিহাস দেখায় যে রোগা এবং স্থূল উভয় ধরণের মানুষই ভালো শাসক ছিলেন।

যদি আপনার ওজন এখন ধারাবাহিকভাবে বেশি থাকে, তাহলে আপনি আগেও (পূর্ববর্তী অবতারে) অনেকবার বেশি ওজনের হয়ে গেছেন। অথবা যদি আপনি ক্রমাগত রোগা হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি অতীতের বেশ কয়েকটি অবতারে তাই ছিলেন। আপনি অতীত থেকে (ওজন বেশি বা রোগা হওয়ার) প্রবণতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। এবং আপনি যা খান না কেন, সেই মানসিকতাই প্রাধান্য পায় এবং নিজেকে প্রকাশ করতে আরও সক্ষম।

মানব প্রকৃতির ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে একটি বিজ্ঞান হিসেবে ফিজিওগনোমি, একটি সত্যিকারের বিজ্ঞান, যদি আমরা বিবেচনা করি যে একজন ব্যক্তির মনের মধ্য দিয়ে তার বহু অবতারের মধ্য দিয়ে যাওয়া সমস্ত চিন্তাভাবনা তার শরীরে প্রকাশিত হয়। যাইহোক, এর জন্য একজন আলোকিত আধ্যাত্মিক শিক্ষকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন যাতে সেই ব্যক্তির ফিজিওগনোমির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণরূপে এবং সঠিকভাবে সনাক্ত করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, সক্রেটিস অত্যন্ত কুৎসিত ছিলেন। একবার তিনি একজন মহান জ্যোতিষীর সাথে দেখা করেন যিনি তাকে বলেছিলেন: "সক্রেটিস, তুমি আমার দেখা সবচেয়ে খারাপ এবং দুষ্ট মানুষ।" সক্রেটিসের শিষ্যরা জ্যোতিষীর উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের শিক্ষক উত্তর দিয়েছিলেন:

"[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] - [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করে , আপনি যেকোনো ব্যক্তিকে বিচার করতে পারেন। নিরানব্বই শতাংশ মানুষ এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় : কাউকে কিছু করতে বলুন —তাদের নিজেদের ভালোর জন্য —এবং তারা ঠিক বিপরীত করবে কেন ? কারণ তাদের আকাঙ্ক্ষা প্রতিরোধ করার শক্তির অভাব রয়েছে। তাদের পার্থিব অভ্যাসগুলি গভীরভাবে প্রোথিত এবং শক্তিশালী। প্রায়শই , লোকেরা আপনার পরামর্শ অনুসারে কাজ করে না —এমনকি যখন তারা জানে যে এটি তাদের নিজের ভালোর জন্য —প্রমাণ করার জন্য যে আপনি তাদের প্রভাবিত করতে পারবেন না। যারা নিজেদের উন্নতি করতে চান তাদের উচিত আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং শান্ত ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করা যারা উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থানের অধিকারী তাদের সাথে মেলামেশা করার চেষ্টা করুন , এবং আপনি প্রচুর উপকৃত হবেন। দুর্বলদের শক্তিশালীদের সাথে মেলামেশা করা উচিত , এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালীদের সাথেও ! একজন কুস্তিগীর কেবল নিজের চেয়ে শক্তিশালী কারো সাথে কুস্তি করার মাধ্যমেই শক্তিশালী হয়।

কেউ কেউ বলে যে একজন মহিলা বিড়ালের মতোই ধূর্ত কিন্তু একজন পুরুষও শিয়ালের মতোই ধূর্ত হতে পারে। বিড়ালটি পোষা ক্যানারিটি খায় এবং তারপর ধ্যানরত যোগী বা শ্রদ্ধেয় প্রবীণের মতো স্থির হয়ে বসে থাকে , সেই জঘন্য কাজে নির্দোষতার ভান করে।

কিছু মানুষ অন্যের শান্তি ও সুখ নষ্ট করতে উপভোগ করে। তাদের লক্ষ্য হলো হয়রানি করা এবং বিরক্ত করা। তারা হিংস্র নেকড়েদের মতো আচরণ করে , ঝগড়া এবং মারামারির খোঁজে সমাজে ঘুরে বেড়ায় , শান্তি খুঁজে পায় না যতক্ষণ না তারা শান্তি বিঘ্নিত করে এবং একটি উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে।

কিছু ধরণের মানুষকে জে -এর সাথে তুলনা করা হত , যারা সর্বদা বকবক করত। বলা হত যে প্রথমে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল , এবং তারপর দেবতা তুয়াশতারী চাঁদের কোমলতা , হংসের বুক থেকে নেমে আসা কোমলতা , ফুলের সতেজতা এবং জে -এর কিচিরমিচির নিয়েছিলেন এবং এগুলি একসাথে মিশিয়ে নারী তৈরি করেছিলেন। পুরুষের আনন্দ ছিল অবর্ণনীয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে , তিনি তুয়াশতারীর কাছে গিয়ে বললেন , "কি

সুন্দর প্রাণী! আমি সত্যিই তার প্রশংসা করি, কিন্তু সে অবিরাম কথা বলে এবং আমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। দয়া করে, আমার প্রভু, তাকে ফিরিয়ে নিন।" দুই মাস পরে, লোকটি তুয়াশতারীর কাছে ফিরে এসে বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত, দয়া করে মহিলাটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।" তারপর, কিছুক্ষণ পরে, তিনি আবার এসে বললেন, "দয়া করে তাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যান" কিন্তু এবার, তুয়াশতারী উত্তর দিলেন, "আমি করব না! তোমাকে তাকে রাখতে হবে!"

বেচারা! সে তার সাথে থাকতে পারত না, কিন্তু তাকে ছাড়া বাঁচতেও পারত না!

নারীরাও পুরুষদের সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারে যদি না পুরুষ ও নারী একে অপরের স্বভাব বোঝে, তাহলে তারা অজান্তেই এবং বোকামি করে একে অপরকে যন্ত্রণা দেবে। ঈশ্বরের চোখে তারা সমান। নারী ছাড়া কোন পুরুষ জন্মগ্রহণ করে না, পুরুষ ছাড়া কোন নারীও জন্মগ্রহণ করে না। তাদের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা উভয়ের কর্তব্য। পুরুষরা আবেগের চেয়ে যুক্তি দ্বারা বেশি পরিচালিত হয়, অন্যদিকে নারীরা যুক্তির চেয়ে আবেগ দ্বারা বেশি পরিচালিত হয়। সুসংহত এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তি হওয়ার জন্য উভয়কেই যুক্তি এবং আবেগের মধ্যে একটি মানসিক ভারসাম্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

কিছু মানুষ—ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন এই কথা বলার জন্য—গাধার মতো আচরণ করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দাসত্বের পরিণতি থেকে তাদের দীর্ঘ এবং দীর্ঘস্থায়ী কষ্ট সত্ত্বেও, তারা একগুঁয়ে এবং অবিচলভাবে তাদের খারাপ অভ্যাসগুলিকে লালন করে চলেছে। মনে হচ্ছে তাদের স্মৃতি খুব খারাপ। তারা তাদের কামপ্রবৃত্তির বেদনাদায়ক পরিণতিগুলি দ্রুত ভুলে যায় এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখে না। এই ক্ষেত্রে, তারা গবাদি পশুর মতো, অথবা আরও খারাপ!

প্রকৃতিতে, সকল ধরণের প্রাণী প্রতিটি আবেগ এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে কিন্তু মানবজাতি নিজের মধ্যে সেগুলিকে ধারণ করে। একজন ব্যক্তি সাপ, নেকড়ে, শিয়াল বা সিংহের মতো আচরণ করতে পারে। আমাদের মধ্যেই নরকের উৎস অথবা স্বর্গের উৎস নিহিত। আমাদের চিন্তাভাবনা,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তারপর আপনার অভ্যন্তরীণ নির্দেশনা অনুসারে কাজ করুন এবং আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাবেন।

যখন মন শান্ত থাকে , তখন জিনিসগুলি আরও স্পষ্ট এবং মসৃণ হয়ে ওঠে এবং সাফল্য আরও দ্রুত অর্জিত হয় কারণ সঠিক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মহাজাগতিক শক্তির কার্যকারিতা প্রমাণিত হতে পারে।

* * *

মানুষের সাথে আচরণ করার সময় সৌজন্য এবং কৌশল ব্যবহার করা উচিত। এটি ভণ্ডামি নয় , বরং অন্যের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা।

মানুষ পাথর নয় , বরং একটি চিন্তাশীল এবং সচেতন সত্তা , এবং মানুষকে নির্জীব পাথরের মতো আচরণ করা উচিত নয়।

যে ব্যক্তি সর্বদা অন্যের কাজে ব্যস্ত থাকে , সে সমস্যার উৎস হয়ে ওঠে।

তুমি যা বলতে যাচ্ছো তার যদি ইতিবাচক ফলাফল হয় এবং অন্য ব্যক্তি যদি তা গ্রহণ করে , তাহলে সরাসরি বলো। যাইহোক , কখনও কখনও তুমি যাকে বলতে যাচ্ছ সে তা শুনতে চায় না এবং তুমি যা চাও তার ঠিক বিপরীত কাজ করে।

যখন একজন মানুষ অন্যদের সাথে মিশতে সক্ষম হয় , তখন সে সুগন্ধি গোলাপের মতো হয়ে যায়।

যখন তুমি গোলাপের বাগানের পাশ দিয়ে যাও , তুমি মাঝে মাঝে গোলাপ , জুঁই , অথবা গার্ডেনিয়ার সুবাস পাও , আর বলো, "!"বাহ ! এই সুগন্ধগুলো কত সুন্দর

আর ভালো আত্মাদের ক্ষেত্রেও তাই , যখনই আপনি তাদের রাজ্যে প্রবেশ করেন , তাদের জীবনের সুবাস আপনাকে আচ্ছন্ন করে। এটি এমন একটি সুবাস যা আত্মাকে উন্নত করে এবং এর সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি করে।

যদি তুমি দুর্গন্ধযুক্ত স্থানের পাশ দিয়ে যাও , তাহলে তুমি সেই জায়গায় থাকতে চাইবে না।

যখন আপনি এমন একজন ব্যক্তির সাথে দেখা করেন যিনি বদমেজাজি , ঝগড়াটে , আক্রমণাত্মক এবং তর্কপ্রিয় , তখন আপনি তার সাথে থাকতে চান না কারণ তার কাছ থেকে অপ্রীতিকর গন্ধ বের হয়।

* * *

বেশিরভাগ মানুষ জীবনকে বোঝার চেষ্টাই করে না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

আমি ফুলের হৃদয় থেকে অমৃত পান করব
আর আমি নরম রেশম কার্পেটের উপর প্রসারিত হব
অথবা সোনালী প্রজাপতির পিছনে দৌড়াও
আমি পাহাড় এবং পাহাড়ের বাঁকের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে
চাই
রাতের মৃদু , সতেজ বাতাসের সাথে
ডেইজি এবং অ্যানিমোনের মাঝে
শিশিরবিন্দুতে মুকুট পরা
আমি এক মুহূর্ত থেমে বুদ্ধিদীপ্ত সুগন্ধিকে অভিবাদন
জানাবো।
দুলতে থাকা ডালপালা সহ গাছ থেকে যে সুবাস আসে
আর পাখির ডানার সাথে সাথে আমার আত্মা উড়ে যাবে
কল্পনার জগৎ পেরিয়ে সর্বত্র
আর গান গাওয়া নাইটিঙ্গেলদের সাথে , আমি আমার নীরব গান
গাইব
আর আমি সীমাহীন আকাশের সাথে প্রসারিত হব
সূর্যের আলোর সুতো থেকে , আমি আমার আনন্দ তৈরি করব
আর চাঁদের রশ্মি দিয়ে আমি আমার দুঃখ ধুয়ে ফেলব
আর রাতের অন্ধকারে , আমি আমার অন্ধকার অভিজ্ঞতাগুলো
মুছে ফেলব
আর ভোরের সাথে সাথে , আমি একটি নতুন পৃথিবী তৈরি করব
সীমাহীন আনন্দের।

* * *

আমরা অনন্য চ্যানেল , কারণ আমরা নিজেদেরকে প্রসারিত বা
সংকুচিত করতে পারি
আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এবং পছন্দের ক্ষমতা দেওয়া
হয়েছে। কিছু মানুষ অজ্ঞতার জমে থাকা কাদা দিয়ে তাদের
জীবনের পথ বন্ধ করে দেয় এবং জ্ঞানের প্রবাহকে তা পরিষ্কার
করতে দেয় না।
সত্যের সমুদ্র সেই সংকীর্ণ ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে
আরও জোরে প্রবাহিত হওয়ার চেষ্টা করে , কিন্তু কোন লাভ হয়
না।
আর এমন কিছু লোক আছে যারা আত্ম-শৃঙ্খলা এবং
আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির মাধ্যমে তাদের জীবনের পথ খনন ,

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

কামারের ভারী হাতুড়ির নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই যদি না
সে হাত দিয়ে তুলে না ফেলে , তবে এটি জায়গায়ই থেকে যায় ,
অব্যবহৃত।

কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে যাতে সে
ঈশ্বরের হাতে একটি ভালো উপায় এবং ধার্মিক উপকরণ হতে
পারে।

ঈশ্বর চান না যে মানুষ অনমনীয় , প্রাণহীন হাতুড়ি হোক ,
বরং তিনি চান যে এই পৃথিবীতে ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য অর্জনের
জন্য স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করুক।

* * *

টাকা অগত্যা ভালো রুচির সূচক নয়। অনেক ধনী ব্যক্তি
এমন জিনিসপত্র কিনেন যা তাদের প্রয়োজন হয় না , যা পরে
তাদের বাড়িতে নান্দনিকভাবে অপ্রয়োজনীয় এবং অকেজো
স্তূপে জমা হয়।

একটি ঘরকে আকর্ষণীয় করে তুলতে খুব বেশি অর্থের
প্রয়োজন হয় না ; রুচিই মূল উপাদান।

কিন্তু ঘর সুন্দর করার ধারণা কিছু মানুষকে মোহিত করে ,
তাই তারা এতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং নিজেদেরকে বস্তুগত
জিনিসপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে।

যাদের জমানো এবং জরুরি বিল পরিশোধ করতে হয় , তাদের
অবশ্যই একটি সহজ জীবন এবং আর্থিক চাপ থেকে মুক্তির জন্য
আকুল আকাঙ্ক্ষা করা উচিত।

কিন্তু সেই স্বাধীনতা অলসতা ও অলসতার কাছে নতি
স্বীকার করে , অথবা যুক্তি বা যুক্তি ছাড়াই সবকিছু ত্যাগ
করে আসবে না।

:একবার এক লোকের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল এবং সে বলল
হায় , আমার কি দুর্ভাগ্য ! আমি আমার ভাগ্য হারিয়ে "
ফেলেছি এবং আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে , তাই আমি
"সবকিছু ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এই মানুষটি , আমার বন্ধুরা , সবকিছু ছেড়ে যায়নি , বরং
!সবকিছুই তাকে ছেড়ে গেছে

সুখ অর্জনের জন্য মানসিক পরিবেশ এবং সন্তুষ্টির
অনুভূতি দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরীক্ষা এবং বাছাই করার পরে , এটি বলা
:সম্ভব

[illegible]
[illegible]
„[illegible]
[illegible]

* * *
[illegible]
[illegible]
[illegible]
„¿[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

* * *
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
„[illegible]
[illegible]

* * *
[illegible]
„‘[illegible]

শিল্প , সঙ্গীত এবং সাহিত্যের সবচেয়ে চমৎকার "
উদাহরণগুলির উপর কেউ দোষারোপ করতে পারে। কিন্তু তাদের
মনোমুগ্ধকর এবং জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ উপভোগ করা কি আরও
"?ভালো এবং মূল্যবান নয়

জীবনের একটি উজ্জ্বল দিক এবং একটি অন্ধকার দিক "
রয়েছে কারণ আপেক্ষিকতার জগৎ আলো এবং ছায়ার উপর ভিত্তি
"করে তৈরি

যদি তুমি তোমার চিন্তাভাবনাকে মন্দের উপর ভর করতে "
দাও , তাহলে তুমি নিজের উপর কদর্যতা এবং নিকৃষ্টতা বয়ে
"আনবে।

সকল কিছুর মধ্যেই কেবল ভালোটা খুঁজো , যাতে তুমি "
"সৌন্দর্যের চেতনাকে আত্মস্থ করতে পারো

* * *

:শিক্ষক পরমহংস একদল শিষ্যকে বললেন
ঈশ্বর আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে আসার ব্যবস্থা "
করেছিলেন , কিন্তু আমাদের বেশিরভাগই অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে
"ওঠে, এখানকার কিছু জিনিসকে নিজের করে নেয়।
আমাদের পার্থিব বাসস্থান ক্ষণস্থায়ী , এই কথা ভুলে
গিয়ে আমরা অনেক সম্পর্ক এবং মেলামেশা তৈরি করি , যেমন:
"আমার বাড়ি ," "আমার কাজ," "আমার টাকা ," "আমার পরিবার ,"
ইত্যাদি।

কিন্তু যখন আমাদের পার্থিব ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে
যাবে , তখন সমস্ত মানবিক বন্ধন ম্লান হয়ে যাবে এবং অদৃশ্য
হয়ে যাবে , এবং তখন আমরা আমাদের কাছে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র
রেখে যেতে বাধ্য হব। একমাত্র এবং একমাত্র যিনি সর্বদা এবং
সর্বত্র আমাদের সাথে আছেন তিনি হলেন আমাদের চিরন্তন এবং
চিরস্থায়ী প্রতিবেশী , ঈশ্বর।

এখন জেনে রাখো যে তুমি আত্মা , দেহ নও। কেন তুমি
মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করো যাতে মৃত্যু তোমাকে তার নির্মম
?এবং আকস্মিক উপায়ে শিক্ষা দেয়

* * *

যদি কোনও ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে , তবে তার অসুস্থতা
কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।
ডাক্তাররা যদি তাদের বলেন যে সুস্থ হওয়ার কোনও আশা নেই ,

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

***

***

***

***

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

***

নাবিক অপমান সহ্য করে নৌকা চালিয়ে গেলেন। যখন তারা
নদীর মাঝখানে পৌঁছালেন , দার্শনিক আবার তার কামড়ানো মুখ
:খুললেন এবং বললেন
হে দুষ্টু : তুমি কি দর্শনের নীতিমালার দ্বিতীয় অংশ
?মুখস্থ করেছ
নাবিক উত্তর দিলেন : মহাশয় , আমি এই বইটি সম্পর্কে
কিছুই জানি না , দর্শনের নীতিমালা
দার্শনিক তখন একটি নতুন ঘোষণা করলেন : "কী দুঃখের
বিষয় ! আপনাকে জানাতে দুঃখিত যে আপনি আপনার জীবনের ৫০ %
কিছুই নষ্ট করেননি। " নাবিক এই অভদ্রতায় ক্ষুব্ধ হলেন
কিন্তু কিছুই বললেন না , একাধিক উপায়ে সাঁতার কাটতে
থাকলেন, এই কৌতূহলী দার্শনিকের সাথে দেখা হওয়ার এক
ঘন্টার জন্য অভিশাপ দিলেন। নৌকাটি নদীর তিন -চতুর্থাংশ পথ
:অতিক্রম করার পর , দার্শনিক তৃতীয় প্রশ্নটি করলেন
হে দুষ্টু : তুমি কি দর্শনের নীতিমালার তৃতীয় অংশ
?মুখস্থ করেছ
বেচারা নাবিক ধৈর্য্য ক্ষীণ করে উত্তর দিল : আমি
আপনাকে বলেছিলাম, স্যার , আমি দর্শন সম্পর্কে কিছুই জানি
না।
এখানে দার্শনিক (উদ্বেগ এবং সান্ত্বনার) হাসি হেসে
বললেন: দুর্ভাগ্যবশত , তুমি তোমার জীবনের ৭৫ % নষ্ট করেছ এর
সাথে , এবং এটি একটি অপূরণীয় ক্ষতি।
নাবিক এই মন্তব্যের কোন উত্তর দিলেন না , বরং তার নৌকা
চালানোর গতি বাড়িয়ে দিলেন , আশা করলেন বিপরীত তীরে
পৌঁছাবেন এবং সেই দুর্গন্ধযুক্ত , আঠালো জিনিসটি থেকে
মুক্তি পাবেন। হঠাৎ , আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো , বজ্রপাত শুরু
হল, এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের সাথে সাথে শক্তিশালী
গ্রীষ্মমন্ডলীয় বৃষ্টিপাত হল , একটি প্রচণ্ড ঝড়ের
সৃষ্টি হল যা নৌকাটিকে চারদিকে উড়িয়ে দিল।
তারপর নাবিকের পালা দার্শনিককে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
:করার, তাই তিনি তাকে বললেন
আমার প্রিয় দার্শনিক , আমরা যখন থেকে এই যাত্রা শুরু
করেছি , তখন থেকে তুমি আমার উপর একের পর এক প্রশ্নের ঝড়
বইয়ে দিয়েছো। আমি কি তোমাকে শুধু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
?করতে পারি

অবশেষে আমি অসীমের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি।
আত্মবিশ্বাস এবং অধ্যবসায়ের সাথে , আমি তোমার পবিত্র
নামকে ডাকলাম
আর হঠাৎ তোমার উপস্থিতির দরজা খুলে গেল
তার কেন্দ্রে
আর মহিমান্বিত দর্শনের সিংহাসনে আমি তোমাকে দেখেছি
আমার শ্রবণশক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।
আপনার সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী কণ্ঠস্বর দিয়ে
তোমার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা
করছিলাম।
তারপর তোমার প্রশান্তির জাদু আমার মধ্যে ঢুকে পড়ল
এবং স্বজ্ঞাত ফিসফিসানি দিয়ে
সে আমাকে ফেরেশতাদের ভাষা শিখিয়েছে
আর নতুন সভাটি ভেস্তে গেল
আমি আমার প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসা দিয়ে তোমাকে ছেয়ে
দিলাম
:সময়ের মতোই প্রাচীন
"?কেন, হে ঈশ্বর , পাপ এবং কষ্ট "
?কেন এই প্রতারণা এবং মায়া
তাই আমি তোমার পবিত্র স্থানের রশ্মি গ্রহণ করেছি
উজ্জ্বল অক্ষরের একটি রূপ
তোমার খাঁটি এবং নির্ভরযোগ্য উত্তরগুলো আমাকে পৌঁছে
দিচ্ছি
সান্ত্বনা ও সান্ত্বনা দাতা
এখন, সালামির রহস্যময় মন্দিরে
প্রশান্তির হৃদয়ে তোমার উপস্থিতি আমি উপভোগ করি।
আমরা অগভীর, নীরব শব্দে কথা বলি
হে অগাধ রহস্যের ঈশ্বর
আমি তোমার সাথে চিরকাল কথা বলব।
!আমার হৃদয়ের সমস্ত বাগ্মীতা এবং সাবলীলতা নিয়ে
যখন তোমার আলো আমার আত্মায় জ্বলে ওঠে
তোমার মহিমা প্রকাশিত হোক , হে প্রভু
তোমার জ্ঞানের আলো নিভে যাক
অজ্ঞতা , বিরোধ এবং হিংসা
পৃথিবীর তীর থেকে চিরকাল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

প্রার্থনা শেষ করার সাথে সাথেই তার চোখ পড়ল একটি জাঁকজমকপূর্ণ ভবনের উপর, এবং সে মনে মনে বলল : "ওহ, করুণাময়ের সময়! ঈশ্বর আমার স্বপ্ন পূরণ করেছেন, এবং কাঙ্ক্ষিত সুখ আমার হাতের মুঠোয় আসতে চলেছে।" সে দ্রুত সেই বিশাল ভবনের দিকে পা বাড়াল।

কোন প্রহরী তাকে থামাতে পারেনি, তাই সে কোনও বাধা ছাড়াই প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করল, এবং সে তাজা এবং সবচেয়ে মনোরম গোলাপ এবং তুলসী দিয়ে ভরা সবুজ বাগানের চারপাশে ঘুরে বেড়াল, কোনও ব্যক্তিকে দেখতে পেল না।

তারপর তিনি রাজকীয় ডাইনিং হলের দিকে গেলেন এবং দেখলেন টেবিলগুলি সবচেয়ে সুস্বাদু খাবারে ভরা, তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু সেখানে তিনি একজনও চাকর দেখতে পেলেন না। তিনি মনে মনে বললেন, "হে প্রভু, তুমি কত দানশীল ! তুমি আমাকে এই দুর্দান্ত প্রাসাদ এবং রাজাদের জন্য উপযুক্ত এই সুস্বাদু খাবার দিয়েছ। আমি তোমার কাছে এটাই চেয়েছিলাম, আর তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করেছ, হে দানশীলদের মধ্যে পরম দানশীল।"

পরম করুণাময় তার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন এই দৃঢ় বিশ্বাসে, সে তার জন্য অপেক্ষা করা আনন্দের কথা ভাবতে শুরু করে, তার হৃদয়ে নিশ্চিত যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অবশেষে তাকে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত রাজকীয় সুখ দান করেছেন। দুপুরের খাবারের আগে, সে রাজকীয় স্নানে গেল, স্নান করল এবং বিলাসবহুল রেশমী পোশাক পরল। তারপর সে বিলাসবহুল টেবিলে বসে এর অপূর্ব ও মনোরম নৈবেদ্য ভোগ করতে লাগল।

সেই মুহূর্তে, প্রাসাদের এক কোণে জুয়া খেলারত ভৃত্যরা প্রবেশ করল, এবং প্রচণ্ড ক্রোধ ও উত্তেজনার সাথে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল, "তুমি কে যে আমাদের প্রভু রাজার খাবার খাও, যিনি শিকারে গেছেন এবং আমরা আশা করছি যে তিনি যেকোনো মুহূর্তে ফিরে আসবেন?"

এখানে আমাদের বন্ধুটি ভাবল যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা করছেন, তাই সে তাদের মিষ্টি সুরে বলল : "আমি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কৌতূহলবশত, রাজা তখন তোষামোদ এবং তুষ্টির আশ্রয় নেন , তাকে তার সিংহাসন অফার করেন যদি তিনি তাকে বলেন যে ভৃত্যরা যখন তাকে মারছিল তখন তিনি কেন হাসছিলেন।

তারপর দরবেশ বললেন,

"আমি তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি তা শোনো এবং ভালো করে বুঝো , ঈশ্বর আমাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন কারণ আমি মাত্র একদিনের জন্য অলীক রাজকীয় সুখ কামনা করেছিলাম , আমি হেসেছিলাম এবং আমি হাসছি কারণ আমি আমার জীবন নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম যে কয়েক ঘন্টার জন্য রাজকীয় আনন্দ উপভোগ করার জন্য যদি আমি এই সমস্ত শাস্তির যোগ্য হই , তবে তাদের কী হবে যাদের সুখ এবং আনন্দ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও চিন্তা নেই , বিশেষ করে রাজকীয় আনন্দ ! সম্ভবত এতেই তোমার জন্য একটি শিক্ষা এবং একটি সতর্কবাণী রয়েছে , হে যুগের রাজা , কারণ কর্মের নিয়ম অপেক্ষা করছে এবং তোমার ভাগ্য এগিয়ে আসছে। "

তোমার সিংহাসনের ব্যাপারে , যেটা তুমি আমাকে দিয়েছিলে , আমার উত্তর হল : অনেক ধন্যবাদ। এটা তোমার কাছেই রাখো , কারণ আমার এটার প্রয়োজন নেই কারণ আমি ঈশ্বরে খুশি এবং আমার জীবনে সন্তুষ্ট , আর আমার এমন কিছুর প্রয়োজন নেই যা আমার আনন্দকে ব্যাহত করবে এবং আমার শান্তিকে ব্যাহত করবে।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আধ্যাত্মিক উক্তি এবং অনুভূতি

রামহংস যোগানন্দ সম্পর্কে শ্রী দয়ামাতার নিম্নলিখিত
: কথাগুলি

আমার প্রিয় শিক্ষকের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের কথা এখনও মনে আছে। তিনি এত উদার এবং প্রেমময় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে , যাদের সাথেই দেখা হত , তাদের প্রত্যেকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো অনুভব করত , যেন তারা একে অপরকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে। প্রথম মুহূর্ত থেকেই তাঁর কাছে আপনার হৃদয় খুলে বলা কঠিন ছিল না। অমর শিক্ষকের ছিল তাঁর প্রকৃত আধ্যাত্মিক সারাংশ প্রকাশ করার ক্ষমতা। তিনি ছিলেন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

*

*

*

*

[illegible]:

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

623
MAM

*

*

*

*

*

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

„¿[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

*

*

*

*

*

*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

[illegible] Sup24

*

[illegible]

ঈশ্বরের কথা চিন্তা করি এবং তাঁর নাম উচ্চারণ করি - জোরে, ফিসফিসিয়ে, অথবা নীরবে - তখন আমরা আকাশে একটি আধ্যাত্মিক কম্পন নির্গত করি, যা তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ উপস্থিতিকে আহ্বান করে।

*

হে প্রভু, তোমার প্রেমের রশ্মি তোমার মহাজাগতিক পরিবারের সকল সদস্যের উপর সমানভাবে জ্বলে উঠুক। ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাভাবনার কারণে মানবজাতি আলোর অস্পষ্ট, অভেদ্য হয়ে পড়ার জন্য দায়ী। তোমার শক্তি আমার সত্তায় প্রবেশ করুক এবং এই পৃথিবীর ঘন, অন্ধকার বাষ্প দূর করুক, যাতে আমি তোমার বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে একটি পরিষ্কার, পালিশ করা আয়না হতে পারি।

*

ভালোবাসা অবশ্যই অকৃত্রিম হতে হবে, এবং যখন তা হৃদয় থেকে আসে, তখন তা অকৃত্রিম হয়।

*

যদি তুমি ঐশ্বরিক আলোর দিকে মুখ ফেরাও, তাহলে তুমি এমন এক ঐশ্বরিক শক্তি পাবে যা তোমার পথকে আলোকিত ও সহজ করতে এবং তোমাকে স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা এবং সাফল্য প্রদান করতে সক্ষম।

*

যদি অর্থ উপার্জন করা কঠিন হয়, তাহলে মানসিক ভারসাম্য অর্জন করা আরও কঠিন, তাই একজন ব্যক্তির কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপে সদয় এবং শান্ত থাকা উচিত।

মানুষের দুটি স্বভাব থাকে: ঘরের প্রকৃতি এবং স্যালনের প্রকৃতি। বাড়িতে আমরা আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এবং আমাদের আসল স্বভাব অনুভব করি, তবুও আমরা প্রায়শই চাই যে আমরা স্বাভাবিক আচরণ এড়িয়ে চলতাম কারণ আচরণের মাধ্যমে আমরা এমন কুৎসিত জিনিস প্রকাশ করি যা প্রকাশ করা উচিত ছিল না, বিশেষ করে যদি সেগুলি আমাদের চারপাশের লোকদের ক্ষতি করে।

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এই পৃথিবীতে এই স্বল্প জীবনকালে কি এত শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব ?

না , বন্ধুরা , সেই "অপরিচিত" ব্যক্তির লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে এই শারীরিক প্রক্রিয়াটিকে নিখুঁত করতে যা আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাথে যুক্ত করি। উদাহরণস্বরূপ , সচেতন মনের পক্ষে রক্তপ্রবাহে ঠিক কতটা চিনি পাম্প করা উচিত তা জানা অসম্ভব। যদি সেই পরিমাণ খুব কম বা খুব বেশি হত , তাহলে ফলাফল ভয়াবহ হত।

আমরা এমন একটি শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি যার সম্পর্কে আমরা খুব কম জানি , এবং আমাদের এটি জানা উচিত। এটি করার সর্বোত্তম উপায় হল আমরা এখন পর্যন্ত যা শিখেছি তা চ্যালেঞ্জ করা এবং মহান শিক্ষকের মতো নিজেদের প্রস্তুত করা, যখন তিনি বলেছিলেন : "যদি না তোমরা ছোট বাচ্চাদের মতো না হও , তাহলে তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না "।

অন্য কথায় , যদি না কোনও ব্যক্তি শিশুর সরলতা , পবিত্রতা এবং বিশ্বাসকে গ্রহণ করে , তবে তারা কোনও উল্লেখযোগ্য আধ্যাত্মিক অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

বৈজ্ঞানিক ধ্যান সম্ভবত সেই লুকানো অভ্যন্তরীণ শক্তিকে চিনতে পারার সবচেয়ে সহজ উপায় , কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের ধ্যান করার প্রেরণার অভাব থাকে এবং তারা তাদের নিজস্ব উপায়ে , অথবা কেবল নীরবে বসে থেকে সেই জ্ঞান অর্জন করতে পছন্দ করে - এমনকি যদি তাদের চিন্তাভাবনাগুলি সর্বত্র ঘূর্ণিঝড়ের মতো উত্তাল হয়। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন , "ভবিষ্যতের অবতারে আমাকে সেই জ্ঞান অর্জন করতে হবে , এবং আমার কোনও তাড়াহুড়ো নেই। আমার অবচেতন মন একদিন আমাকে জাগিয়ে তুলতে পারে , কিন্তু এটি অর্জনের জন্য সচেতন প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। "

আমাদের বয়স কত, জীবনে আমরা কতবার ব্যর্থ হয়েছি , অথবা অন্যরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে , তা বিবেচ্য নয়। আমরা কোন জিন বহন করি বা কোন পরিস্থিতিতে বাস করি , তা বিবেচ্য নয়। আমাদের ভেতরে থাকা লুকানো অতিথির কাছে এর কিছুই

[illegible] [illegible] [illegible] [

ভারতের দৃশ্য এবং একটি দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতবর্ষ সকল দিক থেকেই বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র জগৎ। এটি সকল ধরণের পরিবেশ , জলবায়ু , ধর্ম , ব্যবসা , শিল্প , মানুষ , ভূদৃশ্য , ভাষা এবং সংস্কৃতির দেশ।

ভারতীয় সভ্যতা হাজার হাজার বছর আগের , এবং এর শাসক, ঋষি এবং পথপ্রদর্শকরা ভারত ও সিন্ধুতে আর্য সভ্যতার অস্তিত্ব এবং সত্যতার সাক্ষ্য দেয় এমন নথি রেখে গেছেন।

অনেক ইউরোপীয় পর্যটক ভারত ভ্রমণ করেন এবং এর রাস্তায় জাদুকর , তরবারিধারী এবং সাপ জাদুকরদের দেখেন , তারা বিশ্বাস করেন যে এটি ভারতের সেরা উপহার , কিন্তু জানেন না যে এই মূর্তিগুলি ভারতের প্রকৃত সারাংশকে প্রতিনিধিত্ব করে না। ভারতের প্রকৃত জীবন এবং প্রাণশক্তি এর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে নিহিত , যা প্রাচীনকাল থেকেই এটিকে ধর্ম এবং বিশ্বাসের এক গলে যাওয়া পাত্রে পরিণত করেছে।

এটা সত্য যে পশ্চিমা বিশ্ব ভারতকে বাণিজ্যের অনেক কার্যকর অনুশীলন , পদ্ধতি এবং নীতি এবং প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের উন্নয়ন শেখাতে পারে। আর এটা সত্য যে ভারতের হেনরি ফোর্ড এবং টমাস এডিসনের মতো দূরদর্শী নেতাদের প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে সেই ব্যবহারিক , আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য তৃষ্ণার্ত , যা ভারত ইতিহাস জুড়ে বিশেষায়িত করেছে।

পশ্চিমা শহরগুলিতে বিজ্ঞান এতটাই এগিয়েছে , এত দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করেছে যে মানুষের বস্তুগত চাহিদা - আশ্রয় , খাদ্য এবং পোশাক - সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। তবে , মানসিক আরাম, শান্তি এবং আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা ছাড়া শারীরিক এবং বস্তুগত আরাম যথেষ্ট নয়।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্য নিহিত রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দূরদর্শী এবং আলোকিত ভারতীয়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পাবেন , ঠিক যেমন আপনি অলঙ্কৃত পোশাক এবং দুর্দান্ত ঘোড়ার গাড়িতে হাতি পাবেন।

উত্তর ভারতে আমরা নীল চোখ এবং সোনালী চুলের মানুষ দেখতে পাই , অন্যদিকে উত্তপ্ত দক্ষিণে আমরা গ্রীষ্মমন্ডলীয় সূর্যের তাপে কালো ত্বকের রঙ পরিবর্তন দেখতে পাই।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত , ভারত সত্যিই বিস্ময় এবং বৈপরীত্যের দেশ। জীবন যদি একটি একক পথ অনুসরণ করে তবে একঘেয়ে হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতে , কেউ অনুভব করে যে জীবন এমন একটি দুর্দান্ত অভিযান যা কখনও কল্পনা করা যায় না এমন বিস্ময় এবং গোপনীয়তায় পূর্ণ।

ভারতে হয়তো এমন ভৌত আকাশচুম্বী অট্টালিকা বা অত্যধিক আধুনিক বিলাসিতা এবং বিনোদন নেই যা আধ্যাত্মিক স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করে।

এটা সত্য যে ভারতেরও ত্রুটি আছে , ঠিক যেমন সকল জাতিরই ত্রুটি আছে।

কিন্তু ভারতে আধ্যাত্মিক আকাশচুম্বী অট্টালিকা রয়েছে : নম্র , বাস্তববাদী আধ্যাত্মিক দৈত্যরা যারা তাদের সহ-মানবদের শেখাতে পারেন কিভাবে জীবনের যেকোনো পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক আনন্দ অর্জন করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিসম্পন্ন এই সুফিরা , যারা তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্য এবং বাস্তবতাকে জানতে পেরেছেন , তারা অন্যদের তাদের অন্তর্দৃষ্টি বিকাশে সাহায্য করতে পারেন এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের মাটি থেকে শান্তি ও তৃপ্তির সতেজ জল আহরণ করতে পারেন।

সূর্যাস্তের সময় এক অলৌকিক দৃশ্য

জ্ঞানী শিক্ষক পরমহংস তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পৃথিবীর সমস্ত ট্র্যাজেডি এবং বেদনা সহকারে ফাঁদের বাইরে , সমস্ত দুঃখের ঊর্ধ্বে , এই প্রাণীরা লাল আলো নিঃশ্বাস ফেলে , কমলা রশ্মি পান করে , এবং ভেসে বেড়ায় এবং কাছে আসে , বহু রঙের আলোর সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় এবং সাঁতার কাটে।

এখানে , সেই জলমগ্নীরা তাদের স্বপ্ন পূরণ করবে এবং তাদের কল্পনাগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে রূপ দেবে যেমনটি তারা চাইত , তারপর তাদের ইচ্ছামত বিলীন হয়ে যাবে এবং অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এখানে , সেই প্রাণীরা তৃপ্তি এবং তৃপ্তির ভান্ডার উপভোগ করেছিল, এবং তাদের বিস্ময়কর , জাদুকরী জগতে যারা তাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল তাদের সকলের স্বপ্ন উদারভাবে পূরণ করেছিল।

এখানে , তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য এবং তার ইচ্ছা পূরণের জন্য তাকে মানুষের মতো অপেক্ষা করতে এবং আকাঙ্ক্ষা করতে বাধ্য করা হয়নি , বরং সে তার ইচ্ছামতো স্বপ্ন দেখেছিল এবং নিজের ইচ্ছায় সেই সমস্ত স্বপ্ন এবং ইচ্ছা পূরণ করেছিল।

স্বপ্নের দ্বীপপুঞ্জের সেই সূর্যাস্তের শহরটি আমার অবচেতন মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা একটি স্বপ্ন ছিল , এবং আজ এটি সত্যিই সত্যি হয়েছে , আমি আমার আত্মার লুকানো ধন খুঁজে পেয়েছি , এবং এর আলো আমাকে আচ্ছন্ন করেছে , এর উজ্জ্বলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে !

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আলোকিত বাতি

আমরা প্রতিটি নতুন বছরের উপহারের জন্য এবং এটি আমাদের
যে আশা এবং প্রতিশ্রুতি দেয় তার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা
করি এবং ধন্যবাদ জানাই।
ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন, ব্যক্তিদের জীবনে এবং
বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিস্ময়কর পরিবর্তন আনা এবং শান্তি ও
মানবিক ভ্রাতৃত্ব অর্জনের জন্য আন্তরিক, আন্তরিক
প্রার্থনার চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু নেই।
আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে আন্তরিক
ব্যক্তিগত প্রার্থনা, উচ্চ উপলব্ধি এবং ক্রমবর্ধমান
জ্ঞান একটি আশীর্বাদপূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তিতে
রূপান্তরিত হবে যা মাটিতে প্রকৃত পরিবর্তন আনবে।

হে প্রভু, আমাদের আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা আপনার আলো
দ্বারা পরিচালিত হতে পারি এবং পথে আলোকিত প্রদীপ জ্বালাতে
পারি, এবং যাতে আমরা আমাদের হৃদয়ে এবং অন্যদের হৃদয়ে
আপনার ভালবাসা জাগ্রত করতে পারি, এবং জীবন্ত আলোর মশাল বহন
করতে পারি এবং আমাদের প্রতিভাকে এমন কাজে নিযুক্ত করতে
পারি যা আপনাকে খুশি করে এবং মানুষের উপকার করে।

আমাদেরকে এমন এক পথ তৈরি করতে সাহায্য করুন যার মধ্য
দিয়ে আপনার মহাজাগতিক শক্তি এবং পথপ্রদর্শক আলো অন্যদের
সাহায্য করতে এবং তাদের দুঃখ ও কষ্ট লাঘব করতে প্রবাহিত
হতে পারে, কারণ আপনার জন্য ধন্যবাদ, আমাদের মানবতা এবং
নিজেদের সাহায্য করার ক্ষমতা আছে।

আমরা ধন্য, যাতে আমরা কষ্টভোগকারীদের প্রতি
সহানুভূতিশীল হতে পারি।
আমরা সারা বিশ্বে ভালো ধারণা এবং উদ্দেশ্য ছড়িয়ে
দিই
শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ একটি জীবন্ত অভিজ্ঞতা হয়ে
উঠুক
"যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতে"

তুমি কেন মনে করো তুমি পরিবর্তনের অক্ষম ?
বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা দুর্বলতার গোপন কারণ
প্রত্যেকেরই এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যা তাদের অগ্রগতি সীমিত করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ঈশ্বর মানব প্রকৃতিতে স্থাপন করেননি , বরং মানুষের তৈরি। এই ত্রুটিগুলি থেকে তোমাকে মুক্তি পেতে হবে , এবং তুমি পারবে।

মনে রাখবেন যে একজন ব্যক্তির অভ্যাস তার ভেতরের চিন্তাভাবনার বাহ্যিক প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

যখন তুমি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবে , তখন অনেক শক্তি একত্রিত হয়ে তোমাকে সমর্থন করবে এবং তোমার ইতিবাচক সিদ্ধান্তগুলিকে শক্তিশালী করবে।

এবং ঈশ্বরের সাহায্যে

নববর্ষের বাগান

গত বছরের প্রতিধ্বনি , তার দুঃখ এবং হাসি সহ , ম্লান হয়ে গেছে

আর এখানেই নতুন বছরের সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি ,
:উৎসাহব্যঞ্জক গাওয়া , আশার বাণী উচ্চারণ এবং ফিসফিসানি

"নিখুঁতভাবে তোমার জীবন পুনর্নির্মাণ করো "

পুরনো ভয়ের আগাছা ত্যাগ করো

অতীতের পরিত্যক্ত বাগান থেকে , তিনি কেবল আনন্দ ,
সাফল্য , আশা, সৎ চিন্তাভাবনা এবং কর্ম এবং মহৎ , উচ্চ
আকাঙ্ক্ষার বীজ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করেছিলেন।

প্রতিটি নতুন দিনের শিশিরভেজা মাটিতে , সেই শক্তিশালী
বীজগুলো রোপণ করুন, জল দিন, এবং যতক্ষণ না তারা বেড়ে ওঠে
এবং আপনার জীবনকে ফুল ফোটার বিরল উপকারিতা দিয়ে পূর্ণ
করে তোলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যত্ন নিন।

:নতুন বছর ফিসফিস করে বলে

অভ্যাসের বন্দী আত্মাকে জাগ্রত করো , এবং নতুন ,"
কল্যাণকর প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করো। চিরন্তন
স্বাধীনতা অর্জন না করা এবং কর্মফল (অতীতের কর্মের
ক্রমাগত তাড়া এবং অনুসরণের পরিণতি) কাটিয়ে ওঠা পর্যন্ত
"কখনও চেষ্টা বন্ধ করো না এবং বিশ্রাম করো না।

সতেজ মন এবং নবায়নযোগ্য আনন্দে মত্ত হয়ে , আসুন আমরা
একসাথে আনন্দ করি এবং হাতে হাত ধরে সেই স্বর্গীয় ঘরের
দিকে হাঁটি যেখান থেকে আমরা আর কখনও বের হব না।

একটি সাফল্যের গল্প

আমার এখনও মনে আছে যখন আমি প্রথমবার অন্যদের সাহায্য
করার জন্য ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করেছিলাম

আমার এক বন্ধু আর আমি তখন ছোট ছিলাম। একদিন আমি তাকে
:বললাম

"আমরা পাঁচশো (দরিদ্র) মানুষকে খাওয়াবো "

আমাকে থামিয়ে বলল , "তোমার বন্ধু পাগল হতে পারে , কিন্তু তার ধারণা ভালো। এই বিশ টাকার নোটটা নাও " (বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এটা ছিল একটা বিরাট অঙ্কের টাকা)।

ছেলেটি এতটাই অবাক হয়ে গেল যে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ আমার কাছে ছুটে এসে খবরটা জানাল। আমরা যখন ভাত এবং ভোজের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম , তখন প্রতিবেশীরা আমাদের পরিকল্পনার কথা শুনেছিল এবং আরও খাবার দিয়েছিল। অবশেষে , আমরা দুই হাজার !লোককে (২০০০) খাওয়ালাম

পবিত্র স্রোতের সাথে একই অভিযোজিত শক্তি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম গ্রন্থাগার , সরস্বতী গ্রন্থাগার তৈরি করেছিল।

যখন তুমি সৎকর্ম করার সংকল্প করবে , তখন তুমি তা অর্জন করবে যদি তুমি একটি গতিশীল এবং কার্যকর ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করো। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন , যদি তুমি অটল থাকো , ঈশ্বর তোমার আকাঙ্ক্ষা অর্জনের উপায় তৈরি করবেন।

এটাই সেই সত্য যার প্রতি যীশু খ্রীষ্ট ইঙ্গিত করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন : "যদি তোমার বিশ্বাস থাকে এবং সন্দেহ না থাকে ... তাহলে তুমি এই পাহাড়কে বলতে পারো , 'সরিয়ে যাও এবং সমুদ্রে ফেলে দাও ,' এবং তোমার কাজ হয়ে "যাবে।

আর মহান হাদিসে আছে : যখন তুমি আল্লাহকে ডাকো , তখন] [তোমার প্রার্থনায় দৃঢ় থাকো

যদি তুমি তোমার ইচ্ছাশক্তিকে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করো, বাধা যাই হোক না কেন , তুমি সাফল্য , স্বাস্থ্য এবং

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তারা প্রতিটি দিনকে প্রতিকূল অভ্যাস এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার , শান্তিতে বসবাস করার , ভালোবাসা দেওয়ার এবং এই পৃথিবীতে আশাবাদ এবং আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার একটি নতুন সুযোগ বলে মনে করত।

যে মুহূর্তে তুমি ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ইচ্ছা জাগ্রত করবে এবং তোমার কর্মের মাধ্যমে তা সমর্থন করবে , সেই মুহূর্তেই করুণাময় প্রভুর অদৃশ্য মহাজাগতিক শক্তি তোমার প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে শুরু করবে। তুমি যত বেশি তোমার সংকল্পে অটল থাকবে , তোমার জীবনে মঙ্গলের শক্তি তত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে - এটি একটি অপরিবর্তনীয় ঐশ্বরিক আইন।

প্রথম দিনটি কঠিন হতে পারে , কিন্তু দ্বিতীয় দিনটি একটু সহজ হতে পারে , এবং তৃতীয় দিনটি আরও সহজ। কয়েক দিন পরে, আপনি দেখতে পাবেন যে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। এবং যারা অধ্যবসায় করে এবং পুরো এক বছর ধরে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় তারা নিজেদের রূপান্তরিত দেখতে পাবে।

আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার অধিকারী ব্যক্তিদের আমরা বলি : ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাকে আপনার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় করে তুলুন। ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এবং তাঁর উপর ধ্যান করার মাধ্যমেই আমরা এই স্পষ্ট আশ্বাস পাই যে তিনি আমাদের চিরকাল ভালোবাসেন কারণ আমরা তাঁরই , আমরা ভুল পথে যতই ভুল পদক্ষেপ নিই না কেন।

যখন আমরা অনুভব করি যে আমাদের নিঃশর্তভাবে ভালোবাসা হচ্ছে , তখন কি তা আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করতে এবং অতীতের সমস্ত ব্যর্থতা এবং হতাশাকে ভুলে যেতে সাহায্য করে না ? যখন আমরা অনুভব করি যে আমাদের ভালোবাসা হচ্ছে এবং এমন কেউ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

হাতির স্মৃতি

স্মৃতি " নামক শক্তি মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের এক " উপহার, এবং এটি কত বড় আশীর্বাদ ! স্মৃতিশক্তি প্রাণীদেরও দেওয়া হয় ; এটি ছাড়া তারা তাদের বাচ্চাদের চিনতে অক্ষম হত। কিছু প্রাণীর দুর্দান্ত স্মৃতিশক্তি থাকে , যেমনটি একটি হাতির গল্পে দেখানো হয়েছে।

যখন একটি বিশাল হাতি কাঠ পরিবহন করছিল , যেমনটি প্রাচ্যে অনেক প্রশিক্ষিত হাতি করে , তখন একটি ছেলে তার কাছে এসে তার শুঁড়ে সুঁই দিয়ে খোঁচা দিয়ে পালিয়ে গেল।

সেই ঘটনার এক বছর পর, একই হাতিটি রাস্তায় একই ছেলেটির মুখোমুখি হয়। হাতিটির প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এটি তুলনামূলকভাবে উপযুক্ত মুহূর্ত ছিল। তাই , হাতিটি তার শুঁড়টি ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে জোরে জোরে রাস্তার অন্য পাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সুতরাং , প্রাণীদের স্মৃতি আছে।

***

আমি অনেক স্বপ্ন দেখেছি , এবং এখন আমি জেগে আছি এবং আমার আত্মার বেদিতে আমি তোমার স্মরণে মোমবাতি জ্বালাই , আমার ঈশ্বর।

আমার চোখ দিয়ে , যাদের চোখের পাতা ঘুমের আড়াল ছেড়ে দিয়েছে , আমি তোমার সুন্দর মুখের দিকে তাকাই এবং তার পবিত্র আলো দেখে আনন্দ পাই।

চিন্তাভাবনার মাধ্যমে তাঁর সাথে যোগাযোগ করি না , তখন মন মায়ার স্তূপে ভারাক্রান্ত হয়ে যায় এবং ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের পথগুলি ভয় , স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা , মেজাজের পরিবর্তন , রাগের আক্রমণ , অন্ধ জেদ , খারাপ অভ্যাস এবং নেতিবাচকতার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং , আর কোনও উন্মুক্ত পথ নেই যার মাধ্যমে ঐশ্বরিক সাহায্য আমাদের কাছে প্রবাহিত হতে পারে।

যদি আমরা আমাদের চিন্তাভাবনা প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হই এবং পথগুলি উন্মুক্ত রাখতে ব্যর্থ হই , তাহলে আমরা আমাদের জীবনের যাত্রাপথে যে সমস্যাগুলি আসতে বাধ্য , তার মুখোমুখি হতে - এবং কাটিয়ে উঠতে - সক্ষম হব না।

বলা হয়ে থাকে যে , যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালোবাসতো , সে গভীর একাগ্রতা এবং গভীর ভালোবাসার সাথে তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করে তাঁকে খুঁজে পেত , সে যাই করুক না কেন। সে ছোটবেলা থেকেই এই অভ্যাস শুরু করেছিল এবং এত যত্ন সহকারে তা বজায় রেখেছিল যে ঘুমের মধ্যেও সে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করত।

বড় হওয়ার সাথে সাথে , সে হিংস্র বাঘ , কোবরা, বিচ্ছু এবং বিষাক্ত পোকামাকড় ভরা ঘন বন পার হত , কেবল এক টুকরো কাপড় এবং স্যান্ডেল পরে।

লোকেরা তার সাহস দেখে অবাক হয়ে যেত এবং অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করত : "তুমি কি কখনও ঐ হিংস্র জন্তু এবং ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওনি ?" সে :উত্তর দিত

অবশ্যই , আমার কখনও ক্ষতি হয়নি , কারণ আমি সর্বদা " "ঈশ্বরের নাম আমার সাথে বহন করি এবং এটাই আমার সুরক্ষা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বন্ধুরা , তোমরা কি জানো যে তোমাদের প্রত্যেকেই এই শব্দগুলোর ব্যাখ্যা অন্যদের থেকে একটু ভিন্নভাবে করে ? কারণ হলো চিন্তাভাবনা প্রক্রিয়া একেকজনের একেক রকম।

যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তি তাদের স্বভাব এবং চিন্তাভাবনার দিক থেকে অনন্য , তাই যেকোনো পরিস্থিতিতে তাদের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অন্যদের থেকে আলাদা। তাদের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি হল তাদের চিন্তাভাবনা , অনুভূতি , প্রতিক্রিয়া এবং প্রেরণার সমষ্টি - এবং এগুলি , পরিবর্তে , তাদের চুম্বকত্বের প্রকৃতি বা তাদের আকর্ষণ শক্তি নির্ধারণ করে।

চুম্বকত্ব হল সবচেয়ে বড় শক্তি যার মাধ্যমে আপনি বন্ধু , বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতি এবং সদিচ্ছা আকর্ষণ করতে পারেন।

আমরা সকলেই চাই যে আমাদের নজরে আনা হোক এবং আমাদের বিবেচনা করা হোক ; কেউই চায় না যে আমরা উপেক্ষা করা হোক বা ভুলে যাই। এমনকি শিশুরাও ইচ্ছাকৃতভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করে।

আমরাও চাই অন্যরা আমাদের ভালোবাসা এবং প্রশংসা করুক। কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন অন্যদের সেই একই রকম বোঝাপড়া এবং বিবেচনা দেয় যা আমরা মনে করি তাদের কাছ থেকে আমাদের ?প্রাপ্য

আমরা নিজেদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং নিজেদের ত্রুটি -বিচ্যুতি ক্ষমা করি , অন্যদিকে অন্যদের অন্যায়ের সমালোচনা ও নিন্দা করতে আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সেই আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে ছিল কামনার গাছ খুঁজে
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার বস্তু এবং
তার গভীরতম আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য নিরলস
অনুসন্ধানে দুর্গম পাহাড়ি পথ তার খালি পায়ে ক্লান্ত করে
তুলেছিল। তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতি তাকে ক্রমাগত আশ্বস্ত
করেছিল যে তার ইচ্ছা পূরণ হবে , এবং গাছটি তার আধ্যাত্মিক
প্রচেষ্টার জন্য একটি প্রাকৃতিক পুরস্কার হিসাবে তার
জন্য অপেক্ষা করছে , যা একজন সাধারণ ব্যক্তির ক্ষমতা এবং
সহনশীলতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

আমাদের বন্ধু তার অন্তর্দৃষ্টিতে ঠিকই বলেছিল
হিমালয়ের একটি উপত্যকায় , সে একটি প্রশস্ত পাতাযুক্ত গাছ
খুঁজে পেয়েছিল যা তার আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির জন্য
ধন্যবাদ , সে তাৎক্ষণিকভাবে সেই ধন হিসাবে স্বীকৃতি
পেয়েছিল যা সে দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিল এবং খুঁজে পেতে আকুল
ছিল।

তাৎক্ষণিকভাবে এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে , সে গাছের
স্বাগত ডালের কাছে গেল এবং তার নীচে বসল। এই অনন্য গাছের
অসাধারণ ক্ষমতা অনুভব করার জন্য , হ্যারি তার চোখ বন্ধ করে
নিজেকে বলল, "যদি এটি ইচ্ছার গাছ হয় , তবে এটি আমার জন্য
"!একটি শক্তিশালী দুর্গ হিসাবে বাস্তবায়িত হোক

এই চিন্তাটা তার মনে ঢুকতেই গাছের পাশে একটা বিশাল
প্রাসাদ দেখা দিল , যার চারপাশে তাজা গোলাপ , সুগন্ধি তুলসী
আর উঁচু গাছে ভরা সবুজ বাগান।

এই অলৌকিক ঘটনায় হ্যারি আনন্দিত হল এবং তার প্রিয়তম
ইচ্ছা পূরণ হওয়ার আনন্দে ভরে গেল , কারণ অবশেষে সে সেই
ইচ্ছা বৃক্ষটি পেয়ে গেল যা সে এতদিন ধরে খুঁজছিল। সে তার
পরবর্তী ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে
বলল: "আমি আমার চারপাশে দেখতে চাই সুন্দরী কুমারীদের একটি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

ছবিতে : মাস্টার পরমহংস তাঁর কিছু আদিবাসী আমেরিকান বন্ধুর সাথে, যারা তাঁর বন্ধুত্বকে মূল্যবান বলে মনে করতেন, তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে দেখা করে আনন্দ পেতেন।

আমরা প্রায়শই এমন পরিস্থিতিতে আটকা পড়ি যেখানে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা আমাদের চিন্তাভাবনার সবকিছুই চেষ্টা করি, যার মধ্যে ঈশ্বরের কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করাও অন্তর্ভুক্ত, যেন তিনি আমাদের পরিস্থিতি এমনভাবে পরিবর্তন করেন যা আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো বলে আমরা মনে করি। তবুও, আমরা যা চাই তা নাও হতে পারে —যেটা আর্থিক সাহায্য, স্বাস্থ্য বা অন্য কিছু হোক—যাই হোক না কেন। এর ফলে আমরা হতাশা এবং হতাশা অনুভব করি।

কিন্তু যখন আমরা আমাদের ভেতরের ঐশ্বরিক শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করতে অক্ষম হই, তখন এর কারণ হল আমরা আত্মসমর্পণের অর্থ বুঝতে পারি না।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ধ্যানের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই বুঝতে পারে না যে ধ্যান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার বা তাঁর কাছ থেকে অন্য কিছু পাওয়ার চেষ্টা করার বিষয়ে নয়। আমাদের প্রথমে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সংযোগকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ক্ষুদ্র অহংকার বা "অহংকার" ত্যাগ করতে হবে যা আমাদের জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাদের কাছে ঐশ্বরিক শক্তির প্রবাহকে সীমিত করে।

আমাদের নিজস্ব সম্পদ কখনও কখনও আমাদের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে , কিন্তু পরে আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই, যা আমাদেরকে এক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। যাইহোক , যদি আমরা আমাদের অহংকারকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি এবং আন্তরিকভাবে এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে পারি , "প্রভু , তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক , আমার নয় ," তাহলে আমরা আমাদের হৃদয়কে নির্দেশনার প্রবাহের জন্য উন্মুক্ত করে দিই এবং ঐশ্বরিক শক্তি এবং প্রচুর আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হয়।

আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরেও, আমাদের বুঝতে হবে যে মানুষের ক্ষমতা সীমিত এবং আমাদের ঈশ্বরের অসীম শক্তির কাছে নিজেদের উন্মুক্ত করতে হবে , কিন্তু মনে হচ্ছে এই সত্যটি উপলব্ধি করার আগে অনেকেই সম্পূর্ণ অসহায়ত্বের সম্মুখীন হতে হবে।

একটি স্তোত্র আছে যেখানে বলা হয়েছে : "যখন আমি আটকে "যাই , তুমি আমাকে মুক্ত করতে এসো

আর এটাই ঈশ্বরের আমাদের শেখানোর পদ্ধতি যে পরিণামে তিনিই একমাত্র কঠিন পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে এবং অপ্রতিরোধ্য সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম।

* * *

যদিও ঈশ্বর আমাদের সকল প্রার্থনা শোনেন (যাতে তিনি আমাদের দেখতে আসেন) কিন্তু সে সবসময় সাড়া দেয় না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

অতএব, তুমি এখনই কী হতে চাও তার রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু করা উচিত।

তুমি এখনই তোমার চেতনায় যেকোনো অভিমুখ স্থাপন করতে পারো, তবে শর্ত থাকে যে তুমি তোমার মনে একটি শক্তিশালী ধারণা ঢেলে দাও , এবং তারপর তোমার কর্মকাণ্ড সেই ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং তোমার সমগ্র সত্তা সেই ধারণার প্রতি সাড়া দেবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে।

* * *

আধ্যাত্মিক চেতনার জন্ম হয় প্রেমের দোলনায় , যা ঘৃণার ধ্বংসাত্মক শক্তির চেয়ে অপরিসীমভাবে মহান।

আমরা অন্যদের প্রতি যা কিছু বলি বা করি তা ভালোবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত।

আমাদের অন্যদের ক্ষতি করা বা নিন্দা করা উচিত নয় , বরং তাদের ভালোবাসতে হবে এবং ঈশ্বর আমাদের যে আশীর্বাদ দান করেন তা তাদের সাথে ভাগ করে নিতে হবে।

আমাদের যা আছে তা আসলে আমাদের নয়; এগুলো আমাদের সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে , এবং আমরা যখন এই পৃথিবী ছেড়ে যাব তখন আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।

আমাদের অবশ্যই মালিকানার ঊর্ধ্বে উঠে যা সম্ভব তা দিতে হবে ; তাহলে আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেদের মধ্যে মঙ্গল এবং আশীর্বাদ নিয়ে আসব। দান করা , এটি দেওয়া হয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

(এবং আমি একজন বিনয়ী ও বিনয়ী ব্যক্তির চালচলনে হেঁটেছি)

(ঈশ্বর অহংকারী বা অহংকারী নন)

ঐশ্বরিক ইচ্ছা অত্যন্ত নির্ভুলতার সাথে প্রতিটি জীবের রূপ নির্ধারণ করেছে , তার সাথে তার জীবিকা , রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রয়োজনীয়তাও নির্ধারণ করেছে , যা ভাল অবস্থায় থাকবে এবং তার কার্য সম্পাদনে সক্ষম হবে। যদি এই পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাগুলিতে কোনও ঘাটতি দেখা দেয় , উদাহরণস্বরূপ , উদ্ভিদ , প্রাণী এবং মানুষ , ফলস্বরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

একজন সাধারণ মানুষ তার খাদ্য থেকে শরীরের প্রয়োজনীয় সকল রাসায়নিক উপাদান গ্রহণ করে। তবে , অনেকেই পুষ্টির নির্দেশিকা উপেক্ষা করে , এমন খাবার গ্রহণ করে যেখানে প্রয়োজনীয় সকল উপাদানের অভাব থাকে অথবা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ভারসাম্য থাকে না। অপর্যাপ্ত পুষ্টি অনেক মানব রোগের একটি প্রধান কারণ। পুষ্টির ঘাটতি এমন একটি উদ্ভিদের উপর প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষণীয় প্রভাব ফেলে যার খাদ্যতালিকায় কিছু প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান থাকে না।

মানুষ এবং সমস্ত জীবের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিময় ঘটে। মানুষ এবং প্রাণীর মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় সুপরিচিত। মানুষ অক্সিজেন শ্বাস নেয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে , অন্যদিকে গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জল শোষণ করে এবং সঞ্চয় করে , যা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে ভেঙে কার্বোহাইড্রেট (কার্বন , অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের যৌগ, যেমন স্টার্চ এবং শর্করা) তৈরি করে।

এই প্রক্রিয়ায় , গাছ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। রাতে সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায় কারণ এটি সূর্যালোকের উপর নির্ভর করে। যাইহোক , শ্বসন নামক আরেকটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে , গাছ ক্রমাগত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয় , বিশেষ করে রাতে যখন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

বুঝতে পারলেন , তখন তিনি তাদের ব্যাখ্যা করতে চাইলেন কেন মন্ত্রী তার প্রিয়।

একদিন রাজা এবং তার সঙ্গীরা দূর থেকে গানের আওয়াজ শুনতে পেলেন , তাই তিনি তার একজন সহকর্মীর দিকে ফিরে বললেন : "আমাদের খবরটা জেনে নাও "

কিছুক্ষণ পরে লোকটি ফিরে এসে বলল যে এটি একটি বিবাহের শোভাযাত্রা ছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন , "কার বিবাহ ?" কিন্তু রাজপরিবারের লোকটির কাছে কোন উত্তর ছিল না।

এরপর তিনি আরেকজন চেম্বারলেইনকে পাঠালেন যিনি রাজার শেষ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ফিরে এলেন , কিন্তু তিনি অন্য কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। বেশ কয়েকজনের সাথেও একই ঘটনা ঘটেছিল।

অবশেষে, রাজা তার মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে ঘটনাটি তদন্ত করার নির্দেশ দিলেন। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন , এবং ফিরে আসার পর, রাজা তাকে প্রশ্নের ঝড় তুললেন , যার সবকটিই বিচক্ষণ এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রী সন্তোষজনকভাবে বিস্তারিত উত্তর দিতে সক্ষম হলেন।

অনেক ধীর বুদ্ধিসম্পন্ন এবং নিস্তেজ মনের মানুষ অজ্ঞ দারোয়ানদের মতো। তারা অগত্যা বোকা নয় , কিন্তু তারা এতটাই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অলস যে তারা পরম প্রয়োজনের বাইরে কোনও প্রচেষ্টা করে না। আমি শারীরিক অলসতাকে ক্ষমা করতে পারি , কারণ এর কোনও যুক্তিসঙ্গত শারীরবৃত্তীয় কারণ থাকতে পারে , কিন্তু বৌদ্ধিক অলসতার জন্য কোনও অজুহাত নেই ! যারা মানসিকভাবে বেকার তারা ভাবতে চান না কারণ চিন্তা করাও তাদের কাছে একটি শ্রমসাধ্য কাজ বলে মনে হয়।

চিন্তাভাবনা একটি আশ্চর্যজনক এবং আশ্চর্যজনক জিনিস। মনের প্রবণতা এবং উপলব্ধি কেউ শ্রেণীবদ্ধ করতে পারে না। এর ক্ষমতা অসীম। অতএব , আপনি যদি যেকোনো বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং গভীরভাবে চিন্তা করেন , তাহলে আপনি সেই বিষয় সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: "[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ফেলে, তখন আমরা প্রথমে আমাদের চারপাশের দিকে ফিরে যাই , প্রতিটি বস্তুগত সমন্বয় চেষ্টা করি যা আমরা বিশ্বাস করি যে স্বস্তি দেবে। কিন্তু যখন আমরা একটি অচলাবস্থায় পৌঁছাই এবং বলি , "আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ; আমি আর কী করতে পারি?" আমরা গুরুত্ব সহকারে আমাদের সমস্যার কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার কথা বিবেচনা করতে শুরু করি। এবং যখন আমাদের চিন্তাভাবনা যথেষ্ট গভীর হয়ে যায় , তখন আমরা নিজের মধ্যেই উত্তর খুঁজে পাই। এটি নিজেই , উত্তরপ্রাপ্ত প্রার্থনার একটি রূপ।

প্রার্থনা : একটি আধ্যাত্মিক চাহিদা

প্রার্থনা একটি আধ্যাত্মিক চাহিদা ঈশ্বর আমাদের ভিক্ষুক হিসেবে সৃষ্টি করেননি , কারণ তিনি আমাদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র শাস্ত্র এই কথা ঘোষণা করে। যে ভিক্ষুক ধনীর বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা চায় সে ভিক্ষুকের অংশ পায়। কিন্তু একজন পুত্র তার ধনী পিতার কাছ থেকে সবকিছু পেতে পারে। অতএব , আমাদের ভিক্ষুকের মতো আচরণ করা উচিত নয়।

কিছু মানুষের মনে হয় সবকিছু আছে এবং তারা বিলাসিতা এবং আরাম-আয়েশে জন্মগ্রহণ করে , আবার অন্যরা ঝামেলা এবং ব্যর্থতাকে আকর্ষণ করে বলে মনে হয়। তাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি কোথায় ? ঐশ্বরিক আত্মার শক্তি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বাস করে। কিন্তু আমরা কীভাবে সেই শক্তি গড়ে তুলতে পারি ? হয়তো অতীতে আপনার প্রার্থনার উত্তর না পাওয়ার কারণে আপনি নিরুৎসাহিত বোধ করেছেন , কিন্তু আশা এবং বিশ্বাস হারাবেন না। আপনার প্রার্থনা কার্যকর কিনা তা জানতে, আপনার নিজের গভীরে প্রার্থনার শক্তির উপর একটি মৌলিক বিশ্বাস থাকতে হবে।

হয়তো কিছু মানুষের প্রার্থনা উত্তরহীন হয়ে যায় কারণ তারা ভিক্ষা করতে পছন্দ করে। একইভাবে , ঈশ্বরের কাছে কী চাইতে হবে তা জানা উচিত। আপনি পৃথিবী এবং এর উপরকার সবকিছুর অধিকারী হওয়ার জন্য আপনার সমস্ত হৃদয় এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রার্থনা করতে পারেন , কিন্তু আপনার প্রার্থনা কবুল হবে না কারণ বস্তুগত জীবনের সাথে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

দুর্বল ইচ্ছাশক্তি দুর্বল মানুষের ইচ্ছাশক্তি , যখন পরীক্ষা এবং ব্যর্থতা তাকে বিদ্ধ করে এবং ছিন্নভিন্ন করে , তখন এটি অসীম সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সংযোগ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তির পিছনে লুকিয়ে আছে ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তি , যা হতাশা বা পরাজয় জানে না এমনকি মৃত্যুও , তার সমস্ত শক্তিতে , ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তিকে ভাঙতে বা বাধা দিতে পারে না। ঈশ্বর অবশ্যই সেই প্রার্থনার উত্তর দেবেন , যা অটল দৃঢ়সংকল্প এবং অধ্যবসায়ের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়।

বেশিরভাগ মানুষই অলস এবং অলস , হয় শারীরিকভাবে , মানসিকভাবে , অথবা উভয় ক্ষেত্রেই। তারা ধ্যান করতে চায় কিন্তু কেবল ঘুমের কথা ভাবে। যখনই তাদের তন্দ্রা আসে , তখনই তারা গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় , এবং সেখানেই তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি ঘটে ! এই অবস্থায় , ইচ্ছাশক্তি চাপা পড়ে যায়। গড়পড়তা মানুষের মস্তিষ্ক "আমি পারব না " এর বীজে পূর্ণ থাকে। নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যাসের পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে , তারা এগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয় , নিশ্চিত হয়ে যায় যে তারা এটি করতে অক্ষম অথবা এই ক্ষতিকারক বীজগুলিকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং চেতনা থেকে তাদের প্রভাব নির্মূল করতে হবে। আপনার যা কিছু ইচ্ছা তা অর্জন করার ক্ষমতা আপনার আছে। এই শক্তি আপনার ইচ্ছার একেবারে মূলে নিহিত।

যারা ইচ্ছাশক্তি গড়ে তুলতে চান তাদের ভালো সঙ্গ প্রয়োজন। যদি আপনি একজন মহান গণিতবিদ হতে চান এবং আপনার সহপাঠীরা গণিত অপছন্দ করেন , তাহলে আপনার উৎসাহ নিঃসন্দেহে কমে যাবে। কিন্তু যখন আপনি দক্ষ গণিতবিদদের সাথে মেলামেশা করবেন, তখন আপনার ইচ্ছাশক্তি শক্তিশালী হবে এবং আপনি বলতে সক্ষম হবেন , "অন্যরা যদি সফল হতে পারে , তাহলে আমিও পারব। "

শুধু ইচ্ছাশক্তি তৈরি করার জন্য বড় বড় কাজে তাড়াহুড়ো করো না। সফল হতে হলে , প্রথমে তোমাকে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে ছোট ছোট জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে যা তুমি ভেবেছিলে তুমি করতে পারবে না। যদি তুমি চেষ্টা করো , সাফল্য আসবেই।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible]?

[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible] [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]: "[illegible]" [illegible]: "[illegible]"

[illegible]! [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

একজন সৈনিক, বোমা বা ছোরা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিৎকার করে বলে, "আমি মৃত, আমার ঈশ্বর !" কিন্তু ঈশ্বর উত্তর দেন , "অবশ্যই না ! তুমি কি আমার সাথে কথা বলছো না ? কিছুই তোমাকে ধ্বংস করতে পারে না। তুমি একজন অমর আত্মা , এবং তুমি কেবল স্বপ্ন দেখছো যে তুমি মৃত "। তারপর আত্মা বুঝতে পারে যে দেহ থেকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ততটা ভয়ঙ্কর নয় যতটা প্রায়শই চিত্রিত করা হয়। দেহের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সীমিত সচেতনতা এই বিশ্বাসের জন্য দায়ী যে দেহের ক্ষতিই সবকিছুর শেষ , অন্যদিকে বাস্তবে , আত্মা জীবিত এবং মারা যায় না কারণ এটি জীবিত এবং শাশ্বত ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি।

প্রকৃত যোগীরা সকল পরিস্থিতিতে তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। যখন একজন সাধক এই পর্যায়ে পৌঁছান , তখন তারা মুক্ত হন এবং উপলব্ধি করেন যে জীবন একটি পবিত্র অভিযান। নবী এবং মহান ব্যক্তিত্বরা এই সত্যটি প্রদর্শন করেছেন , কারণ তাদের মহান এবং পবিত্র আত্মার কোনও ক্ষতি করতে পারে না। তারা পূর্ণ পরিমাণে ঐশ্বরিক প্রেম অনুভব করেছিলেন এবং সেই প্রেমই জীবনের অভিযানের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ এবং স্থায়ী উপাদান।

ঈশ্বরের নিঃশর্ত ভালোবাসার মধ্যে নিহিত না থাকলে মানব প্রেম অর্থহীন। একজন যুবক এবং মহিলা প্রেমে পড়তে পারে , এবং তারপর ঘৃণায় পতিত হতে পারে। মানব মোহ অসম্পূর্ণ এবং অনেক শর্ত দ্বারা আবদ্ধ , যেখানে ঐশ্বরিক প্রেম নিখুঁত এবং অন্তহীন।

জীবনের এই অভিযান তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন একজন ব্যক্তি তার ইচ্ছাশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিপদ এবং ভুলগুলিকে জয় করতে পারবে , ঠিক যেমন মহান ব্যক্তিরা করেছিলেন। তারপর তারা পিছনে ফিরে তাকাবে এবং বলবে , "সেই পরীক্ষাগুলি কঠিন এবং বিপজ্জনক ছিল , এবং আমি প্রায় পড়ে গিয়েছিলাম , কিন্তু ঈশ্বর আমার চোখ খুলে দেওয়ার এবং আমাকে পবিত্র জ্ঞান দেওয়ার পর এখন আমি নিজের উপর আস্থাশীল। "

আমরা বলতে পারি যে জীবন একটি চমৎকার অভিযান যখন ঈশ্বর অবশেষে আমাদের বলেন: "সব ভয়ানক , তিক্ত পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে আমি চিরকাল তোমার সাথে আছি , আর কিছুই আর তোমার ক্ষতি করতে পারবে না "।

অসুস্থতা এবং কষ্টের মুখোমুখি হয়ে , একের পর এক অসুবিধা কাটিয়ে মানুষের মন শক্তিশালী হয়। যা কিছু মনকে দুর্বল করে তা তার সবচেয়ে খারাপ শত্রু , এবং যা কিছু এটিকে শক্তিশালী করে তা তার নিরাপদ আশ্রয়। তোমার পথে আসা অসুবিধা এবং দুর্ভাগ্যকে ঘৃণা করো।

(আবু আল-কাসিম আল-শাব্বির ভাষায়):

অসুস্থতা এবং শত্রুতা সত্ত্বেও আমি বেঁচে থাকব , উঁচু চূড়ার চূড়ায় ঈগলের মতো

আমি মেঘ, বৃষ্টি আর ঝড়ের সাথে ঠাট্টা করে জ্বলন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকি

ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছেন যে এই জীবন কেবল একটি স্বপ্ন। যখন আপনি ঈশ্বরে জাগ্রত হবেন , তখন আপনি এটিকে আনন্দ এবং দুঃখের একটি ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন হিসাবে মনে রাখবেন , এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

এবং তখন তুমি জানতে পারবে যে তুমি এক এবং একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যে অনন্তকালের জন্য অমর।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আধ্যাত্মিক পুষ্টি

সবকিছুই বিলীন হয়ে যাবে এবং অদৃশ্য হয়ে যাবে , এবং একমাত্র ঈশ্বরই হলেন চিরন্তন ধ্রুবক এবং বিশ্বজুড়ে বয়ে যাওয়া সমস্ত প্রচণ্ড ঝড় এবং ঘূর্ণিঝড় থেকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

***

***

***

***

[illegible]:
[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

„[illegible]:

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]¡„

[illegible]„ :[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

প্রফুল্ল এবং আশাবাদী বোধ করার চেষ্টা করা মানে একটি নতুন আধ্যাত্মিক জন্ম। যখন তুমি ঈশ্বরকে পাবে , তখন তুমি সত্যিকারের এবং স্থায়ী তৃপ্তি অনুভব করবে। মানুষের বন্ধুত্ব ভেঙে যেতে পারে এবং ভেঙে যেতে পারে , কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। অন্য সবাই তোমাকে পরিত্যাগ করলেও , যদি ঈশ্বর তোমার সাথে থাকেন , তাহলে তুমি এই জীবনের সবকিছুর অধিকারী এবং পূর্ণ এবং প্রাচুর্যপূর্ণ অংশ অর্জন করেছ।

***

যারা ঐশ্বরিক আলো দেখার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ পোষণ :করতেন তাদের একজনকে গুরু পরমহংস বলেছিলেন যদি সন্দেহ করো , তুমি দেখতে পাবে না ; যদি দেখো , তুমি " "সন্দেহ করবে না

:তিনি একদল গড়িমসিকারী ছাত্রকে বললেন তোমাকে তোমার জীবনকে সংগঠিত করতে হবে এবং তোমার সময় " পরিচালনা করতে হবে ঈশ্বরের সৃষ্টি শৃঙ্খলা ; সূর্য উদিত হয় সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং তারাগুলি জ্বলজ্বল করে ভোর "পর্যন্ত

***

বেশিরভাগ সময় , মানুষ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কথা বলে এবং কাজ করে , খুব কমই অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসগুলি দেখে বা দেখার চেষ্টা করে। যদি দুজন ব্যক্তি এমন একটি তর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে যা ঝগড়া এবং তারপর মারামারি পর্যন্ত পৌঁছায় , তাহলে দোষ তাদের উভয়েরই , তা নির্বিশেষে যে তর্কটি শুরু করেছিল। অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিরা যুক্তিসঙ্গতভাবে , যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং বোধগম্যতার সাথে বিষয়গুলিকে বিবেচনা করেন।

***

আমি ভোরবেলায় উঠবো এবং আমার ঘুমন্ত প্রেমকে জাগিয়ে তুলবো , যাতে এটি আমার আত্মার শান্তির ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের ভক্তির আলোয় আলোড়িত হতে পারে , হে প্রভু , ভক্তির চকমকি পাথরে নির্মিত এক অদৃশ্য মন্দিরে , আমার হৃদয়ের বিনীত উৎসর্গ গ্রহণ করো , প্রতিদিন প্রার্থনায় নবায়িত হওয়া।

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

***

***

***

জীবন রুক্ষ পৃথিবীতে সুপ্ত থাকে , ফুলের মধ্যে সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখে , এবং প্রাণী ও মানুষের চেতনায় শক্তিশালীভাবে জাগ্রত হয় , তার অসীম সম্ভাবনা উপলব্ধি করে।

***

:জ্ঞানীরা বলেন

ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা এবং সদ্গুণ দ্বারা অনুপ্রাণিত সৎকর্মের ফল হল সম্প্রীতি এবং পবিত্রতা। স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্মের ফল হল যন্ত্রণা এবং কষ্ট। মন্দ কর্মের ফল হল অজ্ঞতা এবং মূর্খতা।

ভালো কাজ সুখ বয়ে আনে , অন্যদিকে আত্ম -প্রেম দ্বারা পরিচালিত পার্থিব কর্মগুলি দুঃখ ও যন্ত্রণার দিকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে , ক্রমাগত মন্দ কাজগুলি একজন ব্যক্তির বিচক্ষণতা এবং বোধগম্যতার ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়।

কেউ কেউ ঋষির নাম এভাবে লেখেন : পরমহংস বা পরমহংস যোগানন্দ

নিচ থেকে উপরে : একটি সাফল্যের গল্প

মাস্টার পরমহংস যোগানন্দের আরও বক্তৃতা

:নিম্নলিখিত লিঙ্কে

অনুসরণ

এটি এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে অনুবাদ করা একটি) সত্য গল্প যিনি ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছিলেন , কিন্তু সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং ইতিবাচক দৃঢ়তার অনুশীলনের মাধ্যমে , তিনি অবশেষে তার ব্যর্থতার কারণগুলি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন এবং সাফল্যকে তার ইচ্ছার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম (হন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অবশেষে, আমি তাকে তার নিজের ব্যবসায় তার টাকা বিনিয়োগ করতে বললাম , এবং সে ভয় পেয়ে গেল এবং অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : "তুমি কি আমাকে এটাই করার পরামর্শ দিচ্ছ ? তুমি কি মনে করো না যে আমি যদি কষ্ট করে জমানো টাকা "?বিনিয়োগ করি তাহলে আমি তা হারাবো

তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে তাকে আশ্বস্ত করলেন : "তোমাকে অবশ্যই তোমার অর্থ এবং শক্তি একটি ভালো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হবে, যেমন একটি স্থানীয় ক্যাটারিং সেন্টার যেখানে বিশাল বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না , এবং আমি তোমার "সাফল্যের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী

কয়েক বছরের মধ্যেই , (S) অনেক সম্পত্তি এবং বৃহৎ গুদামের মালিক হয়ে ওঠেন।

একবার সে তার সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল , সে তার সমস্ত কাজে নিজেকে সফল দেখতে পেল। একদিন সে হেসে আমাকে বলল: "ঈশ্বর এবং তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ , আমি ব্যর্থতা থেকে একজন সফল মানুষে রূপান্তরিত হয়েছি। আমি ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠেছি এবং বুঝতে পেরেছি যে আমার ক্রমাগত ব্যর্থতা আসলে আমার কর্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি না আমার ব্যর্থ দোদুল্যমানতার কারণে অন্যদের কাজ ধ্বংস করার পর আমি কীভাবে সফল হতে "পেরেছি।

তাই আমি তাকে ব্যাখ্যা করেছিলাম : “তুমি যে স্বার্থের জন্য কাজ করছো তার ধ্বংস তুমি ঘটাওনি। আকর্ষণের নিয়ম যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে , একই রকম কম্পনের উপর ভিত্তি করে , নেতিবাচক বা ইতিবাচকভাবে কাজ করে (যেমন আকর্ষণ করে)।

তোমার সহজাত ত্রুটিপূর্ণ স্বভাব তোমাকে এমন কোম্পানির দিকে টেনে নিয়ে গেছে যেগুলো ইতিমধ্যেই পতনের দ্বারপ্রান্তে ছিল , আর বিপরীতে। সুতরাং , তুমি ছিলে ব্যর্থ , আর কোম্পানিগুলোও পতনের দ্বারপ্রান্তে ছিল। পারস্পরিক আকর্ষণের নিয়ম অনুসারে , তুমি এবং ঐ কোম্পানিগুলো ব্যর্থতার পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলে এবং একই সাথে পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়েছিলে।

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

তাদের বিষয়গুলো বোঝার মতো বুদ্ধির অভাব থাকে কারণ তারা যখন কর্মক্ষেত্রে থাকে তখন তারা তাদের ঘরোয়া ঝামেলার কথা ভাবে , আর যখন ঘরে থাকে তখন তাদের মন কাজের চিন্তায় মগ্ন থাকে।

অতএব, একবারে একাধিক বিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত নয়।

***

একসময়, দিনের বেলায়
আমি চেতনার কক্ষে এসেছি
আর সুরের জানালা খুলে গেল
দৃশ্য , সুবাস , স্বাদ , স্পর্শ
আর আমি চেয়েছিলাম সবচেয়ে সূক্ষ্ম সুর এবং সবচেয়ে সুন্দর রঙগুলির জন্য
যাতে সে আমার সামনে এসে দুলতে পারে এবং নাচতে পারে
কখনো হেসেছিলাম , কখনো কাঁদিয়েছিলাম
যখন আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়
অভিজ্ঞতার ক্ষত আমাকে কষ্ট দেয়
ইন্দ্রিয়ের দরজা বন্ধ করো।
এবং একটি সীমাহীন স্থান প্রবেশ করুন
ঘুম আর স্বপ্নের জগতে
সেখানে আমি শান্তিতে এবং আরামে শুয়ে থাকি
অন্ধকারের আড়ালে
পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়ার পর
ঘুম থেকে , আমি আরেকটি দরজা খুলি
আর স্বপ্নের ঘরে প্রবেশ করো
তাই আমি পরীক্ষামূলক এবং গবেষণামূলক সিনেমা দেখি
অচেতনের সিনেমায়
যেখানে আমি আমার ইচ্ছামতো কাজ করি
আর আমি মিষ্টি স্মৃতিচিহ্নের মখমলের স্বপ্ন বুনি
সিল্কের পর্দায়
তার উপর, প্রিয় মহাজাগতিকের নাম লিখুন
কিন্তু যখন আমি এই দুটি কক্ষের বাইরে থাকি
মাঝে মাঝে আমি সচেতনভাবে মহাবিশ্বের অজানা গভীরতায় প্রবেশ করি
সবচেয়ে অন্ধকার , সবচেয়ে নিপীড়ক অন্ধকারকে অতিক্রম করা

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যুক্তি ও ব্যাখ্যার উৎসাহ না থাকলে , মানব জাতির জন্য স্থবিরতা এবং জড়তা দেখা দিত , এবং ফলস্বরূপ , বিলুপ্তি ঘটত।

আর বিলীন হয়ে যাচ্ছে

* * *

আমরা নিরাপদ তীরে না পৌঁছানো পর্যন্ত এখানকার জীবন বিশৃঙ্খল এবং বিশৃঙ্খল বলে মনে হয়।

আমাদের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব লক্ষ্য এবং ভঙ্গুর বস্তুগত আসক্তির উপর আশা করা উচিত নয়।

এই ধরনের ক্ষীণ আসক্তি আমাদের অবচেতনভাবে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

ঠিক যেমন এটি আমাদের প্রকৃত সত্ত্বা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়

মৌমাছি কঠোর পরিশ্রম করে এবং কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং যখন শীত আসে , তখন বসন্তের ফসল থেকে যা সঞ্চয় করে তা উপভোগ করে।

আর গ্রীষ্মকাল

সুতরাং , আমাদের শিখতে হবে কিভাবে ঐশ্বরিক শান্তির মধু এবং কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা সংগ্রহ করতে হয়।

আমরা জীবনে তাদের মুখোমুখি হই

* * *

এই অস্থির পৃথিবীতে

এটি ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তায় ভরা।

তুমি খুব একা বোধ করো , শুধু ঈশ্বর তোমাকে ত্যাগ করবেন না।

তোমার আশা হতাশ হবে না।

প্রভু , আমাকে আশীর্বাদ করুন।

আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সাফল্যের বীজ লালন করা

আমার ভেতরে লুকানো

এবং যাতে আমি এটি এমনভাবে ব্যবহার করতে পারি যা আপনাকে খুশি করে

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

!

[illegible]

"[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সবকিছুকে ঘিরে থাকা মহাজাগতিক চেতনার আকাশের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে।

অস্তিত্ব প্রথমত, একজনকে ঈশ্বরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, এবং প্রথম বার্তাটি প্রদান করতে হবে:

"আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার প্রভু, এমন ভালোবাসা দিয়ে যার কোন তুলনা নেই"

* * *

হে ঐশ্বরিক কুম্ভকার

জীবনের চাকায়, কোটি কোটি অনন্য এবং ভিন্ন মানবদেহ তৈরি করা হয়েছে: ভঙ্গুর শারীরিক গঠন

অমর মানব আত্মার জন্য

তোমার লুকানো সৃষ্টি কারখানা সবকিছুই তৈরি করে: তোমার মানব শিশুদের ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র এবং আসবাবপত্র।

শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক

তুমিই প্রকৃতির উৎপাদিত পণ্যের স্রষ্টা, উৎপাদক এবং প্রদর্শনকারী, তাদের ঋতুতে!

তুমি স্বর্গীয় প্রভু যিনি মূল্যবান আধ্যাত্মিক সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য করেন।

এবং একটি সুন্দর জীবনের জন্য অপরিহার্য

তোমার সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা নির্দেশ করে যে মানুষকে তোমার আশীর্বাদ পাওয়ার এবং উপভোগ করার জন্য কাজ করতে হবে; তাকে অবশ্যই তোমার আশীর্বাদ দান করতে হবে

পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের জন্য মাটিতে অর্থ বা কাজ করা এবং স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য সতর্কতা ও সংযম পালন করা

ঠিক যেমন তাকে তার বাড়ির জন্য পর্যাপ্ত আলো এবং শক্তির স্রোত পেতে পড়াশোনা এবং আত্ম-শৃঙ্খলার জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়

আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা

তাকে অবশ্যই অধ্যবসায় ও সক্রিয়ভাবে তার অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হবে, যাতে ঐশ্বরিক প্রেমের ঝর্ণা খুঁজে পাওয়া যায় যা তার তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং তাকে

[illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তুমি আমাকে দেখেই আমি ব্যস্ত , আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও , পাগল। "

কিন্তু সে তাকে বলল : "আমি তোমাকে আমার সাথে কথা বলতে বলছি না , আমি শুধু চাই তুমি আমাকে খুশি করো এবং গান গাইতে আমার সাথে যোগ দাও। তুমি কি আমার ঐশ্বরিক প্রেয়সীর নাম বারবার উচ্চারণ করে আমাকে খুশি করবে , আর তারপর আমি চলে যাব ?!"

ফসল কাটার সময় সে তার সাথে গান গাইতে শুরু করল , "হে প্রভু , তুমিই আমার লক্ষ্য ... আর তোমার প্রতি আমার ভালোবাসাই আমার পতাকা..." সে আনন্দিত হয়ে উঠল , আর তার হাত থেকে কাস্তে পড়ে গেল , আর সে পাগলের পিছনে পিছনে হেঁটে গেল , আনন্দ ও উৎসাহে গান গাইতে লাগল ... এমনকি পাখিরাও আনন্দ অনুভব করল এবং চিৎকার করে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গীত গাইতে লাগল।

তারা যখন হাঁটতে থাকল , তখন ফসল কাটার মজুরের স্ত্রী এসে তার স্বামীকে দোষারোপ করতে লাগল , বলল: "তোমার কী হয়েছে ? তোমার কী হয়েছে যে তুমি এই পাগলের পিছনে পিছনে আসছো?" কিন্তু সে উত্তর দিল : "আমার সম্পর্কে যা খুশি বলো , কিন্তু আমার সাথে গান করো , এমনকি একবার হলেও।" তাই সে গান গাইতে শুরু করল , এবং তারা তিনজনই উৎসাহ এবং আনন্দের সাথে একসাথে গান গাইল।

যখন তারা গান গাইছিল , তখন কিছু গ্রামবাসী পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং দৃশ্যটি নিয়ে মজা করে বলতে লাগল , "আজকাল অনেক পাগল আছে!" সন্ন্যাসী তাদের বললেন , "হে মানুষ , ধৈর্য ধরো , যতক্ষণ না তোমরা আমাদের অনুভূতির স্বাদ গ্রহণ করো , আমি তোমাদের অনুরোধ করছি , আমাদের সাথে গান গাও এবং তারপর রায় দাও। "

এই লোকেরা তাদের সাথে জপে যোগ দিয়েছিল , এবং তারা ঐশ্বরিক প্রেমে আক্রান্ত হয়েছিল , এবং তারা তাদের হৃদয়ের গভীর থেকে এবং পরম আকাঙ্ক্ষার সাথে ধন্য স্তোত্রটি জপ করতে শুরু করেছিল।

তাদের খবর সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, এবং একশ, দুইশ, তিনশ, পাঁচশ লোক তাদের পিছু পিছু এগিয়ে যায়, তাদের থামিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সকলের হৃদয় অপ্রতিরোধ্য আনন্দ এবং ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষায় প্রতিধ্বনিত হয়:

হে আমার প্রভু, তুমিই আমার লক্ষ্য, আর তোমার প্রতি আমার ভালোবাসাই আমার পতাকা।

আমার আত্মা ও হৃদয় তোমার জন্য আকুল, হে আমার পরম সুখ!

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন এবং আপনার হৃদয়কে আনন্দিত করুন।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

মানুষ সম্পর্কে সাত দার্শনিকের বক্তৃতা

প্রথম দার্শনিক বললেন:

মানুষ হলো ইতিহাসের শিখর, কবিতার চূড়ান্ত লক্ষ্য, এবং প্রকৃতিকে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত করে এমন জীবন্ত, মুক্ত বন্ধন।

দ্বিতীয় দার্শনিক বললেন:

আসুন আমরা মানুষকে ছোট না করি অথবা তার মর্যাদাকে অবমূল্যায়ন না করি, কারণ যদিও সে উপলব্ধির সর্বোচ্চ ক্ষেত্র থেকে সর্বনিম্ন গভীরতায় নেমে এসেছে, তবুও সে তার আত্মায় সেই প্রাথমিক গৌরব এবং সর্বোচ্চ জাঁকজমকের চিহ্ন বহন করে - কারণ যদিও সে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভাঙা স্তম্ভের মতো, মন্দিরের জাঁকজমক তার অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষেও স্পষ্ট।

তৃতীয় দার্শনিক বললেন:

মানুষ কত গরীব আর কত ধনী!

সে কত দুঃখী আর কত মহিমান্বিত!

এটা কত অবিশ্বাস্যরকম জটিল, আর কত অসাধারণ সরল!

চতুর্থ দার্শনিক বললেন:

মানুষ হলো বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব এবং বিপরীত শক্তির সমাহার যদিও তারা সত্যের ভান্ডার এবং চিরন্তন জ্ঞানের রক্ষক, তবুও তারা সন্দেহে আচ্ছন্ন এবং তাদের দৃষ্টি বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন। তাছাড়া, তারা চিরকাল অজানা সম্পর্কে ভীত। তারা একই সাথে মহাবিশ্বের গর্ব এবং লজ্জা।

পঞ্চম দার্শনিক বললেন:

মানুষের আকাঙ্ক্ষার কোন সীমা নেই, এবং সম্পদ যতই বিশাল হোক না কেন, তা পূরণ করতে পারে না। একজন ব্যক্তি তার লক্ষ্য অর্জন না করা পর্যন্ত স্থিতিশীলতা বা মানসিক শান্তি পাবে না, যা হল তার স্রষ্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া এবং তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর নৈকট্য উপভোগ করা।

ষষ্ঠ দার্শনিক বলেছেন:

একজন ব্যক্তি তার ইচ্ছা দ্বারা নয়, বরং তার মহৎ অর্জনের জন্য তার পরিশ্রমী পরিশ্রম দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। তার অসংখ্য ইচ্ছা দ্বারা নয়, বরং ভাল থেকে খারাপের পার্থক্য করে এবং নিজের এবং তার সম্প্রদায়ের জন্য ভাল এবং উপকারী অর্জন করে।

সপ্তম দার্শনিক বলেছেন:

মানুষ হলো ঈশ্বরের পৃথিবীতে চির প্রবাহমান মহাজাগতিক নদীর পৃষ্ঠে ভাসমান একটি বুদবুদ। কিছু বুদবুদ অন্যদের চেয়ে উজ্জ্বল, কিন্তু তারা সবই শেষ পর্যন্ত ফেটে যাবে এবং নদীতে গলে যাবে যা চিরকাল মহাজাগতিক সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যার কোন তীর নেই।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

নববর্ষের জন্য তোমাকে আমার উপহার।

তোমার ভেতরে কি এমন কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে যা তুমি অর্জন করতে চাও ?

আজ যদি তোমাকে আবার নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ দেওয়া হয় , তাহলে তুমি কী করবে ?

জীবন তোমাকে এই পছন্দটি দেয় , আর সময়ের নমনীয় সিরামিক ময়দা তোমার হাতে , তুমি তোমার ইচ্ছামতো আকার দিতে পারো।

যেসব অর্জন কঠিন বলে মনে হয় , সেগুলো প্রায়শই যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তবসম্মত হওয়ার কাছাকাছি। তুমি যা ভেবেছিলে তুমি পারবে না , এখনই তা করা শুরু করো ! নিজের উপর চাপিয়ে দেওয়া অভ্যাসের সীমাবদ্ধতাগুলিকে দূরে ঠেলে দাও এবং তোমার ভেতরের কণ্ঠস্বরের ফিসফিসানি শুনো।

যারা নিজের গভীরে খনন করে , তাদের জন্য জীবন আনন্দদায়ক বিস্ময় নিয়ে আসে।

একদিনে কোন লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। মূল কথা হল আগামীকাল নয় , এখনই শুরু করা।

ঈশ্বরের আশীর্বাদে শুরু করো ! এই জাদুকরী মুহূর্তটি ধনসম্পদে ভরা সুযোগের গুহার চাবিকাঠি।

তোমার সৃজনশীলতার আধার খুলে দাও , যা সর্বদা এবং চিরকাল অসীম উৎস দ্বারা পুষ্ট , যার উৎস কখনও শুকিয়ে যায় না এবং যার সরবরাহ কখনও হ্রাস পায় না।

যোগ্যতা মানে দায়িত্ব , আর সুপ্ত প্রতিভা হলো একটি ফলপ্রসূ বীজ যা জীবন তোমার যত্নে অর্পণ করেছে। অলসতার অনুর্বর মাটিতে একে শুকিয়ে মরতে দিও না।

জীবন তোমাকে তোমার জমিতে যা বুনেছে তা সৎভাবে কাটতে বলে। তোমার প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম তোমার হাতে আছে। তাই , ঈশ্বর তোমাকে পথ দেখান , বিচক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে সেই সরঞ্জামগুলি বুঝতে সাহায্য করুন।

[illegible] [illegible] [illegible] [

শুভ নববর্ষ !

ইস্ট -ওয়েস্ট ম্যাগাজিন

অনুবাদঃ মাহমুদ আব্বাস মাসউদ

কে বললো?

আমার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে, কিন্তু আমি তা লুকিয়ে রাখি

আর যদি আমি দূরে থাকি, স্মৃতির মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করি

হৃদয় স্পন্দিত হয়, আর আকাঙ্ক্ষা তা নির্দেশ করে

আমি আমার একটি নোটবুকে এই পদগুলি পেয়েছি

কে বলেছিল তা আমার মনে নেই। আমি অনলাইনে অনুসন্ধান করে জানতে চাইলাম যে এটি কে।

আমি এটার জন্য তাকে দায়ী করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অনলাইনেও এটি খুঁজে পাইনি।

এতে থাকা প্রকৃত ভালোবাসার কারণে এটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল

এবং একটি নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা এবং একটি স্পষ্ট আনুগত্য

আমাদের কবির হৃদয়ে নিশ্চয়ই এক গভীর অনুভূতি জ্বলে উঠেছিল।

এর আলো তার আত্মার গভীরতাকে আলোকিত করেছিল

এর স্রোত মৃদু এবং দুলতে দুলতে প্রবাহিত হচ্ছিল

তার আত্মার সংবেদনশীল পথে

সে তাকে নাড়া দিল, আনন্দিত করল এবং দুঃখ দিল

[illegible] [illegible] [illegible] [

ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল : "তোমার চোখে আমি হাসি দেখতে পাচ্ছি , বাবা এর রহস্য কী ?"

সে উত্তর দিল : কারণ আমি গভীরভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি

সে বলল: বলো! আসলে কী হচ্ছে ?

তিনি উত্তর দিলেন : আমার হৃদয়ে এক শান্তির অনুভূতি প্রবেশ করে , এবং আমার মুখে হাসি ফুটে ওঠার আগে আমার চোখে হাসি প্রতিফলিত হয়।

সে বলল: এটুকুই কি ?

তিনি উত্তর দিলেন : স্মৃতি জাগ্রত হয়

সে জিজ্ঞেস করল : এগুলো কী ধরণের স্মৃতি ?

তিনি উত্তর দিলেন : এটি মিষ্টি এবং কোষগুলিকে উদ্দীপিত করে।

তিনি বললেন : এটা কিভাবে হয় ?

তিনি উত্তর দিলেন : আমার ছেলে, চিন্তাভাবনা হলো বিদ্যুতের মতো একটি শক্তি , এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা চিন্তাভাবনা এবং চিন্তাভাবনার ধরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

তিনি বললেন : "বিদ্যুতের মতো বিদ্যুৎ " বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও ?

তিনি উত্তর দিলেন : বিদ্যুৎ উপকারী এবং ক্ষতিকারক উভয়ই। যে কেউ এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে সে এটিকে কার্যকর মনে করবে , অন্যথায় এটি তাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করতে পারে।

তিনি বললেন : তুলনার ভিত্তি কী ?

তিনি উত্তর দিলেন : চিন্তাও , যদি তুমি এটিকে সঠিক পথে পরিচালিত করো , তাহলে তা তোমাকে সুখী করবে , অন্যথায় এটি তোমার জন্য দুঃখ বয়ে আনবে।

সে বলল: আমি তাকে কিভাবে পথ দেখাবো যখন সে বন্য ঘোড়ার মতো?

তিনি উত্তর দিলেন: এটা অসম্ভব নয়, কারণ যদি তুমি ঘোড়ার প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করো, তাহলে তুমি তাদের ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে পারবে, এমনকি যদি তারা বন্য এবং অবাধ্য হয়।

তিনি বললেন: তারা বলে যে বন্ধু হল একজন ব্যক্তির সবচেয়ে কাছের মানুষদের একজন, এটা কি সত্য?

তিনি উত্তর দিলেন: একেবারে

তিনি বললেন: তাই চিন্তা একজন বন্ধু কারণ এটি মানুষের অত্যন্ত কাছের।

তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ এবং না

সে বলল: এটা কেমন?

তিনি উত্তর দিলেন: সুস্থ চিন্তাভাবনা একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর সুস্থ চিন্তাভাবনা একজন নিত্য শত্রু।

সে বলল: এটা কেমন?

তিনি উত্তর দিলেন: সুস্থ চিন্তাভাবনা শান্তি ও নিরাপত্তা আকর্ষণ করে, অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর চিন্তাভাবনা মারাত্মক তীর ছুঁড়ে মারে যা তাদের মালিকের উপর দ্বিগুণ আঘাত করে - ঈশ্বর আপনার সৎকর্মকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিন - এবং সেই কারণেই বলা হয় যে প্রতিদান কর্মের মতোই হয়।

তিনি বললেন: আর এটা কিভাবে এড়ানো যাবে?

তিনি উত্তর দিলেন: যতক্ষণ তুমি অন্যদের জন্য মঙ্গল কামনা করবে এবং তাদের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য ও নির্দেশনা চাইবে, ততক্ষণ তোমার চিন্তাভাবনা মশালে পরিণত হবে যা আত্মার কক্ষগুলিকে আলোকিত করবে এবং অন্ধকারের স্তূপগুলিকে দূরে সরিয়ে দেবে।

[illegible]: [illegible]?

[illegible]: [illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

{[illegible]}

{[illegible]}

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible], "[illegible]" [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

তারপর সে নিজের থেকে একটা পাতলা তার ছেড়ে দিল , তার পরে আরেকটা তার, তারপর আরেকটা

সে আশ্চর্যজনক গতিতে তার সুতার স্পুল খুলতে থাকল

ক্লান্তি অনুভব না করেই

আর তুমি , আমার আত্মা , তুমি যারা এক অন্তহীন অতল গহ্বরে ঘেরা

এক বিশাল, অসীম এবং অন্তহীন স্থান থেকে

আর তুমি চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টিতে কোনও বাধা ছাড়াই
ডুবে থাকো

আমি তোমাকে অভিযানে নামতে দেখছি।

তুমি ধারণা এবং শক্তি প্রকাশ করো

তুমি পৃথিবী এবং মহাকাশীয় বস্তুর সন্ধান করছো

তুমি যেন তার সাথে এক দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকো

যাতে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় সেতুটি তৈরি করতে পারেন

তোমার জাহাজ নোঙর দ্বারা সুরক্ষিত।

যতক্ষণ না তোমার পাতলা সুতো তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়

কিছু ধরে রাখা থেকে

কোথাও

ওহ আমার আত্মা !

ওয়াল্ট হুইটম্যান

অনুবাদঃ মাহমুদ আব্বাস মাসউদ

নক্ষত্রমণ্ডল

এটি অসাধারণ গঠন সহ তারার একটি দল।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তার অনুমতি বা সম্মতি ছাড়াই

ফলাফল আশীর্বাদ হবে না

এবং আমরা তখন বলতে পারি

"আন্দোলন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় "

ধন্য সেই ব্যক্তি যে তার কর্মকে তার স্রষ্টার কল্যাণ এবং সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করে :

তখন তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন , “আমি তোমাদের মধ্যে কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম কখনও নষ্ট করব না , তা সে পুরুষ হোক বা নারী। ” (আলে ইমরান)

এবং মহান হাদিসে আছে :

"তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সাথে যায় ; দুটি ফিরে আসে , এবং একটি তার সাথে থাকে। তার পরিবার , তার সম্পদ এবং তার আমল তার সাথে থাকে ; তার পরিবার এবং তার সম্পদ ফিরে আসে , এবং তার আমল থেকে যায়। "

ইমাম আলী, ঈশ্বর তাঁর মুখমণ্ডলকে সম্মান করুন , তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আমাদের সাথে জ্ঞান ভাগ করে নিচ্ছেন , বলছেন:

(দুই ধরণের কাজের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে : এমন কাজ যার আনন্দ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু যার পরিণতি রয়ে গেছে , এবং এমন কাজ যার ব্যয় শেষ হয়ে গেছে কিন্তু যার পুরস্কার রয়ে গেছে)

ঈশ্বর আমাদের ভালো কাজগুলো কবুল করুন , বন্ধুরা।

আপনার উপর আল্লাহর শান্তি , রহমত এবং আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

বার এবং ধ্বংসস্তূপের ঘর

তিনি বললেন : এমন একটি বিষয় আছে যা আমাকে বিরক্ত করছে এবং আমি এর ব্যাখ্যা চাই।

সে উত্তর দিল : এটা কী ?

তিনি বললেন : আমি এমন লোকদের দেখি যারা ভুল পথে হাঁটছে যারা "চমৎকার" এবং আনন্দ -উল্লাসে মেতে আছে , আর ভালো লোকরা যারা সাফল্যের কোন ভাগ পায় না।

তিনি উত্তর দিলেন : মানুষ প্রায়শই ধার্মিক ও দুষ্টের বিচার করতে ভুল করে , কারণ তারা চেহারা দেখে বিচার করে , অন্যের হৃদয়ের ভেতরে ঢুকে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত স্বভাব জানতে এবং তাদের গোপন উদ্দেশ্য ও কর্ম সম্পর্কে সচেতন হতে অক্ষম। কিন্তু ঈশ্বর হলেন উদ্দেশ্যের পরীক্ষক এবং গোপন বিষয় প্রকাশকারী ; তিনি একাই বিচার করেন এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করেন। অতএব , এটা অসম্ভব নয় যে মানুষ যাকে দুষ্ট মনে করে সে ধার্মিক হতে পারে এবং যাকে তারা ধার্মিক মনে করে সে দুষ্ট হতে পারে।

তিনি বললেন : এই বিষয়গুলিতে সঠিক পার্থক্য করার কোন উপায় আছে কি ?

তিনি উত্তর দিলেন : সুখ -দুঃখ বিচার করার সময় , যদি আমরা সঠিকভাবে কাজ না করি , তাহলে আমরা ধরে নিই যে সুখী ব্যক্তি হলেন তিনি যিনি সম্পদ ও সমৃদ্ধি উপভোগ করেন , মর্যাদা অর্জন করেন, মানুষের সম্মান পান এবং জীবনের আনন্দ ও আনন্দে লিপ্ত হন। আমরা তাদের পাপ , অন্যায় এবং অন্যায়ের কারণে তারা যে অভ্যন্তরীণ অশান্তি অনুভব করছে তা বিবেচনা করি না। এই অভ্যন্তরীণ অসুখ এবং দুরারোগ্য অসুস্থতা তাদের জীবনকে তিক্ত করে তুলতে পারে এবং তাদের চোখ অস্থির করে তুলতে পারে তাদের লোভী আকাঙ্ক্ষা এবং চূর্ণবিচূর্ণ স্বার্থপরতার ফলে। তারা ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় এবং চূর্ণবিচূর্ণ দুর্ভাগ্যের দ্বারাও আক্রান্ত হতে পারে যা সত্যিই অপ্রতিরোধ্য।

তিনি বললেন : আর ধার্মিকদের সুখ কোথায় ?

তিনি উত্তর দিলেন : প্রথমত , ধার্মিক ব্যক্তি পার্থিব সম্পদের পিছনে ছুটে বেড়ায় না। সে তার তৃপ্তির অনুভূতি , মানুষের সাথে তার ন্যায্য আচরণ , তার বিবেকের শান্তি এবং তার আধ্যাত্মিক আনন্দে সন্তুষ্ট থাকে যা ভেতর থেকে উদ্ভূত হয় এবং সর্বদা নবায়িত হয় , বিশেষ করে যখন সে মনে করে যে ঈশ্বর তাকে পরকালে পুরস্কৃত করবেন এবং ধ্বংসের আবাসে সে যা হারিয়েছে তার পরিবর্তে তাকে চিরন্তন আলো দান করবেন।

তিনি বললেন : কেন নেককাররা , অথবা তাদের কেউ কেউ এই পৃথিবীতে কষ্ট পান এবং কষ্টের সম্মুখীন হন ?

তিনি উত্তর দিলেন : ঈশ্বর কখনও কখনও তাঁর প্রিয়জনদের বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রণা ও যন্ত্রণা দিয়ে পরীক্ষা করেন , শাস্তি হিসেবে নয় , বরং সোনার মতো পরীক্ষার আগুনে তাদের পরিশুদ্ধ করার জন্য। তাদের উপর যে দুর্দশা আসে তা তাদেরকে শক্তিশালী করে , তাদের নৈতিক যোগ্যতা প্রকাশ করে এবং তাদের প্রভু এবং মানুষের প্রতি তাদের ভালোবাসাকে বিশুদ্ধ , স্পষ্ট এবং অবিচল করে তোলে।

ঈশ্বর এই পৃথিবীতে ধার্মিক ও সৎ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

বন্ধুরা , তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

দ্য অর্গানাইজড পার্ল

অন্যদের খুশি করার জন্য নীতিমালা ত্যাগ না করা

তিনি বললেন : আমি শুনেছি যে অন্যদের সাথে মিলেমিশে থাকা বাঞ্ছনীয় , এর কি কোন ব্যতিক্রম আছে ?

তিনি উত্তর দিলেন : অন্যদের সাথে একমত হওয়ার অর্থ তাদের সাথে সবকিছুতে একমত হওয়া নয় , অথবা তাদের জন্য তোমার নীতি ত্যাগ করা নয় , কারণ এই ধরণের চুক্তি অবাঞ্ছিত এবং যা সঠিক তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

তিনি বললেন : তুমি কি সমঝোতার চেয়ে সংঘর্ষ পছন্দ করো ?

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন: কেনার এমন কোন দর্শন আছে কি যা আমি আমার জীবনে গ্রহণ করতে পারি?

তিনি উত্তর দিলেন: কিছু মানুষ এমন জিনিস কেনার নেশায় আচ্ছন্ন যা তাদের প্রয়োজন হয় না, এবং এইভাবে তারা অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতায় তাদের অর্থ নষ্ট করে।

তিনি বললেন: তোমার পরামর্শ কী?

তিনি উত্তর দিলেন: কেনাকাটা করার সময় সতর্ক এবং বুদ্ধিমান থাকুন। যদি আপনার কিছু টাকা থাকে, তাহলে তা সংরক্ষণ করুন এবং বিজ্ঞাপনগুলিকে উপেক্ষা করুন যা আপনাকে ক্রমাগত এমন জিনিস কিনতে প্রলুব্ধ করে যা আপনার অপ্রয়োজনীয়, যাতে আপনার কষ্টার্জিত অর্থ নতুন উদ্ভাবন বা "গ্যারান্টিযুক্ত লাভ" বিনিয়োগের জন্য ছেড়ে দেওয়া যায়। যখনই কেউ আপনাকে মিষ্টি কথা এবং প্রলোভনসঙ্কুল প্রস্তাব দিয়ে জয় করার চেষ্টা করে, তখন শিয়াল এবং কাকের গল্পটি মনে রাখবেন।

সে বলল: "আপনি কি দয়া করে এটা আবার বলবেন?"

সে উত্তর দিল: একবার, একটি কাক তার ঠোঁটে পনিরের টুকরো বহন করছিল, ঠিক তখনই একটি শিয়ালের লালা তাতে পড়ল, এবং সে নিজের জন্য এটি আকাঙ্ক্ষা করল। ধূর্ততা ও ছলনায় পারদর্শী হওয়ায়, শিয়াল কাককে বলল, "আমি চাই তুমি আমাকে একটি সুর গাও, মিস্টার কাক, কারণ আমি শুনেছি যে তোমার কণ্ঠস্বর সুরেলা এবং তার মিষ্টির জন্য বিখ্যাত।" প্রশংসা শুনে কাক তার ঠোঁট খুলে গান গাইতে লাগল, কিন্তু সে তা করার সাথে সাথেই পনিরের টুকরোটি তার মুখ থেকে পড়ে গেল। শিয়াল দ্রুত এটি তুলে নিল এবং তার সহজ পুরস্কারের জন্য নিজেকে অভিনন্দন জানাল। অতএব, যারা তোমাকে মানসিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে তাদের থেকে সাবধান থাকো, কারণ তারা তোমার কাছ থেকে কিছু চায় এবং তোমার সাফল্য এবং সত্যিকারের সুখের জন্য তোমাকে অপ্রয়োজনীয় কিছু কামনা করার জন্য কাউকে তোষামোদ বা প্রশংসিত করে তোমাকে শোষণ করতে দিও না।

তিনি বললেন: স্বাবলম্বী হওয়ার কোন উপায় আছে কি?

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

তিনি বললেন : এটা কি সত্যি যে একজন ব্যক্তি নিজেকে প্রশ্ন করা এক ধরণের আত্ম -আত্মদর্শন প্রক্রিয়া ?

সে উত্তর দিল : ঠিক বলেছো।

তিনি বললেন : যদি আমি এই ধরনের আত্মদর্শন প্রয়োগ করতে চাই , তাহলে আপনি আমাকে নিজেকে কী জিজ্ঞাসা করার পরামর্শ দেবেন ?

তিনি উত্তর দিলেন : নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। তুমি সবচেয়ে বিকশিত প্রাণী , এবং ঈশ্বর তোমার মধ্যে একটি মহৎ আত্মা স্থাপন করেছেন যা তোমার সারাংশ।

তিনি বললেন : আমি যদি এই সত্যটি বুঝতে পারি তাহলে কী পরিবর্তন হবে ?

তিনি উত্তর দিলেন : তুমি অসীম সাফল্য অর্জন করবে , তুমি আনন্দের স্বাদ পাবে , তোমার সমস্ত মহৎ ইচ্ছা পূরণ হবে , তুমি তোমার সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে উঠবে , এবং পৃথিবী তোমাকে তার ফাঁদে আটকাতে পারবে না বা তার মায়া দিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

তিনি বললেন : কিন্তু জীবন সমস্যায় ভরা এবং বেদনাদায়ক ঘটনায় ভরা।

তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ , মানুষের জীবন হল সমস্যার সাথে একটি খোলামেলা এবং অবিরাম সংঘর্ষ , এবং প্রত্যেকেরই নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। কোটি কোটি মানুষ এবং কোটি কোটি সমস্যা রয়েছে যাদের প্রতিদিন মোকাবেলা করতে হয়। কেউ কেউ হৃদরোগে ভুগছেন , কেউ সর্দি -কাশির অভিযোগ করছেন, কেউ কেউ অর্থ উপচে পড়ছে , কেউ কেউ দারিদ্র্যের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিমুখ , এবং অন্যরা চিন্তা করার চেষ্টা করেন না এবং তাই সমস্যা সম্পর্কে কম সচেতন , কারণ যতক্ষণ তাদের পেট ভরা থাকে , ততক্ষণ পৃথিবী তাদের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু জীবনের সত্যিকারের সুখী মানুষ কারা , আর কারা সফল?

তিনি বললেন : শুরুতেই , সাফল্যের মানদণ্ড কী ?

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [

:নতুন বছর ফিসফিস করে বলে

অভ্যাসের বন্দী আত্মাকে জাগ্রত করো , এবং নতুন , উপকারী"
প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করো। চিরন্তন স্বাধীনতা
অর্জন না করা এবং কর্ম (অতীতের কর্মের ক্রমাগত তাড়া এবং
অনুসরণ করা পরিণতি) কাটিয়ে ওঠা পর্যন্ত কখনও চেষ্টা বন্ধ
"করো না এবং কখনও বিশ্রাম করো না।
সতেজ মন এবং নবায়নযোগ্য আনন্দে মত্ত হয়ে , আসুন আমরা
একসাথে আনন্দ করি এবং হাতে হাত ধরে সেই স্বর্গীয় ঘরের
দিকে হাঁটি যেখান থেকে আমরা আর কখনও বের হব না।

* * *

যদি তুমি ঈশ্বরকে স্মরণ করো এবং তাঁকে তোমার জীবনের
কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করো , এবং যদি তুমি আন্তরিকভাবে এবং
গভীরভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করো , তাহলে তুমি অবশ্যই
তাঁর কাছ থেকে সাড়া পাবে , কারণ আন্তরিক এবং আন্তরিক
প্রার্থনা ঈশ্বরের হৃদয়কে স্পর্শ করে RE-123

এটি জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার উজ্জ্বল ঝর্ণা , প্রেমময় ও
দয়ালু হৃদয়ের বাগান থেকে নির্গত সুগন্ধি সুবাস ,
স্বর্গীয় গোলাপ এবং প্রস্ফুটিত চিন্তার সুবাস , সেই
ভালোবাসা যা আমাদের ভালোবাসাকে অনুপ্রাণিত করে এবং
আমাদের হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

* * *

তোমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু হলো সেই ব্যক্তি যে
বিনীতভাবে পরামর্শ দেয় কিভাবে তুমি নিজেকে উন্নত করতে
পারো, কারণ নিজেকে ক্রমাগত তোষামোদকারী এবং চাটুকারদের
সাথে ঘিরে রাখলে তোমার আধ্যাত্মিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।
আমাদের উচিত তাদের সঙ্গ লালন করা যারা সত্য কথা বলে এবং
সর্বোত্তম উপায়ে আমাদের সাহায্য করে।

* * *

বাবা -মায়েরা প্রায়শই তাদের সন্তানদের ত্রুটিগুলি
উপেক্ষা করেন এবং সেগুলি উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন যদি

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যদিও আমি অনেক কিছু করি, তবুও আমি যা করি তাতে সীমাবদ্ধ বোধ করি না, কারণ আমি বুঝতে পারি যে এই পৃথিবী আমার বাড়ি নয়।

* * *

ঈশ্বরের সন্ধান জীবনের সংগ্রামে আমাদের বস্তুগত, বৌদ্ধিক এবং সামাজিক কর্তব্য অবহেলা করার জন্য আমাদের ক্ষমা করে না। অন্যদিকে, সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সাধক আত্ম-শৃঙ্খলা এবং তাদের আবেগ, অভ্যাস এবং আকাঙ্ক্ষার উপর নিয়ন্ত্রণ শেখেন যাতে জীবনের মন্দিরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করা যায় যাতে তারা ঐশ্বরিক উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে। ঠিক যেমন অন্ধকার ঘরের রত্ন দেখা যায় না, তেমনি আধ্যাত্মিক সচেতনতাও ততক্ষণ অনুভব করা যায় না যতক্ষণ না অজ্ঞতার শক্তি এবং মানসিক অসঙ্গতি একজন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

* * *

সমুদ্র হয়তো নিজেকে একটি পাত্রে ঢেলে দিতে চাইবে, কিন্তু পাত্রটি কেবল নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারে একইভাবে, সত্য সকলের জন্য, কিন্তু যাদের জ্ঞান সীমিত তারা অনুসন্ধান এবং অন্বেষণ করার জন্য যথেষ্ট গভীরভাবে অনুসন্ধান করে না, অথবা তারা ভূপৃষ্ঠের নীচে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করে না; তাই, তারা সত্য খুঁজে পায় না। আমাদের অবশ্যই গভীর গবেষণা পরিচালনা করতে এবং ধনসম্পদ উন্মোচন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

* * *

তিনি এমন যেকোনো নেতিবাচক চিন্তাভাবনা প্রত্যাখ্যান করতে পছন্দ করেন যা তার চেতনায় অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে যখন সে একটি গুরুতর বিষয় বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগী থাকে। বেশিরভাগ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় অন্য কিছু নিয়ে ভাবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন বিচারক অন্য ব্যক্তির জীবন বা মৃত্যুর একটি সূক্ষ্ম বিষয়ে তার চূড়ান্ত রায় দিচ্ছিলেন, তখন তিনি একই সাথে তার স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া খারাপ আচরণের কথা ভাবছিলেন এবং বাড়িতে তার রায় কার্যকর না হওয়ায় তিনি বিরক্ত ছিলেন।

যদি এই বিচারক ভুল সিদ্ধান্ত নেন এবং মনোযোগের অভাবের কারণে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তাহলে তাকে অভিযুক্ত এবং দোষী সাব্যস্ত করে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের সামনে দাঁড় করানো হবে, যিনি সর্বজনীন আইন যা কোনও পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতি জানে না।

* * *

তোমার অনুপ্রেরণার বাতাস সমস্ত মেঘ দূর করে দিয়েছে, এবং আমার চিন্তার আকাশ এখন পরিষ্কার এবং পবিত্র, এবং পবিত্র চোখে আমি তোমাকে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি। তোমার পবিত্র সূর্যের রশ্মি আমার অস্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করে, এবং প্রজন্মের ক্ষুধায় আমি তোমার পবিত্র আলোয় পুষ্ট।

* * *

এই অস্থির, বিপদজনক এবং অনিশ্চিত পৃথিবীতে, আপনি সম্পূর্ণ একা বোধ করেন। শুধুমাত্র ঈশ্বর আপনাকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না বা আপনার আশাকে হতাশ করবেন না। প্রভু, আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি আমার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সাফল্যের বীজ বপন করতে পারি, এবং যাতে আমি সেই শক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারি যা আপনাকে খুশি করে।

* * *

হে প্রভু, আমার চিন্তার নির্জনতায়, আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে আগ্রহী। আমার স্মৃতিতে বাস করা জাগতিক কণ্ঠস্বরগুলিকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও। আমি তোমার শান্ত কণ্ঠস্বর আমার আত্মার গভীরে প্রতিধ্বনিত হতে শুনতে আগ্রহী। আমার সত্তাকে ধরে রাখো এবং আমার ভিতরে এবং আমার চারপাশে তোমার পবিত্র উপস্থিতি অনুভব করতে দাও।

* * *

একজন ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নাকি ঝগড়াপূর্ণ পরিবেশে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পুষ্ট তা সহজেই বোঝা যায়।

* * *

ভুল ধরণের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে মেলামেশার ফলে উদ্ভূত অভ্যন্তরীণ ভয়, মানসিক যন্ত্রণা,

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

„[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

* * *

* * *

মধ্যে যে ভালো গুণাবলী এবং গুণাবলী দেখতে পাই তা শোষণ করার
চেষ্টা করা উচিত।
ঈশ্বর হলেন সেই আশীর্বাদপূর্ণ মধু যা গ্রহণশীল
আত্মার মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং তাদেরকে মঙ্গল ও মাধুর্যে
পূর্ণ করে।

* * *

যে কেউ তার দিগন্তকে প্রসারিত করতে চায় তাকে অবশ্যই
সম্প্রদায় , বর্ণ , বর্ণ এবং অন্ধ ধর্মান্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে
আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করতে হবে , সদয় এবং
বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে এবং খাদ্য , পানীয় এবং অন্যান্য
আনন্দের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী হতে হবে।
তার এমন কাজ করা উচিত যা তার বিবেক অনুমোদন করে এবং যা
তাকে মানসিক শান্তি দেয় , সত্য কথা বলা উচিত , চুরি করা উচিত
নয় , অন্যদের প্রতারণা করা উচিত নয় , স্বাস্থ্যের ক্ষতি
করে এবং জীবনীশক্তি হ্রাস করে এমন আনন্দে লিপ্ত হওয়া
উচিত নয় এবং ভয় , ক্রোধ , লোভ, হিংসা এবং বিরক্তিকর আবেগ
থেকে দূরে থাকা উচিত।
এবং সে যেন নিজেকে বিরক্ত না হয়ে তাপ , ঠান্ডা এবং
অন্যান্য কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রশিক্ষিত করে এবং সমস্ত
ভয় এবং মন্দ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল ঈশ্বরের উপর
তার আস্থাকে শক্তিশালী করে।

* * *

আমার শিক্ষক এবং আমার মধ্যে সম্পর্ক ছিল নিখুঁত এবং
চমৎকার। আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং শিষ্যের মধ্যে
সম্পর্ক হল সর্বোচ্চ অর্থে প্রেম।
একবার আমি সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করে ভেবেছিলাম যে
হিমালয়ে আমি আরও সফলভাবে ঈশ্বরের সন্ধান করতে পারব ,
কিন্তু আমি ভুল ছিলাম এবং চলে যাওয়ার সাথে সাথেই আমার মনে
হয়েছিল যে
কয়েকদিন পর যখন আমি ফিরে আসি, তখন আমার শিক্ষক আমার
সাথে এমন আচরণ করলেন যেন আমি কখনোই তাকে ছেড়ে যাইনি। আমাকে
তিরস্কার করার পরিবর্তে , তিনি যথারীতি আমাকে অভ্যর্থনা
জানালেন এবং শান্তভাবে বললেন , "দেখা যাক আজ সকালে আমাদের
নাস্তার জন্য কী রান্না করা যায় "।

তাই আমি তাকে বললাম , "কিন্তু স্যার , আমার চলে যাওয়ার "?কারণে আপনি কি আমার উপর রাগ করছেন না

সে উত্তর দিল : "অবশ্যই না , আমি অন্যদের কাছ থেকে কিছু আশা করি না, এবং তাই তাদের ইচ্ছা আমার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। আমি ব্যক্তিগত লাভের জন্য তোমাকে শোষণ করব না , "এবং তোমার সুখের চেয়ে আমাকে আর কিছুই খুশি করে না।

প্রথমবারের মতো , আমি অনুভব করলাম যে কেউ আমাকে সত্যিই !ভালোবাসে

যদি আমি আমার বাবার ব্যবসায়িক বিষয়গুলি পরিচালনা করতাম এবং চাকরি ছেড়ে দিতাম , তাহলে তিনি আমার উপর রেগে যেতেন। উদাহরণস্বরূপ , যখন আমি একটি লাভজনক চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি (একটি কোম্পানিতে যেখানে আমার বাবা একজন নির্বাহী ছিলেন), তখন তিনি সাত দিন ধরে আমার সাথে কথা বলেননি।

আমার বাবা আমাকে আন্তরিক পিতৃস্নেহে ভালোবাসতেন , কিন্তু সেটা ছিল অন্ধ ভালোবাসা , কারণ তিনি ভেবেছিলেন টাকা আমাকে সুখী করবে , কিন্তু টাকা আমার সুখ নষ্ট করবে।

কিছু সময় পরে , যখন আমি সমন্বিত শিক্ষার জন্য আমার স্কুল প্রতিষ্ঠা করি , তখন আমার বাবা তার মত পরিবর্তন করেন এবং বলেন, "আমি খুশি যে তুমি সেই চাকরি গ্রহণ করোনি "।

বিপরীতে , আমার শিক্ষকের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল , কারণ আমি মঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও , আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসার কোনও পরিবর্তন হয়নি , এবং তিনি আমাকে তিরস্কার করেননি।

* * *

হে প্রভু , তোমার সৃষ্টির অতীত , বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বিছানায় আমি অনেকক্ষণ শুয়ে আছি , আর আমি - অনন্তকালের সন্তান - উদ্বিগ্ন বোধ করছি।

আমি বারবার সংগ্রাম করেছি , কিন্তু কোন লাভ হয়নি যাইহোক, অবশেষে আমি ছলনাময় আপেক্ষিকতার বাধায় ঘেরা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সফল হয়েছি , এবং তুমি আমাকে তোমার হাতে তুলে নিয়ে চির শান্তির সুরে দোলা দিয়েছ।

আমি অনন্তকালের সন্তান - তোমার অনন্তকাল , হে প্রভু তোমার সম্পূর্ণ অস্তিত্বের বুকে আমি মাথা রাখি

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

* * *

তৈরি করতে পারেন যা এখনও আপনার কাছ থেকে দূরে রয়েছে এবং ”আপনি তা উপলব্ধি করতে অক্ষম

আর আমি (S) কে প্রথম চাকরির চেয়েও বড় চাকরি পেতে সাহায্য করতে পেরেছিলাম। কিন্তু ছয় মাস (যা আমাদের বন্ধুর সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করার পর) এক বিকেলে সে আমাকে বলল: "কোম্পানির পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে , তাই দয়া করে "আমাকে দ্রুত চাকরি থেকে বের করে দিন।

আমি তার উদ্বেগের দিকে কোন মনোযোগ দিলাম না , বরং তাকে তার কাজ চালিয়ে যেতে বললাম। কয়েক সপ্তাহ পরে , (স) হাসিমুখে আমাকে বললেন : "আপনার দ্বিতীয় কাজটি , স্যার , "!বাতাসের সাথে মিলিয়ে গেছে

আমি শান্তভাবে বললাম , "চিন্তা করো না , আমি তোমার জন্য "অন্য একটা চাকরি খুঁজে দেব।

তিনি উত্তর দিলেন : "আচ্ছা , স্যার , যতক্ষণ না আপনি অন্য কোম্পানির মালিকদের সাথে আমার সম্পর্কের কারণে তাকে ধ্বংস করার দায়িত্ব নিজের উপর নেন , ততক্ষণ আমার কোন "আপত্তি নেই।

অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে , আমি (S) এর জন্য একটি বড় কোম্পানিতে খুব ভালো চাকরি খুঁজে পেয়েছি। এক বছর কেটে গেল কিন্তু কিছুই হল না , যদিও (S) প্রতি সপ্তাহে কোম্পানি ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো এই ভয়ে যে এটি আগের কোম্পানিগুলির মতো ধ্বংস হয়ে যাবে।

অবশেষে, আমি তাকে তার নিজের ব্যবসায় তার টাকা বিনিয়োগ করতে বললাম , এবং সে ভয় পেয়ে গেল এবং অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : "তুমি কি আমাকে এটাই করার পরামর্শ দিচ্ছ ? তুমি কি মনে করো না যে আমি যদি কষ্ট করে জমানো টাকা "?বিনিয়োগ করি তাহলে আমি তা হারাবো

তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে তাকে আশ্বস্ত করলেন : "তোমাকে অবশ্যই তোমার অর্থ এবং শক্তি একটি ভালো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হবে, যেমন একটি স্থানীয় ক্যাটারিং সেন্টার যেখানে বিশাল বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না , এবং আমি তোমার "সাফল্যের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী

কয়েক বছরের মধ্যেই , (S) অনেক সম্পত্তি এবং বৃহৎ গুদামের মালিক হয়ে ওঠেন।

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তোমার আগমনের ভোরের সাথে সাথে , আমার আকাঙ্ক্ষার কুঁড়িগুলো নতুন ফুলে ফুটবে।

হে প্রভু , সেই দিনটি ত্বরান্বিত করুন যখন আমি সেই ফুলের একটি সবুজ তোড়া বুনব এবং আপনার পায়ের কাছে রাখব।

খাওয়ার আগে প্রার্থনা

হে প্রভু , এই খাবার গ্রহণ করো , পবিত্র করো , আর পেটুকতাকে একে কলুষিত করতে দিও না।

খাদ্য আমাদের কাছে আসে তোমার কাছ থেকে এবং তোমার দৈহিক দেহকে টিকিয়ে রাখার জন্য। তোমার আত্মা দিয়ে আশীর্বাদ করো যাতে এটি এমন একটি আত্মায় পরিণত হয় যা আমাদের টিকিয়ে রাখে এবং শক্তিশালী করে।

তুমি নিখুঁত ঐশ্বরিক গোলাপ , জীবন, করুণা এবং সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ , আর আমরা তার পাপড়ি তোমার উদার উপস্থিতির সুগন্ধে আমাদের আত্মাকে পূর্ণ করো।

আমাদের আকুল বাতাস

আমাদের হৃদয়ের কুঁড়িগুলো খুলে দাও এবং গোলাপী পাতার আড়ালে বন্দী তাদের সুবাস ছেড়ে দাও যাতে আমাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাতাস সুগন্ধি সুগন্ধ বহন করে তোমার পবিত্র মন্দিরে নিয়ে যেতে পারে।

হে তুমি যিনি সকল উপাসনা ও শ্রদ্ধার যোগ্য !

আমরা চাই আমাদের আকুল বাতাস তোমার পবিত্র চরণে বইুক।

অনন্তকাল থেকে ফিসফিসানি

চিরন্তন কণ্ঠস্বরটি আমাকে নরম , নিচু স্বরে সম্বোধন করে বলল:

"তোমার ঘুমের সময় আমি তোমার কানে কানে ফিসফিস করে বলেছি : 'জাগো!' আর এখন তুমি তোমার ঘুম ছেড়ে গেছো ; আমি তোমাকে বলছি: তোমার ভাইদের জাগিয়ে তোলো , আমার সাথে কাজ করো, যেন সবাই আমার কথা শুনতে পারে। "

[illegible]:

"[illegible] [illegible] [illegible] [

চিরন্তন প্রেমের গান

আমি আমার হৃদয়ের সুরের সুরে সুর মেলাই আবার একটা পুরনো গান বাজানোর জন্য : আমার প্রথম প্রেমের গল্প

হে ঐশ্বরিক আত্মা, তোমাকে আমি কুমারী আত্মার নতুন সুর প্রদান করছি : তোমার প্রতি আমার চিরন্তন ভালোবাসার সুরের সাথে খাঁটি মিশ্রণ।

আমার স্তোত্রের ঢেউ তোমার অসীম সমুদ্রের মহাজাগতিক ছন্দে নৃত্য করে, এবং আমাকে তোমার দূরতম তীরের দিকে অপ্রতিরোধ্য আনন্দের ঢেউয়ের উপর দিয়ে চালিত করে।

হে সমুদ্রের সুর, এত শান্ত ও নির্মল, নিচু স্বরে আমাকে গাও শাশ্বত ঐশ্বরিক মায়ের আকাঙ্ক্ষার গান

হে চিরন্তন প্রেমের গান! সুরের বিছানায় আমাকে দোল দাও এবং আমার স্নেহময়ী দিব্যি মায়ের বুকে শান্তি উপভোগ করার সময় আমার চোখে ঘুমকে সাজিয়ে দাও।

স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে, আমি পবিত্র ধন উদ্ধার করেছি, যার মধ্যে তুমি আমাকে যে নথিপত্র এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, সেগুলোও ছিল ভালোবাসার সোনার বিনিময়ে, এর সাহায্যে, আমি আমার আত্মার বিশাল বিস্তৃতির উপর, তোমার মহিমান্বিত সিংহাসনের যোগ্য একটি দুর্দান্ত প্রাসাদ তৈরি করেছি এবং এখন আমি তোমার আগমনের অপেক্ষায় আছি।

হে মহিমান্বিত ও মহিমান্বিত ঐশ্বরিক অতিথি, এখন আমি আমার হৃদয়ের সিংহাসনে তোমার আগমন অনুভব করছি, পরম আনন্দে পরিপূর্ণ।

তোমার আগমনের আলোয় জ্বলজ্বল করে, প্রাচীন অন্ধকারের ঢিবির নিচে চাপা পড়ে থাকা আমার ভাঙা হীরার স্বপ্নের টুকরোগুলো

আমার পরমানন্দময় সত্তা থেকে, কৃতজ্ঞতার নীরব স্তোত্রগুলি অবিরাম স্রোতে প্রবাহিত হয়

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]" [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

জন্য যথেষ্ট হবে। অন্যদিকে , আমার সহপাঠীরা আমাকে কেবল "উচ্ছ্বসিত সন্ন্যাসী " ডাকনাম দিত।

অধ্যাপক জোশাইল লির দর্শনে ফেল করার হুমকি প্রতিহত করার জন্য আমি একটি চতুর পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার ঠিক আগে, আমি আমার একজন সহকর্মীকে আমার সাথে অধ্যাপকের অফিসে যেতে বলেছিলাম , বলেছিলাম :

"আমার সাথে এসো, কারণ আমি একজন সাক্ষী চাই , আর যদি আমি আসলে অধ্যাপককে পরাজিত না করি তাহলে আমি হতাশ হব। "

আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সে আমার উত্তর কোন গ্রেডে দিয়েছে , তখন অধ্যাপক মাথা নাড়লেন , এবং তার ডেস্কে থাকা কাগজপত্রের স্তূপের মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করার সময় আত্মবিশ্বাসী , বিজয়ী সুরে বললেন : "তুমি সফলদের মধ্যে নও , কারণ তোমার কাগজপত্র প্রশ্নপত্রের মধ্যে নেই। যাই হোক , তুমি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করার কারণে ফেল করেছ। "

আমি হেসে বললাম :

"স্যার , আমি পরীক্ষা দিয়েছি , আপনি কি আমাকে আমার কাগজপত্র নিজেই খুঁজে বের করার অনুমতি দেবেন ?"

অধ্যাপক হতবাক হয়ে আমাকে অনুমতি দিলেন , এবং আমি দ্রুত আমার প্রবন্ধটি বের করলাম , যেখান থেকে আমি সাবধানে সবকিছু মুছে ফেলেছিলাম যা আমার পরিচয় প্রকাশ করতে পারে , কেবল পাসওয়ার্ড ছাড়া। যেহেতু অধ্যাপক আমার নাম লক্ষ্য করেননি , তাই তিনি আমার উত্তরগুলিকে উচ্চ নম্বর দিয়েছিলেন , যদিও সেগুলিতে কোনও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ছিল না !

আমার কৌশল বুঝতে পেরেই সে চিৎকার করে বলল , "ধিক্কার ! এই অসভ্য ভাগ্য !" তারপর সে আশার সাথে যোগ করল, "তুমি অবশ্যই তোমার চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফেল করবে "।

অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রে , আমি কিছু সাহায্য পেয়েছি , বিশেষ করে আমার চাচাতো ভাই এবং প্রিয় বন্ধু প্রভাসের কাছ থেকে। আমি বাকি ফাইনাল পরীক্ষাগুলিতে

কষ্ট করেছিলাম , যদিও কষ্টকরভাবে। ন্যূনতম পাসিং গ্রেড অর্জন করেছি।

চার বছর কলেজে থাকার পর , আমি আমার স্নাতক ডিগ্রি পরীক্ষায় বসার যোগ্য হয়েছি , এমন একটি সুযোগ যা আমি খুব কমই আশা করেছিলাম। ডিগ্রির জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার তুলনায় শ্রীরামপুর কলেজের চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ ছিল। আসলে , আমার শিক্ষক শ্রী যুক্তীশ্বরের সাথে আমার প্রতিদিনের সাক্ষাতের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমার খুব কম সময় ছিল। আমার অনুপস্থিতির চেয়ে আমার উপস্থিতি আমার সহপাঠীদের কাছে বেশি অবাক করেছিল !

আমার প্রায় প্রতিদিনের রুটিন ছিল সকাল ৯ :৩০ টার দিকে সাইকেল চালিয়ে আমার শিক্ষকের আশ্রমে যাওয়া , শ্রীযুক্তিশ্বরের জন্য উপহার নিয়ে : হোস্টেলের বাগান থেকে কয়েকটি ফুল। আমার শিক্ষক আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন এবং দুপুরের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন , যা আমি সানন্দে গ্রহণ করতাম , বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমার কোর্সওয়ার্কের চিন্তাভাবনা এড়িয়ে যেতে আগ্রহী। শ্রীযুক্তিশ্বরের সাথে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটানোর পর , তাঁর বিরল জ্ঞানের কথা শোনার পর অথবা আশ্রমের দায়িত্ব পালন করার পর, আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মধ্যরাতে চলে যেতাম , আমার আবাসস্থলে ফিরে যেতাম। কখনও কখনও আমি আমার শিক্ষকের সাথে পুরো রাত কাটাতাম , আনন্দের সাথে তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথোপকথনে মগ্ন থাকতাম , অন্ধকার থেকে ভোরের পরিবর্তন খুব কমই লক্ষ্য করতাম।

একদিন রাত এগারোটার দিকে , যখন আমি সেল থেকে বের হতে যাচ্ছিলাম , তখন শিক্ষক আমাকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন :

"স্নাতক পরীক্ষা কখন শুরু হয় ?"

আমি উত্তর দিলাম : "এখন থেকে পাঁচ দিন পরে , স্যার "

তিনি বললেন , "আমি আশা করি তুমি এর জন্য প্রস্তুত "

আমি তীব্র উদ্বেগ এবং আতঙ্ক অনুভব করছিলাম , তাই আমি প্রতিবাদ করলাম :

"স্যার , আপনি খুব ভালো করেই জানেন যে আমি আমার দিনগুলো আপনার সাথেই কাটিয়েছি , বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সাথে নয় , তাহলে আমি কীভাবে নিজেকে কঠিন ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রহসনের শিকার করতে পারি ?"

শ্রীযুক্তিশ্বর আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন এবং ঠান্ডা কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললেন : "তোমাকে অবশ্যই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে যাতে আমরা তোমার বাবা এবং অন্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে সন্ন্যাস জীবন পছন্দ করার জন্য তোমার সমালোচনা করার সুযোগ না দেই। আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন যে তুমি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। "

আমি আর চোখের জল ধরে রাখতে পারছিলাম না। আমার মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। আমার মনে হচ্ছিল শিক্ষকের অনুরোধ অযৌক্তিক এবং তার উদ্বেগ অনেক দেরিতে এসেছিল। দীর্ঘশ্বাস আর কান্নার মাঝে আমি বললাম :

"তুমি যদি চাও তাহলে আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকবো , কিন্তু সঠিক প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় নেই " এবং আমি মনে মনে বললাম: "প্রশ্নের উত্তরে তোমার শিক্ষা দিয়ে আমি পৃষ্ঠাগুলি ভরে দেব !"

পরের দিন যথারীতি যখন আমি মন্দিরে প্রবেশ করলাম , তখন আমি গম্ভীর ও বিষণ্নভাবে গোলাপের তোড়া উপহার দিলাম , আর শ্রীযুক্তিশ্বর আমার করুণ অবস্থা দেখে হেসে বললেন :

"ঈশ্বর কি কখনও তোমাকে পরীক্ষায় বা অন্য কিছুতে হতাশ করেছেন?"

আমি উৎসাহের সাথে উত্তর দিলাম , যখন ঐশ্বরিক সাহায্যের মধুর স্মৃতি আমার মনে ভেসে উঠল : "না , ঈশ্বরের কসম , স্যার। "

[illegible] [illegible]: "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]!

[illegible], "[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]!"

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

মায়ের উপস্থিতির কারণে ঘর আলো , আনন্দ এবং আশীর্বাদে
ভরে ওঠে। আসুন আমরা সর্বদা আমাদের হৃদয়ে মায়ের
ভালোবাসার শিখা উজ্জ্বলভাবে জ্বালিয়ে রাখি।
আর পৃথিবীর সকল গুণী মায়েদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা।
এবং যারা তাদের সাথে সদয় আচরণ করে তাদের সকলের প্রতি
তাদের সম্মানে এবং তাদের যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ
গভীরতার ফিসফিসানি

গুরু পরমহংস যোগানন্দ

অনুবাদ : মাহমুদ মাসুদ

তোমার সৃষ্টির বিছানায় , অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে , আমি অনেকদিন ধরে শুয়ে আছি , আর আমি—অনন্তকালের সন্তান — উদ্বিগ্ন ও অস্থির বোধ করছিলাম। বারবার সংগ্রাম করেছি , কিন্তু বৃথা , অবশেষে আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। প্রতারণামূলক আপেক্ষিকতার বাধায় ঘেরা তুমি আমাকে তোমার হাতে তুলে নিয়েছিলে এবং চিরন্তন শান্তির সুরে আমাকে কোলে তুলেছিলে। আমি চিরন্তন সন্তান —তোমার চিরন্তন —আর আমি তোমার সর্বব্যাপী সত্তার বুকে আমার মাথা রাখি।

চিন্তা করো না , আমার ছেলে।

এক কঠিন মুহূর্তে , আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম : "আমার সুরক্ষার সূর্য তোমার উজ্জ্বলতম এবং অন্ধকারতম সময়ে সমানভাবে জ্বলজ্বল করে "

চিন্তা করো না , আমার ছেলে, কিন্তু বিশ্বাস রাখো এবং হাসো ! কারণ দুঃখ আত্মার ধন্য প্রকৃতির প্রতি অবিচার। তোমার উজ্জ্বল হাসির মধ্য দিয়ে আমার নিরাময় আলো জ্বলতে দাও। তোমার সুখ , আমার ছেলে, আমাকে আনন্দ এবং তৃপ্তি এনে দেয়।

তোমার সাথে মজা করি।

অসংখ্য জীবনে , আমি তোমার সাথে খেলেছি এবং অসংখ্য সুর গেয়েছি। শতাব্দীর অনুপস্থিতির পর যখনই আমি বাড়ি ফিরে

[illegible]

[illegible]

সুগন্ধি বা মিষ্টি সুবাসের জন্য আমার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পেরেছে।

প্রতারণার বন জ্বলছে

মায়া আর ছলের বনে আমি একাকী আর বিষণ্ন বোধ করছিলাম, তাই আমি আত্ম-সংযমের বান্ডিল জ্বালিয়েছিলাম, কিন্তু আগুন ধীরে ধীরে জ্বলছিল এবং আগুন ছাড়াই। আমি আমার হৃদয়ের গভীর থেকে প্রার্থনা করেছিলাম, আর তুমি আমার কাছে এসেছিলে, হে প্রভু, এবং আমার কিছু দুর্বলতা জ্বালিয়ে দিয়েছিলে, আর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল শুষ্ক ঝোপঝাড় আর ভুলের ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে। তারপর তারা কাঁটাঝোপে পৌঁছে গর্ব ও অহংকারের উঁচু গাছগুলিকে স্পর্শ করেছিল। তোমার আলোর জিহ্বা আমার অজ্ঞতার বিশাল জঙ্গল গ্রাস করেছিল এবং সেগুলোকে ছাই করে দিয়েছিল। হে ঐশ্বরিক অগ্নিদাতা, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই! এবং তোমার বান্দারা যেন তাৎক্ষণিক সাহায্য এবং দ্রুত আরোগ্যের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা ও প্রার্থনা করে।

তোমার আসল গান।

তোমার কথা শোনার জন্য, অভিভাবক দেবদূত, আমি আমার অন্তরের দৃষ্টির রেডিও সুর করেছি ভালোবাসার মৃদু স্পর্শে। প্রায়শই ধ্যানের মধ্যে, আমি তোমার নিকটবর্তী তোমার সাধুদের মধুরতম সুর শুনেছি: মহৎ আধ্যাত্মিক সিম্ফনি, আমার হৃদয় থেকে জন্ম নেওয়া রচনা এবং তোমার জন্য আমার প্রাচীন আকাঙ্ক্ষার সুরেলা গান ধৈর্য এবং সংযমের সাথে, আমি আমার গভীরতম অনুভূতির যন্ত্রটি সুর করেছি, এবং যখন তন্দ্রা আমার চোখের পাতা ভারাক্রান্ত করে এবং আমি ঘুমাতে যাচ্ছিলাম, তখন তোমার খাঁটি গান আমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। এবং এখন আমি তোমার আনন্দময় সুরের উচ্ছ্বসিত প্রতিধ্বনি সম্প্রচার করছি এবং তোমার ভক্তদের গায়কদলের সাথে আমার কণ্ঠ যুক্ত করছি, যাতে স্তোত্রগুলি আরও তীব্র হয় এবং আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়।

আমি আত্মার সাগরে সাঁতার কাটবো

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

ততক্ষণ কোনও বাধাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বাধা হতে পারে
না।
আমার এখনও অতীত জীবনের কথা মনে আছে।
সেখানেই আমি তোমাকে খুঁজছিলাম
আর আমার অনেক রাতের কথা মনে আছে
ঝিকিমিকি তারা দিয়ে সজ্জিত
আর ভোরের দৃশ্য
যার শিশিরভেজা নিষ্পাপতা আছে
আর সুরেলা গোধূলির সময়গুলো
পালের ঘণ্টার তালে তালে
আর অনেক রত্নখচিত বছর
বসন্তের ফুল আর ফুলের সাথে
গ্রীষ্মের বাতাস
স্বচ্ছ রেইনকোট
হীরার বরফের গুচ্ছ
শীতকালে
আহ, কতবার তোমার আগমনের জন্য অপেক্ষা করেছি
আনন্দে নাচতে থাকা হৃদয় নিয়ে
!তোমার জন্য আমার আত্মা প্রায় উড়ে যায়
প্রতি রাতে , আমাদের শান্তিপূর্ণ এবং আরামদায়ক ঘুমের
সময় , আমরা শান্তি এবং আনন্দের স্বাদ উপভোগ করি
যখন আমরা গভীর ঘুমে ডুবে যাই , তখন ঈশ্বর আমাদের এক মহৎ ,
প্রশান্ত চেতনায় বাস করান , যেখানে আমরা এই অস্তিত্বের
সমস্ত ভয় এবং উদ্বেগ ভুলে যাই।
ধ্যানের মাধ্যমে আমরা জাগ্রত অবস্থায়ও সেই
আশীর্বাদপূর্ণ মানসিক অবস্থা অনুভব করতে পারি এবং
অন্যান্য স্তর থেকে শান্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারি।
যখন ঐশ্বরিক আনন্দ নেমে আসে , আমার শ্বাস -প্রশ্বাস
শান্ত হয়ে যায় , এবং আমার আত্মা উড়ে যায় , একসাথে হাজার
ঘুমের আনন্দ অনুভব করে , তবুও আমি আমার সাধারণ ইন্দ্রিয়
হারাতে পারি না। এই মহাজাগতিক অভিজ্ঞতা তাদের জন্য
সংরক্ষিত যারা চেতনার সর্বোচ্চ অবস্থা অর্জনের জন্য
গভীরভাবে নিমগ্ন হন।
যখন কারো অস্তিত্ব ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য পরমানন্দে
পূর্ণ হয় , তখন শরীর সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়ে যায় ,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

ফিসফিসানি আর বাতাস

গুরু পরমহংস যোগানন্দ

অনুবাদঃ মাহমুদ আব্বাস মাসউদ

ছোট অহংকার হয়তো ঘুরে বেড়াবে , গর্ব ও অহংকারের সাথে বলবে : আমিই তুমি !

কিন্তু আমি আমার প্রকৃত সত্ত্বাকে জানতে চাইব , যা সকল প্রকার দয়া ও নম্রতার ফুলে সুগন্ধযুক্ত।

হে ঈশ্বর , আমার আসল পরিচয় আমাকে প্রকাশ করো , আর আমার গভীরে তোমার ফিসফিসানি শুনতে দাও , সে বলছে : আমি তোমার উদাহরণ আর তুমি আমার প্রতিচ্ছবি !

রাতের স্বপ্নের বাগানে

আমার রাতের স্বপ্নের বাগানে , অনেক ফুল ফুটেছে :
আমার কল্পনার বিরল ফুল সেখানে , যেখানে উষ্ণ গ্রহের
আলো জ্বলে , পার্থিব আশার কুঁড়ি ফুটে ওঠে , পরিপূর্ণতা
এবং তৃপ্তির উজ্জ্বল পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়।

সেই স্বপ্নের আলোয় , আমি ভুলে যাওয়া প্রিয় মুখের ভূত এবং অচেতনের মাটিতে অনেক আগে চাপা পড়া লালিত আবেগের জলপরী দেখতে পাই - সবই ঝলমলে পোশাক পরে জেগে ওঠে এবং স্বপ্নের ফেরেশতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে , আমি অতীতের সমস্ত পরীক্ষার পুনরুত্থান প্রত্যক্ষ করি।

প্রভু , তুমি আমাদের স্বপ্নের দেশে রাতের বেলা ভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন কষ্ট ভুলে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছো। তোমার কাছে জাগ্রত হতে এবং মানুষের দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে আমাদের সাহায্য করো।

তুমি আমার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছো।

হে ঐশ্বরিক আশ্রয় ! আমি জীবনের সমুদ্রে ভেসে আছি , প্রতিকূলতার তীব্র ঝড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। আনন্দের ঢেউয়ে ভেসে বেড়াচ্ছি অথবা মাঝে মাঝে দুঃখের গভীরে ডুবে যাচ্ছি , আমি তোমার অতীন্দ্রিয় , স্বর্গীয় তীরে পৌঁছানোর মাধ্যমে এই দ্বৈততা থেকে মুক্তি পেতে আকুল। আমার প্রার্থনার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসের সাথে , আমি তোমার আরও কাছে চলে যাচ্ছি , আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

আমি চেষ্টা করা বন্ধ করব না কারণ আমি জানি যে তুমি আমার আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো এবং আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা করছো !

[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যে পবিত্র সম্প্রসারণের দিকে আমার আশীর্বাদপূর্ণ যাত্রায় - জীবনের পর জীবন - আপনি এবং আমার আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক আমার চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী বন্ধু ছিলেন এবং সর্বদা থাকবেন।

আনন্দের সচেতনতা

অবশ্যই, যখন আমি বলি যে ঈশ্বর হলেন আনন্দ, তখন আমি এটাও বলতে চাই যে তিনি চিরকাল উপস্থিত এবং তাঁর নিজের আশীর্বাদপূর্ণ অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। আর যখন আমরা চিরকাল আনন্দ বা ঐশ্বরিক উপস্থিতি অনুভব করার জন্য আকুল হই, তখন আমরা অবশ্যই একটি চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব এবং সেই আনন্দের একটি ধ্রুবক সচেতনতা বা অনুভূতি কামনা করি।

আমরা পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে যুক্তিসঙ্গত যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছি যে, আমরা সকলেই - সর্বোচ্চ থেকে নিম্নতম - সুখ খুঁজি, এবং মানুষের কর্ম এবং উদ্দেশ্য বিবেচনা করার সময় এই বিষয়টি একটি স্বীকৃত সত্য হয়ে উঠেছে।

আসুন এই যুক্তিটিকে একটু নতুন করে ব্যাখ্যা করি: ধরুন একজন উচ্চতর সত্তা আমাদের কাছে এসে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বলেন, "হে মানুষ, আমি তোমাদের চিরস্থায়ী দুঃখ এবং অন্তহীন যন্ত্রণা দান করব, যার সাথে চিরস্থায়ী অস্তিত্ব থাকবে, তোমরা কি এগুলো গ্রহণ করবে?" অবশ্যই, কেউই এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করবে না, কারণ প্রত্যেকেই চিরস্থায়ী অস্তিত্বের সাথে চিরস্থায়ী সুখ কামনা করে। মানুষের প্রেরণাগুলি দেখলে বোঝা যায় যে প্রতিটি মানুষই পরমানন্দ লাভ করতে চায়।

একইভাবে, কেউই ধ্বংস বা আত্ম-ধ্বংস কামনা করে না, কারণ তাদের কেবলমাত্র ইঙ্গিতই আতঙ্ক এবং ভীতির উদ্রেক করে। সবাই স্থায়ীত্ব কামনা করে, কিন্তু যদি সেই অস্তিত্বের সচেতনতা বা চেতনা ছাড়াই একটি চিরন্তন অস্তিত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়, তবে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করব। কেউই অবচেতন অস্তিত্ব কামনা করে না। আমরা সকলেই একটি সচেতন অস্তিত্ব কামনা করি যার কোন শেষ নেই।

[illegible]?

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমরা ঈশ্বরকে নিখুঁত শান্তিতে অনুভব করি, এবং আনন্দময় সচেতনতার মাধ্যমে আমরা তাঁকে চিনতে পারি তাঁর অস্তিত্বের আর কী প্রমাণ আছে? এই আনন্দের অবস্থায়, আমাদের আধ্যাত্মিক আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের মধ্যে পরিপূর্ণতা এবং উপলব্ধি খুঁজে পায়, ঠিক যেমন আমাদের আকাঙ্ক্ষা উপাসনার কোনও বস্তু বা বস্তু খুঁজে পায়।

আনন্দের চেতনায় আমরা পৃথিবীর সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠে যাই, কিন্তু আমাদের কর্তব্য ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করি না।

যার আত্মজ্ঞান আছে সে নিশ্চিতভাবে জানে যে ঈশ্বরই অস্তিত্বের একমাত্র প্রতিনিধি, কারণ সমস্ত সাফল্যের শক্তি তাঁর কাছ থেকে আমাদের কাছে আসে। বিচ্ছিন্নতার বিকাশের সাথে সাথে, ক্ষুদ্র অহংকার ম্লান এবং হ্রাস পায় এবং আমরা অনুভব করি যে আমরা বিশ্বের মঞ্চে আমাদের নির্ধারিত ভূমিকা পালন করছি, ইতিবাচক বা নেতিবাচক পরিস্থিতি, প্রেম বা ঘৃণা দ্বারা মানসিকভাবে প্রভাবিত না হয়ে। জীবনের এই নাটকের কোন শুরু বা শেষ নেই। আমাদের প্রত্যেককে মঞ্চের মহান পরিচালকের দ্বারা আমাদের উপর অর্পিত ভূমিকা পালন করতে হবে অভিযোগ বা বিরক্তি ছাড়াই, নাটকের প্রতি ভালোবাসা এবং পরিচালকের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে। যারা আনন্দের চেতনা অর্জন করে তারা অনুভব করবে যে পৃথিবী একটি মঞ্চ এবং তাদের দক্ষতা এবং শৈল্পিক দক্ষতার সর্বোত্তমভাবে তাদের ভূমিকা পালন করবে, সর্বদা মনে রাখবে যে তারা মঞ্চের মহান পরিচালকের নির্দেশনা এবং নির্দেশনায় কাজ করছে: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অস্তিত্বের সমস্ত মঙ্গল এবং আনন্দের উৎস।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

মহাজাগতিক চেতনার এক ঝলক

মানুষ এই পৃথিবীতে একা ভ্রমণকারী একজন অপরিচিত
ব্যক্তির মতো দেখায়
সে যাদেরকে নিজের মনে করে তারা আসলে তার নয়।

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

পরিবেশগত প্রভাবের বিরুদ্ধে সতর্ক এবং স্থিতিস্থাপক না হন।

যে নিজেকে বলে , "সব রাস্তাই বেশ ঘিঞ্জি এবং জনাকীর্ণ , তাই চেষ্টা করে লাভ কী ?" সে নিজেকে জাগতিক চেতনার সম্মোহনী প্রভাবে পড়তে দেয় যা দৃঢ় সংকল্পকে বাধাগ্রস্ত করে , এবং এটি ব্যাখ্যা করে যে কেন অনেক মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল হয় না কারণ তাদের সৃজনশীলতার চেতনার অভাব রয়েছে।

একজন ব্যক্তির জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে তার বিবেক যা নির্দেশ করে এবং তার হৃদয় যা পরামর্শ দেয় সেই অনুসারে , এবং সাবধানে বিবেচনা না করে কাজ করা উচিত নয়।

যার নিজের ভেতরে দৃঢ় বিশ্বাস আছে , ঈশ্বর তার জীবনে যা আশা করেন তা অর্জনের জন্য তার বিশ্বাস , শক্তি এবং দৃঢ় সংকল্প বৃদ্ধি করবেন।

ঈশ্বরের উপর আমার দৃঢ় আস্থা এবং তাঁর সাহায্যের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে , তাই তিনি আমাকে এক আশীর্বাদপূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন যা সর্বদা আমার জন্য সুযোগ তৈরি করেছে , আমার জন্য দরজা খুলে দিয়েছে এবং তাঁর করুণায় আমার সামনে অসংখ্য পথ প্রশস্ত করেছে।

প্রকৃত ও স্থায়ী সুখ কেবল ঈশ্বরের মধ্যেই নিহিত

ঐশ্বরিক জ্ঞান একটি ধন ; যে তা খুঁজে পায় সে অন্য কিছু চায় না।

ঈশ্বরের মধ্যেই নিরাপত্তা নেই , অন্য কারো মধ্যেই নেই , তিনিই একমাত্র আশ্রয়স্থল এবং সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্তি।

অন্যথায় , এই পৃথিবীতে প্রকৃত নিরাপত্তা নেই।

অতএব, সকাল-রাত তাঁকে জানার এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা উচিত , এবং আমরা যে সমস্ত কাজ করি এবং যে কর্তব্য সম্পাদন করি তাতেও।

ঈশ্বর যেখানেই থাকুন না কেন , সেখানে কোন ভয় বা দুঃখ নেই।

* * *

[illegible]:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ‘[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যখন আত্মার উপলব্ধি প্রসারিত হয়, এবং সর্বত্র তার উপস্থিতি অনুভব করে, তখন এটি ঐশ্বরিক আত্মার সাথে একীভূত হয়।

দিগন্তে অধিষ্ঠিত পরম অসীমের মহিমা, যেখানে স্বর্গ সমুদ্রের সাথে মিলিত হয় এবং আমাদের ভিতরের শান্তিতে অধিষ্ঠিত পরম অসীমের মহিমা; ভিতরের অসীমের উপর মনোনিবেশ করে, আমরা তার অসীম শক্তি অর্জন করতে পারি।

বই পড়াশোনা অথবা মানুষের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান সীমিত জ্ঞান, অন্যদিকে ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি পাওয়া জ্ঞান জ্ঞানের শক্তি, নিশ্চিততার জাঁকজমক, হৃদয়ের প্রশান্তি এবং আত্মার শান্তি প্রদান করে।

হে প্রভু, আমাকে গভীর একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করতে এবং হৃদয়গ্রাহী আকাঙ্ক্ষার সাথে ধ্যান মিশ্রিত করতে শেখাও এবং তোমার প্রতি আমার বিশুদ্ধ ভালোবাসা দ্বারা আমার হৃদয় প্রতিদিন শুদ্ধ হতে দাও।

কর্মের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়া

মানসিক বা শারীরিক, সচেতন বা অচেতন যাই হোক না কেন, একজন ব্যক্তির জীবনের উপর একটি নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলে। অতীতের কর্মগুলি কেবল দিন, মাস বা বছর আগে সম্পাদিত কর্ম নয়, বরং অতীত জীবনের কর্মগুলিও।

তোমরা মৃত ছিলে, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন; তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তিনি তোমাদের জীবন দান করবেন; তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

একজনের কর্মের ভালো এবং খারাপ প্রভাব তার বর্তমান জীবনে, এই চিহ্নগুলি অচেতন বা অবচেতনে সঞ্চিত থাকে এবং একজন ব্যক্তি পূর্ববর্তী অবতার থেকে যে প্রভাব বহন করে (অথবা তার আত্মা বহন করে) তা অচেতনে বীজের মতো সুপ্ত থাকে, সঠিক পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করে একটি নির্দিষ্ট কর্মের সময়ে অঙ্কুরিত এবং বৃদ্ধি পেতে। কর্মের নিয়ম, যা জিনিসগুলিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে, তাতে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া, কারণ এবং প্রভাব, বপন এবং ফসল কাটা জড়িত।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

¿

[illegible] [illegible] [illegible] [

আশেপাশের পরিবেশ থেকে ঈশ্বরের অসীম রাজ্যের দিকে সরিয়ে নাও আরও গভীরে অনুসন্ধান করো, তোমার বোধগম্যতা প্রসারিত করো, যাতে তুমি জানতে এবং নিশ্চিত হতে পারো যে তুমি তাঁর বিশাল সমুদ্রের সাথে এক, এবং ঈশ্বর তোমার সাথে আছেন তিনি তোমাকে রক্ষা করেন, তিনি তোমাকে ধরে রাখেন, এখন এবং চিরকাল।

ফাঁদ এবং ফাঁদ এড়িয়ে চলা

যখনই তোমার হৃদয়ে এমন কোন তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করো যা তোমাকে তা পূরণ করার জন্য তাড়িত করে, তখন বিচক্ষণতা ব্যবহার করো এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, "এটি কি এমন একটি ভালো আকাঙ্ক্ষা যা পূরণ করা সম্ভব, নাকি এমন একটি খারাপ আকাঙ্ক্ষা যা সম্মান করা উচিত নয়?" অস্বাস্থ্যকর বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা আমাদের মিথ্যা আশা এবং মায়াময় সুখ দিয়ে আমাদের খারাপ অভ্যাসগুলিকে উৎসাহিত করে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, সত্য প্রকাশের জন্য বিচক্ষণতার শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। খারাপ অভ্যাসগুলি শেষ পর্যন্ত অসুখের দিকে নিয়ে যায় যখন তাদের আসল স্বভাব উন্মোচিত হয়, তখন তারা একজন ব্যক্তিকে দুঃখের ফাঁদে এবং দুঃখের ফাঁদে আটকাতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

প্রতিফলন এবং গল্প

জীবনে এবং মৃত্যুতে, দুঃখ এবং বিপর্যয়ে, হে প্রভু,
তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় এবং অটল, দৃঢ় এবং অটল
থাকে।

আমার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনার প্রতিটি নিঃশ্বাস
আমার আত্মার দরজা এবং জানালা খুলে দেয় যার মধ্য দিয়ে আমি
ঈশ্বরের আনন্দে প্রবেশ করি।

ঠিক যেমন সূর্য সবচেয়ে জনাকীর্ণ স্থানে আলোকিত হয়,
তেমনি আমি আমার জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন
কর্মকাণ্ডে ঐশ্বরিক প্রেমের রশ্মি দেখতে পাব।

হে প্রভু , আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি আমার আত্মাকে ভোরের আলোয় জাগ্রত করতে পারি এবং তোমার পবিত্র দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে পারি।

কস্তুরী হরিণের গল্প

কস্তুরী হল একটি মূল্যবান পদার্থ যার সুগন্ধ তীব্র , যা উচ্চ হিমালয়ে বসবাসকারী কস্তুরী হরিণের নাভিতে পাওয়া যায়।

হরিণটি যখন একটি নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছায় , তখন তার নাভি থেকে গোপনে মনোমুগ্ধকর কস্তুরী বের হতে শুরু করে , এবং হরিণটি সেই আকর্ষণীয় সুবাসে উত্তেজিত হয়ে নাচতে শুরু করে এবং সেই মনোরম সুবাসের উৎস অনুসন্ধান করতে শুরু করে।

এটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় , পাথরের মাঝে আর গাছের নিচে শুঁকে , সর্বত্র সেই উত্তেজনাপূর্ণ ঘ্রাণের উৎস খুঁজতে থাকে।

অবশেষে, যখন সে কথা বলতে পারে না এবং আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগের সাথে যা খুঁজছে তা খুঁজে পায় না , তখন সে আরও রেগে যায় , আরও উত্তেজিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

কস্তুরীর উৎসে পৌঁছানোর শেষ প্রচেষ্টায় , এটি তার ভাগ্যের মুখোমুখি হতে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হতে সুউচ্চ পাথুরে পাহাড় থেকে গভীর উপত্যকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে , যেখানে শিকারীরা এটিকে ধরে ফেলতে এবং এর থেকে কস্তুরীর থলি বা গ্রন্থি বের করতে সক্ষম হয়।

এই প্রসঙ্গে , একজন জ্ঞানী কবি কিছু আবৃত্তি করেছিলেন :যার মর্ম হল

!ওহে কস্তুরী হরিণ , বোকা

?তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছো ? কেন তুমি ঘুমাচ্ছো না

এই কস্তুরী পাওয়া যাচ্ছে

!তোমার পেটের বস্তা নিয়ে , বোকা

নাক দিয়ে স্পর্শ করলেও

তোমার কাছ থেকে গোপন সুবাস আসে

তুমি যা আশা করেছো তা জিততে।

আর তুমি খরচ না করেই বেঁচে ছিলে

বন্ধুরা , তোমরা কি মনে করো না যে বেশিরভাগ মানুষই কস্তুরী হরিণের মতো আচরণ করে ? তারা সর্বদা এবং চিরকাল নিজেদের বাইরে সর্বত্র সুখ খুঁজছে।

হ্যাঁ , তারা খেলাধুলায় সুখ খোঁজে , এবং আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের ক্লান্ত করে। তারা সম্পদের পিচ্ছিল পথে আরোহণ করে, অবশেষে উচ্চ আশার ঢাল থেকে হতাশা এবং ব্যর্থতার পাথরে লাফিয়ে পড়ে , যখন তারা তাদের আত্মার গভীরতম স্থানে সঞ্চিত প্রকৃত সুখ খুঁজে পায় না।

যদি আমরা আমাদের চিন্তাভাবনাকে ভেতরে ঘুরিয়ে নিই , এবং গভীরভাবে প্রতিফলিত করি , তাহলে আমরা আত্মার প্রশান্তিতে প্রকৃত এবং স্থায়ী সুখের উৎস খুঁজে পাব যা আমরা খুঁজি।

আমাদের কস্তুরী হরিণের মতো ভুল জায়গায় সুখের সন্ধানে মরে যাওয়া উচিত নয়। বরং আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে সুখ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে , নিজেদের বাইরে নয়।

বোতামের গল্প

একবার একজন লোক আমার কাছে এসে বলল যে সে দীর্ঘস্থায়ী :হৃদরোগে ভুগছে , এবং আরও বলল

আমি অনেক চেষ্টা করেছি , কিন্তু আমি হৃদয়ের যন্ত্রণা " "থেকে মুক্তি পেতে পারছি না

শান্তভাবে চিন্তা করার পর , আমি তাকে কাঁচি আনতে :বললাম। সে কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল

"?আপনি কি আমার হৃদয় কেটে ফেলতে চান , স্যার "

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]¿

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

এবং দ্বন্দ্বে ভরা পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সবচেয়ে উপযুক্ত উপায়। এই আনন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই জীবনের সমস্যার সমাধান।

দ্রষ্টব্য : "শরীর একটি অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এবং অন্যান্য পদার্থ তৈরি করে যা চাপ এবং উত্তেজনা কমায়, যা ডাক্তারদের দ্বারা নির্ধারিত ওষুধের চেয়ে কম শক্তিশালী এবং কার্যকর নয়," এই বিবৃতি সম্পর্কে, এটি চিকিৎসা পরামর্শ এবং প্রেসক্রিপশন ছাড়াই পরামর্শ নয়, তাই স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন।

চৌম্বকীয় সমীকরণ

একজন শক্তিশালী উপস্থিতি এবং মন্দ প্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তি + একজন দয়ালু কিন্তু দুর্বল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি = মন্দ চুম্বকত্ব দয়ার উপর প্রাধান্য পায়

একজন দুর্বল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যার মন্দ প্রবণতা আছে + একজন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যার ভালো প্রবণতা আছে = ভালো চুম্বকত্ব মন্দকে জয় করে

দুর্বল আধ্যাত্মিক চুম্বকত্ব + অশুভ জৈবচুম্বকত্ব = শক্তিশালী অশুভ চুম্বকত্ব

শক্তিশালী নৈতিক শক্তি + দুর্বল নৈতিক শক্তি = বৃহত্তর নৈতিক শক্তি

যে ব্যক্তি রাগান্বিত এবং হিংস্র + যে ব্যক্তি ভদ্র এবং দয়ালু = রাগের চুম্বকত্ব ভদ্রতার উপর প্রাধান্য পায়

দৃঢ়, ভারসাম্যপূর্ণ এবং শান্ত স্বভাব + এমন স্বভাব যা কখনও কখনও অসন্তুষ্টির দিকে ঝোঁক দেয় = প্রশান্তির চুম্বকত্ব বিরাজ করে

দীর্ঘস্থায়ীভাবে বদ্ধমূল ব্যর্থতা + কম বদ্ধমূল ব্যর্থতা = শক্তিশালী ব্যর্থতার চুম্বকত্ব

[illegible] [illegible] [illegible] + [illegible] [illegible] [illegible] =
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] + [illegible] [illegible] [illegible]
= [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] + [illegible] [illegible] = [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] + [illegible] [illegible] [illegible]
= [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] (illegible) [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ব্যবহার করা এবং সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এবং কোনটি ক্ষতিকর এবং কোনটি উপকারী তার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তাদের নৈতিক ক্ষমতা বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা করা।

* * *

সত্য মতামত এবং তত্ত্বের বাইরে , এবং যারা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন তারা অনেকেই তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের দ্বারা আবদ্ধ হন।

* * *

হে প্রভু , শান্তির দ্বার খুলে দাও এবং আমার আধ্যাত্মিক চিন্তার অভয়ারণ্যকে মন্দ কুসংস্কারের আক্রমণ থেকে রক্ষা করো এবং তোমার আগমনের ভোরের অপেক্ষায় আমার হৃদয়ের বাগানে আমার আকাঙ্ক্ষার গোলাপ ফুটতে দাও।

* * *

তাত্ত্বিক জ্ঞান ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে না , এবং বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না এমন তত্ত্বের উপর নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় না করাই যুক্তিযুক্ত , অন্যথায় একজন ব্যক্তি নিজেকে ঘন বৌদ্ধিক জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পাবেন এবং তত্ত্বের সীমা অতিক্রম করতে অক্ষম হবেন।

* * *

জীবনের অস্থির পরিস্থিতির উপর মনস্তাত্ত্বিক বিজয়ের ফল হল সুখ।

* * *

ঈশ্বর যাকে চিনেন , তিনি হয়তো পৃথিবীর অজানা।

* * *

যদি কোন ব্যক্তি [প্রকৃত পরীক্ষা ছাড়াই] তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে নিজেকে প্রোগ্রাম করে , তাহলে সে এমন একটি পোর্টেবল রেকর্ডিং ডিভাইসের মতো হয়ে যাবে যা প্রবাদ পুনরাবৃত্তি করে এবং উচ্চ বাক্যাংশের প্রতিধ্বনি করে , এবং অন্যরা তাকে একজন পণ্ডিত পণ্ডিত বলে মনে করবে , কিন্তু এই জ্ঞান সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা শক্তিশালী হয় না , বা আধ্যাত্মিক অর্জনের সাথেও মেলে না।

* * *

পৃথিবীতে সমস্যা থাকবেই , তাই পথনির্দেশনা এবং নির্দেশনার জন্য কেউ কোথায় যেতে পারে ? অভ্যাস , কুসংস্কার ,

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□

(□□□□ - □□) □□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□

□□□□□□ ‘□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ ‘□□□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

-□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□

□□□□ □□□□□□ ‘□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ ‘□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□

□□□□□ □□□□□□ □□

□□□□□□ □□□□□□□ □□ ‘□□□□□ □□□□□□□ ‘□□□□□□□ □□□□□□□

□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□

□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□

□□□□□ ‘□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□ □□ „□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□„ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□ ‘□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ ‘-□□□□ □□□□□

□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ ‘□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

‘□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□□ □□□□ ‘□□□□□ □□□□ □□□□ ‘□□□ □□□□□□□ □□□ □□□

□□□ □□□□ □□□ □□□ ‘□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□

□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□ ‘□□□□□□□ □□□□□□□□□□

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

***

***

***

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

বোঝা। সেই উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে জানা , এবং এটি অন্য কিছু হতে পারে না।

***

তোমার শান্তি তোমার মূল্যবান সম্পদ , তাই কাউকে তোমার কাছ থেকে সেই সম্পদ কেড়ে নিতে দিও না।

* * *

তোমার গুণাবলী এবং আত্মমর্যাদার দুর্গে একা , নিরাপদে এবং নিরাপদে দাঁড়াতে শিখো।

* * *

ঈশ্বর আছেন বলেই সবকিছুর অস্তিত্ব আছে। আর তিনি আছেন বলেই আপনারও অস্তিত্ব আছে। তাঁর অস্তিত্বের জন্য ধন্যবাদ , আপনি জীবনের আরাম এবং আনন্দ উপভোগ করেন। অতএব, ঈশ্বরের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা গভীর হওয়া উচিত।

***

ভালো বই নীরব , ভদ্র এবং শ্রদ্ধাশীল বন্ধু হতে পারে তোমার কঠিন মুহূর্তে এই বইগুলো ত্যাগ করো না , কারণ এগুলো কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবে না , যেমন শারীরিক বন্ধুরা তোমাকে ছেড়ে যেতে পারে।

***

যে কেউ সুস্বাস্থ্য , আরামদায়ক জীবন এবং প্রবল মানসিক ক্ষমতার অধিকারী , তবুও সুখের অভাব বোধ করে , সে জীবনে এখনও সফল হয়নি। যখন তুমি সত্যিকার অর্থে বলতে পারো , "আমি সুখী , আর কেউ আমার সুখ কেড়ে নিতে পারবে না ," তখন তুমি নিজের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছো।

***

শান্ত ও শান্তির উপর জোর দিন , এবং যদি আপনি শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে বাস করতে চান তবে কেবল প্রেমময় চিন্তাভাবনা এবং সৎ উদ্দেশ্য প্রেরণ করুন। ধার্মিকতা এবং ধার্মিকতার উপর ভিত্তি করে জীবনযাপন করুন , এবং যাদের জীবন আপনার সাথে সংযুক্ত তারা কেবল আপনার সাথে থাকার মাধ্যমে উপকৃত হবে।

***

যদি তোমার কোন বন্ধু না থাকে , অথবা তোমার বন্ধুরা তোমার সময় নষ্ট করে , অথবা তুমি যদি তাদের সাথে মিশতে না পারো, তাহলে জ্ঞানের বই [এবং উপকরণ] তোমার বন্ধু হতে দাও ,

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অক্লান্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে , সেই ইচ্ছার মধ্যে অপরিসীম দৃঢ় সংকল্প এবং শক্তি রয়েছে। এই অভ্যন্তরীণ ফিসফিস যান্ত্রিক প্রার্থনার চেয়ে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর , যা কেবল ঠোঁটকে নাড়া দেয়। যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা এভাবেই কাজ করে। তারা তাঁর প্রতি অবিরাম ভালোবাসা ফিসফিস করে, তাদের হৃদয়গ্রাহী ফিসফিস তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে অশ্রাব্য থাকে। এই হৃদয়গ্রাহী ফিসফিস তাদের বিভ্রান্ত করে না বা তাদের অন্যান্য কর্তব্যের সাথে দ্বন্দ্ব করে না। ঈশ্বরের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে , তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা আরও গভীর এবং তীব্র হয় , যতক্ষণ না তারা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে এবং আত্মার চোখ দিয়ে তাঁর আলো দেখে। তারা অপ্রতিরোধ্য আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করে এবং বর্ণনার বাইরে শান্তি অনুভব করে।

ঈশ্বর আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলি পাঠান যাতে আমরা সেগুলি থেকে উপকৃত হতে পারি এবং বোধগম্যতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি। যে কেউ এই শিক্ষাগুলি এড়িয়ে চলে, সে যত সময়ই লাগুক না কেন , সেগুলি শিখতে বাধ্য হবে।

প্রতিটি পরীক্ষাই আমাদের বন্ধু , যদি আমরা তা থেকে শিক্ষা নিই , আর যদি আমরা সুযোগ নষ্ট করি এবং অভিযোগ , বিরক্তি এবং দুর্বল বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে এর অপব্যবহার করি, তাহলে আমরা এক অত্যাচারী স্বৈরশাসক।

যখন আমাদের জীবনের প্রতি সঠিক ধারণা এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে , তখন এটি সুন্দর এবং জটিলতামুক্ত হয়ে ওঠে।

-

মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রভু , এবং তাঁর গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আমি তাঁর সাথে
সংযোগ স্থাপন করতে পারি।

আমার প্রিয় ঈশ্বর , আমি বুঝতে পারি যে আমার
চিন্তাভাবনা আমাকে ব্যর্থতা বা সাফল্য এনে দেবে , আমার
জীবনে কোন ধারণাটি সবচেয়ে শক্তিশালী তার উপর নির্ভর করে
এবং আমি মনে রাখার চেষ্টা করব যে আপনি আপনার সাহায্যের হাত
বাড়িয়ে দিচ্ছেন এবং আমার সাফল্যের পথ প্রস্তুত করছেন।

যখন আমার উপর বিপদ ও দুর্ভাগ্য আসে , তখন আমি আমার
শক্তি কাজে লাগাই এবং সেগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য আমার
সংকল্পকে শক্তিশালী করি। আমি সকলের সাথে আমার আচরণে
আন্তরিক ও সৎ থাকব , এবং আমি ভালোবাসা ও শুভকামনার
চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেব। তারপর ঈশ্বর তাঁর শক্তি ও
প্রজ্ঞা দিয়ে আমাকে সমর্থন করবেন।

আধ্যাত্মিক রোগ এবং তাদের চিকিৎসা
গুরু পরমহংস যোগানন্দ

এমন কিছু মানব ব্যক্তিত্ব কল্পনা করার চেষ্টা করুন
:যারা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈষম্যপূর্ণ
একটার মাথা ছোলার ডালের মতো ছোট আর শরীরটা উটের মতো
!বিশাল
আরেকজনের হাত স্যামসন বা হারকিউলিসের হাতের মতো
!শক্তিশালী এবং শরীরটা বামনের শরীরের মতো
আর তৃতীয়টির মাথাটি বিশাল হাতির মতো আর শরীরটি একটি
!ক্ষুরধার ইঁদুরের মতো
যদি তুমি হঠাৎ করে অদ্ভুত এবং অসঙ্গত রচনার সাথে ঐ
প্রাণীদের একটি ভিড় দেখতে পাও , তাহলে কি সেই দৃশ্য তোমার
কাছে অবাক এবং বিস্মিত হবে না , অথবা দুঃখজনক এবং অনুতপ্ত
?হবে না

চিরকাল সুখী থাকার সর্বোত্তম উপায় হল ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করা। আমাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর সাথে থাকার সংকল্প করা। ঈশ্বর আমাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিতে সর্বাগ্রে থাকা উচিত এবং আমাদের তাঁকে আমাদের জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

(অতএব, আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরে থাকো , তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো)

কারণ তিনিই স্তম্ভ , যদি অন্য সব স্তম্ভ তোমাকে ব্যর্থ করে দেয়।

আমি বুঝতে পেরেছি যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে জানা। এমন কিছু লোক আছে যারা হয়তো বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে জীবনের উদ্দেশ্য হল সুখ খুঁজে পাওয়া। আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সাথে বলছি যে ঈশ্বর হলেন চূড়ান্ত সুখ , তিনি হলেন পরম আনন্দ , তিনি হলেন পরম , সর্বজনীন প্রেম। তিনি হলেন চিরন্তন আনন্দ যা কখনও তাঁর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিদের আত্মাকে ছেড়ে যায় না। তাহলে আমরা কেন সেই নিখুঁত সুখ অর্জনের জন্য চেষ্টা করব না ? অন্য কেউ আমাদের তা দিতে পারে না। আমাদের নিজেদের মধ্যে এটি ক্রমাগত চাষ এবং লালন করতে হবে। প্রকৃতির শক্তি মানুষকে পার্থিব আনন্দ দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে , কিন্তু এই ধরনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ শেষ পর্যন্ত অনুশোচনা , তিক্ততা এবং অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। এমনকি সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি , যার কাছে সবকিছু আছে বলে মনে হয় , সেও সত্যিকারের সুখী নাও হতে পারে। তারা পার্থিব জিনিস নিয়ে বেশিদিন সন্তুষ্ট থাকবে না কারণ এই জিনিসগুলি তাদের প্রকৃত তৃষ্ণা মেটায় না বা তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটায় না।

বস্তুগত সম্পদ কেবল শান্তি এবং ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তির মিথ্যা অনুভূতি প্রদান করে। সমগ্র বিশ্ব বিভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত , স্বার্থপর এবং লোভী আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্ভূত যা যুদ্ধের জন্ম দেয়। অন্য কিছুই যুদ্ধ সৃষ্টি করে না।

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হয়নি ; এটি জীবনের রহস্যগুলির মধ্যে একটি , যা নিজেই একটি মহান রহস্য।

কিন্তু যখন আমরা জীবন বিশ্লেষণ করি এবং এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করি তখন রহস্য উন্মোচিত হয়। যদি আপনি প্রতিদিন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে নিজেকে পরীক্ষা করেন , তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার অনেক অপূর্ণ ইচ্ছা রয়েছে। এই ইচ্ছাগুলি মারাত্মক জীবাণুর মতো যা একজন ব্যক্তি যেখানেই যান না কেন , এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সাথে বহন করে ।

সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এই জীবনের ক্ষতিকারক আকাঙ্ক্ষাগুলোকে বিজ্ঞতার সাথে বেছে নেওয়া এবং তোমার ভালো আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তোমার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করা । যদি তুমি আত্মহত্যা করার বা অন্যায় কিছু করার তাগিদ অনুভব করো , তাহলে তোমাকে এখনই সেই তাগিদ দূর করতে হবে। চিন্তাভাবনা এবং কাজে নিজেকে বোঝাতে হবে যে তোমার আত্মার মধ্যে দেবত্বের স্ফুলিঙ্গ আছে , এবং মনে রাখতে হবে যে তুমি সর্বশক্তিমানের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট , এবং তাই তোমার শারীরিক প্রকৃতি এবং অভ্যাসকে অতিক্রম করার ক্ষমতা তোমার আছে।

বিলাসিতায় কম আসক্ত থাকুন এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও বিচ্ছিন্ন থাকুন , তাহলে আপনি জীবনের যুদ্ধে জিতবেন । যদি আপনি অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছেন , তাহলে যতটা সম্ভব শারীরিক সচেতনতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করুন । বিচক্ষণতার মাধ্যমে , আপনি ইন্দ্রিয়গুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারেন । বিচক্ষণতা হল আগুন যা ক্ষতিকারক আকাঙ্ক্ষা এবং ধ্বংসাত্মক ক্ষুধাগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

বাড়ির এক কোণে পুরাতন , জীর্ণ এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা এবং সময়ে সময়ে ঘর পরিষ্কার করা মানুষের জন্য একটি সাধারণ অভ্যাস। একইভাবে , আপনার অবচেতন মনের কোণে অনেক ইচ্ছা লুকিয়ে থাকে যার মধ্যে রয়েছে সুপ্ত ক্ষতি , যা যদি আপনি সঠিকভাবে মোকাবেলা না করেন তবে একদিন আপনার জন্য বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে।

আধ্যাত্মিক পথে আত্ম-বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ঘৃণ্য , খিটখিটে , অথবা দ্রুত রেগে যেতে পারেন। যদি তাই হয় , তাহলে আপনার চেতনায় সঞ্চিত এই

[illegible] [illegible] [illegible] [

যীশু খ্রীষ্টের শক্তির কথা ভাবুন যিনি বলেছিলেন, "পিতা, তাদের ক্ষমা করুন, কারণ তারা যা জানে না তা কীভাবে করতে হয় তা জানে না"

আর মহান নবীর কথা ভাবুন যিনি বলেছেন: “আমি কি তোমাদের বলব না যা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে?” তারা বলল: “হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।” তিনি বললেন: “যে তোমার প্রতি অজ্ঞ, তার প্রতি ধৈর্য ধরো, যে তোমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে, তাকে দান করো, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং যে তোমার উপর অন্যায় করে, তাকে ক্ষমা করো।”

তোমার আলোকিত বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা তোমার পথে আলো এবং তোমার জীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনবে । যখন তুমি তোমার হৃদয়ে কোন ইচ্ছা পূরণের তীব্র তাড়না অনুভব করো, তখন তোমার বিচক্ষণতা ব্যবহার করো এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো: "আমি যে ইচ্ছা পূরণ করতে চাইছি তা কি ভালো না খারাপ?"

অনেক কারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। যখন কেউ একটি নতুন মডেলের গাড়ি দেখে, তখন সে তার মতো একটি গাড়ির মালিক হতে চায়। যখন সে একটি নতুন স্টাইলের বাড়ি দেখে, তখন সে তার মতো একটি গাড়ির মালিক হতে চায়। একটি নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং মানুষ সেই স্টাইলটি কিনতে এবং পরতে আগ্রহী হয়!

আকাঙ্ক্ষা কোথা থেকে আসে? আমি ঘন্টার পর ঘন্টা এই চিন্তা করে কাটিয়েছি যে তুমি কি তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারো? আমি সেগুলিকে সাজাতে পেরেছি এবং শুধুমাত্র ভালো আকাঙ্ক্ষাগুলিকে রাখতে পেরেছি । আর যখন আমি ঐশ্বরিক যোগাযোগ অর্জন করলাম, তখন দেখলাম যে আমার সমস্ত ভালো আকাঙ্ক্ষা একযোগে পূর্ণ হয়েছে । আজ তুমি কিছু কামনা করো, আর আগামীকাল তোমার আত্মা অন্য কিছুর জন্য আকুল । সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত তোমার মন এই পৃথিবীর জিনিসপত্র দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না, এবং তা কখনও হবে না, কারণ, আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি তোমার আত্মার সবচেয়ে মূল্যবান এবং মূল্যবান ধন হারিয়েছ, যিনি একমাত্র তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার এবং তোমার ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা রাখেন । সেই হারানো ধন হলেন ঈশ্বর।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পৃষ্ঠের নীচে কী লুকিয়ে আছে তা আবিষ্কার করা! কারণ বাহ্যিকভাবে আকর্ষণীয় সবকিছুই তার আকর্ষণ অভ্যন্তরীণ সত্তা থেকে উদ্ভূত হয় এবং রাগ, বিরক্তি, হিংসা এবং ঘৃণার মতো মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতির মতো আত্মার বিশুদ্ধ আয়নাকে আর কিছুই কলঙ্কিত করে না। যে ব্যক্তি আত্মার প্রকৃতির সাথে বিচ্ছিন্ন এই যৌগগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে, সে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের আলোকে ভেতর থেকে বিকিরণ করতে দেবে।

বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা আবিষ্কার করি যে মানুষের সমস্যা তিন ধরণের: কিছু সমস্যা এবং ব্যাধি রয়েছে যা মানবদেহকে আক্রমণ করে, অন্যগুলি মনকে আক্রমণ করে এবং তৃতীয় একটি বিভাগ যা আত্মার পথকে অবরুদ্ধ করে।

অসুস্থতা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু হল শরীরের মুখোমুখি হওয়া কঠিন এবং বাধা। তবে, মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতাগুলি দুঃখ, ভয়, রাগ, অবদমিত আকাঙ্ক্ষা, বিরক্তি, ঘৃণা, আবেগগত আবেশ, তীব্র স্নায়বিক উত্তেজনা এবং মানসিক ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেয় এমন মানসিক ক্যান্সারের মাধ্যমে মনকে আক্রমণ করে। তবে, সবচেয়ে বিপজ্জনক অসুস্থতা হল আত্মার অসুস্থতা, যা অজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা থেকে অন্যান্য সমস্ত রোগ জন্ম নেয় এবং ছড়িয়ে পড়ে।

পৃথিবীতে মন্দের চেয়ে ভালোই বেশি।

যখন সন্দেহের উদ্রেক হয়, তখন আমাদের মহান ব্যক্তিদের জীবন স্মরণ করা উচিত। এটা সত্য যে আমরা মানুষ, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন যা আমরা খুব কমই ব্যবহার করি। তাহলে বার্ধক্য, অসুস্থতা এবং দুঃখের ভয়ে কেন কাঁপবেন? আমাদের শরীরের যত্ন নেওয়ার জন্য আমাদের যা করা উচিত তা করা উচিত, কিন্তু আমাদের ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করা উচিত নয় বা অজ্ঞতার স্তূপের নীচে নিজেদের চাপা দেওয়া উচিত নয়।

শরীর পুরো ব্যক্তি নয়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যদি তুমি চাও যে অন্যরা তোমাকে সম্মান করুক, তাহলে তোমাকে ছোট এবং বড় উভয়কেই সম্মান করতে হবে।

যদি তুমি অন্যদের কাছ থেকে শান্তি চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই সম্প্রীতির জীবনযাপন করতে হবে।

যদি তুমি চাও যে মানুষ ধার্মিক হোক, আধ্যাত্মিক প্রকৃতির হও এবং অন্যদের অনুভব করতে দাও যে তুমি একজন ভালো আদর্শ এবং তারা তোমার উপর নির্ভর করতে পারে এবং তোমাকে বিশ্বাস করতে পারে।

সংক্ষেপে, তুমি যা চাও অন্যদের কাছে তা দেখাও। ভালো গুণাবলীর মধ্যে একটি হল প্রথমে তোমার জীবনে তা প্রদর্শন করা, এবং তুমি দেখতে পাবে যে লোকেরা তোমার প্রতি একইভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

যদি তুমি তোমার জীবনের এমন ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারো যেখানে নিরুৎসাহিত না হয়ে অথবা হীনমন্যতা তৈরি না করে উন্নতির প্রয়োজন, এবং যদি তুমি ধারাবাহিকভাবে তোমার নিজের চরিত্রের উন্নতির জন্য কাজ করো, তাহলে তুমি যে সময় ব্যয় করবে তা অন্যদের উন্নতি কামনা করে নষ্ট করার চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। তোমার ইতিবাচক উদাহরণ এবং সুস্থ আচরণ অন্যদের পরিবর্তন করার ক্ষমতা তোমার ইচ্ছা, রাগ এবং কথার চেয়েও বেশি।

হে প্রভু, তুমি সকল কল্যাণের উৎস এবং সকল শক্তির উৎস। আমাদের আশীর্বাদ করো যাতে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের বৌদ্ধিক আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকাশে তোমার আশীর্বাদ প্রতিফলিত করতে পারি। তুমি নক্ষত্রের দীপ্তি, পরমাণুতে শক্তি, হৃদয়ে দয়া এবং সত্যের সৌন্দর্য। তোমার সর্বোচ্চ শক্তি, তোমার অসীম জ্ঞান এবং তোমার অসীম সত্যতা দিয়ে আমাদের পূর্ণ করতে সাহায্য করো।

প্রভু, আসুন আমরা স্বীকার করি যে আপনি স্বাস্থ্যের উৎস, জীবনের সমুদ্র এবং সমস্ত বোধগম্যতা ও জ্ঞানের উৎস। আমাদের অজ্ঞতা ও তার প্রভাব, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত করুন,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

***

আমি সকলের সেবা করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি , কিন্তু যখন আমি আমার নির্জনতায় প্রতিফলিত হই , তখন আমি কাউকে আমার চিন্তাভাবনা ব্যাহত করতে দিই না। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা করতে পারে , কিন্তু ঈশ্বরের সাথে আমার প্রতিদিনের সাক্ষাৎকে অবহেলা বা উপেক্ষা করা উচিত নয়।

যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে , থেমে সাবধানে বিবেচনা করুন এবং আপনার মন, শরীর এবং আত্মার উপর এর পরিণতি এবং প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা করুন। বাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ড মুক্তি নয় , কারণ সম্প্রীতি এবং অগ্রগতির নিয়মের বিপরীতে কর্মকাণ্ড ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ করবে। বিপরীতে , বিচক্ষণতা এবং বিবেকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্মকাণ্ড পুণ্যময় এবং স্বাধীনতা বয়ে আনে।

যখন তুমি ভালো কিছু করার সিদ্ধান্ত নাও , অথবা খারাপ কিছু করা থেকে বিরত থাকো , এবং সেই সিদ্ধান্তে অটল থাকো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করো , তখন জেনে রাখো যে তোমার স্বাধীনতা প্রচুর।

ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর অনুসন্ধান এবং তাঁকে খুঁজে পেতে আমাদের দেওয়া পছন্দের স্বাধীনতা ব্যবহার করি , কিন্তু তিনি আমাদের উপর নিজেকে চাপিয়ে দিতে চান না।

ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার এবং তাঁকে জানার আকাঙ্ক্ষা নিজে থেকে আসে না , বরং এটিকে সক্রিয় এবং লালিত করতে হবে। এই আকাঙ্ক্ষা ছাড়া জীবনের কোন মূল্য বা স্বাদ নেই।

তোমার আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিকে তোমার চিন্তাভাবনাকে পরিচালিত করতে দাও , আর তুমি যেখানেই যাও না কেন সাফল্য তোমার সাথে থাকবে।

ঈশ্বরের কাছে আমি আমার কণ্ঠস্বর , আমার হাত, আমার পা, আমার হৃদয় , আমার শরীর, আমার অনুভূতি , আমার ইচ্ছা এবং সবকিছু উৎসর্গ করছি।

ভালোবাসা হলো সেই আধ্যাত্মিক অস্ত্র যা সকল যুদ্ধের অবসান ঘটায়

[illegible] [illegible] [illegible] [

অন্ধকার থাকতে পারে না। এই দর্শনের দ্বারা আমাদের বেঁচে থাকা উচিত।

জীবনের চাকা কখনোই ঘুরতে থামে না , এবং আমাদের জীবনের দিনগুলি দ্রুত চলে যায়। আমরা যে মিনিটে স্পষ্টভাবে চিন্তা করি এবং বিজ্ঞতার সাথে কাজ করি তা আমাদের সুখের জন্য একটি সফল এবং লাভজনক বিনিয়োগ।

অনেক মানুষ তাদের পুরো জীবন অর্থ , যৌনতা এবং খ্যাতি নিয়ে চিন্তা করে কাটায় , এবং খুব কমই এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করে যা তাদের মানসিক শান্তি দেয় এবং তাদের সচেতনতাকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে।

একজন ব্যক্তির ভূমিকা যতই নম্র হোক না কেন , যদি সে তার সময়কে বিজ্ঞতার সাথে ব্যয় করতে এবং তার চিন্তাভাবনাকে সঠিক দিকে পরিচালিত করতে জানে , তাহলে সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সফল বলে বিবেচিত হবে।

যখন একজন ব্যক্তির উপর ঈশ্বরের আলো জ্বলে , তখন সে অনুভব করে না যে তার কোনও কিছুর প্রয়োজন আছে কারণ যে আনন্দ তাকে অভিভূত করে তা তার সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করে এবং তাকে গভীরভাবে অনুভব করায় যে সে এই জীবনে সবচেয়ে ধনী এবং সবচেয়ে সুখী।

আলোর টানেল

যাদের আধ্যাত্মিক চেতনা আলোকিত চিন্তা , সৎকর্ম , সদয় অনুভূতি এবং গভীর ধ্যানের মাধ্যমে জাগ্রত হয় তারা আধ্যাত্মিক চোখের মাধ্যমে প্রস্থানের শেষ মুহূর্তে দেহ থেকে তাদের প্রস্থান অনুভব করতে পারেন। তাদের পার্থিব প্রবাসের সময় , যোগী পদার্থ এবং আত্মার সীমানায় আধ্যাত্মিক চোখের সুড়ঙ্গ দেখার অনুশীলন করেন এবং পৃথিবী ত্যাগ করার মুহূর্তে , তারা এই আলোকিত সুড়ঙ্গে প্রবেশ করতে পারেন এবং এই পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের আলো , আনন্দ , শান্তি এবং পরম স্বাধীনতার অসীম রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন।

{আলোর উপর আলো}

[illegible]

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]:

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দুর্গন্ধযুক্ত স্কঙ্কের কাছে যেতে চায় না —অনুষ্ঠানের অজুহাত দিয়ে —সবাই তা এড়িয়ে চলে। একইভাবে, একজন নার্ভাস, আবেগপ্রবণ এবং তর্কপ্রবণ ব্যক্তি অন্যদের বিরক্ত করে এবং তাড়িয়ে দেয়। আমরা প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো হতে চাই যা হৃদয়কে আনন্দিত করে এমন মিষ্টি সুবাস নির্গত করে। আসুন আমরা যেখানেই যাই এবং যেখানেই থাকি না কেন শান্তির সুবাস এবং মঙ্গলের বাতাস ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি।

ঈশ্বরের রাজ্য মেঘের মধ্যে বা মহাকাশের কোন নির্দিষ্ট স্থানে নয়। আমরা যখন চোখ বন্ধ করি তখন আমরা যে অন্ধকার দেখতে পাই তার বাইরে, এবং যখন আমরা ধ্যান ও প্রার্থনা করি, তখন কপালে অবস্থিত আত্মার চোখ আমাদের ভিতরে খুলে যায়, এবং আমরা একটি আশীর্বাদপূর্ণ আলো দেখতে পাই এবং শরীরের প্রতিটি কোষে আনন্দ অনুভব করি, এবং আমরা অনুভব করি যে পর্দা উঠে গেছে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য একটি গোপন দরজা খুলে গেছে।

ঈশ্বর হলেন এক চির-নবীকরণযোগ্য আনন্দ, এক আনন্দ যা সর্বব্যাপী। আমাদের অবশ্যই সেই আনন্দের সাথে একতা অনুভব করতে হবে যা আমাদের মধ্যে বাস করে এবং অসীমকে ঘিরে থাকে।

ঘন পদার্থের কম্পনের সীমানার বাইরেও রয়েছে অসীম, সর্বব্যাপী চেতনা, যা বর্ণনার বাইরে, তার সমস্ত গৌরব, বিশালতা এবং সীমাহীনতায়। এটি স্বর্গরাজ্য, একটি চিরন্তন, সীমাহীন এবং অন্তহীন সচেতন আনন্দ।

যখন আত্মার উপলব্ধি প্রসারিত হয়, এবং সর্বত্র তার উপস্থিতি অনুভব করে, তখন এটি ঐশ্বরিক আত্মার সাথে একীভূত হয়।

দিগন্তে অধিষ্ঠিত পরম অসীমের মহিমা, যেখানে স্বর্গ সমুদ্রের সাথে মিলিত হয় এবং আমাদের ভিতরের শান্তিতে অধিষ্ঠিত পরম অসীমের মহিমা; ভিতরের অসীমের উপর মনোনিবেশ করে, আমরা তার অসীম শক্তি অর্জন করতে পারি।

বই পড়াশোনা অথবা মানুষের কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান সীমিত জ্ঞান, অন্যদিকে ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি পাওয়া জ্ঞান

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

সত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত।

আমাদের স্রষ্টা আমাদের ভালোবাসা, বোধগম্যতা, অন্তর্দৃষ্টি, সদিচ্ছা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির এক অফুরন্ত সম্পদ দান করেছেন, তবুও আমাদের বেশিরভাগই এই সম্পদ এমন কোনও কিছুর পিছনে নষ্ট করে ফেলেছি যা ঈশ্বর চান না যে আমরা নিরাপত্তা, শান্তি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় বাস করি, যেমনটি একটি মহৎ এবং প্রেমময় পরিবারের জন্য উপযুক্ত, কিন্তু লোভ এবং স্বার্থপর গণনা আমাদের হৃদয়ে শিকড় গেড়েছে এবং আমাদের মধ্যে বিভেদ বপন করেছে।

ঈশ্বর আমাদের প্রভু হতে চান, কিন্তু আমরা দাস হতে বেছে নিয়েছি

মানুষ তার স্বর্গীয় আবাস থেকে অনেক দূরে সরে গেছে এবং ঈশ্বরের কাছাকাছি এবং ঈশ্বরকে তার কাছাকাছি অনুভব করার অভ্যন্তরীণ স্বর্গ হারিয়েছে, এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়া সে সেই স্বর্গ ফিরে পেতে সক্ষম হবে না।

ঈশ্বর আমাদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এই সত্য আমাদের মন থেকে দূরে সরে গেছে। আমরা এই ভ্রান্ত ধারণার কাছে বশীভূত হয়ে পড়েছি যে আমাদের ভাগ্য কষ্ট এবং আমাদের ভাগ্য ধ্বংস। এর পিছনের উজ্জ্বল সত্যটি দেখতে আমাদের জ্ঞানের ছোরা দিয়ে ভ্রমের আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

?আমরা কারা এবং আমাদের আসল স্বরূপ কী

মানুষের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য আছে, তা সে তাদের মনস্তাত্ত্বিক বা মানসিক গঠনে, জীবনে তারা যে ভূমিকা পালন করে, যে কাজ ও কার্যকলাপ অনুসরণ করে, অথবা যে আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। কিন্তু এই সমস্ত পার্থক্যের আড়ালে দুটি জিনিস লুকিয়ে আছে যা প্রতিটি মানুষ ব্যতিক্রম ছাড়াই চায় এবং প্রয়োজন। একটি হল সকল ধরণের ব্যথা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি। অন্যটি হল সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী সুখ - সম্পূর্ণ তৃপ্তি, যেখানে শান্তি, প্রেম, প্রজ্ঞা এবং আনন্দ বাস করে।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [

চৌম্বকীয় সমীকরণ

একজন শক্তিশালী উপস্থিতি এবং মন্দ প্রবণতা সম্পন্ন
ব্যক্তি + একজন দয়ালু কিন্তু দুর্বল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন
ব্যক্তি = মন্দ চুম্বকত্ব দয়ার উপর প্রাধান্য পায়

একজন দুর্বল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যার মন্দ
প্রবণতা আছে + একজন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যার
ভালো প্রবণতা আছে = ভালো চুম্বকত্ব মন্দকে জয় করে

দুর্বল আধ্যাত্মিক চুম্বকত্ব + অশুভ জৈবচুম্বকত্ব =
শক্তিশালী অশুভ চুম্বকত্ব

শক্তিশালী নৈতিক শক্তি + দুর্বল নৈতিক শক্তি =
বৃহত্তর নৈতিক শক্তি

যে ব্যক্তি রাগান্বিত এবং হিংস্র + যে ব্যক্তি ভদ্র
এবং দয়ালু = রাগের চুম্বকত্ব ভদ্রতার উপর প্রাধান্য
পায়

দৃঢ় , ভারসাম্যপূর্ণ এবং শান্ত স্বভাব + এমন স্বভাব
যা কখনও কখনও অসন্তুষ্টির দিকে ঝোঁক দেয় = প্রশান্তির
চুম্বকত্ব বিরাজ করে

দীর্ঘস্থায়ীভাবে বদ্ধমূল ব্যর্থতা + কম বদ্ধমূল
ব্যর্থতা = শক্তিশালী ব্যর্থতার চুম্বকত্ব

শক্তিশালী ইতিবাচক সাফল্য + কম ইতিবাচক সাফল্য =
বর্ধিত সাফল্য

শক্তিশালী ব্যর্থতা কম্পন + শক্তিশালী সাফল্য কম্পন
= হয় শক্তিশালী ব্যর্থতা চুম্বকত্ব অথবা শক্তিশালী
সাফল্য চুম্বকত্ব , পরিবেশ এবং অবস্থার উপর নির্ভর করে

একটি শক্তিশালী , সুস্থ মন + সম্পূর্ণ অজ্ঞতা = হয়
চতুরতা এবং দক্ষতা অথবা অজ্ঞতা এবং বোকামি

অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি + অসাধারণ ব্যবহারিক শক্তি
= আধ্যাত্মিক চুম্বকত্ব - একটি সত্যিকার অর্থে অসাধারণ
ব্যবহারিক শক্তি

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible] - [illegible] - [illegible]
[illegible]
[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

* * *

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

যদি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ সত্য পৌঁছে দিতে পারত, তাহলে আমরা পৃথিবীকে ইলেকট্রনের নদী হিসেবে এবং প্রতিটি ধুলোর কণাকে আলোর ঘূর্ণায়মান ভর হিসেবে দেখতে পেতাম। যারা বস্তুগত জগত ভেদ করে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে তারা মায়ার প্রকৃতি বোঝে এবং সত্যের সারমর্ম জানে।

* * *

আফ্রিকার জঙ্গলে, যুদ্ধক্ষেত্রে, অসুস্থতায় বা দারিদ্র্যে ভুগছেন, নিজেকে বোঝাতে হবে যে ঈশ্বরের হাত যেকোনো বিপদের চেয়ে শক্তিশালী এবং যারা তাঁর আশ্রয় চায় তাদের রক্ষা করতে সক্ষম। সুরক্ষার এর চেয়ে কার্যকর উপায় আর নেই। অবশ্যই, ঘটনাগুলি মোকাবেলা করার সময় যুক্তি ব্যবহার করতে হবে এবং একই সাথে ঐশ্বরিক সাহায্যের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে।

* * *

সকল প্রাণীর হৃদয়ে যে ভালোবাসা বাস করে—সকল মা, বাবা, বন্ধু এবং প্রিয়জনের ভালোবাসা—তা ঐশ্বরিক ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত।

* * *

প্রধান এবং গৌণ কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে, কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের চেয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অধিকন্তু, কোনও কর্তব্যই অন্য কর্তব্যের বিরোধিতা করা উচিত নয়। শাস্ত্র আমাদের বলে যে যখন একটি কর্তব্য অন্য কর্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন এটি প্রমাণ করে যে এটি একটি প্রকৃত কর্তব্য নয়।

* * *

সূর্যের প্রাণবন্ত রশ্মি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আমি দরিদ্র ও পরিত্যক্তদের [যাদের সমাজ পরিত্যক্ত করেছে] হৃদয়ে আশার রশ্মি ছড়িয়ে দেব, এবং যারা নিজেদের ব্যর্থ মনে করে তাদের হৃদয়ে নতুন সংকল্প জাগিয়ে তুলব।

* * *

:শিক্ষক পরমহংস তাঁর এক শিষ্যকে বললেন
তোমার ভালোবাসার বৃত্ত থেকে কাউকে বাদ দিও না, সবাইকে "
"তোমার হৃদয়ে রাখো, তারা তোমাকে তাদের হৃদয়ে রাখবে।

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

বৌদ্ধিক , নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে প্রয়োগ করি , তাহলে আমাদের সাফল্যের একটি সম্পূর্ণ এবং ব্যাপক সংজ্ঞা থাকবে।

* * *

এই সীমিত পৃথিবীতে , আমরা দৈর্ঘ্য , প্রস্থ এবং ঘনত্ব উপলব্ধি করি , কিন্তু আরেকটি স্তর আছে যেখানে মাত্রা বিদ্যমান নেই ; সবকিছুই স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ - সবকিছুই চেতনা এবং উপলব্ধি স্বাদের অনুভূতি হল উপলব্ধি , যেমন গন্ধের অনুভূতি আমাদের অনুভূতি , চিন্তাভাবনা এবং দেহ হল চেতনার অবস্থা ঠিক যেমন আমরা স্বপ্নে দেখতে , শুনতে , ঘ্রাণ নিতে , স্বাদ নিতে এবং স্পর্শ করতে পারি , তেমনি , সেই উচ্চতর স্তরেও , আমরা কি বিশুদ্ধ চেতনার মাধ্যমে এই সমস্ত ?সংবেদনগুলি অনুভব করি

* * *

হে প্রভু , তোমার নৈকট্য অনুভব করে আমাদের সুখী করো , আকাঙ্ক্ষার শৃঙ্খল থেকে আমাদের মুক্ত করো , এবং আমাদের এমন একটি অভ্যন্তরীণ আনন্দ দান করো যা জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তার পরিবর্তনশীল ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

* * *

যখন আমাদের মন উচ্চতর উপলব্ধির সাথে তাল মিলিয়ে চলে , তখন আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং আমরা ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং প্রেমের আশ্চর্যজনক বিস্ময় অনুভব করি।

* * *

আমরা যদি ঈশ্বরকে পুরোপুরি ভালোবাসি এবং আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং হৃদয় দিয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাই , তাহলে আমরা তাঁর নিকটবর্তী বোধ করব এবং আমরা দেখতে পাব যে তিনিই জীবনের নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল।

* * *

আপাতদৃষ্টিতে শূন্য , বিশাল মহাকাশের মধ্যে , একটি মহাজাগতিক সংযোগ এবং একটি অনন্ত জীবন রয়েছে যা আমাদের মহাবিশ্বের সমস্ত জীবন্ত এবং জড় জিনিসের সাথে একত্রিত করে - সমস্ত অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সর্বোচ্চ জীবনের একটি তরঙ্গ অনন্তকাল আমাদের আসল আবাস এবং স্থায়ী আবাস, এবং এই দেহগুলিতে আমাদের অস্তিত্ব অস্থায়ী ,

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

তাদের সান্ত্বনা , শান্তি , তৃপ্তি এবং সংক্ষেপে সুখ দিয়েছিল।

তারা তাদের সুখের জন্য বাহ্যিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেনি , বা এমন বাহ্যিক পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করেনি যা তাদের সুখ কেড়ে নেবে। তাদের আরাম , শান্তি , সুখ এবং তৃপ্তির অনুভূতি ছিল স্বাভাবিক , স্বাভাবিক , সুস্থ এবং স্থায়ী। আমরা যদি সুখ পেতে চাই , তাহলে আমাদেরও এই অনুভূতিগুলি গড়ে তোলা উচিত। আর আমাদের ?মধ্যে কে তা করে না

ভাগ্য হলো অতীতের স্বাধীন ইচ্ছা বা পছন্দের স্বাধীনতার অনুশীলনের ফলাফল। আমাদের অতীতের স্বাধীন ইচ্ছার অনুশীলনের মাধ্যমে , আমরা নিজেদের উপর ভাগ্য এবং ভাগ্য বয়ে এনেছি এবং বয়ে আনছি। যাইহোক , আমরা অতীতের দ্বারা আবদ্ধ নই , এবং আমাদের কর্মের পরিণতির দ্বারা আমরা চিরকাল আবদ্ধ নই। আমরা যা বপন করেছি তা বাতিল করতে পারি এবং যা লিখেছি তা মুছে ফেলতে পারি যদি আমরা আমাদের পথ সংশোধন করতে এবং আমাদের ফসলের মান উন্নত করতে চাই এবং চেষ্টা করি।

যদি আমরা বেদনাদায়ক পরিণতিসম্পন্ন কর্মের বীজগুলো নির্মূল করি এবং তাদের স্থানে আত্মার প্রকৃতির সাথে আরও উপযুক্ত বীজ রোপণ করি , তাহলে আত্মার মাটিতে বপন করা সেই ভালো বীজগুলো থেকে আমরা অবশ্যই সুখের ফল পাব। আমরা যদি আরও বেশি সুখ অর্জন করতে চাই অথবা দুঃখ ও যন্ত্রণা কমাতে চাই , তাহলে আমাদের এখনই, এখনই নয় , আগামীকাল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

অতএব, সুখের শর্তগুলি মানুষের মধ্যেই নিহিত , এবং তাকে যা করতে হবে তা হল সেই সমীকরণটি গুরুত্ব সহকারে মোকাবেলা করা যা ভুল করে না , এবং যদি সে সর্বোত্তম মূল্যায়ন করে এবং এর সাথে মোকাবিলা করে তবে ফলাফল তার পক্ষে হবে।

হে প্রভু , আমার সত্তা তোমার প্রাণশক্তিতে , আমার হৃদয় তোমার সান্ত্বনা ও করুণাপূর্ণ উপস্থিতিতে , আমার মন তোমার

অক্লান্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে , সেই ইচ্ছার মধ্যে অপরিসীম দৃঢ় সংকল্প এবং শক্তি রয়েছে। এই অভ্যন্তরীণ ফিসফিস যান্ত্রিক প্রার্থনার চেয়ে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর , যা কেবল ঠোঁটকে নাড়া দেয়। যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা এভাবেই কাজ করে। তারা তাঁর প্রতি অবিরাম ভালোবাসা ফিসফিস করে, তাদের হৃদয়গ্রাহী ফিসফিস তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে অশ্রাব্য থাকে। এই হৃদয়গ্রাহী ফিসফিস তাদের বিভ্রান্ত করে না বা তাদের অন্যান্য কর্তব্যের সাথে দ্বন্দ্ব করে না। ঈশ্বরের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে , তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা আরও গভীর এবং তীব্র হয় , যতক্ষণ না তারা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে এবং আত্মার চোখ দিয়ে তাঁর আলো দেখে। তারা অপ্রতিরোধ্য আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করে এবং বর্ণনার বাইরে শান্তি অনুভব করে।

ঈশ্বর আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলি পাঠান যাতে আমরা সেগুলি থেকে উপকৃত হতে পারি এবং বোধগম্যতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি। যে কেউ এই শিক্ষাগুলি এড়িয়ে চলে, সে যত সময়ই লাগুক না কেন , সেগুলি শিখতে বাধ্য হবে।

প্রতিটি পরীক্ষাই আমাদের বন্ধু , যদি আমরা তা থেকে শিক্ষা নিই , আর যদি আমরা সুযোগ নষ্ট করি এবং অভিযোগ , বিরক্তি এবং দুর্বল বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে এর অপব্যবহার করি, তাহলে আমরা এক অত্যাচারী স্বৈরশাসক।

যখন আমাদের জীবনের প্রতি সঠিক ধারণা এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে , তখন এটি সুন্দর এবং জটিলতামুক্ত হয়ে ওঠে।

-

মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রভু , এবং তাঁর গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আমি তাঁর সাথে
সংযোগ স্থাপন করতে পারি।

আমার প্রিয় ঈশ্বর , আমি বুঝতে পারি যে আমার
চিন্তাভাবনা আমাকে ব্যর্থতা বা সাফল্য এনে দেবে , আমার
জীবনে কোন ধারণাটি সবচেয়ে শক্তিশালী তার উপর নির্ভর করে
এবং আমি মনে রাখার চেষ্টা করব যে আপনি আপনার সাহায্যের হাত
বাড়িয়ে দিচ্ছেন এবং আমার সাফল্যের পথ প্রস্তুত করছেন।

যখন আমার উপর বিপদ ও দুর্ভাগ্য আসে , তখন আমি আমার
শক্তি কাজে লাগাই এবং সেগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য আমার
সংকল্পকে শক্তিশালী করি। আমি সকলের সাথে আমার আচরণে
আন্তরিক ও সৎ থাকব , এবং আমি ভালোবাসা ও শুভকামনার
চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেব। তারপর ঈশ্বর তাঁর শক্তি ও
প্রজ্ঞা দিয়ে আমাকে সমর্থন করবেন।

আধ্যাত্মিক রোগ এবং তাদের চিকিৎসা
গুরু পরমহংস যোগানন্দ

এমন কিছু মানব ব্যক্তিত্ব কল্পনা করার চেষ্টা করুন
:যারা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈষম্যপূর্ণ
একটার মাথা ছোলার ডালের মতো ছোট আর শরীরটা উটের মতো
!বিশাল
আরেকজনের হাত স্যামসন বা হারকিউলিসের হাতের মতো
!শক্তিশালী এবং শরীরটা বামনের শরীরের মতো
আর তৃতীয়টির মাথাটি বিশাল হাতির মতো আর শরীরটি একটি
!ক্ষুরধার ইঁদুরের মতো
যদি তুমি হঠাৎ করে অদ্ভুত এবং অসঙ্গত রচনার সাথে ঐ
প্রাণীদের একটি ভিড় দেখতে পাও , তাহলে কি সেই দৃশ্য তোমার
কাছে অবাক এবং বিস্মিত হবে না , অথবা দুঃখজনক এবং অনুতপ্ত
?হবে না

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হয়নি; এটি জীবনের রহস্যগুলির মধ্যে একটি, যা নিজেই একটি মহান রহস্য।

কিন্তু যখন আমরা জীবন বিশ্লেষণ করি এবং এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করি তখন রহস্য উন্মোচিত হয়। যদি আপনি প্রতিদিন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে নিজেকে পরীক্ষা করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার অনেক অপূর্ণ ইচ্ছা রয়েছে। এই ইচ্ছাগুলি মারাত্মক জীবাণুর মতো যা একজন ব্যক্তি যেখানেই যান না কেন, এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সাথে বহন করে।

সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এই জীবনের ক্ষতিকারক আকাঙ্ক্ষাগুলোকে বিজ্ঞতার সাথে বেছে নেওয়া এবং তোমার ভালো আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তোমার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করা। যদি তুমি আত্মহত্যা করার বা অন্যায় কিছু করার তাগিদ অনুভব করো, তাহলে তোমাকে এখনই সেই তাগিদ দূর করতে হবে। চিন্তাভাবনা এবং কাজে নিজেকে বোঝাতে হবে যে তোমার আত্মার মধ্যে দেবত্বের স্ফুলিঙ্গ আছে, এবং মনে রাখতে হবে যে তুমি সর্বশক্তিমানের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, এবং তাই তোমার শারীরিক প্রকৃতি এবং অভ্যাসকে অতিক্রম করার ক্ষমতা তোমার আছে।

বিলাসিতায় কম আসক্ত থাকুন এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও বিচ্ছিন্ন থাকুন, তাহলে আপনি জীবনের যুদ্ধে জিতবেন। যদি আপনি অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছেন, তাহলে যতটা সম্ভব শারীরিক সচেতনতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করুন। বিচক্ষণতার মাধ্যমে, আপনি ইন্দ্রিয়গুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারেন। বিচক্ষণতা হল আগুন যা ক্ষতিকারক আকাঙ্ক্ষা এবং ধ্বংসাত্মক ক্ষুধাগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

বাড়ির এক কোণে পুরাতন, জীর্ণ এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা এবং সময়ে সময়ে ঘর পরিষ্কার করা মানুষের জন্য একটি সাধারণ অভ্যাস। একইভাবে, আপনার অবচেতন মনের কোণে অনেক ইচ্ছা লুকিয়ে থাকে যার মধ্যে রয়েছে সুপ্ত ক্ষতি, যা যদি আপনি সঠিকভাবে মোকাবেলা না করেন তবে একদিন আপনার জন্য বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে।

আধ্যাত্মিক পথে আত্ম-বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ঘৃণ্য, খিটখিটে, অথবা দ্রুত রেগে যেতে পারেন। যদি তাই হয়, তাহলে আপনার চেতনায় সঞ্চিত এই

[illegible] [illegible] [illegible] [

যীশু খ্রীষ্টের শক্তির কথা ভাবুন যিনি বলেছিলেন, "পিতা, তাদের ক্ষমা করুন, কারণ তারা যা জানে না তা কীভাবে করতে হয় তা জানে না"

আর মহান নবীর কথা ভাবুন যিনি বলেছেন: “আমি কি তোমাদের বলব না যা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে?” তারা বলল: “হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।” তিনি বললেন: “যে তোমার প্রতি অজ্ঞ, তার প্রতি ধৈর্য ধরো, যে তোমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে, তাকে দান করো, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং যে তোমার উপর অন্যায় করে, তাকে ক্ষমা করো।”

তোমার আলোকিত বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা তোমার পথে আলো এবং তোমার জীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনবে। যখন তুমি তোমার হৃদয়ে কোন ইচ্ছা পূরণের তীব্র তাড়না অনুভব করো, তখন তোমার বিচক্ষণতা ব্যবহার করো এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো: "আমি যে ইচ্ছা পূরণ করতে চাইছি তা কি ভালো না খারাপ?"

অনেক কারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। যখন কেউ একটি নতুন মডেলের গাড়ি দেখে, তখন সে তার মতো একটি গাড়ির মালিক হতে চায়। যখন সে একটি নতুন স্টাইলের বাড়ি দেখে, তখন সে তার মতো একটি গাড়ির মালিক হতে চায়। একটি নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং মানুষ সেই স্টাইলটি কিনতে এবং পরতে আগ্রহী হয়!

আকাঙ্ক্ষা কোথা থেকে আসে? আমি ঘন্টার পর ঘন্টা এই চিন্তা করে কাটিয়েছি যে তুমি কি তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারো? আমি সেগুলিকে সাজাতে পেরেছি এবং শুধুমাত্র ভালো আকাঙ্ক্ষাগুলিকে রাখতে পেরেছি। আর যখন আমি ঐশ্বরিক যোগাযোগ অর্জন করলাম, তখন দেখলাম যে আমার সমস্ত ভালো আকাঙ্ক্ষা একযোগে পূর্ণ হয়েছে। আজ তুমি কিছু কামনা করো, আর আগামীকাল তোমার আত্মা অন্য কিছুর জন্য আকুল। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত তোমার মন এই পৃথিবীর জিনিসপত্র দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না, এবং তা কখনও হবে না, কারণ, আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি তোমার আত্মার সবচেয়ে মূল্যবান এবং মূল্যবান ধন হারিয়েছ, যিনি একমাত্র তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার এবং তোমার ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা রাখেন। সেই হারানো ধন হলেন ঈশ্বর।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অনেক মানুষ তাদের পুরো জীবন অর্থ , যৌনতা এবং খ্যাতি নিয়ে চিন্তা করে কাটায় , এবং খুব কমই এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করে যা তাদের মানসিক শান্তি দেয় এবং তাদের সচেতনতাকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে।

একজন ব্যক্তির ভূমিকা যতই নম্র হোক না কেন , যদি সে তার সময়কে বিজ্ঞতার সাথে ব্যয় করতে এবং তার চিন্তাভাবনাকে সঠিক দিকে পরিচালিত করতে জানে , তাহলে সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সফল বলে বিবেচিত হবে।

যখন একজন ব্যক্তির উপর ঈশ্বরের আলো জ্বলে , তখন সে অনুভব করে না যে তার কোনও কিছুর প্রয়োজন আছে কারণ যে আনন্দ তাকে অভিভূত করে তা তার সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করে এবং তাকে গভীরভাবে অনুভব করায় যে সে এই জীবনে সবচেয়ে ধনী এবং সবচেয়ে সুখী।

আলোর টানেল

যাদের আধ্যাত্মিক চেতনা আলোকিত চিন্তা , সৎকর্ম , সদয় অনুভূতি এবং গভীর ধ্যানের মাধ্যমে জাগ্রত হয় তারা আধ্যাত্মিক চোখের মাধ্যমে প্রস্থানের শেষ মুহূর্তে দেহ থেকে তাদের প্রস্থান অনুভব করতে পারেন। তাদের পার্থিব প্রবাসের সময় , যোগী পদার্থ এবং আত্মার সীমানায় আধ্যাত্মিক চোখের সুড়ঙ্গ দেখার অনুশীলন করেন এবং পৃথিবী ত্যাগ করার মুহূর্তে , তারা এই আলোকিত সুড়ঙ্গে প্রবেশ করতে পারেন এবং এই পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের আলো , আনন্দ , শান্তি এবং পরম স্বাধীনতার অসীম রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন।

{আলোর উপর আলো}

চোখ হলো দেহের প্রদীপ। [আধ্যাত্মিক]

যদি তোমার চোখ একা থাকে

তাহলে তোমার পুরো শরীর আলোয় ভরে যাবে।

{আর আলো অন্ধকারে জ্বলে , আর অন্ধকার তা জানে না }

শব্দের চেয়ে অন্যদের আত্মার উপর আরও গভীর এবং গভীর প্রভাব ফেলে।

ছোট স্টপ

:আন্তরিকতার উজ্জ্বলতা

কিছু মানুষ হাসিমুখে তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে , কিন্তু এই ধরণের মুক্তির জন্য প্রয়োজন একটি বিশুদ্ধ বিবেক , ভণ্ডামি এবং প্রতারণা থেকে মুক্ত। যখন একজন ব্যক্তি নিজের এবং অন্যদের সাথে সৎভাবে আচরণ করেন, এবং মহৎ ও সততার সাথে কাজ করেন , তখন তাদের চোখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাদের থেকে এক অনন্য উজ্জ্বলতা নির্গত হয় - আন্তরিকতার অস্পষ্ট আভা।

:সততা

কিছু মানুষ সততার নামে অনেক কিছু বলে , কিন্তু তুমি সবার সাথে সবকিছু নিয়ে কথা বলতে পারো না। যখন তুমি উপদেশ এবং নির্দেশনা দাও , তখন কিছু মানুষ তোমার কথা ভুল বোঝে এবং তোমার কথা থেকে কিছুই লাভ হয় না ; এটি একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং একটি অপ্রশংসিত প্রচেষ্টা। এই ধরনের ক্ষেত্রে নীরবতা সুবর্ণ , কিন্তু এর অর্থ কোনওভাবেই অন্যায় সম্পর্কে নীরব থাকা নয়।

:স্ব -সম্প্রীতি

আত্ম -সম্প্রীতি সত্যিই অসাধারণ। বেশিরভাগ মানুষই জানেন অন্যদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকা কতটা কঠিন , কিন্তু আপনি কি কখনও নিজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার কথা ভেবেছেন ? এটা অবিশ্বাস্যরকম কঠিন , তবুও সম্ভব। যদি আপনি নিজেকে বিশ্লেষণ করেন , তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি ক্রমাগত নিজের সাথে মতবিরোধে ভুগছেন। যদি আপনি নিজেকে ভালোবাসেন না , তাহলে আপনি অন্য কাউকে ভালোবাসবেন না। আর যদি একজন ব্যক্তি নিজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না থাকে , তাহলে তারা কীভাবে অন্যদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে ?পারে

[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যখন আমরা আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা এবং আন্তরিক আবেদনের মাধ্যমে আকাশকে নাড়াচাড়া করি এবং মন্থন করি , তখন আমরা ঐশ্বরিক প্রতিক্রিয়ার সারাংশ বের করব যার মধ্যে রয়েছে খাদ্য , আরোগ্য এবং সুখ।

যারা আধ্যাত্মিক পুষ্টি কামনা করেন , তাদের জন্য অতীতের হতাশা এবং ব্যর্থতা অপ্রাসঙ্গিক। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে , এবং কেউ আবার চেষ্টা করতে পারে , শুরু থেকেই প্রচেষ্টাটি পুনরাবৃত্তি করে। যারা ব্যর্থতায় হতাশ হন না , যাদের সংকল্প ট্র্যাজেডির দ্বারা দুর্বল হয় না এবং যারা অটল বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর তাদের সমর্থন করেন যারা অধ্যবসায়ী যারা সঠিক পথে আছে, এবং তিনি তাদের আশা , শক্তি এবং আশাবাদ প্রদান করেন, যতক্ষণ না তারা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করে।

চিন্তা হলো বিদ্যুতের মতো একটি শক্তি , এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এটি চিন্তাভাবনা এবং চিন্তাভাবনার ধরণে ফিরে যায়।

বিদ্যুৎ উপকারী এবং ক্ষতিকারক উভয়ই ; যে কেউ এটিকে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করে সে এটিকে তাদের কাজে লাগায় অন্যথায় , এটি তাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করতে পারে এবং তাইও চিন্তা করে যদি এটি সঠিক পথে পরিচালিত হয় তবে এটি তার মালিকের জন্য সুখ বয়ে আনে , অন্যথায় এটি তার জন্য সমস্যা বয়ে আনে।

চিন্তাভাবনা বন্য ঘোড়ার মতো , তবুও এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব নয় , এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণের একটি উপায়।

সুস্থ চিন্তাভাবনা ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর অসুস্থ মন চির শত্রু।

সুস্থ চিন্তাভাবনা শান্তি ও নিরাপত্তা আকর্ষণ করে , অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর চিন্তাভাবনা মারাত্মক তীর ছুঁড়ে মারে যা তাদের মালিকের উপর দ্বিগুণ আঘাত করে। তাই বলা হয় ,

"পুরস্কার কর্মের মতোই" যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ভালো উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, ততক্ষণ তার চিন্তাভাবনা মশালে পরিণত হবে, যা আত্মার কক্ষগুলিকে আলোকিত করবে এবং অন্ধকারের স্তূপগুলিকে দূরে সরিয়ে দেবে, যাতে সে গভীর সান্ত্বনা অনুভব করে এবং তার চোখ তৃপ্তির হাসিতে জ্বলজ্বল করে! হাসি তোমার চোখে স্থায়ী হোক এবং তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

জীবন হলো একটা কলের মতো যা ফলপ্রসূ পরীক্ষা-নিরীক্ষার বীজ পিষে, জীবনের রুটি তৈরি করে। এটি একটা আঁকাবাঁকা রাস্তার মতো, দুপাশে লীলাভূমিতে ফুল, উজ্জ্বল প্রজাপতি আর ডালে সুস্বাদু ফলের গাছ, তবুও আমরা খুব কমই থামি। আসুন আমরা এর দৃশ্য উপভোগ করি এবং এর মাধুর্য উপভোগ করি; প্রকৃতপক্ষে, আমরা প্রায়শই ঝাঁকুনির উপর থাকি। বিস্তৃত অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্য, আমরা মনে করি আমরা যা দেখেছি তার চেয়েও মনোরম দৃশ্য আছে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা দূরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে ফুলের, ফলপ্রসূ পথে, আমরা এমন গাছ খুঁজে পাই যা তাজা হওয়ার চেয়ে বেশি অন্ধকার, এবং তারপর ফুলগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এর সাথে, প্রজাপতি এবং ফলগুলিও, কেবল তখনই নিজেদেরকে খুঁজে পায়। অনুর্বর মরুভূমিতে।

মানুষের জীবন সমুদ্রের জলের মতো, যা শুদ্ধ হয়ে যায় এবং সতেজ হয়ে ওঠে যখন আপনি উপরের বায়ুমণ্ডলে আরোহণ করেন। এটি একটি সকালের স্বপ্নের মতো, বয়সের সাথে সাথে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কারণ জিনিসগুলি তখন আরও স্পষ্ট এবং স্পষ্ট মনে হয়। এটি একটি যাত্রার মতো যেখানে আমরা দূরত্ব ভ্রমণ করার সাথে সাথে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়। তারপর আমরা যত কাছে যাই ততই একই দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়, ইত্যাদি।

জীবন জ্ঞানীদের হতাশ করে না, কারণ তারা দক্ষতার সাথে এটি মোকাবেলা করে এবং উপভোগ করে, এটিকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে দেয় না এবং তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে না। উদাহরণস্বরূপ, তারা জল উপভোগ করে। তারা এটি পান করে এবং এতে স্নান করে, কিন্তু তারা নিজেদেরকে এতে ডুবতে দেয় না। তারা তাদের পছন্দের পোশাক উপভোগ করে। আনুষ্ঠানিকতা এবং আনুষ্ঠানিকতাগুলিতে অতিরিক্ত আনুগত্য ছাড়াই যা অতিমাত্রায় বলে মনে করা হয়। তারা পেটুকতাকে সেগুলি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

ভেঙে ফেলে, তখন তারা সৃজনশীলতা এবং জীবনের সাথে ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়া করতে আরও সক্ষম হয়ে ওঠে।

যখন আপনি একটি নির্দিষ্ট ধারণাকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখেন এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তা ধারণ করেন, তখন সেই ধারণাটি একটি গতিশীল শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং যখন চিন্তাভাবনা গতিশীল হয়ে ওঠে, তখন এটি মনের মধ্যে আঁকা অদৃশ্য মানচিত্র অনুসারে সাফল্যের জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

মানুষ ব্যর্থ হয় কারণ তারা জীবনের কঠোর পরিস্থিতির কাছে হার মানে, প্রতিহত না করেই, বরং প্রতিহত করে।

ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন এবং সক্রিয়করণ প্রয়োজন

যারা প্রশান্তির অভয়ারণ্যে প্রবেশ করে তারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে এমন অন্যান্য আত্মার সাথে আধ্যাত্মিকভাবে যোগাযোগ করতে পারে এবং তারা গোলাপ এবং সমস্ত জীবের ভাষা বুঝতে পারে।

হে প্রভু, আমার ভালোবাসা এবং আকাঙ্ক্ষার উপর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত একমাত্র রাজা হোন

যারা ধ্যান করেন তারা গভীর শান্তির অনুভূতি অনুভব করেন এবং এই অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি অন্যদের সাথে থাকা সত্ত্বেও বজায় রাখা উচিত। ধ্যানে যা শেখে তা দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় অনুশীলন করা উচিত, কাউকে নিজের শান্তি বা প্রশান্তি নষ্ট করার সুযোগ না দিয়ে।

যখন আপনি একটি ভালো অভ্যাস তৈরি করতে চান অথবা একটি খারাপ অভ্যাস দূর করতে চান, তখন মস্তিষ্কের কোষগুলিতে মনোযোগ দিন যেখানে বিভিন্ন অভ্যাসের প্রক্রিয়াগুলি অবস্থিত।

একটি ভালো অভ্যাস প্রতিষ্ঠা করতে, প্রথমে চুপচাপ বসে ধ্যান করুন, ঐশ্বরিক সাহায্য প্রার্থনা করুন। আপনার মনকে ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করুন, যা আপনার ভ্রুর মাঝখানে কপালে অবস্থিত, এবং আপনার মস্তিষ্কে যে অভ্যাসটি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এই মহাজাগতিক নাটকে, সকল বর্ণের মানুষ সময়ের মঞ্চে জীবনের গল্পকে অভিনয় করে। আমাদের ক্ষণস্থায়ী ভূমিকা নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত বা অতিরঞ্জিত না হয়ে জীবনের অর্থ বুঝতে হবে।

জীবনের প্রতি আমাদের ধারণা প্রায়শই বিকৃত এবং বিচ্যুত হয় কারণ আমরা স্বার্থপরতার চোখ এবং সীমিত দিগন্ত দিয়ে দেখি। যদি আমরা আত্মার চোখ দিয়ে দেখি, তাহলে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখতে পেতাম।

যখন আমরা জ্ঞানের চোখ খুলি, তখন আমরা ঈশ্বরের সর্বব্যাপী আলো দেখতে পাই, এবং সেই আলোতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি উপলব্ধি করি, যা বিশ্বজগতের সমস্ত কণা এবং অংশে ব্যাপ্ত সর্বজনীন চেতনার প্রকৃতির প্রতিফলন।

আধ্যাত্মিক সত্য আমাদের ঘিরে আছে, আমাদের বন্ধ চোখের দরজায় কড়া নাড়ছে, অন্ধকারের পরিবর্তে আলো দেখতে, অজ্ঞতার পরিবর্তে জ্ঞান দিয়ে কাজ করতে, ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসা দিয়ে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং আমাদের পৃথিবীতে প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা আনতে সহযোগিতা করতে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। যখন আমরা তা করব, তখন অজ্ঞতা দূর হবে, পরিস্থিতিগত পার্থক্য দূর হবে, আমরা জনগণনায় ঐক্য দেখতে পাব এবং আমরা ঐশ্বরিক ইচ্ছার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠব।

ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক একজন নিয়োগকর্তা এবং একজন কর্মচারীর মধ্যেকার সম্পর্কটির মতো শীতল বা প্রেমহীন নয়। আমরা তাঁর পরিবার, আমাদের প্রতি তাঁর যত্ন অবিরাম, এবং তিনি সর্বদা আমাদের কথা শোনেন। আমরা তাঁর সত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত।

আমাদের স্রষ্টা আমাদের ভালোবাসা, বোধগম্যতা, অন্তর্দৃষ্টি, সদিচ্ছা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির এক অফুরন্ত সম্পদ দান করেছেন, তবুও আমাদের বেশিরভাগই এই সম্পদ এমন কোনও কিছুর পিছনে নষ্ট করে ফেলেছি যা ঈশ্বর চান না যে আমরা নিরাপত্তা, শান্তি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় বাস করি,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

আমি হেসে উত্তর দিলাম : "হ্যাঁ ! তোমার হাতটি ক্রমাগত বোতামের সাথে বাজছিল , এবং বোতামটি হৃদয়ের সাথে সারিবদ্ধ "ছিল

ওই বোতামটা ছিল সেই দৈত্য যে তোমার হৃদপিণ্ডে ব্যথা দিচ্ছিল। তাই আমি বোতামটা কেটে দিলাম এবং তোমাকে বললাম এটা বদলাতে বা তোমার হৃদপিণ্ডে হাত রাখতে না। এভাবে , তোমার হৃদপিণ্ড চাপ থেকে মুক্তি পেল এবং তোমাকে কষ্ট দেওয়া !বন্ধ করে দিল

সবকিছু দ্রুত এগোচ্ছে , এবং মানুষ অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত। স্বাভাবিকভাবেই , সময় নষ্ট করে ঋতুকে পাশ কাটিয়ে খালি হাতে শেষ হওয়ার চেয়ে পৃথিবীর দানশীলতা অর্জন করা ভালো। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ফসল কাটা উচিত : ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাঁকে জানা। প্রকৃত সুখ অর্জনের একমাত্র উপায় হল এই পৃথিবীতে কিছু অর্জন করা এবং আধ্যাত্মিক সাফল্য অর্জন করা।

যারা ঈশ্বরকে জানেন তারা ঈশ্বরের ধ্যান না করে এবং তাদের মন ও দেহকে আশীর্বাদপূর্ণ ঐশ্বরিক শক্তিতে ভরিয়ে না দিয়ে তাদের দৈনন্দিন কর্তব্য শুরু করেন না।

পৃথিবীর অনেক দাবি তাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনকারীদের বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং তাদের নির্বাচিত পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। কিন্তু যাদের দৃঢ় সংকল্প অটল তারা কোনও কিছুকেই তাদের পথ থেকে বিচ্যুত করতে দেয় না ; তারা কঠিন বা প্রতিকূল পরিস্থিতি নির্বিশেষে দৃঢ় সংকল্পের সাথে এগিয়ে যায়।

পৃথিবী আমাদের যা -ই দিক না কেন , তা আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে না , যারা পৃথিবীর সমস্ত ধন -সম্পদ এবং সম্পদের চেয়েও স্থিতিশীল , গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান কিছুর জন্য আকুল।

যখন একজন মানুষ মারা যায় - তুমি দীর্ঘজীবী হও - পৃথিবীর কোন শক্তি তার জন্য কিছুই করতে পারবে না। এই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার পর কে আমাদের সাহায্য করতে পারে ?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

শক্তির প্রবাহকে সহজতর করতে এবং আপনার মনকে শান্ত করতে এবং আপনার চিন্তাভাবনা পরিষ্কার করতে সহায়তা করবে।

জীবন কোন জরুরি পরিস্থিতি নয়; এটি একটি সুন্দর ঐশ্বরিক অভিব্যক্তি, এবং আমাদের এটি উপভোগ করা উচিত। মনে রাখবেন যে একটি হাসি একটি শক্তি; যদি আমরা এটি ব্যবহার না করি, তাহলে আমরা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হারিয়ে ফেলব।

মানুষ হলো আবেগ এবং অনুভূতির অধিকারী আত্মা, এবং তাদের একটি শরীর আছে যা তারা পোশাক বা বাইরের কোটের মতো পরিধান করে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা কেবল শরীর এবং আবেগের স্তরে বাস করব, ততক্ষণ আমরা চাপ এবং উত্তেজনার নেতিবাচক প্রভাবের মধ্যে পড়ব।

যখন আমরা আমাদের অপরিহার্য প্রকৃতির সাথে, অর্থাৎ আত্মার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হই, তখন আত্মার আনন্দ হৃদয়ে প্রবাহিত হয় এবং প্রেমে রূপান্তরিত হয়। আত্মার শান্তি ও প্রশান্তির সাথে সংযুক্ত এই ভালোবাসা অনুভব করা এবং এর সুরেলা প্রভাবে কাজ করা এবং মিথস্ক্রিয়া করা, উত্তেজনা এবং দ্বন্দ্বে ভরা পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সবচেয়ে উপযুক্ত উপায়। এই আনন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই জীবনের সমস্যার সমাধান।

দ্রষ্টব্য: "শরীর একটি অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এবং অন্যান্য পদার্থ তৈরি করে যা চাপ এবং উত্তেজনা কমায়, যা ডাক্তারদের দ্বারা নির্ধারিত ওষুধের চেয়ে কম শক্তিশালী এবং কার্যকর নয়," এই বিবৃতি সম্পর্কে, এটি চিকিৎসা পরামর্শ এবং প্রেসক্রিপশন ছাড়াই পরামর্শ নয়, তাই স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন।

চৌম্বকীয় সমীকরণ

একজন শক্তিশালী উপস্থিতি এবং মন্দ প্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তি + একজন দয়ালু কিন্তু দুর্বল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি = মন্দ চুম্বকত্ব দয়ার উপর প্রাধান্য পায়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]:

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

***

***

***

* * *

* * *

***

***

***

[illegible]

* * *

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

***

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

ছুটতে গিয়ে কী লাভ, যা কেবল ভাঙার প্রতিশ্রুতি দেয়? মানুষের সহজভাবে জীবনযাপন করা উচিত, এমন অসংখ্য সম্পদের প্রয়োজন নেই যার জন্য ক্রমাগত মনোযোগ প্রয়োজন।

* * *

আমার স্বর্গ আমার ভেতরেই আছে যখন আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ উপভোগ করি, আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আমার ভেতরের আনন্দ বৃদ্ধি পায়। সেই ভেতরের তৃপ্তি ছাড়া, এমনকি পার্থিব আনন্দ এবং আনন্দও নরকে পরিণত হয়। আমি বুঝতে পেরেছি যে, সেই ভেতরের আনন্দ ছাড়া, আমার উপর চাপানো দায়িত্বের বোঝা আমার শান্তি কেড়ে নিত এবং আমার সুখ থেকে বঞ্চিত করত।

* * *

যদি সম্পদ অসুস্থতা এবং সমস্যার সাথে যুক্ত হয়, তাহলে এর পরিণতি হবে অসংখ্য। স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্যসেবা পশ্চিমাদের শক্তির মধ্যে রয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে ক্ষতিকারক পোকামাকড় এবং মারাত্মক জীবাণু কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, অন্যদিকে এগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু এই কীটপতঙ্গ নির্মূল করা অর্জনের শীর্ষ নয়, কারণ উন্নত দেশগুলিতে অন্যান্য ধরণের দুর্দশা রয়েছে, যেমন বিল পরিশোধ করা কঠিন এবং কিস্তি ক্রয় ব্যবস্থার কারণে শ্বাসরুদ্ধকর আর্থিক সংকট - দুর্দশা যা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় এবং মানসিক শান্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

* * *

আমরা সেই একই চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখান থেকে এই মহান মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছিল।

* * *

তুমি কি কখনও ভেড়ার পাল দেখেছো? যদি তাদের মধ্যে একটি লাফ দেয়, তাহলে বাকি পাল বিনা দ্বিধায় তা অনুকরণ করে। বেশিরভাগ মানুষই এরকম। কেউ হয়তো কোন ধারণা নিয়ে আসতে পারে অথবা নতুন ধারা চালু করতে পারে, আর অন্যরা তৎক্ষণাৎ তাদের দলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তা অনুকরণ করে। এই রীতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। প্রতিটি জাতির নিজস্ব রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য রয়েছে এবং আমরা দাবি করতে পারি না যে

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

এবং বন্ধুত্ব প্রত্যাশা বা দাবি ছাড়াই দেওয়া উচিত, কারণ প্রত্যাশা বিরক্তি এবং তিক্ততার জন্ম দেয়। এমনকি আত্ম-উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করার সময়ও, একজন ব্যক্তির নিজের গুণাবলী এবং আত্ম-মূল্যের দুর্গের মধ্যে একা, নিরাপদ এবং শান্তিতে থাকা উচিত।

* * *

আমার হৃদয় থেকে সর্বদা আনন্দ এবং আশাবাদের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হোক, এবং তাদের সতেজতাপূর্ণ স্রোত আমার দেখা সকলকে স্পর্শ করুক।

* * *

আধ্যাত্মিক আনন্দ আত্মার মধ্যে অন্যদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে এবং সুখের দিকে পরিচালিত করে এমন পরিশীলিত নৈতিক আনন্দগুলিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা বিকাশ করে, এইভাবে অপরিশোধিত আনন্দের প্রতি ঝোঁক হ্রাস করে।

* * *

আপনার ভূমিকা যত ছোটই হোক না কেন, জীবনের মঞ্চে আত্মারা যে মহাজাগতিক নাটকটি সম্পাদন করে তার সাফল্যে অবদান রাখার ক্ষেত্রে এটি বৃহত্তর ভূমিকার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

* * *

সর্বজনীন চেতনা হল একটি পরম, অসীম চেতনা, যা ক্রমাগত নিজেকে নবায়ন করে এবং তার সৃজনশীলতায় অক্ষয়, এবং আপনার মাধ্যমে এটি নিজের একটি অনন্য দিক প্রকাশ করার চেষ্টা করে।

* * *

যদি তুমি একবারও ঐশ্বরিক ভালোবাসার স্বাদ পাও, তাহলে তুমি কখনোই তা ত্যাগ করবে না কারণ সমগ্র মহাবিশ্বে এর মতো আর কিছুই নেই।

* * *

যারা ঈশ্বরকে জানে তারা অত্যন্ত উন্নত আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছেছে, যেখানে তারা কেবল পাপীদের আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং তারা - ঈশ্বরের কৃপা এবং সাহায্যে - তাদের পাপপূর্ণ কর্মের পরিণতি থেকে মুক্তি

অক্লান্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে, সেই ইচ্ছার মধ্যে অপরিসীম দৃঢ় সংকল্প এবং শক্তি রয়েছে। এই অভ্যন্তরীণ ফিসফিস যান্ত্রিক প্রার্থনার চেয়ে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর, যা কেবল ঠোঁটকে নাড়া দেয়। যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা এভাবেই কাজ করে। তারা তাঁর প্রতি অবিরাম ভালোবাসা ফিসফিস করে, তাদের হৃদয়গ্রাহী ফিসফিস তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপে অশ্রাব্য থাকে। এই হৃদয়গ্রাহী ফিসফিস তাদের বিভ্রান্ত করে না বা তাদের অন্যান্য কর্তব্যের সাথে দ্বন্দ্ব করে না। ঈশ্বরের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা আরও গভীর এবং তীব্র হয়, যতক্ষণ না তারা তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে এবং আত্মার চোখ দিয়ে তাঁর আলো দেখে। তারা অপ্রতিরোধ্য আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করে এবং বর্ণনার বাইরে শান্তি অনুভব করে।

ঈশ্বর আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলি পাঠান যাতে আমরা সেগুলি থেকে উপকৃত হতে পারি এবং বোধগম্যতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি। যে কেউ এই শিক্ষাগুলি এড়িয়ে চলে, সে যত সময়ই লাগুক না কেন, সেগুলি শিখতে বাধ্য হবে।

প্রতিটি পরীক্ষাই আমাদের বন্ধু, যদি আমরা তা থেকে শিক্ষা নিই, আর যদি আমরা সুযোগ নষ্ট করি এবং অভিযোগ, বিরক্তি এবং দুর্বল বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে এর অপব্যবহার করি, তাহলে আমরা এক অত্যাচারী স্বৈরশাসক।

যখন আমাদের জীবনের প্রতি সঠিক ধারণা এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তখন এটি সুন্দর এবং জটিলতামুক্ত হয়ে ওঠে।

-

মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রভু , এবং তাঁর গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আমি তাঁর সাথে
সংযোগ স্থাপন করতে পারি।

আমার প্রিয় ঈশ্বর , আমি বুঝতে পারি যে আমার
চিন্তাভাবনা আমাকে ব্যর্থতা বা সাফল্য এনে দেবে , আমার
জীবনে কোন ধারণাটি সবচেয়ে শক্তিশালী তার উপর নির্ভর করে
এবং আমি মনে রাখার চেষ্টা করব যে আপনি আপনার সাহায্যের হাত
বাড়িয়ে দিচ্ছেন এবং আমার সাফল্যের পথ প্রস্তুত করছেন।

যখন আমার উপর বিপদ ও দুর্ভাগ্য আসে , তখন আমি আমার
শক্তি কাজে লাগাই এবং সেগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য আমার
সংকল্পকে শক্তিশালী করি। আমি সকলের সাথে আমার আচরণে
আন্তরিক ও সৎ থাকব , এবং আমি ভালোবাসা ও শুভকামনার
চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেব। তারপর ঈশ্বর তাঁর শক্তি ও
প্রজ্ঞা দিয়ে আমাকে সমর্থন করবেন।

আধ্যাত্মিক রোগ এবং তাদের চিকিৎসা
গুরু পরমহংস যোগানন্দ

এমন কিছু মানব ব্যক্তিত্ব কল্পনা করার চেষ্টা করুন
:যারা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈষম্যপূর্ণ
একটার মাথা ছোলার ডালের মতো ছোট আর শরীরটা উটের মতো
!বিশাল
আরেকজনের হাত স্যামসন বা হারকিউলিসের হাতের মতো
!শক্তিশালী এবং শরীরটা বামনের শরীরের মতো
আর তৃতীয়টির মাথাটি বিশাল হাতির মতো আর শরীরটি একটি
!ক্ষুরধার ইঁদুরের মতো
যদি তুমি হঠাৎ করে অদ্ভুত এবং অসঙ্গত রচনার সাথে ঐ
প্রাণীদের একটি ভিড় দেখতে পাও , তাহলে কি সেই দৃশ্য তোমার
কাছে অবাক এবং বিস্মিত হবে না , অথবা দুঃখজনক এবং অনুতপ্ত
?হবে না

চিরকাল সুখী থাকার সর্বোত্তম উপায় হল ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করা। আমাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর সাথে থাকার সংকল্প করা। ঈশ্বর আমাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিতে সর্বাগ্রে থাকা উচিত এবং আমাদের তাঁকে আমাদের জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

(অতএব, আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরে থাকো , তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো)

কারণ তিনিই স্তম্ভ , যদি অন্য সব স্তম্ভ তোমাকে ব্যর্থ করে দেয়।

আমি বুঝতে পেরেছি যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে জানা। এমন কিছু লোক আছে যারা হয়তো বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে জীবনের উদ্দেশ্য হল সুখ খুঁজে পাওয়া। আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সাথে বলছি যে ঈশ্বর হলেন চূড়ান্ত সুখ , তিনি হলেন পরম আনন্দ , তিনি হলেন পরম , সর্বজনীন প্রেম। তিনি হলেন চিরন্তন আনন্দ যা কখনও তাঁর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিদের আত্মাকে ছেড়ে যায় না। তাহলে আমরা কেন সেই নিখুঁত সুখ অর্জনের জন্য চেষ্টা করব না ? অন্য কেউ আমাদের তা দিতে পারে না। আমাদের নিজেদের মধ্যে এটি ক্রমাগত চাষ এবং লালন করতে হবে। প্রকৃতির শক্তি মানুষকে পার্থিব আনন্দ দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে , কিন্তু এই ধরনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ শেষ পর্যন্ত অনুশোচনা , তিক্ততা এবং অনুশোচনার দিকে পরিচালিত করে। এমনকি সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি , যার কাছে সবকিছু আছে বলে মনে হয় , সেও সত্যিকারের সুখী নাও হতে পারে। তারা পার্থিব জিনিস নিয়ে বেশিদিন সন্তুষ্ট থাকবে না কারণ এই জিনিসগুলি তাদের প্রকৃত তৃষ্ণা মেটায় না বা তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটায় না।

বস্তুগত সম্পদ কেবল শান্তি এবং ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তির মিথ্যা অনুভূতি প্রদান করে। সমগ্র বিশ্ব বিভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত , স্বার্থপর এবং লোভী আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্ভূত যা যুদ্ধের জন্ম দেয়। অন্য কিছুই যুদ্ধ সৃষ্টি করে না।

[illegible]

[illegible]!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হয়নি; এটি জীবনের রহস্যগুলির মধ্যে একটি, যা নিজেই একটি মহান রহস্য।

কিন্তু যখন আমরা জীবন বিশ্লেষণ করি এবং এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করি তখন রহস্য উন্মোচিত হয়। যদি আপনি প্রতিদিন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে নিজেকে পরীক্ষা করেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার অনেক অপূর্ণ ইচ্ছা রয়েছে। এই ইচ্ছাগুলি মারাত্মক জীবাণুর মতো যা একজন ব্যক্তি যেখানেই যান না কেন, এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সাথে বহন করে।

সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এই জীবনের ক্ষতিকারক আকাঙ্ক্ষাগুলোকে বিজ্ঞতার সাথে বেছে নেওয়া এবং তোমার ভালো আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তোমার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করা। যদি তুমি আত্মহত্যা করার বা অন্যায় কিছু করার তাগিদ অনুভব করো, তাহলে তোমাকে এখনই সেই তাগিদ দূর করতে হবে। চিন্তাভাবনা এবং কাজে নিজেকে বোঝাতে হবে যে তোমার আত্মার মধ্যে দেবত্বের স্ফুলিঙ্গ আছে, এবং মনে রাখতে হবে যে তুমি সর্বশক্তিমানের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, এবং তাই তোমার শারীরিক প্রকৃতি এবং অভ্যাসকে অতিক্রম করার ক্ষমতা তোমার আছে।

বিলাসিতায় কম আসক্ত থাকুন এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে আরও বিচ্ছিন্ন থাকুন, তাহলে আপনি জীবনের যুদ্ধে জিতবেন। যদি আপনি অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছেন, তাহলে যতটা সম্ভব শারীরিক সচেতনতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করুন। বিচক্ষণতার মাধ্যমে, আপনি ইন্দ্রিয়গুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারেন। বিচক্ষণতা হল আগুন যা ক্ষতিকারক আকাঙ্ক্ষা এবং ধ্বংসাত্মক ক্ষুধাগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

বাড়ির এক কোণে পুরাতন, জীর্ণ এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা এবং সময়ে সময়ে ঘর পরিষ্কার করা মানুষের জন্য একটি সাধারণ অভ্যাস। একইভাবে, আপনার অবচেতন মনের কোণে অনেক ইচ্ছা লুকিয়ে থাকে যার মধ্যে রয়েছে সুপ্ত ক্ষতি, যা যদি আপনি সঠিকভাবে মোকাবেলা না করেন তবে একদিন আপনার জন্য বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে।

আধ্যাত্মিক পথে আত্ম-বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ঘৃণ্য, খিটখিটে, অথবা দ্রুত রেগে যেতে পারেন। যদি তাই হয়, তাহলে আপনার চেতনায় সঞ্চিত এই

[illegible] [illegible] [illegible] [

যীশু খ্রীষ্টের শক্তির কথা ভাবুন যিনি বলেছিলেন, "পিতা, তাদের ক্ষমা করুন, কারণ তারা যা জানে না তা কীভাবে করতে হয় তা জানে না"

আর মহান নবীর কথা ভাবুন যিনি বলেছেন: “আমি কি তোমাদের বলব না যা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে?” তারা বলল: “হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।” তিনি বললেন: “যে তোমার প্রতি অজ্ঞ, তার প্রতি ধৈর্য ধরো, যে তোমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে, তাকে দান করো, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং যে তোমার উপর অন্যায় করে, তাকে ক্ষমা করো।”

তোমার আলোকিত বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা তোমার পথে আলো এবং তোমার জীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনবে। যখন তুমি তোমার হৃদয়ে কোন ইচ্ছা পূরণের তীব্র তাড়না অনুভব করো, তখন তোমার বিচক্ষণতা ব্যবহার করো এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো: "আমি যে ইচ্ছা পূরণ করতে চাইছি তা কি ভালো না খারাপ?"

অনেক কারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। যখন কেউ একটি নতুন মডেলের গাড়ি দেখে, তখন সে তার মতো একটি গাড়ির মালিক হতে চায়। যখন সে একটি নতুন স্টাইলের বাড়ি দেখে, তখন সে তার মতো একটি গাড়ির মালিক হতে চায়। একটি নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং মানুষ সেই স্টাইলটি কিনতে এবং পরতে আগ্রহী হয়!

আকাঙ্ক্ষা কোথা থেকে আসে? আমি ঘন্টার পর ঘন্টা এই চিন্তা করে কাটিয়েছি যে তুমি কি তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারো? আমি সেগুলিকে সাজাতে পেরেছি এবং শুধুমাত্র ভালো আকাঙ্ক্ষাগুলিকে রাখতে পেরেছি। আর যখন আমি ঐশ্বরিক যোগাযোগ অর্জন করলাম, তখন দেখলাম যে আমার সমস্ত ভালো আকাঙ্ক্ষা একযোগে পূর্ণ হয়েছে। আজ তুমি কিছু কামনা করো, আর আগামীকাল তোমার আত্মা অন্য কিছুর জন্য আকুল। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত তোমার মন এই পৃথিবীর জিনিসপত্র দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না, এবং তা কখনও হবে না, কারণ, আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি তোমার আত্মার সবচেয়ে মূল্যবান এবং মূল্যবান ধন হারিয়েছ, যিনি একমাত্র তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার এবং তোমার ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা রাখেন। সেই হারানো ধন হলেন ঈশ্বর।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইচ্ছা পূরণ করেছ , তাই আমার হৃদয় তোমার উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং আমার আত্মা তোমার আলোয় আলোকিত হয়েছে " তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

পরার্থপরতা সচেতনতা বৃদ্ধি করে

যখন তুমি অন্যদের কাছে ভালো উদ্দেশ্য পাঠাও , তখন তোমার সচেতনতা প্রসারিত হয় যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীর কথা ভাবো , তখন তোমার সত্তার একটি অংশ সেই চিন্তার সাথে সাথে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু শুধু চিন্তা করা যথেষ্ট নয় ; আমাদের চিন্তাভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

আমি সাধুর সাথে ধ্যানে বসেছিলাম , এবং এক ঘন্টা পর তার মৃদু কণ্ঠ আমাকে জাগিয়ে তুলল :

"তুমি প্রায়ই নিস্তব্ধতার অবস্থায় প্রবেশ করো , কিন্তু তুমি কি ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতার অবস্থায় পৌঁছেছো ?"

সাধক আমাকে ধ্যানের চেয়ে ঈশ্বরকে বেশি ভালোবাসার কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন , এবং আরও যোগ করেছিলেন: "উপায়কে লক্ষ্যের সাথে গুলিয়ে ফেলো না , এবং উপায়কে তোমার লক্ষ্য বানাও না "

সে আমাকে কিছু আম দিল , এবং তার চতুর বুদ্ধি দিয়ে , যা তার গম্ভীর স্বভাব সত্ত্বেও আমার কাছে মজার মনে হয়েছিল , সে বলল:

"মানুষের খাদ্যের সাথে একাত্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অনেক বেশি "

এই ব্যঙ্গাত্মক কথাটা শুনে আমার মুখে একটা জোরে হাসি ফুটে উঠল , আর তার দৃষ্টি স্নেহে মৃদু হয়ে উঠল , যখন সে বলল, "কি হাসি !" তার মুখ গম্ভীর কিন্তু আনন্দের হাসি। তার বৃহৎ , পদ্মের মতো চোখ দুটো একটা পবিত্র , ভেতরের হাসি লুকিয়ে রাখল।

সাধু টেবিলের উপর রাখা বেশ কয়েকটি মোটা খামের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : "এই চিঠিগুলি আমার কাছে সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছে। আমি এমন বেশ কয়েকটি সমাজের সাথে যোগাযোগ করি যাদের সদস্যরা যোগব্যায়ামে আগ্রহ দেখায়। তারা কলম্বাসের চেয়েও ভালো বোঝাপড়ার মাধ্যমে ভারতকে পুনরাবিষ্কার করছে ! আমি তাদের সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত , কারণ যোগব্যায়ামের জ্ঞান সূর্যের আলোর মতো বিনামূল্যে , যারা এটি অন্বেষণ করে তাদের জন্য। "

"মানবজাতির মুক্তির জন্য জ্ঞানীরা যা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন তা পশ্চিমের জন্য আলগা করা উচিত নয়। পূর্ব এবং পশ্চিম তাদের ভিন্ন বাহ্যিক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আত্মার দিক থেকে একই রকম , এবং যোগের আধ্যাত্মিক পথগুলির একটি অনুশীলন না করে তাদের অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির কোন আশা নেই। "

সেই সাধু আমাকে তাঁর শান্ত দৃষ্টিতে ধরে রেখেছিলেন , আর আমি তখন বুঝতে পারিনি যে তাঁর কথাগুলো ছিল একটি আবৃত

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

"আমার পুত্র , ঈশ্বরের আশীর্বাদে বেরিয়ে পড়ো , এবং প্রাচীন ভারতের গৌরবকে তোমার সুরক্ষার ঢাল হিসেবে গ্রহণ করো। তোমার কপালে বিজয় লেখা আছে , এবং দূরবর্তী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তোমাকে স্বাগত জানাবে। "

সূত্র : যোগীর আত্মজীবনী (একজন যোগীর জীবনে ভারতীয় দর্শন)

পাদটীকা

(১) এই শ্বাস -প্রশ্বাসের কৌশলটি প্রাণায়াম নামে পরিচিত , যা শ্বাস -প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে জীবনীশক্তি বা কার্যকলাপ (প্রাণ) নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাণায়াম ভস্ত্রিকা ("ঘণ্টা ":) মনকে শান্ত করতে কাজ করে।

(২) যোগব্যায়ামের প্রাচীন ভাষ্যকারদের মধ্যে পতঞ্জলি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৩) ১৯২৮ সালে এক বক্তৃতায় , সোরবোনের অধ্যাপক জুলস বোইস বলেছিলেন যে ফরাসি বিজ্ঞানীরা উচ্চতর চেতনার উপর পরীক্ষা -নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং এর অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন। তিনি এটিকে "ফ্রয়েডের ধারণায় অচেতন মনের প্রতিরূপ " হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। এই উচ্চতর চেতনা সেই প্রতিভা এবং গুণাবলীকে ধারণ করে যা একজন ব্যক্তিকে সত্যিকার অর্থে মানুষ করে তোলে , কেবল একটি বিবর্তিত প্রাণী নয় "। ফরাসি পণ্ডিত স্পষ্ট করেছিলেন যে উচ্চতর চেতনার জাগরণ "পরামর্শ বা সম্মোহন থেকে আলাদা করা উচিত। উচ্চতর চেতনার অস্তিত্ব দার্শনিকভাবে স্বীকৃত , এবং এটি মূলত এমারসন দ্বারা বর্ণিত উচ্চতর আত্মা , যা বিজ্ঞান সম্প্রতি স্বীকার করেছে"। এমারসন তার প্রবন্ধে (দ্য হায়ার সোল) বলেছেন: "মানুষ হল একটি মন্দিরের মুখ যেখানে সমস্ত জ্ঞান এবং মঙ্গল রয়েছে , এবং সাধারণত আমরা যাকে মানুষ বলি : খাওয়া , পান করা , রোপণ করা এবং গণনা করার মানুষ তার অপরিহার্য বাস্তবতার একটি মিথ্যা চিত্র দেয়। কিন্তু যে আত্মার সে যন্ত্র এবং প্রকাশ , যদি এটি তার চিন্তাভাবনা এবং কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় , তাহলে আমরা মাথা নত করতে বাধ্য হব কারণ তখন আমরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সামনে এবং সমস্ত ঐশ্বরিক গুণাবলীর সামনে দাঁড়াব। "

(৪) তাঁর পুরো নাম ছিল তাজনারমথ ভাদুড়ি , এবং হিন্দিতে "মঠ" অর্থ উপাসনার স্থান , প্রায়শই একটি আশ্রম বা মঠকে বোঝায়। "মহাকাশে ভেসে থাকা " সাধুদের মধ্যে ছিলেন কুপারটিনোর সেন্ট জোসেফ, ১৭ শতকের একজন সাধু যার অসাধারণ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেন্ট জোসেফ পৃথিবী সম্পর্কে বিস্ময় এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন , যা বাস্তবে ঈশ্বরের স্মরণ এবং তাঁর সাথে গভীর সংযোগ ছিল। মঠের তাঁর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible] XIV [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

এবং জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো বিচক্ষণতার সাথে এবং
ইতিবাচকভাবে মোকাবেলা করা

* * *

তোমার শিক্ষা অমূল্য।

আমি তোমার একটাও পাঠ মিস করতে চাই না।